

শর্কে শর্কে আল কুরআন

প্রথম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

ଶଦେ ଶଦେ ଆଲ କୁରାଆନ

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲ ଫାତିହା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲ ବାକାରା

ମାଓଲାନା ମୁହାମ୍ମଦ ହାବିବୁର ରହମାନ

ସମ୍ପଦନାୟ : ମାଓଲାନା ମୁହାମ୍ମଦ ମୂସା

ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାଶନୀ

ଡାକା

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিষদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯১১৫১৯১, ৯৩৩৯৮৮২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

ISBN-978-984-416-033-0

স্থত্তৃ : আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৩১৭

২য় প্রকাশ

রময়ান ১৪৩৩

শ্রাবণ ১৪১৯

জুলাই ২০১২

বিনিময় : ২৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিষদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 1st Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 250.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নায়িল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلنَّذْكُرِ فَهُلْ مِنْ مُدَكَّرٌ

“আর আমি নিচয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?”—সূরা আল কুমার : ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সমানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অতপর অনুদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রূক্তির শেষে সংশ্লিষ্ট রূক্তির শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্নত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে : (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাৰুৱে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাত্রলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাবী
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের দশম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও
প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য
আল্লাহর দরবারে উন্নত প্রতিদানের প্রার্থনা জানাইছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো—মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধে নয়। আমাদের
এ অনন্য দুরাহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি সম্মিলিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়,
তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কুল করুন এবং মানবজাতিকে
আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আরীন।

বিনীত
—প্রকাশক

সংকলকের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের সাথো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক
নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরস্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ
বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমাবিত করেছেন। দর্কন্দ ও সালাম
সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরস্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়িন, শাফিউল
মুয়নাবীন ও আফদালুল বাশার হ্যরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত
বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর দরবারে
এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার খিদমতটুকুকে
আবিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সন্ত্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ
ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোগো এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে
পরিগত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হসাইন সাহেবের
পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী
ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ
দেখেছে। আল্লাহ তাঁদের সকলের খিদমতের উন্নত বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু
করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান
আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর
শোকর পুনরায় আদায় করছি।

—মুঃ ইম্রানুল-কুরআন

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১. সূরা আল ফাতিহা	১১
২. সূরা আল বাকারা	১৬
১ম রংকু'	১৯
২য় রংকু'	২৩
৩য় রংকু'	৩০
৪র্থ রংকু	৩৯
৫ম রংকু	৫০
৬ষ্ঠ রংকু	৫৫
৭ম রংকু	৬৪
৮ম রংকু	৬৮
৯ম রংকু'	৭৫
১০ম রংকু'	৮৪
১১তম রংকু'	৮৯
১২তম রংকু'	৯৯
১৩তম রংকু'	১০৮
১৪তম রংকু'	১১৭
১৫তম রংকু'	১২৫
১৬তম রংকু'	১৩৪
১৭তম রংকু'	১৪৩
১৮তম রংকু'	১৫২
১৯তম রংকু'	১৫৮
২০তম রংকু'	১৬৭
২১তম রংকু'	১৭২
২২তম রংকু'	১৭৯
২৩তম রংকু'	১৮৭
২৪তম রংকু'	১৯৭
২৫তম রংকু'	২০৮
২৬তম রংকু'	২১৮
২৭তম রংকু'	২২৬

২৮তম রূকু'	২৩৫
২৯তম রূকু'	২৪২
৩০তম রূকু'	২৪৮
৩১তম রূকু'	২৫৪
৩২তম রূকু'	২৫৯
৩৩তম রূকু'	২৬৭
৩৪তম রূকু'	২৭৩
৩৫তম রূকু'	২৮২
৩৬তম রূকু'	২৯০
৩৭তম রূকু'	২৯৮
৩৮তম রূকু'	৩০৫
৩৯তম রূকু'	৩১৪
৪০তম রূকু'	৩২০

সূরা আল ফাতিহা

নামকরণ

‘ফাতিহা’ শব্দের অর্থ ভূমিকা, উপক্রমণিকা, মুখবক্ষ ইত্যাদি। যেহেতু কুরআন মাজীদ এ সূরার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। তাই সূরাটির নাম, ‘আল ফাতিহা’ বা ‘ফাতিহাতুল কিতাব’ রাখা হয়েছে।

সূরাটির বেশ কিছু নাম রয়েছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো—(১) উম্মুল কুরআন, (২) আশ শাফিয়াহ, (৩) সাবয়ে মাসানী, (৪) হামদ, (৫) তালীমুল মাসয়ালাহ, (৬) মুনাজাত, (৭) কুরআনে আর্থী।

নাযিলের সময়কাল

নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এটাই প্রথম নাযিল হয়েছে। এর পূর্বে বিক্ষিপ্ত কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে যেগুলো সূরা ‘ইকরা’ বা ‘আলাক’, সূরা মুহ্যামিল ও সূরা মুদ্দাসসির-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সূরা ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর সেসব বান্দাহদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যারা তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছে। কিতাবের প্রারম্ভে সূরাটি সংযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো—একথা বুঝানো যে, তোমরা যারা এ কিতাব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছো, এ কিতাব থেকে তোমরা যদি উপকৃত হতে চাও তাহলে সর্বপ্রথম এ প্রার্থনা করো।

মানুষের জ্ঞান সীমিত। সে এ সীমিত জ্ঞান দ্বারা তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে কল্যাণকর বিষয় এবং মহান আল্লাহর নিকট তার চাওয়ার বিষয় স্থির করতে সক্ষম নয়। তাই তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, আমার নিকট তোমাদের চাওয়ার বিষয় এ একটিই, যা চাওয়ার পদ্ধতি ও ভাষা তোমাদেরকে এ সূরাটিতে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এটাই তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ যখন তার জন্য কল্যাণকর একমাত্র বিষয়টি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ তার সামনে রেখে দিয়ে তার প্রার্থনার জবাব দেন যে, তোমরা আমার নিকট যে প্রার্থনা করেছো, তা এ কুরআন মাজীদেই রয়েছে। এ কুরআন মাজীদকে তোমরা যদি তোমাদের দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করো, তাহলে এটা তোমাদের দুনিয়ার জীবনকে যেমন সুষমায় করবে তেমনি তোমাদের আখেরাতের জীবনকেও করবে সুখময়। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরা ফাতিহা মহান আল্লাহর নিকট বান্দাহর প্রার্থনা, আর পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদ তাঁর পক্ষ থেকে জবাব।

নামাযের প্রত্যেক রাকয়াতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। এর দ্বারা মহান
আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। অতপর কুরআন মাজীদের যে কোনো অংশ
থেকে পাঠ করা হয়, তার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাথে সাথেই প্রার্থনার জবাব
পাওয়া যায়।

সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি আয়াত আল্লাহর
সাথে সম্পর্কিত। চতুর্থ আয়াতটি আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পর্কিত এবং শেষ তিনটি
আয়াত বান্দাহর সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর
বান্দাহর মধ্যে কথোপকথনের সূচনা হয়।

রুক্মি

আয়াত ৭

১. সূরা আল ফাতিহা-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু^০ আল্লাহর নামে

① أَكْحَلَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝
 ১। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা । ২। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু । ৩। যিনি বিচার দিনের মালিক ।^৪

② إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ إِهْلِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
 ৪। আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য চাই । ৫।
 আমাদেরকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করুন ।

الرَّحِيمِ ; دয়াময় ;-(ال+رحمن) الرحمن ; -الله ; -আল-নামে ; (ب+اسم) بِسْمِ
 -আল্লাহর জন্য । (ال+حمد) الْحَمْدُ ③ ; -সকল প্রশংসা ; (ال+رحيم) الرَّحِيمِ
 (ال+رحمن) الرَّحْمَنِ ④ ; -বিশ্বজগত । (ال+عالِم+بن) الْعَالَمِينَ ; -রَبِّ
 -দয়াবান ; -পরম দয়ালু । ⑤ -মালিক ; -দিন ; -বিচার । ⑥ (বিন) الدِّينِ
 -আমরা শুধু আপনারই ; -নَعْبُدُ । ⑦ (বিন) إِيَّاكَ ; -আপনারই ইবাদাত
 করি ; -এবং (বিন) إِيَّاكَ ; -নَسْتَعِينُ ; -আমরা সাহায্য চাই । ⑧ (বিন) إِهْلِنَا
 -আমাদেরকে হেদায়াত করুন, পথ প্রদর্শন করুন; চুরুক্তি । ⑨ (বিন) الْمُسْتَقِيمُ
 -পথ ; -সহজ-সরল ;

১. সূরাটি 'আল ফাতিহা' নামে সর্বজন পরিচিত হলেও এর অনেকগুলো নাম রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো : (ক) ফাতিহাতুল কিতাব, (খ) উচ্চুল কুরআন, (গ) সাবউল মাসানী, (ঘ) শাফিয়াহ, (ঙ) তালীয়ুল মাসয়ালা, (চ) মুনাজাত, (ছ) উচ্চুল কিতাব, (জ) ফাতিহাতুল কুরআন, (ঝ) হাম্দ, (ঝঝ) কুরআনে আযীম (ট) কুরআন মাজীদ। সূরা ফাতিহাকে তার বিষয়বস্তুর আলোকেই এ নামকরণ করা হয়েছে। যা দ্বারা কোনো বিষয়, কোনো গৃহ্ণ বা কোনো কাজ শুরু করা হয় তাকে আরবী ভাষায় 'ফাতিহা' বলা হয় (বাংলায় ভূমিকা, মুখবন্ধ, সূচনা ইত্যাদি)। পূর্ণাংগ সূরা হিসেবে এটিই সর্বপ্রথম নামিল হয়েছে।

২. বিসমিল্লাহর পারিভাষিক নাম 'তাসমিয়াহ' অর্থাৎ নামকরণ। আল্লাহ তায়ালার মূল নাম এবং গুণবাচক নামের এতে সমাবেশ ঘটেছে, তাই এর নাম 'তাসমিয়াহ' রাখা হয়েছে।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فِي إِلَّا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فَالَّذِينَ

৬। তাদের পথ যাদের আপনি পুরস্কৃত করেছেন। ৭। তাদের পথ নয় যাদের উপর আপনার গবেষণা পড়েছে এবং যারা বিপথগামী হয়েছে।^৪

(۶) (انعم+ت) أَنْعَمْتَ -আপনি পুরস্কৃত করেছেন; صِرَاطَ -পথ; الَّذِينَ -তাদের, যাদের; عَلَيْهِمْ -নয় (তাদের পথ), ব্যতীত; عَلَيْهِمْ -অভিশঙ্গ ; (على+هم) عَلَيْهِمْ -অভিশঙ্গ ; (وَلَا+) عَلَيْهِمْ -যাদের উপর ; (ال+مغضوب) الْمَغْضُوب -এবং নয় (তাদের পথ); (ال+ضال+بن) الظَّالِّينَ -বিপথগামীগণ, পথভৰ্তৰা।

প্রত্যেক বৈধ কাজে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়া মুস্তাহাব এবং অবৈধ কাজে পড়া হারাম।

৩. شَدَ رَحْمَةً دُوْتِي مُلْ شَدَ خِلْقَةً نَسْيَةً دُوْتِي الرَّحِيمُ وَ الرَّحْمَنُ . শব্দ দু'টি শব্দ দু'টি শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। দুটো শব্দের অর্থই ‘পরম দয়াময়’। আ সংযোগে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ‘পরম দয়াময়’ বা ‘একমাত্র দয়াময়’।

৪. বিষয়বস্তুর আলোকে সূরাটিকে তিনটি ভাগ করা যায়-

ক. প্রথম আয়াত থেকে চতুর্থ আয়াত পর্যন্ত এ চারটি আয়াত শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ এ কয়টি আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী একমাত্র আল্লাহর।

খ. পঞ্চম আয়াতটি মানুষ তথা আল্লাহর বান্দাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ; কারণ ইবাদাত ও প্রার্থনা করা একমাত্র বান্দারই বৈশিষ্ট্য।

গ. ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতদ্বয় আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা চেয়েছে আল্লাহ তা দিয়েছেন। তাই আল্লাহ দাতা আর বান্দাহ গ্রহীতা।

৫. সূরা আল ফাতিহা কুরআন মাজীদের শুরুতে সংযোজিত হওয়ার জন্য এর নামকরণ ফাতিহা বা ‘ভূমিকা’ হলেও মূলত এটা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা।

মানুষের জ্ঞান নিতান্তই নগণ্য। তাই তারা মহামহিম আল্লাহর কাছে চাইবার মত বিষয় নির্ধারণে সক্ষম হবে না, এটা আল্লাহ জানেন। তাই দয়াময় আল্লাহ মানুষের জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় যা আল্লাহর নিকট চাইতে হবে তা এ সূরার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, এমনকি সেই প্রার্থনা বা চাওয়ার ভাষা কি হবে তাও বলে দিয়েছেন। আর মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো “সিরাতুল মুস্তাকীমে (সৎ পথে) হিদায়াত”।

অতপর আল্লাহ বান্দাহ চাওয়ার উত্তরে পূর্ণাংগ ‘কুরআন মাজীদ’ পেশ করে বলেছেন-

الْمَ - ذَلِكَ الْكِتَبُ لَرَبِّ فِيهِ - هُدَى لِلْمُتَّقِينَ -

অর্থ : আলিফ-লাম-মীম। এটা সেই কিতাব যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই ; (তোমাদের) মূর্ত্তাকীদের জন্য হিদায়াত, (যা তোমরা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমার শেখানো ভাষায় আমার কাছে চেয়েছে)।

বিসমিল্লাহ ও সূরা আল ফাতিহার শিক্ষণীয় বিষয়

১. প্রত্যেক ভাল কাজের ক্রমতে আমাদেরকে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে। মন্দ কাজে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হারাম।

২. দুনিয়া ও আবিরামের কল্যাণজনক বিষয়গুলো আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। তবে সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা সদা-সর্বদা চাইতে হবে, তাহলো ‘হিদায়াত’ তথা পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জ্ঞান, যোগ্যতা, পথ ও পদ্ধা, শক্তি ও সাহস এবং ধৈর্য ও নিষ্ঠা।

প্রতিদিন ‘সালাত’ তথা নামায়ের প্রতিটি রাক্যাতে সূরা ফাতিহা পাঠের বাধ্য বাধকতার মাধ্যমে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি।

৩. পার্থিব জীবনেও কারো কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে তা চাইতে হবে শালীন ভাষায়। প্রথমে দাতার মধ্যকার বিদ্যমান শুণাবলীর প্রশংসাসূচক কথা বলতে হবে। অতপর তাঁর কাছে প্রার্থীত বিষয় পেশ করতে হবে।

সূরা আল বাকারা
আয়াত ৪ ২৮৬
কুরু' - ৪০

নামকরণ

সূরাটির নাম 'বাকারা' এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে 'বাকারা' (গাভী) সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা উল্লেখিত আছে। কুরআন মাজীদের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই অনেক সংখ্যক বিষয় আলোচিত হয়েছে। সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে সূরার শিরোনাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নির্দেশে সূরাগুলোর বিষয় ভিত্তিক শিরোনামের পরিবর্তে শুধুমাত্র পরিচিতির স্বার্থে বা চিহ্ন ব্রহ্মপ নামকরণ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—এটা সেই সূরা যাতে 'বাকারা' তথা গাভীর উল্লেখ আছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার অধিকাংশই মহানবী (স)-এর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। কিছু অংশ পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। সূরার শেষের দিকের কিছু আয়াত হিজরতের পূর্বে মকায় নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণেই বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিলকৃত অংশসমূহকে একই সূরার অধীনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

এ সূরাটির তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য নাযিলের সময়কালীন সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

এক : হিজরতের পূর্বে কুরআন মাজীদের নাযিলকৃত আয়াতসমূহে সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ হয়েছিল মুশরিক তথা মৃত্তিপূজারীদেরকে এবং সেই আলোকেই আলোচনা অব্যাহত ছিল। কিন্তু হিজরত পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদেরকে ইয়াহুদীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ইয়াহুদীরা হয়রত মুসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল। তারা তাওরাতের শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের মনগড়া নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই চলছিল। তাদের মধ্যে সর্ব স্তরেই নানাবিধ বিকৃতি এসে গিয়েছিল। তাদের সমাজ নেতা, ধর্মীয় নেতা, আম জনসাধারণ কেউই এ বিকৃতি থেকে নিরাপদ ছিলো না। যেহেতু সকল নবীর প্রচারিত জীবনব্যবস্থাই ছিল ইসলাম, সেহেতু মুসা (আ)-এর অনুসারী হিসেবে তারাও প্রথমত মুসলিম ছিল ; কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের মুসলিম না বলে ইয়াহুদী বলা শুরু করেছিল।

অতপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করে আল্লাহর নির্দেশে ইয়াহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা ব্রহ্মপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

সূরার প্রথম দিকের ১৫/১৬ রূপ্ত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ইয়াহুদীদের সমালোচনা ও তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের বিষয়েই আলোচিত হয়েছে।

দুইঃ হিজরতের পূর্বে দীনী তাবলীগ এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের ব্যক্তি পর্যায়ের শিক্ষা এবং চারিত্রিক সংশোধনের পর্যায় পর্যন্তই ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিল ; কিন্তু হিজরতের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, আর্থ-সামাজিক নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক আয়তও অবর্তীর্ণ হচ্ছিল। এ সূরার শেষ দিকের ২৩টি রূপ্তে এ সম্পর্কিত আলোচনাই অধিক রয়েছে।

তিনঃ মক্কার কাফিরদের আয়তাধীন এলাকাতেই ইসলাম-এর সূচনা হয়েছিল ; যারা মুসলমান হচ্ছিল তারা নির্বিবাদে কাফিরদের অমানুসিক অত্যাচার-নির্যাতন সয়ে যাচ্ছিল কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার সুযোগও তাদের ছিল না, আর আল্লাহর নির্দেশও ছিল না। কিন্তু যখনই মদীনায় হিজরত করে মুসলমানগণ একটি ঐক্যজ্ঞাতে পরিণত হলো, একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা সুস্পষ্টকরণে দেখা দিল, মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো, তখনই কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার চেষ্টা ও জোরদার হতে লাগল। এ বিশাল শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিঙ্ঘ হয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব ছিলো না, যদি না আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এ সূরার নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিতেন :

(ক) পূর্ণ শক্তি ও উদ্যম প্রয়োগে নিজেদের জীবনব্যবস্থার নিয়ম-নীতিকে প্রচার করে যতো বেশী সম্ভব লোককে ইসলাম গ্রহণ উদ্বৃদ্ধ করা।

(খ) বিরুদ্ধ কাফির শক্তির ভাস্তি ও ভট্টাতা সম্পর্কে অকাট্য যুক্তি-প্রয়াণ পেশ করে তাকে পরিত্যাজ্য প্রয়াণ করা।

(গ) নিরাশ্রয়, দরিদ্র ও প্রবাসী হওয়ায় মুসলমানগণ যে নিরাপত্তাধীন ও সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল তাতে ধৈর্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।

(ঘ) ক্রমাগ্রসরমান এ দীনী দাওয়াতকে থামিয়ে দেয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিরোধীদের শক্তি, জনবল, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির প্রতি কোনো প্রকার তোয়াক্তা না করে তাদের মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

(ঙ) মুসলমানদের মনে এতটুকু শক্তি-সাহসের সংগ্রাম করে দেয়া যে, যদি পৌত্রলিক আরবগণ এ সত্য দীন তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের জাহেলিয়াতের বিপর্যয়কর জীবনব্যবস্থাকে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

চারঃ দাওয়াতে ইসলামীর এ মাদানী পর্যায়েই মুনাফিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটতে লাগলো। অবশ্য মক্কাতেও মুনাফিকদের একটি শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এ শ্রেণীর মুনাফিকরা ইসলামকে সত্য ও কল্যাণময় জীবন বিধান হিসেবে মানতো।

“ইসলামের সত্যতা তারা মুখে ঘোষণাও করতো ; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে সমাজচ্যুতি
হতে তারা রাজী ছিল না ।

মদীনাতে মুনাফিকদের এ শ্রেণী তো ছিলই, অধিকতৃ সেখানে আরো চার শ্রেণীর
মুনাফিকের প্রকাশ ঘটেছিল :

(১) একদল আসলেই কাফির ও ইসলামের দুশ্মন ছিল ; কিন্তু ইসলামের ক্ষতি
করার মতলব নিয়ে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ।

(২) দ্বিতীয় একদল মুনাফিক ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে মুসলমান পরিবেষ্টিত
ছিল । তারা মুসলমান পরিচয়ে এবং ভেতরে ভেতরে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখার
মধ্যে নিজেদের কল্যাণ মনে করতো ।

(৩) তৃতীয় একদল ছিল যারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিসদ্দেহ ছিল না ।
তাদের গোত্র বা বংশের লোকদের সাথে তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হয়েছিল ।

(৪) চতুর্থ আর একদল মুনাফিক ইসলাম যে সত্য ও সন্তান জীবনব্যবস্থা তা
বুঝতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণও করেছিল ; কিন্তু জাহেলী
সমাজের বল্লাহীন জীবন আচার ত্যাগ করে ইসলামী বিধি-বিধান পালন এবং
বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য পালনকে নিজেদের জন্য বোৰা মনে করে তা পালন করতে
চাইতো না ।

এ শ্রেণীর মুনাফিকদের প্রকাশ লগেই সূরা আল বাকারা নাযিল হয়েছিল । তাই
সূরার বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সংক্ষিপ্ত ইংগিত
করেছেন ।

କୁଳ'୮୦

২. সূরা আল বাকারা-মাদানী

ଆয়াত ২৮৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦) الْمَرْءُ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا يَبْلُغُ فِيهِ هُلْيَ لِلْمُتَقِينَ

১. আলিফ-লাম-মীম।^১ ২. এ (আল কুরআন) সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই : মৃত্তাকীদের জন্য এটা হিদায়াত।^২

○**الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ**

৩. (মুন্ডাকী তারা) শারা বিশ্বাস রাখে গায়েব^৩ বা অদৃশ্য এবং নামায প্রতিষ্ঠাত^৪ করে : আর আমি তাদের যে রিয়িক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।^৫

— دلکَ — اے بیچھنِ هر فوٹوؤں اور اُرثِ اکمادڑ آلا حاہ۔ اے جانئن । ⑤ — الْمَ (آل-کُوڑ آن) — سے اے کیتا و ; لَا — نے اے ; رَبُّ — کو نے ل + ال + لِمُتْقِنْ ; هُدَى — اتھے، وا شا تھے ; فَيْهُ — فی + ه + و + ل + ال + سندھ۔ سُخْشَى — مُتَقَى + ن (بُؤمن + ون) بُؤمِسُونَ ; (الذی + بن) الْذِينَ ⑥ — مُتَقَى + ن (بِقِيم + ون) بِقِيمُونَ ; وَ — اے و ; (ب + ال + غیب) بِالْغَيْبِ ; اے جمَان رَاوے ; (من + ما) إِيمَانٌ ; وَ — اے و ; (ال+صلوٰۃ) الصَّلَاةُ ; کارِم کرے ; (بنفَق +) بِنْفَقُونَ ; آامی تا دے رے ری خیک دی میهُری ; (زُوق + نا + هم) رَزْقَنَهُمْ ; اے تا را بُجھ کرے ।

১. - (আলিফ-শাম-মীম) এ ধরনের বিচ্ছিন্ন হরফ কুরআন মাজীদের বেশি কয়েকটি সুরার শুরুতে আছে। এগুলোর সঠিক তৎপর্য একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। তবে মুফাস্সিরগণের অনেকে এগুলোর বিভিন্ন অর্থ পেশ করেছেন। আমরা এগুলোর অর্থ নিয়ে সময় ধরাচ না করে শুধুমাত্র এ বিশ্বাসই পোষণ করবো যে, এগুলো আল্লাহ-তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। কেননা এগুলোর অর্থ জানার উপর কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ নির্ভরশীল নয়।

২. এর অর্থ হিন্দায়াত তথা সঠিক পথ ; সঠিক দিকনির্দেশনা । কিন্তু এ কিতাব থেকে হিন্দায়াত পেতে হলে মানুষকে ‘মুসাকী’ হতে হবে । অর্থাৎ তাদেরকে মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে ও ভালকে গহণে আগ্রহী হতে হবে । কুরআন মাজীদ থেকে হিন্দায়াত লাভের জন্য এটা প্রথম পর্বশর্ত ।

৩. -‘গায়েব’ শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে যা শুধু দেখা যায় না তা-ই নয়, বরং যা আমরা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও স্পর্শ অনুভূতি দ্বারা বুঝতে পারি না তাও। এর

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ④

৪. আর যারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যা নাফিল করা হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্বে যা নাফিল করা হয়েছে তাতেও ;

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ⑤ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُنَّا مِنْ رِبِّهِمْ وَأُولَئِكَ

আর যারা আধিগ্রাতের প্রতিও দৃঢ় ঈমান রাখে । ৫. তারাই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত হিদায়াতের উপর রয়েছে ; এবং তারাই

④ -আর -বিশ্বাস রাখে ; بِمَا ; -যারা -যুম্নুন ; -(الذى+ون) يُؤْمِنُونَ ; -(الذى+ن) الْذِينَ ; وَ -আপনার প্রতি ; وَ -নাফিল করা হয়েছে ; (إِلَيْكَ) الْأَنْزَلَ ; (ب+ما) -এবং -যা ; -নাফিল করা হয়েছে ; مِنْ -থেকে, হতে ; مَا ; -قَبْلِكَ (+) قَبْلَكَ ; -থেকে ; -এবং -যা ; -আধিগ্রাতের প্রতিও ; هُنْ -আধিগ্রাতের প্রতি ; (ب+الآخرة) بِالْآخِرَةِ ; وَ -আধিগ্রাতের প্রতি ; هُمْ -তারা ; عَلَىٰ -তারাই ; أُولَئِكَ ⑤ -যুক্তনুন ; -(যুক্তনুন+ون) يُوقِنُونَ ; -তাদের পালনকর্তা ; -হন্দী -হিদায়াতের ; مِنْ -থেকে, হতে ; رَبِّهِمْ (رب+هم) -তাদের পালনকর্তা ; وَ -এবং -أُولَئِكَ -তারাই ;

দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, ফিরিশতা, ওহী, জান্নাত, জাহানাম ইত্যাদির কথাই বুকানো হয়েছে । এটা কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য পূর্বশর্ত ।

8. -الصلة . -কায়েম দ্বারা শুধুমাত্র নিজে নিজে নামায আদায় করার কথা বলা হয়নি ; বরং সমাজের সকল মুসলমানকে নিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে । আর তখনই ইসলামী সমাজ গঠনে সালাতের ভূমিকা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে । এটাও কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য চতুর্থ শর্ত ।

৫. -بنفقون . -অর্থাৎ তারা সৎপথে সম্পদ ব্যয় করে । এর অর্থ মানুষ যেন কৃপণ না হয় । তার অর্জিত সম্পদে অন্য মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা যেন সে প্রদান করে । এটা কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য চতুর্থ শর্ত ।

৬. -من قَبْلِكَ . -কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করতে হলে কুরআনের পূর্বে ওহীর মাধ্যমে যেসব আসমানী কিতাব নাফিল হয়েছে সেগুলোতে বিশ্বাস রাখতে হবে । পৃথিবীতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের সাথে সাথেই ওহীর নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ছিল তা যেন মানুষ অঙ্গীকার করতে না পারে । কারণ পূর্বে যদি কোনো ওহী নাফিলের মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দানের প্রয়োজনীয়তা না থাকতো তাহলে বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা থাকবে কেন ?

চরম বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে মানুষ উপরোক্ত প্রশ্ন করতেই পারে । আর তাই কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা পঞ্চম শর্ত ।

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنْ رَتَمْ

প্রকৃত সফলকাম । ৬. নিচয় যারা কাফির হয়ে গিয়েছে তাদেরকে
আপনি ভয় দেখান

أَمْ لَمْ تَنِلْ رَهْبَرَةً مِنْهُنَّ ① خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

বা না দেখান তাদের জন্য (উভয়ই) সমান । তারা ঈমান আনবে না । ৭. আল্লাহ
মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরের উপর^১ ও তাদের কানের উপর

الَّذِينَ ; - নিচয় ; । ৬. - إِنْ - (ال+مفلح+ون) الْمُفْلِحُونَ ; - هُمْ
- যারা ; - কাফির হয়ে গিয়েছে, কুফরী করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, সত্য
গোপন করেছে ; - সমান ; - (على+هم) عَلَيْهِمْ ; - তাদের জন্য ; - سَوَاءٌ
(لم تذر+هم) لَمْ تُذْرِهِمْ ; - অথবা ; - (انذرت+هم) - (انذر+هم) لَمْ تُنذِرْهُمْ ; -
- তাদেরকে ভয় না দেখান ; - তারা ঈমান আনবে না । ৭. - خَتَمَ - মোহর
মেরে দিয়েছেন ; - আল্লাহ - (قلوب+هم) قُلُوبِهِمْ ; - عَلَى - তাদের
অন্তরের ; - ও, এবং - (عَلَى) - উপর ; - (سمع+هم) سَمْعِهِمْ ; - শ্রবণ শক্তির

৭. - بِالْأَخْرَى - . আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারটি ব্যাপক ভিত্তিক ।
বেশ কয়েকটি বিশ্বাসের সমষ্টিয়েই 'আখিরাতের উপর বিশ্বাস' গঠিত :

ক. মানুষ এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন নয় ; বরং সে তার সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহর
কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ।

খ. এ বিশ্বব্যবস্থাপনা স্থায়ী নয় ; তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, সেদিন সম্পর্কে
একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত ।

গ. অতপর আল্লাহ এক নতুন জগত তৈরি করবেন । সেখানে আদি মানব থেকে
কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ পৃথিবীতে আসবে সকলকে নিজ কর্মের হিসেব দিতে হবে
এবং প্রত্যেককে তার কর্মের পুরোপুরি বিনিময় প্রদান করা হবে ।

ঘ. আল্লাহর বিচারে সেদিন যে ব্যক্তি ভালো বলে প্রমাণিত হবে সে চিরসুখের স্থান
'জারাত' লাভ করবে । অপরপক্ষে আল্লাহর বিচারে যে ব্যক্তি মন্দ বলে প্রমাণিত হবে,
সে চির দুঃখময় স্থান 'জাহানামে' নিষ্ক্রিয় হবে ।

ঙ. পার্থিব জীবনের সচ্ছলতা বা দারিদ্র্য সফলতার মাপকাঠি নয় ; বরং সে
ব্যক্তিই সফল, যে আল্লাহর বিচারে সফল ; আর সে ব্যক্তিই ব্যর্থ, যে সেই
মহাবিচারের দিন ব্যর্থ হয়ে যাবে ।

উপরে 'আখিরাত' সম্পর্কিত যে বিশ্বাসগুলো উল্লেখিত হয়েছে তার সবগুলোর

وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِ رُغْشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَنْ أَبْ عَظِيمٍ

এবং তাদের চোখের উপর রয়েছে পর্দা ; আর তাদের
জন্য রয়েছে মহাশান্তি ।

১. -এবং -উপর (রয়েছে) ; -أَبْصَارِهِمْ -أَبْصَارِهِمْ -عَلَىٰ -তাদের চোখের ; -غِشَاوَةٌ -পর্দা ;
-আর, এবং : ^ لَهُمْ (L+هم) -عَذَابٌ -আয়াব ; -عَظِيمٌ -কঠিন ।

বিশ্বাস-ই হলো ‘আধিরাতে বিশ্বাস’। এগুলোতে বিশ্বাসী না হলে কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত পাওয়া যাবে না। তাই হিদায়াত লাভের জন্য এটা ষষ্ঠ শর্ত ।

৮. -কফর। -এখানে ‘কাফারা’ শব্দের অর্থ-উপরে উল্লেখিত ছয়টি শর্ত যা কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারার জন্য পূর্বশর্ত করে দেয়া হয়েছে সেসবগুলোকে অথবা তার কোনোটিকে মানতে অঙ্গীকার করেছে এবং শর্তগুলোকে পুরো করেনি, তাদের আধিরাতের ভয় দেখানো আর না দেখানো সমান কথা ।

৯. ‘আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন’—এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, আল্লাহ মোহর মেরে দেয়ার কারণেই তারা ঈমান আনতে পারেনি। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা যখন উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক বিষয়কে অঙ্গীকার করেছে এবং কুরআনের দেখানো পথের বিপরীত পথে চলতে পেসন্দ করেছে, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তর এবং কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন ।

প্রথম কৃকৃর (১-৭ আয়াতের) শিক্ষা

১. সূরা ফাতেহার মাধ্যমে মানুষের প্রার্থনার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য সন্দেহ-সংশয়হীন আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদ ।

২. কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত লাভ করার পূর্বশর্ত-

ক. মুভাকী তথা তাকওয়ার শুণ অর্জন করা । অর্থাৎ কুরআন যা মানতে বলে তা মানা এবং কুরআন যা ছাড়তে বলে তা ছাড়ার জন্য প্রত্যুত্ত থাকা ।

খ. গায়েবে বা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখতে হবে ।

গ. সালাত তথা নামায প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

ঘ. আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করতে হবে ।

ঙ. পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত সকল আসমানী কিতাবে ঈমান রাখতে হবে ।

চ. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আধিরাত সম্পর্কে যা বলেছেন তা নির্বিধায় বিশ্বাস করতে হবে ।

ঢ. প্রকৃত সফলতা আমাদের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হিদায়াতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ।

৪. উল্লেখিত বিষয়গুলো অঙ্গীকার করলে বা কাজে পরিণত করতে না চাইলে আধিরাতে কঠিন আয়াব ভোগের জন্য প্রত্যুত্ত থাকতে হবে ।

সুন্না হিসেবে রঞ্জু'-২
পান্না হিসেবে রঞ্জু'-২
আয়ত সংখ্যা-১৩

٤٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ

৮. আর এমন কতক লোকও^{১০} আছে যারা বলে, ‘আমরা আশ্চর্ষ ও আবিরামের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুঘিনদের দলে নয়।

٥ يَخْلُ عَوْنَ الْهُ وَالَّذِينَ أَمْنَوا وَمَا يَخْلُ عَوْنَ إِلَّا أَنْفَسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ

୯. ତାରା ଆଶ୍ରାମ ଓ ସାରା ଜୈମାନ ଏଣେହେ ତାଦେରକେ ଧୋକା ଦିଲେ ଚାଇ, ଅର୍ଥଚ ତାରା ନିଜେଦେର ଛାଡ଼ା ଅପର କାଉକେ ଧୋକା ଦେଇ ନା ; କିନ୍ତୁ ତାଦେର କୋଳେ ଚେତନା ନେଇ । ୧୧

୧୦. ଏଥାନେ ମୁନାଫିକଦେର କଥା ବଲା ହେଁଛେ । ତାରା ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ମୁସଲିମ ପରିଚିଯେ ସମ୍ପର୍କ ରାଖିତେ ଚାଇତୋ, ଆବାର କାଫିରଦେର ସାଥେ କାଫିରେର ପରିଚିଯେ ସମ୍ପର୍କ ଆଟୁଟ ରାଖିତେ ଚାଇତୋ ; ତଥିନ ଆଶ୍ଵାହ ତାଦେର ପ୍ରକୃତ ଅବଶ୍ଵା ପ୍ରକାଶ କରେ ଦିଲେନ । ସର୍ବକାଳେ ଓ ସର୍ବସଂଗେ ଏ ଚରିତ୍ରେର ମାନସ ଛିଲ । ଆହେ ଓ ଥାକବେ ।

১১. তাদের চেতনা না থাকার অর্থ হলো-তারা ধারণা করেছে যে, তাদের এ মুনাফিকী তাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। কেননা তাদের মুনাফিকী এ জগতেও তাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। কারণ, মুনাফিক ব্যক্তি সব মানুষকে চিরদিন ধোকায় ফেলে রাখতে পারে না, হয়ত সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ধোকা দিতে পারে, আবার কিছু লোককে সব সময়ের জন্য ধোকায় ফেলতে পারে। অবশ্যে সমাজে তার কোনো বিশ্বস্ততা থাকে না। আর আবিরাতে তো ইমানের মৌখিক দাবির কোনো ম্লজ্যই নেই, যদি আগতিক কাজকর্ম ইমানের বিপরীত হয়।

٤٣٨ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادَهُمْ مَرْضًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَلِيمَةٍ

১০. তাদের অঙ্গেরে একটি রোগ^{১২} আছে, তারপর আল্লাহ সে রোগকে বাড়িয়ে দিয়েছেন; ১৩ আর তাদের জন্য কষ্টদায়ক আয়াব রয়েছে;

بِمَا كَانُوا يَكْنِي بُونَ ⑭ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ^{১৩}
কেননা তারা মিথ্যা বলতো। ১১. আর যখন তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না;

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ⑮ لَا إِنَّهُمْ مُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
তখন তারা বলে, 'আমরা তো ওধুমাত্র সংশোধনকারী।'

১২. সাবধান ! নিচয় তারা ফাসাদকারী ; কিন্তু তারা বুঝছে না ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنِيَا كَمَا أَمْنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّوْمَنْ كَمَا أَمْنَ السَّفَهَاءَ^{১৬}

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হলো, লোকেরা যেকুপ ঈমান এনেছে তোমরাও সেকুপ ঈমান আন।^{১৪}
তারা (তখন) বললো, 'আমরা কি নির্বাধেরা যেকুপ ঈমান এনেছে সেকুপ ঈমান আনবো।'^{১৫}

(১০)-তে, মধ্যে;-তাদের অঙ্গেরে আছে;-রোগ;-মুর্ছ";-(قلوب+هم) قُلُوبِهِمْ;-في;-মধ্যে;-সেই রোগকে;-আল্লাহ;-মর্ষা;-ফ্রাদ*هم*;-আয়াব;-عَذَابٌ;-আর;-কষ্টদায়ক,-الشَّيْءُ;-কেননা,-(যার জন্য);-(L+هم)-لَهُمْ;-নির্মম;-কানু+يَكْنِي بُونَ;-কানু+يَكْنِي بُونَ;-কিন্তু;-মিথ্যা বলতো। (১১)-আর;-এড়া-যখন;-قِيلَ;-বলা হতো;-لَهُمْ;-ل+هم;-মধ্যে;-তাদেরকে;-তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করো না;-লা+تُفْسِلُوا;-لَا تُفْسِدُوا;-নَحْنُ;-ওধুমাত্র;-অন+মা)-أَنْـ;-তারা বলে;-قَالُوا;-পৃথিবীতে;-قَالُوا;-লা�+أرض)-الْأَرْضِ;-আমরা;-أَنْ~;-আমরা কি নির্বাধেরা যেকুপ ঈমান এনেছে সেকুপ ঈমান আনবো;-أَنْ~;-কিন্তু;-আর;-ও-এড়া-যখন;-قِيلَ;-বলা হলো;-لَهُمْ;-ل+هم;-তারাই;-ফাসাদকারী;-হুম'-;(هم)-নিচয় তারা;-কিন্তু;-আর;-ও-আর;-তারা বুঝছে না। (১৩)-আর;-লা+يَشْعُرُونَ;-لَا يَشْعُرُونَ;-কিন্তু;-আর;-তাদেরকে;-তোমরা ঈমান আনো;-যখন;-বলা হলো;-قِيلَ;-কিন্তু;-যেমন, যেকুপ;-অম্ন;-قَالُوا;-অম্ন;-লোকেরা;-অন+ناس)-النَّاسُ;-আম্ন;-কিন্তু;-আর;-কিন্তু;-আমরা কি ঈমান আনবো;-কিন্তু;-যেকুপ;-অম্ন;-কিন্তু;-ঈমান এনেছে;-বোকা বা নির্বাধ লোকজন;-ঈমান এনেছে;-السُّفَهَاءُ;-সুরাঃ আল বাকারা

আলাই শেখুর হৰা সংগ্রহ কৰিব পৰি আমৰা আমৰা আমৰা আমৰা
সাৰাধান ! তাৱাই নিশ্চিত নিৰ্বোধ ; কিন্তু তাৱা তা জানেই না । ১৪. আৱ যথন তাৱা
মুঘিনদেৱ সাথে যিলিত হয় (তথন) বলে, ‘আমৰা ঈশ্বান এনেছি’ ।

وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَنِهِمْ لَقَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ لَا إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ^{١٠}
 আর যখন তারা নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের^{১০} সাথে মিলিত হয় (তখন) বলে,
 অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টাকারী ।

১২. এখানে 'রোগ' দ্বারা 'মুনাফিকী' তথা কপটতার রোগ বুঝানো হয়েছে।

১৩. ‘আল্লাহ সে রোগকে বাড়িয়ে দিয়েছেন’-এর অর্থ তিনি মুনাফিক বা কপট ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না ; বরং তাকে তার ‘নিফাকী’ তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার অবকাশ দেন। ফলে তার মুনাফিকীর বোধা ভাবী হতে থাকে তখা তার রোগ বদ্ধ হতে থাকে।

১৪. এর অর্থ তোমাদের গোত্রের অন্যান্য লোক যেভাবে সত্যনিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বান এনেছে, তোমরাও সেরূপ নিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বান আনো।

১৫. মুনাফিকদের মতে, যারা নিষ্ঠাবান মুঁয়িন তারা বোকা, তা নাহলে ইসলাম গ্রহণ করে তারা নিজেদেরকে এমন বিগদাপদের মুখে ফেলতো না। তাদের মতে, শুধুমাত্র সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত দেশবাসীর শক্তির মুখোমুখি হওয়া নিভাস্তই বোকাখী ছাড়া কিছু নয়। তারা মনে করতো, হক ও বাতিলের সংগ্রামে নিজেদেরকে জড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং বুদ্ধিমান সে, যে নিজের বৈষয়িক লাভ-ক্ষতি চিন্তা করে কাজ করে।

১৬. ‘শয়তান’ দ্বারা এখানে অবাধ্য, একগুঁয়ে, হতাশ বুকানো হয়েছে। মানুষ ও জীন উভয়ের ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআন মাজীদে এ শব্দ দ্বারা অধিকাংশ

۱۰۰ اللہ یستهزئُ بِهِمْ وَ یَمْلُهُمْ فِي طُغْیانِهِمْ یَعْمَلُونَ

୧୫. ଆମ୍ବାହାର ତାଦେର ସାଥେ ଠାଟୀ କରଛେନ ଏବଂ ତାଦେରକେ ତାଦେର ଶୀଘ୍ରାଳ୍ସନେ ବିଭାଗେ ମତୋ ଘରେ ବେଡ଼ାତେ ଅବକାଶ ଦିଲ୍ଲେନ ।^୧

٥٥ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحُتْ تِجَارَتُهُمْ

১৬. এরাই হিন্দায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে;^{১৪} অতএব এদের এ ব্যবসা সাভজনক হয়নি,

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ مُثْلِمُ كَمَثْلِ الَّذِي أَسْتَوْقَنَ نَارًا ۝

আর তারা হিদ্যাতপ্রাণও নয়। ১৭. তাদের দৃষ্টিশক্তি যেমন

କୋଣୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଭାଲାଳ ;

କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନଦେରକେ ବୁଝାନୋ ହେଁଥେବେଳେ କୋଣିମୋ କୋଣୋ କ୍ଷେତ୍ର ମାନୁଷକେ ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରା ହେଁଥେବେଳେ । ବଜ୍ରବ୍ୟେର ପୂର୍ବପର ପାଠେର ମାଧ୍ୟମେ ସହଜେଇ ବୋଲ୍ଯା ଯାଏ, କୋଥାଯି ଜ୍ଞାନ ଶୟତାନ ଓ କୋଥାଯି ମାନବ ଶୟତାନ ବୁଝାନୋ ହେଁଥେବେଳେ । ଏଥାନେ ତଥକାଳୀନ ଆରବେର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ତଥା ଗୋତ୍ରପତିଦେରକେ ବୁଝାନୋ ହେଁଥେବେଳେ । ଯାରା ମେ ସମୟ ଇସଲାମ ବିରୋଧିତାଯି ଅର୍ଥଗାମୀ ଛିଲ ।

১৭. আল্লাহর ঠাট্টার ধরন এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে তাদের সীমালংঘনে ঢিল দিয়ে দিয়ে তাদের অপরাধের পাণ্ডা ভারী করছেন, যাতে তাকে ধরা হলে যেন তার কোনো অভিহাত না চলে।

১৮. ‘হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ত্রয়’-এর মধ্যে ‘ত্রয় করা’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ কোনো বস্তু মূল্য প্রদান করে ত্রয় করে, মূল্যটা বস্তুর ‘বিনিময়ে’ হয়ে থাকে এবং বস্তুটাই তার কাছে আধান্য পেয়ে যায়।

فَلِمَّا أَضَاءَتِ الْأَرْضُ نُورًا هَبَ ذَهَبَ إِلَيْهِ الظُّلْمَةُ وَرَكِبَ كُلَّ فَيْرَقٍ

অতপর তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করলো, আল্লাহ তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদের ফেলে রাখলেন ঘোর অঙ্ককারে, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।^{১০}

٤٥) صَرْ بِكَرْ عَمِيْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ^(١) أَوْ كَصِيبٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمٌ

১৮. (তারা) বধির, বোবা, অঙ্ক ;^{২০} সুতরাং তারা ফিরবে না। ১৯. অথবা ফলে আকাশ থেকে মুশলধারে বর্ষণ মুখর ঘন মেঘমালা, যাতে আছে ঘোর অঙ্ককার,

وَرَعْلُ وَبِرْقٍ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَلَّ الْمَوْتُ

বজ্জ্বের গৰ্জন ও বিদ্যুত চমক ; তাৱা বজ্জ্বপাতে মৃত্যুৰ ভয়ে তাদেৱ কানে তাদেৱ
আকুলগুলো ঢকিয়ে দেয়, ২১

১৯. এর অর্থ-আল্পাহর এক বান্দাহ যখন হিদায়াতের আলো জ্বালিয়ে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত ও গোমরাহী সবই সুস্পষ্ট করে দিলেন, তখন এ মুনাফিকরা যারা নফসের পূজায় অঙ্গ হয়ে রয়েছে তারা কিছুই দেখতে পেলো না। ‘আল্পাহ তাদের (চেবের) আলো নিয়ে গেলেন’ দ্বারা কেউ যেন এ ভুল না বোঝে যে, মুনাফিকদের অঙ্গকারে বিজ্ঞানিতে ঘূরে বেড়ানোর দায়িত্ব তাদের উপর নয়; আল্পাহ এমন লোকেরই দৃষ্টির আলো নিয়ে যান, যারা হক-এর আলোকেজ্জ্বল চেহারা দেখতে রাজী নয়। মুনাফিকরা নিজেরাই যখন হক-এর আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে অঙ্গকারে

وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكُفَّارِ ⑥ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ

আল্লাহ কাফিরদের পরিবেষ্টনকারী। ২০. বিদ্যুত চমক যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে যায়;

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ ۝ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۝ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ

যখনই তা আলোকয় করে তাদের জন্য, তারা তাতে পথ চলতে থাকে; আর যখন অঙ্ককারময় করে তোলে (তখন) তারা থমকে দাঁড়িয়ে যায়; ২১ আর যদি আল্লাহ চাইতেন

(ب+ال+كفر+بن) بِالْكُفَّارِ ; - مُحِيطٌ - পরিবেষ্টনকারী ; - وَاللَّهُ - كাফিরদেরকে । ২০ - يَخْطُفُ - (ال+برق) الْبَرْقُ ; - يَكَادُ - বিদ্যুত চমক ; - أَضَاءَ - (ابصار+هم) أَبْصَارَهُمْ ; - كেড়ে নিয়ে যায় ; - كُلَّمَا - যখনই ; - تَأْدِي - (أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ) أَظْلَمَ ; - آتَاهُمْ - আলোকয় করে ; - لَهُمْ - تাদের জন্য ; - مَشْوَافِيهِ - তারা পথ চলে ; - وَ - تَاتِهِ - ফিদে ; - تَأْتِي - যখন ; - (عَلَى+هم) عَلَيْهِمْ - অঙ্ককারময় করে তোলে ; - شَاءَ - (قَامُوا) قَامُوا ; - لَوْ - যদি ; - وَ - আর ; - চাইতেন - شَاءَ ; - اللَّهُ - আল্লাহ ;

বিজ্ঞিতে থাকতে চাইলো, তখন আল্লাহও তাদেরকে সেদিকে চলার সুযোগ করে দিলেন।

২০. অর্থাৎ তারা হক কথা শোনার ক্ষেত্রে বধির; হক কথা বলার ক্ষেত্রে বোবা এবং হক দেখার ব্যাপারে অঙ্ক।

২১. কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে তারা সাময়িকভাবে নিজেদেরকে এমন ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে পারে যে তারা ধৰ্ম থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। বস্তুত এভাবে তারা কখনো রেহাই পাবে না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সর্বদিক দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

২২. পূর্বের স্তবকে 'বধির, বোবা ও অঙ্ক' শব্দত্ত্ব দ্বারা মুনাফিকদের এমন অংশের উদাহরণ দেয়া হয়েছে যারা আন্তরিকভাবে ইসলাম বিদ্যোবী, কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান হয়ে গেছে। এখানে প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা এমন সব মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সম্ভেদ সিদ্ধান্তহীনতা এবং ঈমানী দুর্বলতায় পতিত। এরা ইসলামের সত্যতার কথা মুখে উচ্চারণ করতো, কিন্তু এমন দৃঢ়তা তাদের মধ্যে ছিল না যে, তার জন্য বিপদ-মসীবতের মুকাবিলা করতে পারে।

এ উদাহরণে 'বৃষ্টি' দ্বারা 'ইসলাম'কে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য রহমত হিসেবে এসেছে। আর 'অঙ্ককার, বজ্জ-গর্জন ও বিদ্যুত চমক' দ্বারা সেসব বিপদ-

لَّهَبْ بِسْمِهِ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই লোপ করে দিতে
পারতেন; ২৩ নিচয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

-তাদের-(**ل+ذ**هـ+**ب**+**سـ**مع+**هـ**)**بـ**سـعـهـمـ وـأـبـصـارـهـمـ إـنـ اللـهـ عـلـىـ كـلـ شـيـءـ قـدـيرـ

-অবশ্যই নিয়ে যেতে পারতেন ; -**ل+ذ**هـ-**ب**-**سـ**مع-**هـ**-**ل**-**نـ**িচয়ই ; -**أـنـ**-**أـبـصـارـهـمـ** ; -**وـ**-**وـ**-**الـلـهـ**
-আল্লাহ-**عـلـىـ**-**عـلـىـ**-**উـপـরـ** ; -**كـلـ**-**سـরـ**, **পـ্রـতـ্যـে~ক** ; -**شـتـীـ**-**বـি�ـমـযـ**, **জـি�ـনـি�ـসـ**, **বـসـ্তـুـ** ;
-সর্বশক্তিমান

মসীবতকে বুঝানো হয়েছে, যা ইসলামকে কায়েম করার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে
বিরোধী (জাহেলী) শক্তির পক্ষ থেকে আসতে থাকে।

উদাহরণের শেষ পর্যায়ে এমন মুনাফিকদের অবস্থা বুঝানো হয়েছে যে, যখনই
পরিস্থিতি শান্ত থাকে তখন তারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক রাখে, আর যখন
অবস্থার অবনতি ঘটে তখা পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠে, অথবা আন্দোলনের কর্মসূচী
তাদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত হয় তখন তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

২৩. এর অর্থ-যেমনিভাবে মুনাফিকদের প্রথম দলের সত্যকে শোনার শক্তি,
দেখার শক্তি ও বলার শক্তি আল্লাহ তায়ালা কেড়ে নিয়েছেন তেমনিভাবে সত্যকে
জানা-বুঝার ক্ষেত্রে মুনাফিকদের এ দলকেও সম্পূর্ণভাবে বধির, বোবা ও অঙ্গ করে
দিতে পারতেন ; কিন্তু আল্লাহর নীতি এমন নয় যে, কেউ ইসলামকে একটি পর্যায়
পর্যন্ত জানতে ও মানতে চায়, আর আল্লাহ তাকে সে পর্যায় বা সীমা পর্যন্ত জানতে
ও মানতে দেবেন না। আর তাই যে সীমা পর্যন্ত তারা ইসলামকে জানতে, বুঝতে ও
মানতে চায়, তাদের নিকট ততটুকু ক্ষমতা-ই আল্লাহ রেখে দেন।

‘বিতীয় ক্লক্ক’ (৮-২০)-এর শিক্ষণ

১. মুনাফিকদের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে, আমাদের
চরিত্র ও কর্মের সাথে তা মিলিয়ে দেখতে হবে ; যদি কোনো নিকাকের বৈশিষ্ট্য আমাদের চরিত্রে ও
কর্মে থেকে থাকে, তাহলে তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

২. ইসলামকে পূর্ণস্তরে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যদি রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের
আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাহলে তখনকার মতো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে
এবং মুনাফিকদের ষড়যজ্ঞের মুখোমুখি হতে হবে। আর তা যদি না হয়, বুঝতে হবে কোথাও ভাসি
রয়েছে।

সূরা হিসেবে ঋক্তু'-৩
পারা হিসেবে ঋক্তু'-৩
আয়াত সংখ্যা-৯

④ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُ وَأَرْبُكُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
২১. হে মানুষ !^{১৪} তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত করো যিনি তোমাদের
সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও ;

لَعْلَمْ تَقُولُنَّ ⑤ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً
আশা করা যায় তোমরা মুভাকী হবে ।^{১৫} ২২. (তিনি সেই সভা) যিনি তোমাদের
জন্য যমীনকে করে দিয়েছেন বিছানা এবং আকাশকে করে দিয়েছেন ছাদ ;

⑥ - أَعْبُدُوا - (ال+ناس)- (الناس) ; - يَأَيُّهَا - তোমরা ;
ইবাদাত করো ; - الَّذِي - (رب+كم)- رَبُّكُمْ ; যিনি ;
- তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; - وَ - (الذين) ; - এবং - থেকে ;
- قَبْلُكُمْ - (كم+قبل) ; - لَعْلَمْ - (كم+لعل) ; আশা করা যায় তোমরা ;
تَسْقُونَ - (তেক্ষণ+ون)- তোমরা মুভাকী হবে ।^{১৬} ২৩. - الَّذِي - (তেক্ষণ+ون)-
لَكُمْ - (كم+لক)- করে দিয়েছেন ; - جَعَلَ - (ক+ج)- করে দিয়েছেন ;
- وَ - (আর+এ)- যমীনকে ; - فِرَاشًا - (এ+আর)- পূর্ববর্তী ;
- آر - (আর+بناء)- আকাশকে ; - بَنَاءً - ছাদ ;

২৪. ‘হে মানুষ’ কথা দ্বারা যদিও আমভাবে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে ; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তৎকালীন আরবের মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে । কেননা, পরবর্তী আয়াতসমূহে যেক্ষণ দলীল-প্রমাণ চাওয়া হয়েছে তা-ই প্রমাণ করে যে, ‘মানুষ’ দ্বারা সঙ্গেধন তৎকালীন মুশরিকদেরকেই করা হয়েছে ।

কুরআন মাজীদের দাওয়াত যদিও সমস্ত মানুষের জন্য ; কিন্তু এ দাওয়াত থেকে উপকার লাভ করা বা না করা তাদের নিজেদের ইচ্ছা-আগ্রহের উপর নির্ভরশীল । আল্লাহ তায়ালা সেই অনুসরেই মানুষকে কুরআনের দাওয়াত থেকে উপকার লাভ করার সামর্থ্য দান করেন । ইতিপূর্বের আলোচনায় এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, কোনু ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক এ কিভাব থেকে উপকার লাভে সমর্থ হবে ; আর কোনু ধরনের লোক হবে অসমর্থ । অতপর সমস্ত মানব প্রজাতির প্রতি সেই মূল কথাটি পেশ করা হচ্ছে, যার দিকে ডাকার জন্যই কুরআনের আগমন ।

২৫. ‘আশা করা যায় তোমরা মুভাকী হবে’-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمْرِ رِزْقًا لِكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا

আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তা দ্বারা তোমাদের রিযিক হিসেবে
ফল-মূল উৎপাদন করেছেন ; সুতরাং তোমরা জেনেওনে কাউকে

لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ كَنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا

আল্লাহর সমকক্ষে দাঁড় করিও না । ২৩. আর যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে পড়ে
যাও তাতে যা আমি নাযিল করেছি

عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتَّوْا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شَهِيدًا كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

আমার বান্দাহর উপর, তাহলে তোমরা নিয়ে এসো এর অনুরূপ একটি সূরা ; এবং
ডেকে আনো তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে আল্লাহকে ছাড়া,

السَّمَاءُ -আর ; আন্দل -নাযিল করেছেন (নৃশংগ করেছেন) ; -থেকে, হতে ;
-মন ; -(ف+أ+خر) ফাখ্রে -মাঁ -পানি ; -আকাশ ; -আল +স্মা ;
উদ্গত করেছেন - (ال+ثمر) স্থৰত ; -হতে - من ; -তা দ্বারা - (ب+ه) বে ;
ف+ل+(-) ফল-মূল ; -রিযিক হিসেবে ; -সুতরাং তোমরা দাঁড় করিও না ; -لَهُ -আল্লাহর ;
وُ -সমকক্ষ ; -ان্দادا ; -আল্লাহ ; -أَنْدَادًا -সন্দেহ ; -كُنْتُمْ -আর ;
-অথচ -তোমরা ; -أَنْ -যদি ; -أَنْ -আর ; -وَ -তুম ; -تَعْلَمُونَ ; -أَنْتُمْ ;
হও ; -যা আমি - (نَزَل+না) নেজনা ; -تَرْكَنَا ; -সন্দেহ ; -فِي -তাতে ;
(ف+أ+تু) ফাতু ; -আমার বান্দাহর ; -عَبْدِنَا ; -عَلَىٰ -উপর ;
-তাহলে নিয়ে এসো ; -হতে, থেকে ; -مَنْ - (ب+سورة) সুরো ;
-مَثْلِهِ -একটি সূরা ; -এবং ডেকে আনো ; -شَهِيدًا -কুম ;
-এর অনুরূপ ; - (و+ادعوا) ও দাউ ; -এবং ডেকে আনো ; -أَدْعُوا ;
(من+دون) مَنْ دُونِ - (شَهِدًا+কুম) -তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে, সহযোগীদেরকে ;
-ছাড়া, ব্যতীত ; -اللَّهُ -আল্লাহ ;

পৃথিবীতে ভ্রান্ত মত ও ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে থাকবে ; আর আবিরাতে আল্লাহর কঠিন
আয়াব থেকেও বেঁচে যাবে ।

২৬. অর্থাৎ তোমরাই একথা স্বীকার করো এবং বলো যে, আল্লাহ ছাড়া এসব কাজ
আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তাহলে তোমাদের ইবাদাত-বন্দেগী তো তাঁরই জন্য
নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ; স্বতীয় আর কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে যে, তোমরা তার
ইবাদাত করবে ?

অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানোর অর্থ এই যে, ইবাদাত-বন্দেগীর কোনো

إِنْ كَنْتُرْ صِلْقِينَ ④٤ فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ

যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক । ২৪. আর যদি তোমরা তা করতে না পারো
এবং কখনো তা করতে সক্ষম হবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে,

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ هُنْ أَعْنَتُ لِلْكُفَّارِينَ ④٥ وَبَشِّرْ الَّذِينَ

যার ইঙ্গিন হবে মানুষ ও পাথর, ২৫ যা তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য ।

২৫. আর সুসংবাদ দিন-

(ف+ان) فَإِنْ - যদি ; - এন - তোমরা হও - كُنْتُمْ - (صادق+بن) صدِقِينَ ; (ل+ن) لَمْ - এবং - এর ; - লেন ; (ل+م+تفعل) لَمْ تَفْعِلُوا ; (ف+اتقوا) فَأَتَسْفِرُوا ; (ل+ن+تفعلوا) تَفْعِلُوا - তাহলে ভয় করো ; (و+قُودُهَا) وَقُودُهَا ; - যে, যার ; (ال+الـتِي) - আগুনকে ; - যে, যার ইঙ্গিন হবে মানুষ ; (ال+الـجَارَةُ) অঁজুরায় ; (ال+الـنَّاسُ-হা) তার ইঙ্গিন সমূহ ; - এবং ; (ال+الـعَجَارَةُ) অঁজুরায় ; (ال+الـنَّاسُ) নাস ; (ل+أ+كাফ+রিয়ে) لِلْكُفَّارِينَ ; - কাফিরদের জন্য । (১৫) - আর - بَشِّرْ - যারা ; - وَ - الَّذِينَ - সুসংবাদ দিন ;

প্রকার প্রকৃতি বা প্রক্রিয়া আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্য নির্দিষ্ট করা । সামনের আয়াতসমূহ থেকে তার বিজ্ঞারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে, ইবাদাতের কোনু কোনু ক্ষেত্রে আল্লাহর, শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হতে হবে, যে ক্ষেত্রে অন্যদেরকে শরীক করা ‘শিরক’, যার উৎখাতের জন্যই কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে ।

২৭. ইতিপূর্বেও মুক্তায় এ ব্যাপারে কয়েকবারই চ্যালেঞ্জ তথা প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, এ কুরআনকে তোমরা যদি মানুষের রচিত মনে করো, তাহলে এর মতো কোনো বাক্য রচনা করে দেখো ও । অতপর মদীনায় এসে পুনরায় একই ঘোষণা দেয়া হচ্ছে [দ্রষ্টব্য ৪ : (১) সূরা ইউনুস-৩৮ আয়াত ; (২) সূরা হুদ-১৩; (৩) সূরা বনী ইসরাইল-৮৮, (৪) সূরা তুর-৩৩, ৩৪] ।

২৮. ‘পাথর’ দ্বারা এখানে পাথর খোদাই মূর্তি বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ শুধু তোমরাই জাহানামের ইঙ্গিন হবে না । তোমাদের সাথে তোমাদের পূজনীয় পাথরের দেব-দেবীরাও জাহানামের ইঙ্গিন হবে । পাথরের দেব-দেবীগুলোকে জাহানামে ফেলার দ্বারা সেগুলোকে আয়াব দেয়া উদ্দেশ্য নয় ; বরং কাফিরদের আয়াবকে তীব্র করা উদ্দেশ্য । কেননা তারা যখন দেখবে যে, তারা যেগুলোকে দেবতা হিসেবে পূজা করতো সেগুলোও জাহানামের ইঙ্গিন হয়েছে, তখন তাদের কৃতকর্মের অনুশোচনায় তারা তাদের আয়াবের তীব্রতা অধিক অনুভব করবে ।

أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنِّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত,
যার পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ ;

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ شَرَرَةٍ رِّزْقًا « قَالُوا هُنَّا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ »
যখনই তাদেরকে তা থেকে কোনো ফল খেতে দেয়া হবে খাদ্য হিসেবে, তারা
বলবে, এটা তো ইতিপূর্বেও আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল ।

وَاتَّوْابِيهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَهُنْ فِيهَا خَلِدونَ ○
আর দেয়াও হবে সে সবের সাদৃশ্যপূর্ণঃ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র
ঞ্চীগণঃ ৩০ আর তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল ।

أَمْنُوا—ঈমান এনেছে; -এবং-عَمِلُوا—কাজ করেছে ; -الصِّلْحَتِ—নেক (কাজসমূহ);
أَنَّ—অবশ্যই ; -جَنِّتٌ—জান্নাত ; -تَجْرِي—প্রবাহিত হচ্ছে;
لَهُمْ—(l+হম) লৰুম ; -الْأَنْهَرُ—(al+ান্হর) আন্হর ; -تَحْتِهَا—(ভূত+হা) ভূতহাম ;
مِنْ—থেকে ; -رُزِقُوا—রুজুৱা ; -رِزْقًا—(শুরা) ; -كُلَّمَا—যখনই ;
الَّذِي—তা থেকে ; -هُنَّا—এটা ; -فَالْوَا—কোনো ফল ; -رِزْقًا—(শুরা)
يَا—আর ; -وَ—ও ; -لَهُمْ—(l+হম) লৰুম ; -مُتَشَابِهًا—সাদৃশ্যপূর্ণ ; -وَ—এবং ;
(l+হم) লৰুম—তাদের জন্য ; -دَيْنًا—দেয়াও হতো ; -أَنَّ—(at+বে)
فِيهَا—সেখানে (থাকবে) ; -أَزْوَاجٌ—ঞ্চীগণ ; -مُطْهَرَةٌ—পবিত্র ; -هُنْ—আর তারা ;
فِيهَا—সেখানে (থাকবে) ; -خَلِدونَ—(খল+বেন) খলদোন ; -أَنَّ—অনন্তকাল ।

২৯. এখানে বুঝানো হচ্ছে যে, জান্নাতবাসীদেরকে যেসব ফল-ফলাদি খেতে দেয়া
হবে সেগুলো তাদের পরিচিত ফল-ফলাদির আকার-আকৃতি সম্পন্নই হবে, তবে
সেগুলোর স্বাদ এতো অধিক হবে যা পৃথিবীতে অনুমান করা সম্ভব নয় । বাহ্যিকভাবে
দেখতে সেগুলো পৃথিবীতে সচরাচর প্রাণী আম, আনার, জামুরা ইত্যাদির মতই হবে ;
কিন্তু স্বাদের দিক থেকে পৃথিবীর ফলের সাথে সেগুলোর কোনো তুলনাই হবে না ।

৩০. আরবী ভাষায় শব্দ ধারা ‘জোড়া’ বুঝানো হয়ে থাকে, এর বহুবচন
-যা কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে । এ শব্দ ধারা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই বুঝানো হয়ে
থাকে । স্বামীর জন্য স্ত্রী আবার স্ত্রীর জন্যও স্বামী । زوج

⑤) أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يُضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً فَمَا فَوْقَهَا^۱
 ২৬. নিচয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না উদাহরণ দিতে মশার বা তার চেয়েও স্কুদ্র
 কিছুর,^২

فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ
 سُوتَرَاهُ يَارَا إِيمَانَ اَنْتَهُ، تَارَا تَوْ جَانِهِي যে, নিচয় এটা তাদের প্রতিপালকের
 নিকট থেকে আগত সত্য ; কিন্তু যারা

كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ مَثَلًا مِيَضْلُّ بِهِ كَثِيرًا^۲
 কুফরী করেছে তারা বলে, 'এ উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন ?' এর
 দ্বারা আল্লাহ অনেককে বিপথগামী করেন ;

(২৬)-নিচয়ই ; অন-আল্লাহ-আল্লাহ-লজ্জাবোধ করেন না; অন+যাস্ত্বু(=لا+যাস্ত্বু)-
 - بَعْوَذَةً-(মত+মা)-মত, বা ; -(অন+য়িপ্রুব)-য়িপ্রুব-
 مَثَلًا مَا-(ফা+ফুক)-তার চেয়েও স্কুদ্রতর কিছু দ্বারা ; فَامَّا فَوْقَهَا ;
 سُوتَرَاهُ-ইমান এনেছে ; تَارَا تَوْ جَانِهِي ; -آمَنُوا-الَّذِينَ-যারা ;
 - رَبِّهِمْ-(অন+হ)-সত্য ; -مِنْ-(অল+হ)-সত্য ; (অন+হ)-তাদের
 প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ; -তবে, পক্ষান্তরে ; -وَمَّا-الَّذِينَ-যারা ;
 - كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; -آرَاد-তারা বলে ; (মাদা)-(অন+হ)-কি(বিষয়) ;
 -বুঝাতে চেয়েছেন (ইচ্ছা করেছেন) ; -اللَّهُ-আল্লাহ-বেহ্না-এর দ্বারা ; -مَثَلًا-উদাহরণ-
 -বিপথগামী করেন ; -بِهِ-এর দ্বারা ; -كَثِيرًا-অনেককে ;

আবিরাতে 'যাওজ' বা জোড়ার সঙ্গে 'পবিত্র' কথাটি যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা
 বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে যে পুরুষ সৎ হবে অথচ তার স্ত্রী অসৎ হবে, আবিরাতে
 তাদের পূর্বের দাস্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকবে না। এ ধরনের সৎ পুরুষদের অন্য
 কোনো সৎ সঙ্গনী দেয়া হবে। এমনিভাবে পৃথিবীর কোনো সৎ মহিলা, যার স্বামী
 অসৎ তাদের সম্পর্কও আবিরাতে আটুট থাকবে না ; বরং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে
 যাবে এবং সৎ মহিলাটি সৎ সঙ্গী-ই আবিরাতে পাবে।

৩১. এখানে কাফিরদের একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের আপত্তি
 উল্লেখ করা হয়নি। কারণ জবাবের মধ্যেই তাদের আপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া
 যায়। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মশা-মাছি ও পোকা-মাকড়ের উপর্যা দেয়া
 হয়েছে। এর ওপরই বিরোধীদের আপত্তি ছিল যে, এটা কেমন আল্লাহর কালাম, যাতে

وَيَمْلِئُ يَهُ كَثِيرًا وَمَا يُفْلِي بِهِ إِلَّا الْفَسَقَيْنِ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ

ଆର ଅନେକକେ ଏର ଦ୍ୱାରା ସଠିକ ପଥ ଦେଖାନ; ୩୨ ତବେ ଫାସିକଦେର ଛାଡ଼ା ତିନି କାଉକେ
ଏ (ଉପଯା) ଦ୍ୱାରା ବିପଥଗମୀ କରେନ ନା । ୩୩ ୨୭. (ଫାସିକତୋ ତାରାଇ) ଯାରା ଭଙ୍ଗ କରେ

عَهْلُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصِلَ

দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি,^{০৪} এবং যে সম্পর্ক
আল্লাহ অঙ্গুলি রাখতে আদেশ করেছেন, তারা তা ছিন্ন করে^{০৫}

ଏ ଧରନେର ନିତାନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ବିଷୟର ଉପମା ଉଦାହରଣ ଦେଯା ହେଯେଛେ । ତାଦେର କଥା ଛିଲ,
ଏଠା ଯଦି ଆଶ୍ଵାହର କାଳାମ ହତୋ ତାହଲେ ଏ ଧରନେର ବାଜେ ଜିନିସେର ଉଦାହରଣ ଏର
ମଧ୍ୟେ ଦେଯା ହତୋ ନା ।

৩২. এখানে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর বাণী বুঝতে চায় না, আল্লাহর বাণীর মূল অর্থ জানতে চায় না, তাদের দৃষ্টি শব্দের বাহ্যিকতায় আটকে থাকে। তারা তার উচ্চে অর্থ করে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

অপৰপক্ষে, যিনি আল্লাহর বাণীর মূল অর্থ জানতে আগ্রহী এবং এ সম্পর্কে সঠিক দৰদৃষ্টির অধিকারী, তিনিই আল্লাহর বাণীর যথোর্থ মর্ম বুবত্তে পারেন এবং তার অস্তরণ সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধরনের জ্ঞানময় বাণী একমাত্র আল্লাহরই হতে পারে।

৩৩. ‘ফাসিক’ বলা হয় নাফরমান, পাপিষ্ঠ আদ্ধার আনুগত্যের সীমা অতিক্রমকারীকে।

৩৪. ‘আহ্ন’ বলা হয় এমন ফরমান বা নির্দেশকে যা বাদশাহ তাঁর কর্মচারী বা প্রজা সাধারণের প্রতি জারী করেন ; এ নির্দেশ কার্যকরী করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক । এখানেও ‘আহ্ন’ সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ।

‘ଆନ୍ଦୋହର ଆହୁଦ’ ଦ୍ୱାରା ତାଁର ସୁମ୍ପଟ୍ ନିର୍ଦେଶ ବୁଝାନୋ ହଚ୍ଛେ ଯାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ମାନବଜାତି ଏକମାତ୍ର ତାଁରେଇ ଦାସତ୍ୱ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ମେନେ ନିର୍ଦେଶିତ ।

وَيُفْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝^{১৪} كَيْفَ تَكْفِرُونَ
আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় ;^{১৫} তারাই অকৃত ক্ষতিগ্রস্ত । ২৮. তোমরা
কিভাবে কুফরী করছো^{১৬}

بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْتَكِرُ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ أَلْيَهُ
আল্লাহর সাথে ! অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতপর তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, আবার তিনিই
তোমাদের মৃত্যু দিবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন, তারপর তার দিকেই

فِي +ال+) فِي الْأَرْضِ ; তারা ফাসাদ সৃষ্টি করে (يُفْسِلُونَ ; وَ
+ال+خسرون+ون)- الْخَسِرُونَ - أُولَئِكَ - تَأْرَايْ - هُمُ - পৃথিবীতে ;
অকৃত ক্ষতিগ্রস্ত । ২৮- كَيْفَ - কিভাবে, কিরূপে ; تَكْفِرُونَ -
তোমরা কুফরী করছো - آلِيَهُ - بالله ; -অথচ ; وَ ;
-তোমরা ছিলে ; -অল্লাহর সাথে ; -অবার ; -আল্লাহ -
অতপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন ; আশুরাম -
মৃত - আবার - মৃত্যু - দিবেন ; - আবার -
পুনরায় - তোমাদেরকে জীবিত করবেন ; - আবার,
তারপর (الى+) - الْيَه -
আল্লাহর দিকে ;

‘দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া’ দ্বারা আদম (আ)-এর সৃষ্টি লগ্নে সকল মানবাজ্ঞা থেকে যে
অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সেদিকে ইশারা করা হয়েছে । সূরা আরাফের ১৭২নং আয়াতে
তার বিবরণ রয়েছে ।

৩৫. অর্থাৎ মানব সমাজে যেসব সম্পর্ক-সম্বন্ধ ব্যক্তি জীবনে ও সামাজিক জীবনে
কামিয়াবীর পূর্বশর্ত এবং যাকে আটুট রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, এসব
লোক উক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ।

৩৬. এ তিনটি বাক্যে ‘ফিস্ক’ এবং ‘ফাসিক’-এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বর্ণনা করা
হয়েছে । আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যকার সম্পর্ক এবং মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক থাকা
আল্লাহর নির্দেশ ; এ সম্পর্ক ছিন্ন করা বা পরিবর্তন করার অনিবার্য ফল হলো,
'ফাসাদ' বা বিপর্যয় । আর যে বা যারাই এ ফাসাদকে প্রতিষ্ঠা করে তারাই 'ফাসিক' ।

৩৭. ‘কিভাবে কুফরী করছো’ বাক্যাংশে ‘কুফর’ শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থে
ব্যবহৃত হয়েছে । এখানে যাদেরকে সম্মোধন করে কথাটি বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর
অন্তিমে অবিশ্বাসী ছিলো না, তারা ওধু আল্লাহর সাথে ‘শরীক’ করতো । অবশ্য
'কিয়ামত' সম্পর্কে তারা হয়ত অবিশ্বাসী ছিল, অথবা কিয়ামতকে তারা জ্ঞান-বুদ্ধি
বহির্ভূত ঘনে করতো । এ ধরনের মানুষকে সম্মোধন করেই উল্লেখিত উক্তি করা
হয়েছে । এর দ্বারা জানা যায় যে, কুরআন মাজীদে 'কুফর' শব্দটি ব্যাপক অর্থে

تَرْجِعُونَ^{١٨٥٨٦} هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوْى

তোমরা ফিরে যাবে। ২৯. তিনি (এমন) যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন
পৃথিবীতে সবকিছু; অতপর মনযোগ দিয়েছেন^{১৮}

إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٨}

আকাশের প্রতি এবং তাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, আর তিনি প্রত্যেকটি
বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।

-الذِّي -যিনি ; تَرْجِعُونَ -তোমরা ফিরে যাবে। (ترجع+ون)-^(১) -তিনি (এমন) ;
فِي الْأَرْضِ -যা ; مَا -ক্রম ; لَكُم -খুল্চ ; أَسْتَوْى -মনোযোগ
-সবকিছু ; جَمِيعاً -অতপর ; (ال+أرض) -পৃথিবীতে ; اسْتَوْى -মনোযোগ
-সবকিছু ; عَلِيمٌ -বিজ্ঞ ; (ف+سوئ+হন)-^(২) -সুবিজ্ঞ ; إِلَى -আকাশের ;
إِلَى -প্রতি, দিকে ; آسَمَاءُ -সেগুলোকে ; سَبْعَ -সাত ; سَمَوَاتٍ -আসমানে ;
هُوَ -আর ; وَ -সমর্পণ ; بِكُلِّ -সম্পর্কে ; بِكُلِّ -প্রত্যেকটি সম্পর্কে
عَلِيمٌ -সুবিজ্ঞ।

ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহকে সরাসরি অঙ্গীকার করা যেমন ‘কুফরী’ তেমনি আল্লাহর
সিফাত বা গুণাবলী, যেমন-একত্ববাদ, কুদরত ও জ্ঞান-এর অঙ্গীকার করাও কুফরী।

৩৮. শব্দের অর্থ ‘সোজা হয়ে দাঢ়ানো’। শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে
'মনোযোগ দেয়া' অর্থ হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ যমীন
সৃষ্টি করেছেন ; তারপর সৃষ্টি করেছেন 'আকাশমণ্ডলী'। অতপর সাতটি আকাশকে
সুবিন্যস্ত করেছেন। খালি চোখে নীল আকাশের যতটুকু আমরা দেখি, অথবা
শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে যতটুকু দেখা সম্ভব হয়, এর মধ্যে কোনো খুঁত
বা এর বিন্যাসে কোনো গরমিল আমাদের চোখে পড়ে না। সূরা মূল্ক-এর ৩ ও ৪নং
আয়াতে আল্লাহ এটাই বলেছেন।

‘ত্য কুকু’ (২১-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাই যেহেতু মানুষের একমাত্র স্তুষ্টা, সুতরাং মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে
হবে।

২. আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তাদের জীবন-যাপনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের
ব্যবস্থাও করেছেন। অতএব আর কোনো শক্তিকেই আল্লাহর সাথে শরীক করা বা সমকক্ষ মানা
যাবে না।

৩. কুরআন মাজীদ যে, আল্লাহর কিতাব এটা সন্দেহাত্মীতভাবে প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ কর্তৃক
ঘোষিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি।

৪. জাহান্নামে শুধুমাত্র কাফির-মুশারিকরা একাই যাবে না ; বরং তাদের পূজ্য পাথর-মৃতিগুলোকেও জাহান্নামের আগনে ঝুলানো হবে ।

৫. যারা (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার ও নেককার তাদের জন্য আবিরাতে থাকবে অফুরত শাস্তির আবাস জাহান্নাম ।

৬. কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করতে হবে তার আদেশ-নিষেধগুলো নিজেদের জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে মেনে চলার উদ্দেশ্য নিয়ে, তার মধ্যে খুঁত খুঁজে বের করার জন্য নয় । কেননা এর মধ্যে কোনো খুঁত বের করার সাধ্য কারো নেই । যারা এ ধরনের অপচেষ্টা করবে তারা নিসন্দেহে বিপর্যাপ্ত হবে ।

সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-৪
আয়াত সংখ্যা-১০

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۝

৩০. আর (শ্বরণ কর) ৩০ তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, ৩০
আমি অবশ্যই পৃথিবীতে (আমার) একজন প্রতিনিধি^১ নিযুক্ত করতে যাচ্ছি ;

৩০. -আর ; ই-যখন ; ফ-বললেন ; র-ব-ক)- (র+ব)-তোমার প্রতিপালক ;
জাঁকে- (অ+ই)-আমি অবশ্যই ; জাঁকে- (ল+অ+মালকে)-লমালকে ;
নিযুক্ত করতে যাচ্ছি ; খ-লিফে- (ল+অ+র্প)-পৃথিবী ; ফি-তে ; অ-একজন
প্রতিনিধি ;

৩৯. পূর্বোক্ত রুকু'তে মানব জাতিকে আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানানোর
ভিত্তি ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, তারা যেখানে জীবনযাপন করে সেই
পৃথিবীও তাঁরই পরিকল্পনার ফসল। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত করা
তাদের জন্য সংগত নয়। অত্র রুকু'তে সেই একই দাওয়াত ভিন্ন আঙ্গিকে পেশ করা
হচ্ছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করেছেন। ‘খলীফা’ বা
প্রতিনিধি হওয়ার কারণে তোমাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, তোমরা শুধুমাত্র
আল্লাহর ইবাদাত করবে ; বরং তাঁর পক্ষ থেকে যেসব হিদায়াত তথা দিকনির্দেশনা
আসবে সেগুলোও বাস্তবায়িত করবে।

উপরের আলোচনায় মানুষের সৃষ্টির মূল তত্ত্ব এবং পৃথিবীতে তাদের র্যাদা
যথার্থভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সে সঙ্গে মানব প্রজাতির ইতিহাসের সেই অধ্যায়
প্রকাশ করা হয়েছে যা জানার কোনো সূত্রে মানুষের নিকট নেই।

মহান আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত এ ইতিহাস তার চেয়ে অধিক মূল্যবান যা মানুষ মাটির
গহ্বর থেকে মানুষের হাড্ডি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে নিজের ধারণা-অনুমান যুক্ত করে
জানার প্রচেষ্টা করে।

৪০. শব্দটি মালক শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় এর শাব্দিক অর্থ সংবাদ
বাহক। এর পারিভাষিক অর্থ ‘ফেরেশতা’। ফেরেশতা কোনো নিরাকার শক্তি নয় ; বরং
তা আকার-আকৃতি সম্পন্ন সত্তা যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য
পরিচালনা করেন। এর দ্বারা এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্য
পরিচালনার ব্যাপারে ফেরেশতাদের উপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ কোনো কিছু
করার ইচ্ছা করলে ‘হও’ বললেই তা হয়ে যায়।

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مِن يَقِيلٍ فِيهَا وَيَسْفَكُ الْمَاءَ وَنَحْنُ نَسْبِيُّ

তারা বললো, আপনি কি সেখানে (এমন কাউকে) সৃষ্টি করছেন যে সেখানে অশান্তি
ঘটাবে এবং রক্ষণাত্মক করবে :^{৪২} অর্থ আমরা তাসবীহ পাঠ করছি-

بِحَمْدِكَ وَنَقْدِسْ لَكَ ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

আপনার প্রশংসাসহ এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি; ৪৩ তিনি বললেন,
‘অবশ্যই আমি জানি যা তোমরা জানো না।’^{৪৪}

فی (+)- فیہا ؟ - آپنی کی سُتھی کرھئے (ا+تعجل)- اَتَجْعَلُ ؛ تارا بوللے- قَالُوا
 ہا سے خانے- وَ ; سے خانے- فیہا- اَشَاطِیٰ گٹا بے ؛ مَنْ- یے- بُفْسُدُ ؛ من- سے خانے (ھا
 رکھ پات کر بے ؛ وَ ; آم را- نَحْنُ ؛ وَ ; اَرْبَعَ ؛ رکھ (ال+دماء)- الدِّمَاءُ- نُسَبَّحُ ؛
 نَفَدِیْسُ ؛ وَ- اَرْبَعَ ؛ آپنا را پرشنسا سا ہو- (ب+حمد+ک)- بِحَمْدِكَ ؛ بخمدک-
 پر بیکرا گھوشنے کرھی- لَكَ ؛ آپنا را- قَالَ ؛ تینی بول لئے- فَيَا ؛ ان+ئی- اَنِی
 اب شاید آمی- توم را جانو نا- لَا تَعْلَمُونَ- مَا- جانی- اَعْلَمُ- لا+تعلیم+ون-)

୪୧. ‘ଖଲିଫା’ ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ତାକେଇ ବଲେ, ସେ କାରୋ ଅଧୀନେ ଥେକେ ତାରଇ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନ ଏବଂ ତାରଇ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରରଣେ ନାୟବ ହିସେବେ କାଜ କରେ ।

৪২. ফেরেশতাদের যে বক্তব্য এখানে উল্লেখিত হয়েছে এটা তাদের ডিন্মত পোষণের বহিঃপ্রকাশ নয়। এটা ছিল আম্বাহর দরবারে তাদের জিজ্ঞাসা। ফেরেশতাদের সেই শক্তি কোথায় যে, আম্বাহর সিদ্ধান্তের উপর ডিন্মত পোষণ করে?

ফেরেশতাগণ ‘খলীফা’ শব্দ দ্বারা একথা বুঝতে পেরেছিল যে, ‘খলীফা’ নামে যে সৃষ্টিকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠাতে চাচ্ছেন, তাদেরকে অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ‘এখতিয়ার’ তথা স্বাধীন কর্তৃত দেয়া হবে; কিন্তু তারা এটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছিল না যে, আল্লাহর রাজত্বে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও স্বাধীন ইচ্ছা সম্পন্ন সৃষ্টির আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব হতে পারে। ‘ইচ্ছার স্বাধীনতা’ যা একমাত্র মহান আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য তার থেকে নিভাত নগণ্য অংশও যদি কোনো সৃষ্টির নিকট হস্তান্তর করে দেয়া হয়, তাহলে রাজত্বের যে অংশেই এটা করা হবে সেখানকার পরিচালনার ব্যবস্থা কিভাবে বিশ্বস্ত থেকে রক্ষা পাবে—এটাই তারা বুঝতে চেয়েছিল।

৪৩. ফেরেশতাদের একথার উদ্দেশ্য এই ছিলো না যে, আমরা খিলাফতের উপযুক্ত, খিলাফত আমাদেরকে দেয়া হোক। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, 'আপনার হস্ত তো পুরোপুরিই তামিল হচ্ছে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে সারা জাহান পরিত্রক ও পরিষ্কলন রাখা হচ্ছে; তৎসঙ্গে আপনার প্রশংসা স্তুতিগান ও পরিত্রাত্ব বর্ণনা তো আমরাই

٤٥) وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا تِبْرُ عَرْضُهُ عَلَى الْمَلِئَةِ «فَقَالَ أَنْبِئُونِي

৩১. অতগর তিনি শেখালেন আদমকে সবকিছুর নাম,^{৪৫} তারপর তিনি সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে, আর বললেন, ‘আমাকে বলে দাও-

এসবের নাম, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ।' ৩২. তারা বললো, আপনি
পবিত্র, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই-

الْأَمَّا مَا عَلِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ ﴿٤٠﴾ قَالَ يَادُمْ أَنْبِئْهُمْ بِاسْمَهُمْ

যা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন তাছাড়াও, নিচয়ই আপনি পরম জ্ঞানী পরম প্রজ্ঞাময়। ৩৩. তিনি বললেন, ‘হে আদম তুমি এসবের নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও;

ଆଞ୍ଚାମ ଦିଛି । ଅତପର କୋନ୍ କାଜ ଅସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଆଛେ ଯା ଆଞ୍ଚାମ ଦେଯାର ଜନ୍ୟ ଏକଙ୍ଗନ
ଖଲୀଫା ତଥା ପ୍ରତିନିଧିର ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖା ଦିଯେଛେ ; ଆମରା ଏର ଯୌଡ଼ିକତା ବୁଝାତେ
ପାରାଛି ନା ।

৪৪. এটা ফেরেশতাদের হিতীয় সন্দেহের জবাব। অর্থাৎ ‘পৃথিবীতে খলীফা প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আমই জানি, এ সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। তোমরা যেসব বিষয় উল্লেখ করেছ তা যথেষ্ট নয়। বরং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পৃথিবীতে এমন একটি প্রজাতি সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যাদেরকে সীমিত ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়া হবে।

فَلِمَا أَنْبَاهُرُ بِأَسْمَائِهِمْ « قَالَ الْرَّاقِلُ لِكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

তারপর যখন সে তাদেরকে সেসবের নাম জানিয়ে দিলো,^{৪৭} তিনি বললেন, 'আমি
কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি-

غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَبْدِلُونَ وَمَا كَنْتُمْ تَكْتَمُونَ

আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন বিষয় ; আরও জানি যা তোমরা প্রকাশ করো
এবং যা তোমরা গোপন রাখো ।

بِأَسْمَائِهِمْ - তারপর যখন - (أَنْبَاهُمْ)- (ف+لما) - فَلِمَا
(أ+لم+أقل)-الْمُأْقِلُ -সে সবের নামসমূহ; -তিনি বললেন; (ب+اسما+هم)-
আমি কি বলিনি যে, (ان+ى)- إِنِّي - (ل+كم)- لَكُمْ নিশ্চয় আমি;
আমি জানি (ال+سموت)- السُّمُوت ; -গৈবত- আসমানসমূহ ;
(ال+ارض)- أَرْض ; -আরও ; و- أَعْلَمُ -আমি জানি ;
(ال+ارض)- تَبْدِلُونَ - তুলে পৃথিবী ; যৰ্মান ; -আরও ; و-
-যা ; -এবং ; - এবং - যা ;
-তোমরা - গোপন রাখো ।

৪৫. মানুষের 'জ্ঞান'-এর চিত্ত হলো, 'নাম'-এর মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান নিজের
মন-মানসে ধারণ করে রাখে । আর তাই মানুষের সমস্ত জ্ঞান-ই বস্তু এবং তার নাম-
এর সাথে সংশ্লিষ্ট । আদমকে সকল বস্তুর নাম শেখানোর অর্থ সকল বস্তুর জ্ঞান তার
মন-মানসে চুকিয়ে দেয়া ।

৪৬. ফেরেশতাদের এ কথায় স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে, তাদের জ্ঞান সে
পর্যন্তই সীমিত যে বিষয়ের দায়িত্বে সে নিয়োজিত । যেমন-বাতাসের পরিচালনায় যে
ফেরেশতা নিয়োজিত তাকে বাতাস সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে ; কিন্তু পানি
সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই । একই অবস্থা অন্যান্য শ্রেণীর ফেরেশতাদেরও ।
অপরপক্ষে, মানুষকে সর্ব বিষয়ের জ্ঞানই দেয়া হয়েছে, যদিও তা একটা নির্দিষ্ট সীমা
পর্যন্ত । বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষ
থেকে অধিক জ্ঞান রাখলেও মানুষকে যেসব কিছুর জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা
ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়নি ।

৪৭. আদম (আ) সবকিছুর নাম জানিয়ে দিলেন ; আর এ জানিয়ে দেয়াটা হলো
ফেরেশতাদের প্রথম সন্দেহের জবাব । ব্যাপারটি একট যে, আল্লাহ তায়ালা
ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, আমি আদমকে শুধুমাত্র ইচ্ছার স্বাধীনতাই দিচ্ছি না,
তাকে সে সম্পর্কে জ্ঞানও দিচ্ছি । তাকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কে তোমাদের
যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তা তো উক্ত বিষয়ের একটি দিক যত্ন ; এর দ্বিতীয় দিকে

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِكَةِ اسْجُلْ وَالْأَدَمْ فَسَجَلْ وَالْأَبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ
আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, ‘তোমরা সিজদা করো আদমকে’, তখন ইবলীস ছাড়া ; ৪৮
সবাই^{১১} সিজদা করলো। সে (আদেশ) অমান্য করলো ও অহংকার করলো

وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ^{১২} وَقُلْنَا يَادِمْ أَسْكَنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلَّا مِنْهَا
এবং সে কাফিরদের শামিল হয়ে গেল । ১০ ৩৫. আর আমি বললাম, ‘হে আদম !
তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে খাও-

- (৩৪) (ل+ال+ملائكة)-**لِلْمَلِكَةِ** ; -আর ; দ্বি-**فُلْنَا**-আমি বললাম ; ফেরেশতাদেরকে ; **أَسْجُدُوا**-**لِأَدَمَ**-আদমকে ;
ফেরেশতাদেরকে ; **أَسْجَدُوا** (ل+ادم)-**فَسَجَدُوا** (ف+সجدوا)-**فَسَجَدُوا**
তখন তারা সিজদা করলো, ল্যা-ব্যতীত ; **أَبْلِيسَ** ; -**أَبِي**-সে অমান্য করলো ;
-আর ; -**أَسْتَكْبَرَ** ; -এবং ; **وَ** -**كَانَ** -হয়ে গেল । (ال+কفر+বিন)-**أَكْفَرِينَ** ;
-আর ; -**وَ** -**كَانَ** ; -আমি বললাম ; **يَادِمْ** ; -**يَادِمْ** (ب+ياد)-**أَسْكَنْ** ; -**বসবাস**
করো; **أَنْتَ**-তুমি ; **وَ** -**أَنْتَ**-তোমার স্ত্রী ; **زَوْجُكَ**-**الْجَنَّةَ** (زوج+ক)-জান্নাতে ;
-এবং ; **كُلَّا**-উভয়ে খাও ; **مِنْهَا** ; -**মِنْهَا** (من+ها)-**সেখান** থেকে;

কল্যাণও রয়েছে। আর এ কল্যাণের দিকটি ‘ফাসাদ’ তথা অকল্যাণ-অশাস্ত্রির দিক থেকে অধিকতর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

৪৮. ‘ইবলীস’-এর শাব্দিক অর্থ ‘চরম নিরাশ’, ‘হতাশ’। পরিভাষাগতভাবে সেই জীবকে ইবলীস বলা হয়, যে আদম (আ)-কে সিজদা করতে তথা বনী আদমের অনুগত হতে অঙ্গীকার করেছিল। তার অপর নাম ‘শয়তান’। প্রকৃতপক্ষে ‘শয়তান’ বা ‘ইবলীস’ শুধুমাত্র কোনো অশৰীরী শক্তির নাম নয় ; বরং সে-ও মানুষের মত অস্তিত্বশীল সৃষ্টি। কুরআন মাজীদে তার পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে যে, সে জীব জাতির অস্তর্ভুক্ত ছিল, যারা সৃষ্টি একটি প্রজাতি। সে ফেরেশতাদের অস্তর্ভুক্ত ছিলো না।

৪৯. অর্থাৎ পৃথিবী এবং এর সংশ্লিষ্ট যেসব ফেরেশতা ছিল তাদের সবাইকে মানুষের অনুগত ও বশীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন। কেননা মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে ‘খলীফা’ তথা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর এজন্য ফেরেশতাদের প্রতি এ নির্দেশ জারী করা হয়েছে যে, সঠিক হোক বা ভুল হোক যে কোনো কাজেই মানুষ আমার দেয়া ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করতে চায়, এবং আমি আমার ইচ্ছাধীন তাদেরকে যে কাজ করার সুযোগ-সামর্থ দান করি, তোমাদের মধ্যে যারাই সেই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট তারাই তাদের আওতার মধ্যে থেকে সেই কাজের সহযোগিতা করবে।

رَغَلَ أَحَيْثُ شِئْتَمَا وَلَا تَقْرَبَا هِنَّ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

যেভাবে যেখান থেকে চাও ত্ত্বিতি সহকারে ; কিন্তু এ গাছের নিকটেও যেও না,^{১১}
তাহলে তোমরা যালিমদের মধ্যে^{১২} শামিল হয়ে যাবে ।

لَا تَقْرَبَا ; وَ - كِتْمَةً - حَيْثُ شِئْتَمَا ; - يেভাবে চাও ; - تَكُونَا ; هِنَّ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا ; (ال+شجرة)- গাছের ; - هَذِهِ - أَنْ - (ال+تَقْرَبَا) - تَكُونَا ; (ف+تَكُونَا) - ال+ظلم)- তাহলে তোমরা হয়ে যাবে ; - মধ্যে শামিল ; (বিন যালিমদের ।

সম্ভবত এখানে ‘সিজদা’ শব্দ দ্বারা ‘বশীভৃত হওয়া’-কেই বুঝানো হয়েছে । এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ ‘অনুগত ও বশীভৃত’ হওয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ‘সিজদা’ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল ; আর এটাই অধিকতর সঠিক মনে হয় ।

৫০. এ শব্দসমূহের দ্বারা মনে হয় যে, সম্ভবত ইবলীস একাই আদমকে সিজদা করতে অঙ্গীকার করেনি ; তার সাথে জিনদের একটি দলই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল । ইবলীসের নাম এজন্যই ছড়িয়ে পড়েছে যে, সে তাদের নেতা ছিল এবং এ বিদ্রোহে অগ্রগামী ছিল ; তবে এ আয়াতের অন্য অর্থও হতে পারে যে, “সে কাফিরদের দলভুক্ত ছিল” । এ অর্থের আলোকে বোঝা যায় যে, জিনদের একটি দল প্রথম থেকেই বিদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞ ছিল, আর ইবলীসের সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল । কুরআন মাজীদে ‘শাইয়াতীন’ শব্দ দ্বারা সাধারণত সেসব জিন এবং তাদের বংশধরদের বুঝানো হয়েছে । যেখানে ‘শাইয়াতীন’ শব্দ দ্বারা ‘মানুষ’ বুঝানোর জন্য ইংগীতসূচক কোনো শব্দ না থাকে, সেখানেই এ শব্দ দ্বারা ‘জিন’ বুঝানো হয়েছে ।

৫১. গাছটির নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ দানের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে আদম ও হাওয়া (আ)-কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জান্নাতে রাখা হয়েছিল ; যাতে তাদের প্রবণতার পরীক্ষা হয়ে যায় এবং এও জানা যায় যে, শয়তানের প্রোচনার মোকাবিলায় তারা কতটুকু আল্লাহর নির্দেশ পালনে দৃঢ় থাকতে পারেন ।

এ পরীক্ষার জন্য একটি গাছকে বাছাই করে নেয়া হলো এবং নির্দেশ দেয়া হলো যে, এই গাছের নিকটেও যেও না এবং নির্দেশ অমান্য করার পরিণামও জানিয়ে দেয়া হলো । নির্দেশ অমান্য করলে আমার দৃষ্টিতে তোমরা ‘যালিম’ হিসেবে চিহ্নিত হবে । এখানে গাছের নাম ও বৈশিষ্ট্য এজন্য উল্লেখিত হয়নি যে, মূল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় । আর এ পরীক্ষার স্থান হিসেবে জান্নাতকে বাছাই

فَأَزَّلْهُمَا الشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ مِنْ وَقْلَنَا هَبْطُوا

৩৬. অতপর শয়তান সেখান থেকে উভয়কে নীতিচুর্যুত করলো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকেও বের করে দিল। আর আমি বললাম, ‘নেমে যাও তোমরা,

بعضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَوْهُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

তোমরা একে অপরের শক্ত ;^{৩৩} এবং তোমাদের জন্য রইল পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবিকা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

৩৭) (ال+)- الشَّيْطَنُ ; (ف+ازل+همـا)- فَأَزَّلْهُمَا
 (ف+اخـر+همـا)- فَأَخْرَجَهُمَا ; (عـن+همـا)- عَنْهَا ; (شـيطـن)
 এবং বের করে দিল উভয়কে ; (من+ما) - مَا ; (من+ما) - مَمْـا
 -فـيـهـ ; -كـيـاـتـاـ ; -قـلـنـاـ ; -أـلـوـهـ ; -نـمـেـ يـা�~وـ তـো~মـর~ا~
 بـعـضـكـمـ ; -عـدـوـ ; -شـকـতـ ; -لـبـعـضـ ; -أـلـ+بـعـضـ)- أـلـ+بـعـضـ(জـনـ্যـ) ;
 -এবـংـ ; -কـمـ ; -لـكـمـ ; -لـكـمـ(جـনـ্যـ) ; -فـيـ ; -তـেـ ; -পـৃـথـিবـীـতـেـ
 -অবস্থানـ ; -জـীـবـি�ـকـাـ ; -ওـ ; -মـتـاعـ ; -হـি�ـনـ ; -সـمـযـ।

করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের অন্তরে এ মাহাত্ম্য জাগ্রত করা যে, মনুষ্যত্বের মর্যাদার প্রেক্ষিতে জান্নাতই তোমাদের অবস্থানস্থল হিসেবে উপযোগী।

৫২. ‘যুলুম’ মূলত ‘হক’ তথা অধিকার বিনষ্ট করাকে বলা হয়। যে আল্লাহর নাফরমানী করে, সে মূলত তিনটি বড় বড় হককে ধ্রংস করে :

প্রথমত, ‘আল্লাহর হক’ ; কেননা আল্লাহ তাআলা সবকিছুর মুষ্টা। এটা তাঁর অধিকার যে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মানুষ মেনে চলবে।

দ্বিতীয়ত, সেইসব জিনিসের হক, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলাৰ নাফরমানীৰ কাজে সে ব্যবহার করেছে। কেননা তাঁর উপর সেসব জিনিসের এ হক ছিল যে, সেগুলোকে মুষ্টার মর্জি মোতাবেক সে ব্যবহার করবে।

তৃতীয়ত, তাঁর নিজ সত্ত্বার হক ; কেননা তাঁর উপর তাঁর নিজ সত্ত্বার এ হক ছিল যে, সে তাঁর সত্ত্বাকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দুরে রেখে ধ্রংস থেকে রক্ষা করবে। এজন্যই কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে গুনাহকে ‘যুলুম’ এবং গুনাহগার তথা পাপীকে ‘যালিম’ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৫৩. অর্থাৎ মানুষের শক্ত শয়তান এবং শয়তানের শক্ত মানুষ। শয়তানের শক্ত মানুষ হওয়ার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। কিন্তু মানুষের শক্ত যে শয়তান তাঁর কারণ হলো,

﴿٧﴾ فَتَلَقَّى أَدْمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

৩৭. অতপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী শিখে নিলো ১৪ তারপর তিনি ক্ষমাপরবশ হলেন তার প্রতি, নিচয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু । ১৫

﴿٨﴾ قَلَّنَا أَهِبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَاتِينَكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى أَيْ

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলে নেমে যাও এখান থেকে, ১৬ অতপর আমার পক্ষ থেকে যখন তোমাদের কাছে কোনো হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে

৩৭) (ف+تلقى)- فَتَلَقَّى (أدم)- من ; -آدم ; -নিকট থেকে; رَبِّهِ- من ربي ; -كتاب- فَتَابَ ; -কিছু বাণী (رب+ه)- تارপর ; -كلمت- تارপর তিনি ; -عَلَيْهِ (على+ه)- عَلَيْهِ ; -هُوَ (ان+ه)- هُوَ ; -الْتَّوَابُ (ال+توب)- পরম ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী ; -الرَّحِيمُ (ال+رحيم)- অসীম দয়ালু । ৩৮) (ف+هـ)- قَلَّنَا -আমি বললাম ; -سَكَلَة- سকলে ; -جَمِيعًا- জমিয়া ; -مِنْهَا- নেমে যাও তোমরা ; -إِمَّا- এখান থেকে ; -يَاتِينَكُمْ- যাইনকুম ; -أَيْ- অতপর যখন ; -مِنْ- মনি ; -هُدًى- হুদাই ; -أَيْ- অমাদের কাছে ; -كَوْنَة- কোনো হিদায়াত ; -تَبِعَ- তখন যারা ; -هُدَى- হুদাই ; -آمَّا- অমার পক্ষ থেকে ; -أَيْ- অমার হিদায়াত ;

মানুষের মনুষ্যত্বতো শয়তানের শক্রতারই দাবি করে ; কিছু বাস্তবে মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাকে বন্ধু বানিয়ে নেয় ।

৫৪. অর্থাৎ আদম (আ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেন, আর তাঁর অন্তরে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে নিজের ভুল মাফ করিয়ে নিতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি ভাষা ঝুঁজে পেলেন না যদ্বারা তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন । অতপর আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে প্রার্থনার ভাষা শিখিয়ে দিলেন ।

‘তাওবা’ অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা । বাল্লাহর দিক থেকে তাওবা অর্থ নাফরমানী থেকে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা । আর আল্লাহর দিক থেকে ‘তাওবা’ অর্থ আপন অনুতঙ্গ বাল্লাহর দিকে দয়াপরবশ হয়ে ফিরে চাওয়া ।

৫৫. পাপের পরিণামে শাস্তি অবশ্যজ্ঞাবী এবং মানুষকে তা যে কোনো অবস্থাতেই ভোগ করতে হবে, এটা মানুষের স্বকংগ্রাহ ভৃষ্টকারী মতবাদের একটি । কেননা যে ব্যক্তি একবার পাপ-পঞ্জিল জীবনে প্রবেশ করে এ মতবাদ তাকে চিরদিনের জন্য নিরাশ করে

فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرِيَّ حَزْنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنْبُوا

তাদের কোনো তয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। ৩৯. আর যারা সত্য
অঙ্গীকার করে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করে

بِاِيمَانٍ اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

আমার নিদর্শনগুলোকে,^{৫৭} তারাই হবে জাহানামের অধিবাসী ; সেখানে তারা থাকবে
অনন্তকাল।^{৫৮}

(على + هم) - عَلَيْهِمْ (خوف) - خُوفٌ (ف+لا) - فَلَا - تাদের
(উপর) - কোনো তয় ; يَحْزُنُونَ - হবে দুঃখিত, দুষ্টিগ্রস্ত। ৩৯
(و+لا+هم) - وَلَا هُمْ ; (آ) আর না তারা ; كَفَرُوا - সত্য অঙ্গীকার করে ; وَالَّذِينَ - وَالَّذِينَ
- আর যারা ; এবং - كَنْبُوا ; (و+الذين) - أَوْلَئِكَ ; (ب+إيت+نা) - بِاِيمَانٍ
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ; -আমার নিদর্শনগুলোকে ; -আমার নিদর্শনগুলোকে
-তারাই হবে ; -অধিবাসী ; -النَّارِ - জাহানামের ; هُمْ - তারা ;
فيَهَا - থাকবে ; -অঙ্গীকার করে ; -খَلِدُونَ - অনন্তকাল।

দেয়। কুরআন মাজীদ এর বিপরীত মতাদর্শ পেশ করে। কুরআন মাজীদের মতে নেক
কাজের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তিদান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। নেক কাজের যে
পুরস্কার তোমরা পাও, তা তোমার কাজের স্বাভাবিক ফল নয় ; বরং তা আল্লাহ
তাআলার অনুগ্রহ, তিনি তা দান করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। তেমনিভাবে যে
পাপের শাস্তি তোমরা পাও, তা পাপের স্বাভাবিক ফল নয় যে, অবশ্যত্ত্ব হিসেবে তা
আপত্তি হয়েছে ; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ একত্বিয়ার রয়েছে, চাইলে
তিনি শাস্তি দিতে পারেন, আর চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৫৬. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামের
তাওবা কবুল করেছেন। এর অর্থ এটাই যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাঁর যে ক্রটি
হয়েছিল তা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ বিচ্ছিন্ন কোনো চিহ্ন আদম (আ)-এর পরিচ্ছদে
তো নেই, তাঁর বংশধরদের পোশাকেও নেই।

অতপর এখানে জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে একথা বুবানো উদ্দেশ্য
যে, তাওবা কবুল করে নেয়ার অর্থ এই নয় যে, আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতে
রেখে দেয়া হবে। তাদেরকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে
প্রেরণের জন্য। তাদের আসল অবস্থানস্থল তো জান্নাত ছিলো না; আর সেখান থেকে
বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দানও তাদের ভুলের প্রায়চিত্ত স্বরূপ ছিলো না। পৃথিবীতে
প্রেরণ করাই তাদেরকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে
শুধুমাত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই জান্নাতে রাখা হয়েছিল।

৫৭. ‘আয়া-ত’ (তপ্তি) শব্দটি ‘আয়াত’ (তপ্তি) শব্দের বহুবচন। এর মূল অর্থ সেসব চিহ্ন বা নির্দেশন যা কোনো কিছুর প্রতি দিকনির্দেশনা দেয় তথা পথপ্রদর্শন করে। কুরআন মাজীদে শব্দটি চারটি বিভিন্ন অর্থে এসেছে। কোথাও শুধুমাত্র ‘চিহ্ন বা নির্দেশন’ বুঝানোর জন্য এসেছে। আবার কোথাও বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুকে বুঝানোর জন্য এসেছে। কেননা আল্লাহর কুদরতের নমুনা বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তুতে অকাশমান। আবার কোথাও নবী (আ)-দের মু’জিয়াসমূহকেও ‘আয়াত’ হিসেবে অভিহিত করেছে। কেননা নবীদের মু’জিয়াসমূহও আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। আবার কুরআন মাজীদের বাক্যসমূহকেও ‘আয়াত’ বলা হয়েছে। কারণ এ বাক্যসমূহ শুধু সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শনই করে না, বরং এগুলোর মাধ্যমে এ কিতাবের রচয়িতার পরিচয়ও সুল্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

৫৮. এটা মানব বৎসরদের প্রতি সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর স্থায়ী ফরমান, যা তত্ত্বীয় রূপে ‘আহ্ম’ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে নিজের চলার পথ-পথা নিজেই বেছে নেবে না, বরং আল্লাহর বান্ধা ও খলীফা হওয়ার প্রেক্ষিতে সেই পথ-পথা অনুসরণ করাই তার দায়িত্ব, যে পথ-পথা তার প্রতিপাদক তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

‘চতুর্থ রূক্ত’ (আয়াত ৩০-৩১)-এর শিক্ষা

১. মানুষকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তাঁর ‘খলীফা’ বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। প্রতিনিধি যেমনিভাবে নিয়োগকর্তার নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনো পথে চলতে পারে না, তেমনিভাবে মানুষও আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য পথে চলতে পারে না।

২. মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নের যেসব ইতিহাস কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, যার ভিত্তি হলো ওহী, তা-ই একমাত্র এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য। এ সম্পর্কে মানুষের গবেষণা-অনুমানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য আধিক্যিক সঠিকও হতে পারে, আবার সম্পূর্ণটাই ভিত্তিহীনও হতে পারে।

৩. মানব ও জীব ছাড়াও আল্লাহ তাআলার অপর এক সৃষ্টি হলো ‘মালাইকা’ বা ফেরেশতাকুল। তারা সদা-সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে তৎপর। তবে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এ বিশাল জগত পরিচালনায় আল্লাহ তাদের উপর নির্ভরশীল নন।

৪. মানুষকে ফেরেশতাদের মতো শুধুমাত্র তাসবীহ পাঠের জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর নির্দেশিত সীমার মধ্যে থেকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫. আল্লাহ মানুষকে সীমিত ইচ্ছাশক্তির অংশ প্রদান করেছেন। এতটুকু ক্ষমতা প্রদান করা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ছিল।

৬. আদম (আ)-কে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দেয়ার অর্থ সকল বস্তুর জ্ঞান তাঁর মন-মানসে ঢুকিয়ে দেয়া। আর এ জ্ঞান ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়নি।

৭. মানুষ সৃষ্টির সেরা; মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে ক্ষেত্র-বিচ্ছান্ন হওয়া ব্যাবিক। এর জন্য নিরাশ হওয়া অথবা হঠকারী মনোভাব পোষণ করা মানবিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

৮. প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে ক্ষেত্র-বিচ্ছুতি হলে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। এবং সঠিকভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

৯. শয়তান মানুষের চিরশক্তি ; বিপরীতপক্ষে মানুষও শয়তানের চিরশক্তি। সুতরাং শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কখনো তাকে বক্ত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

১০. শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে 'যালিম' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জাহান্নামের আগনে ভুলতে হবে।

১১. আল্লাহ অন্দত 'রিযিক' ষ্টেয়ে, তাঁর দেয়া উপায়-উপাদান ব্যবহার করে, তাঁরই দেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগিয়ে তার নাফরমানী করাই বড় 'যুলুম'।

১২. ইবাদাতের প্রতিদান হিসেবে জান্নাত প্রদান এবং পাপের প্রতিদান হিসেবে জাহান্নামে নিষ্কেপ করতে আল্লাহ তাআলা বাধ্য নন। তিনি যাকে ইচ্ছা জান্নাত দান করতে পারেন; আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে নিষ্কেপ করতে পারেন। তবে তিনি নিজ ইচ্ছাকে ইনসাফের ভিত্তিতে প্রয়োগ করেন।

১৩. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ভুল-ক্ষেত্র ক্ষমা করে দিয়েই আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে পৃথিবীতে নেয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য পরবর্তী যানব বৎসকে প্রায়ক্ষিত করতে হবে না।

১৪. বিশ্বজগতের সর্বত্তই আল্লাহর কুদরতের নির্দশন ছড়িয়ে রয়েছে, ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কুদরতের বহু নির্দশন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। মর্বী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রকাশিত মু'জিয়াও সেই নির্দশনের বহিষ্প্রকাশ। আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদ আল্লাহর কুদরতের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দশন।

১৫. মানুষ যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই তার এ অধিকার নেই যে, পৃথিবীতে সে তার চলার পথ নিজেই বেছে নেবে; সে আল্লাহর নির্দেশিত পথেই চলতে বাধ্য।

সূরা হিসেবে রুকু' - ৮
পারা হিসেবে রুকু' - ৮
আয়াত সংখ্যা - ৭

يَبْنِي إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا

৪০. হে বনী ইসরাইল !^{১৫} তোমরা স্মরণ করো আমার নিয়ামতকে যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি এবং পূর্ণ করো

(৪০) - أَذْكُرُوا - তোমরা (বনী) ; - إِسْرَاءِيلَ - (যা+বনী) ; - يَبْنِي - হে বনী (বংশধর) ; - نِعْمَتَ - স্মরণ করো ; - اللَّهِ - নিয়ামত ; - أَنْعَمْتُ - আমি ; - عَلَيْكُمْ - তোমাদেরকে ; - وَ - এবং ; - أَوْفُوا - পূর্ণ করো ;

৫৯. 'ইসরাইল' শব্দের অর্থ 'আবদুল্লাহ' তথা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাইল'। এ উপাধি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া হয়েছিল। তাঁর বংশধরকে 'বনী ইসরাইল' বলা হয়। মদীনা তাইয়েবা এবং তাঁর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ব্যাপকভাবে ইয়াহুদী বসবাস ছিল বিধায় এখান থেকে চতুর্দশ রুকু' পর্যন্ত তাদেরকে সর্বোধন করে ক্রমাগত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। অবশ্য মাঝে মাঝে খৃষ্টান, প্রতিমা পূজারী মুশরিক এবং ইমানদারদেরকে লঙ্ঘ্য করেও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এ অংশ পাঠকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সামনে থাকা প্রয়োজন :

প্রথমতঃ এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, অতীতের নবী-রাসূলদের উচ্চতের মধ্যে কিছু কিছু লোক এখনো রয়েছে যাদের মধ্যে কল্যাণকর উপাদান রয়েছে, তাদেরকে মুহাম্মদ (স)-এর আনীত দীনের দাওয়াত দেয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা আম ইয়াহুদী জনগোষ্ঠীর সামনে দলীল পেশ করা এবং তাদের চারিত্বিক অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া উদ্দেশ্য। এ দলীল পেশ করার উপকারিতা এই হয়েছে যে, একদিকে তাদের মধ্যকার কল্যাণকারী ও সৎলোকদের চক্ষু খুলে গেছে। অপরদিকে মদীনার আম জনতা, বিশেষ করে আরবের মুশরিকদের উপর ইয়াহুদীদের দীনী ও চারিত্বিক যে প্রভাব পড়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে। তাছাড়া নিজেদের অবস্থা দেখতে পেয়ে তারা ইসলামের মোকাবিলায় সাহসহীন হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়তঃ ইতিপূর্বেকার চার রুকু'তে মানব প্রজাতিকে উদ্দেশ্য করে সাধারণভাবে যে দাওয়াত পেশ করা হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় অতীতের একটি বিশেষ জাতির উদাহরণ পেশ করে বলা হচ্ছে যে, যে জাতি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাদের পরিণাম কেমন হয়।

بِعَمَلٍ أَوْ فِي عَمَلٍ كُرِّجَ وَإِيَّاهُ فَارَّهُبُونِ^(٦) وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ

আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবো। আর তোমরা শুধু তাতে আমাকেই ভয় করো। ৪১. আর তোমরা ইমান আনো আমি বাধিল করেছি তাতে,

مَصِّلِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْمَنِي

তা সত্যাগ্রহকারী যা তোমাদের কাছে আছে তার। আর তোমরা-ই তার প্রতি প্রথম
অশ্বিকারকারী হয়ে না ; আর বিক্রয় করো না আমার আয়তাসমূহ

ثُمَّنَا قَلِيلًا وَأَيَّامَ فَاتَّقُونِ^{٤٤} وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ

ନଗନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ବିନିମୟେ, ^{୧୦} ଆର ତୋମରା ଶୁଦ୍ଧ ଆଯାକେଇ ଭସ୍ତୁ କରୋ । ୪୨. ଅତପର ତୋମରା ସତ୍ୟକେ ବାତିଲେର ସାଥେ ମିଶିଯେ ଦିଓ ନା ଏବଂ ଶୋଗନ କରୋ ନା ସତ୍ୟକେ ।

চতুর্থতঃ এর দ্বারা মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারীদেরকেও এ প্রশিক্ষণ দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন সেই অধঃপতনের গত থেকে বেঁচে থাকে যাতে পতিত হয়েছে অতীত নবীদের উচ্চতগ্নি।

৬০, 'নগণ্য মূল্য' অর্থ 'পার্থিব লাভ' যার জন্য এসব লোক আশ্চর্য তাআলাৰ হৃত্কুম-আহকাম ও সত্য পথকে প্ৰত্যাখ্যান কৰেছে।

○ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑩ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ وَارْكِعُوا مَعَ الرِّكَعِينَ

অর্থচ তোমরা জান। ১০ ৪৩. আর তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো, ১১ আর রুকু' করো রুকু'কারীদের সাথে।

- أَقِيمُوا - তোমরা; - وَأَتُمْ - আর; - تَعْلَمُونَ - জানো (তোমরা)। ১০ () - অর্থচ; - আর; - কায়েম করো ; - এবং ; - প্রদান করো; - সালাত, নামায; - অর্কু' - যাকাত ; - আর ; - আর রুকু' - রুকু'কারীদের সাথে, সঙ্গে ; - রকু' - (অল+রকু') - রকু'কারীদের।

৬১. জেনেভনে হক তথ্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি বুবার জন্য এ কথাটি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, অশিক্ষিত আরববাসীদের মোকাবিলায় ইয়াহুদীরা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। এজন্য আরববাসীদের উপর ইয়াহুদীদের জ্ঞানগত বেশ প্রভাব পড়েছিল। উপরতু ইয়াহুদী আলেম তথ্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও তার বাহ্যিক প্রকাশ আরববাসীদের ইন্দন্যতাবোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনি অবস্থায় যখন নবী মুহাম্মদ (স) মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন অশিক্ষিত আরববাসীরা আহলে কিতাব ইয়াহুদীদের নিকট জিজ্ঞেস করতো, 'আপনারা তো একজন নবীর অনুসারী এবং একটি কিতাবের অনুসরণ করেন। বলুন তো আমাদের মধ্যে এ ব্যক্তি যে নবুওয়াতের দাবি নিয়ে এসেছে তার সম্পর্কে ও তাঁর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে তাদের জন্য একথা বলা মুশকিল ছিল যে, মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াত অসত্য ; কিন্তু নির্দিষ্টায় এ দাওয়াত সত্য বলতেও প্রস্তুত তারা ছিলো না। তাই তারা এতদুভয়ের মাঝামাঝি পছ্টা অনুসরণ করলো। এ সম্পর্কে যারাই প্রশ্ন করতো তারা তাদের অন্তরে নবী (স) এবং তাঁর দিশনের বিরুদ্ধে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে দিতে তৎপর হলো। তারা মুহাম্মদ (স)-এর উপর কোনো দোষারোপ করে দিতে সচেষ্ট হলো, তাঁর দাওয়াতকে কুয়াচ্ছন্ন করার চেষ্টা করলো ; যাতে মানুষের অন্তরে এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ইশারা করেই কুরআন মাজীদে আস্তাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, 'সত্যের উপর অসত্যের আবরণ বিস্তার করো না ; নিজেদের মিধ্যা প্রোপাগাণ্ডা এবং দুষ্ট সন্দেহ-সংশয় ও মতপার্থক্য দ্বারা সত্যকে দাবিয়ে দিতে ও গোপন করতে চেষ্টা করো না ; হক ও বাতিলকে মিশ্রিত করে মানুষকে ধোকা দিতে চেষ্টা করো না'।

৬২. 'সালাত' এবং 'যাকাত' সর্বকালেই দীন ইসলামের সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল। সকল নবীর মতই বনী ইসরাইলের নবীদেরও এ ব্যাপারে কঠোর তাকীদ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা এ ব্যাপারে একেবারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। 'সালাত' জামায়াতের সাথে আদায় করার বিষয়টা একেবারেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। জাতির অধিকাংশ

٤٨٥ آتامرونَ النَّاسَ بِالْبَرِ وَنَسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوُنَ الْكِتَبَ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَىٰ

তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ? ৪৫. আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য ও
সালাতের মাধ্যমে, ৬৩ অবশ্য তা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাদের ব্যতীত

الْخَشِعِينَ ٦٩ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُم مُلْقُوا بِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجْعَوْنَ

যারা বিনয়বন্ধ। ৪৬, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে নিচিতভাবে নিজেদের প্রতিপাদকের সাথে

সাক্ষাত হতে হবে এবং অবশ্যই তারা তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী।^{১৫}

٨٦) (ال+ناس)- النَّاسُ ؟ تَوْمَرَا كِي آدَهَشْ دِيَچْهَ ؟ (ا+تَامِرُون)- أَتَامِرُونَ
 مَانُوشْكَه- تَنْسَوْنَ- آرَهَرَه- بَالِيرَه؛ نِكَهْ كَاجَرَه؛ (ب+آل+بر)- بَالِيرَه؛
 آنْفَسْكَه- نِيجَدَهْرَهْ كَهْ- تَشْلُونَ- آتَهَمَ- آرَهَه- (آنْفَس+كَه)- آنْفَسْكَه
 تَوْمَرَا كِي آدَهَشْ دِيَچْهَ ؟ (ا+ف+لا+تعَقْل+ وَن)- أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ (آل+كتَب)- الْكِتَبَ
 جَانَه- بُوكَهْ رَاهَهْ نَا ؟ ٨٧) آرَهَرَه- اسْتَعِيْنَه- تَوْمَرَا سَاهَهْ يَهْرَهْ نَا كِرَهَه؛
 وَ (آل+صلَوة)- الصَّلَاةَ ؟ وَ (ب+آل+صَبَر)- بَالصَّبَرَه؛ دِيَرَهْرَه- سَالَاتَهْرَه؛
 آرَهَه- (أَل+كَبِيرَه)- لَكَبِيرَه- (ان+ها)- اهَهَا ؟ الْذِينَ- (علَى+آل+خَشَعِين)- عَلَى الْخَشَعِينَ؛
 كِيَسْه، بَجَتَه؛ ٨٨) يَارَا بِنَيَاهْ بَنَهْ تَادَهْرَه؛ نِيَصِتَهْتَهْ تَادَهْرَه؛
 مُلْقَوْه- (أَلْهُمْ)- نِيَصِتَهْتَهْ تَادَهْرَه؛ يَظْنَوْنَ- يَظْنَوْنَ ؟
 سَاكَاهْ تَهْ- (آرَهَه+هم)- رَهَهْ تَادَهْرَه؛ آرَهَه- (رب+هم)- رَهَهْ تَادَهْرَه؛
 آلَهَه- (الَّه+هم)- تَأَرَهْ دِيَکَه؛ رَجَعُونَ- رَجَعُونَ ؟ (الَّه+ه)- آلَهَه

ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରାଓ ଛେଡ଼େ ଦିଯ଼େଛିଲ । ଆର ‘ଧାକାତ’ ଦେୟାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାରା ସଦ ଧାଓୟା ଶୁରୁ କରେଛିଲ ।

୬୩. ଅର୍ଥାଏ ସଂପଥେ ଚଲତେ ଯଦି ତୋମାଦେର କଠିନ ମନେ ହୁଯ ତାହଲେ ଏର ଚିକିତ୍ସା ହଲୋ ଧୈର୍ୟ ଏବଂ ସାଲାତ । ଏ ଦୁଟୋ ଥିକେଇ ତୋମାଦେର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ ହବେ ଯାତେ ସଂପଥେ ଚଲାଟା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ସହଜ ହୁଯ ।

‘সবর’ (ধৈর্য)-এর আভিধানিক অর্থ-প্রতিরোধ করা ও বাধা দেয়া। এর তাৎপর্য হলো ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণক্ষমি যার সাহায্যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির

“চাহিদা ও বাহ্যিক বিপদ-মসীবতের মোকাবিলায় সৎপথে দৃঢ় থেকে সামনে অগ্রসরী হতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইরশাদের অর্থ হলো ‘সবর’-এর মতো চারিত্রিক শুণ তোমরা নিজেদের অঙ্গে লালন করো এবং একে বাইরের শক্তি যোগানোর জন্য ‘সালাতের’ অনুশীলন করো।

৬৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত না হয় এবং আবিরাতে যার বিশ্বাস নেই, তার জন্য ‘সালাত’ তথা নামাযের যথার্থ অনুশীলন এমন মসীবত, যা সে কখনো মেনে নিতে পারে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার নিকট আনুগত্যের মন্তক অবনত করে দিয়েছে এবং এ উপলক্ষি যার রয়েছে যে, মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে তার জন্য নামায আদায় করা নয়, বরং নামায পরিত্যাগ করাই মসীবত মনে হবে।

৫ম রশুকু' (৪০-৪৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১। সদা-সর্বদা আল্লাহর দেয়া নিয়ামতসমূহের কথা অঙ্গে জাগরুক রাখতে হবে; তাহলে দীনের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

২। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকটই দীনের দাওয়াত পৌছাতে হবে; বিশেষ করে যেসব মানুষের মধ্যে মানবিক শুণাবলী পরিলক্ষিত হবে তাদেরকেই দীনী দাওয়াতের জন্য বাছাই করতে হবে।

৩। দীনের পথে চললে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার প্রতিদান দিবেন-এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ় ধাকতে হবে।

৪। দীনী দাওয়াতের কাজে ‘সবর’ এবং ‘সালাত’-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৫। পার্থিব লাভের বিনিময়ে দীনকে পরিত্যাগ করা যাবে না। সর্বদা দীনকেই প্রাধান্ত দিতে হবে; এতে পার্থিব যতো বড় ক্ষতিই হোক না কেন।

৬। ‘সালাত’ ও ‘যাকাত’ সর্বকালীন ও সার্বজনীন বিধান। কোনো অবস্থাতেই এ বিধান দুটোর অন্যথা করা যাবে না। যে সমাজে এ দুটো বিধান যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে সমাজে অবশ্যই শাস্তি ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭। সালাত ও যাকাত আদায় করতে হবে সম্মিলিতভাবেই। ব্যক্তিগতভাবে আদায় করলে তা যথার্থভাবে আদায় হয়েছে বলা যাবে না; আর তা থেকে যে পার্থিব কল্যাণ পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাবে না।

৮। সৎকাজ নিজেরা করতে হবে এবং অন্যকেও সৎকাজে উদ্বৃক্ষ করতে হবে। নিজে না করে অন্যকে করতে বললে তাতে কোনো সুফল আসবে না।

সুরা হিসেবে রঞ্জু'-৬
পারা হিসেবে রঞ্জু'-৬
আয়ত সংখ্যা-১৩

٤٠ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُ وَأَعْمَقِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضْلُتُكُمْ

৪৭. হে বনী ইসরাইল ! তোমরা শরণ করো আমার নিয়ামিত যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি এবং আমিই তোমাদেরকে উক মর্যাদা দান করেছিলাম

عَلَى الْعُلَمَائِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبِلُ
বিশ্বজগতের উপর ৪৮. আর তোমরা তয় করো সেই দিনের যেদিন কেউ কারো
কিছুমাত্র উপকারে আসবে না এবং গৃহীত হবে না

مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَلُ مِنْهَا عَلَىٰ وَلَا هُرِينَ رَوْنَ^{٦٦} وَإِذْ نَجِيْنَكُمْ
তার পক্ষে কোনো সুপারিশ ; আর তার থেকে কোনো ক্ষতিপূরণও গ্রহীত হবে না ; আর না তারা হবে
সাহায্যপ্রাণ^{৬৭} ৪৯. আর (স্বরূপ করো)^{৬৮} যখন মৃতি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে

۸۷) - تُؤْمِنَةً كَرَوْلَهُ - إِسْرَائِيلٌ - أَذْكُرُوا - بِنِي+يَا - هَبَنَی - (عَلَیْ+) عَلَیْکُمْ - أَنْعَثْتُ - يَا - الَّتِی - آمَارَ دَانَ كَرَوْلَهُ - نَعْمَتِی
 (كَمْ فَضْلَتْ+كَمْ)-فَضْلَتْکُمْ - أَمْبَی+أَنَّی - وَ - إِبَّنْ - تَوَمَادِرَکَهُ - عَلَیْ - وَ
 ۸۸) عَلَیْکُمْ - أَنْعَثْتُ - يَا - الَّتِی - آمَارَ دَانَ كَرَوْلَهُ - عَلَیْ - وَ
 بِيَسْجَنَگَتَهُ - عَلَیْ - عَلَیْکُمْ - أَنْعَثْتُ - يَا - الْعَلَمَینَ - الْعَلَمَینَ - عَلَیْ - وَ
 آرَ - (لَا+تَجْزِی)-لَا تَجْزِی - سَهَی دِنَنَرَ - يَوْمًا - اَنْقَرَ - (يَدِنَ) -
 كَارَوْلَهُ - نَفْس - عَنْ - خَدَکَهُ - كَهْدَوْ - (كَوَنَوْ بَعْدِی) - نَفْس - كَهْدَوْ -
 (كَوَنَوْ بَعْدِی) - شَبَیْتَ - كِچُمَاتَرَ - وَ - إِبَّنْ - لَا يَقْبَلُ - (لَا+يَقْبَل) -
 كَرَوْلَهُ - نَفْسَهُ - مَنْهَا - تَارَ - شَفَاعَةً - كَوَنَوْ سُپَارِیَش - لَا
 - آرَ - وَ - تَارَ - شَفَاعَةً - مَنْهَا - كَوَنَوْ سُپَارِیَش - لَا
 - وَ - تَارَ - عَدْلَ - كَوَنَوْ كَشْتِپُورَنَ - بِلِیمَیَه - وَ -
 - آرَ - وَ - تَارَ - شَفَاعَةً - مَنْهَا - نَفْسَهُ - بِنَصَر+ونَ - يُنْصَرُونَ - لَا هُمْ -
 - آرَ (سَرَنَ كَرَوْلَهُ) - وَ - يَخْنَنَ - تَجْبِنَکُمْ - نَجِبِنَکُمْ - آمَارَ تَوَمَادِرَهُ - مُعْكِدَهُ
 دِیَوَهِلَیَام :

৬৫. কথাটির অর্থ এই নয় যে, চিরদিনের জন্য তোমাদেরকে সারা বিশ্বের জাতিসমূহের উপর মর্যাদাবান করেছিলাম, বরং এর অর্থ এই যে, একটি সময় এমন

মِنْ أَلْ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَ كُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يَلْبَحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ
ফেরাউন বংশ হতে, ^{৩৪} যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতো, তারা যবেহ করতো
তোমাদের পুত্রদেরকে এবং

وَيَسْتَحْيَوْنَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذِلِّكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رِبِّكُمْ عَظِيمٌ^{৩৫} وَإِذْ فَرَقْنَا

জীবিত রাখতো তোমাদের নারীদেরকে ; আর তাতে ছিল তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। ৫০. আর (স্বরণ করো) যখন আমি দিখিত করেছিলাম।

يُسُومُونَ كُمْ ; ^ থেকে (ال+فرعون) - أَلْ فِرْعَوْنَ ; ^ مِنْ -
(ال+عذاب) - الْعَذَابِ ; - كُمْ سُوءُ ; - কঠোর শাস্তি দিতো ;
শাস্তি ; (يُسومون+কم)- (ابناء+কم)- أَبْنَاءَ كُمْ ; ^ যবেহ করতো ;
তোমাদের পুত্রদেরকে ; - তারা জীবিত রাখতো ; - এবং -
نِسَاءَ كُمْ ; - তাতে ছিল (নিঃ+কم)- فِي ذِلِّكُمْ ; ^ আর ; -
(رب+কم)- رَبُّكُمْ ; - পক্ষ হতে ; -
তোমাদের প্রতিপালকের ; - عَظِيمٌ - কঠিন। ৫০, - আর (স্বরণ করো) ; ^ যখন ;
فَرَقْنَا - আমি দিখিত বা বিভক্ত করেছিলাম ;

ছিল যে, তোমরাই সেই জাতি ছিলে যাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে হক বর্তমান
ছিল এবং সেজন্য তোমাদেরকে জাতিসমূহের নেতা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে
তোমরা জাতিসমূহকে আল্লাহর রাস্তায় আহ্বান করতে এবং তাদেরকে সে পথে
পরিচালনা করতে পারো।

৬৬. বনী ইসরাইলের বিগড়ে যাবার একটি বড় কারণ এই ছিল যে, আবিরাত
সম্পর্কে ওদের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছিল। তারা এক অর্বাচীন ধারণায় আচ্ছল হয়ে
পড়েছিল, “আমরা বিশেষ ঘর্যাদাসস্পন্ন নবীদের বংশধর, বড় বড় অলী, নেককার
ব্যক্তি ও বুর্যগ ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের ক্ষমা পাওয়ার
জন্য তাদের সাথে সম্পর্ক থাকাই যথেষ্ট।” এমনি ধরনের অলীক বিশ্বাস তাদেরকে
সত্য দীন থেকে গাফিল ও পাপ-পক্ষিলতায় নিয়গৃ করে দিয়েছিল। আর এজন্য
তাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়ার সাথে তাদের ভুল
ধারণারও অপনোদন করা হয়েছে।

৬৭. এখান থেকে পরবর্তী কয়েক রূপক' পর্যন্ত ক্রমাগত যেসব ঘটনাবলীর প্রতি
ইঁহগিত করা হয়েছে, সেগুলো বনী ইসরাইলের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অংশ, যা
তাদের জাতির শিশু-কিশোরাও জানে। এজন্য ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার
পরিবর্তে এক একটি ঘটনার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইশারা করা হয়েছে। এ ঐতিহাসিক বর্ণনায়
এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, একদিকে তোমাদের প্রতি কৃত আল্লাহর

بِكُم الْبَحْرُ فَانجِينُكُمْ وَأَغْرِقْنَا أَلْ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تُنَظِّرُونَ
 তোমাদের জন্য সাগরকে, অতপর নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, আর তুবিয়ে
 দিয়েছিলাম ফেরাউন বংশকে, আর তোমরা তা দেখছিলে ।

٤١ وَإِذْ وَعَلَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذَ تِمَرَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

৫১. আর আমি যখন মুসার সাথে চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম,^{১০} অতপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো-বৎসকে ঘৃণ করেছিলে (উপাস্যরূপে);^{১১}

ଅକୁରଣ୍ତ ଦୟା-ଅନୁଗ୍ରହ, ଅପରଦିକେ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଇହସାନେର ବିନିମୟେ ତୋମାଦେର ଅକୁରଣ୍ତା ବଦ ଆମଲସମ୍ମହ, ଯା ତୋମରା କରେଇ ଯାଛ ।

৬৮. ‘আলে ফেরাউন’ দ্বারা ‘ফেরাউন বৎশ’ বা সম্প্রদায় বুবানো হয়েছে। এতে ফেরাউনের ধোনদানের লোকেরা এবং তৎকালীন মিসরের ক্ষমতাসীন শ্রেণী সকলেই শামিল রয়েছে।

୬୯. 'କଟିନ ପରୀକ୍ଷା' ଏଦିକ ଥେକେ ଯେ, ଏ ଚଲ୍ଲୀ ଥେକେ ହସ୍ତ ତୋମରା ଖାଟି ସୋନା ହୟେ ବେର ହବେ, ନଚେ ଖାଦ ହୟେ ଗଡ଼େ ଥାକବେ । ଏତ ବଡ଼ ବିପଦ ହତେ ଏରଂ ବିଶ୍ୱାସକରଙ୍ଗପେ ଘୁଣିଲାଭେର ପରଓ ତୋମରା ଆଜ୍ଞାହର ଶୋକରକାରୀ ବାନ୍ଧାଇ ହବେ କିନା ତା ଯାଚାଇ କରାଇ ହଜ୍ଜେ ଏ ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

৭০. মিসরের ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে বনী ইসরাইল যখন সিনাই উপদ্বীপে পৌছলো, তখন মূসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা চান্দেশ রাত-দিনের জন্য 'তুর' পাহাড়ে ডেকে পাঠান, যাতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জাতির জন্য শরয়ী বিধি-বিধান ও কর্মজীবনের জন্য হিদায়াত দান করা যায়।

৭১. গাড়ী এবং বাঁড়ের পুজা বনী ইসরাইলের সহযোগী বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মিসর এবং কেনানে এ পুজা-পার্বণের ব্যাপক প্রচলন ছিল। হ্যরত ইউসুফ (আ)-এর পরবর্তী সময়ে বনী ইসরাইল যখন অধঃপতিত হতে হতে কিবতীদের দাসে পরিণত হলো, তখন তারা কিবতী (কপ্টিক) মনিবদের বহু

وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ⑭ ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعْنَكُمْ تَشَكُّرُونَ
মূলত তোমরা ছিলে যালেম। ৫২. তারপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে
তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।

وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَالْفُرْقَانَ لَعْنَكُمْ تَهْتَدُونَ ⑮ وَإِذْ قَالَ
৫৩. আর (স্বরণ করো) যখন আমি মূসাকে কিভাব ও ফুরকান^{১২} দিয়েছিলাম যাতে
তোমরা সৎপথ পেয়ে যাও। ৫৪. আর (স্বরণ করো) যখন বললো

مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْخَادِكُمُ الْعِجْلَ
মূসা তার জাতির লোকদেরকে, হে আমার জাতির লোকেরা ! নিচয় তোমরা গো-
বৎসকে গ্রহণ করে যুলুম করেছ নিজেদের প্রতি

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ
সুতরাং তোমরা তাওবা করো তোমাদের স্মষ্টার নিকট এবং হত্যা করো নিজেদেরকে; ৫০ তোমাদের এটা
করাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্মষ্টার নিকট ; তারপর তিনি তাওবা কর্বুল করলেন

عَفُونَا - আর; ৫৪- অতপর; - তোমরা ছিলে; (ظالم+ون)- ظلمون (ظالم+ون) যালেম। ৫৫- আর; - أَنْتُمْ
- আমি ক্ষমা করে দিয়েছি; - عَنْكُمْ (عن+كم)- তোমাদেরকে; (ع+كم)- তোমরা
- কৃতজ্ঞতা - تَشَكُّرُونَ - ত্বকরুন- দিয়েছি; (عل+كم)- لَعْنَكُمْ (بعد+ذلك)
স্বীকার করো : ৫৭; - আর; - أَتَيْنَا - আমি দিয়েছি; - مُوسَى - مুসাকে;
- কিভাব - الْفُرْقَانَ - ফুরকান; - الْكِتَبَ - কিভাব; (ال+كتاب)- الْعِجْلَ
মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড); (عل+كم)- لَعْنَكُمْ (بعد+ذلك); - تَهْتَدُونَ - ত্বকরুন-
ত্বকরুন- গ্রহণ করার প্রতি; (ون)- তোমরা সৎপথ পেয়ে যাবে। ৫৫- আর; - أَذْ- যখন; - قَالَ-
মুসুনি; - বললো; - قَالَ- আর; - أَذْ- যখন; - قَالَ- আর; (يا+قوم)- يَقُولُ (ل+قوم)- لِقَوْمِهِ
জাতির লোকেরা; - যুলুম করেছ; - أَنفُسَكُمْ - ظَلَمْتُمْ (ان+كم)- أَنْكُمْ ;
- فَتَابَ (ف+تاب)- فَتَوْبُوا - فَتُوبُوا - فَتُوبُوا - فَتُوبُوا - فَتُوبُوا - فَتُوبُوا - فَتُوبُوا -
তোমরা সুতরাং তোমরা হত্যা করো; - أَلِّي - নিকট; - بَارِئِكُمْ - তোমাদের নিজে
দেরকে; - فَاقْتُلُوا - তোমাদের স্মষ্টা; - بَارِئِكُمْ - তোমাদের হত্যা করো; - أَنفُسَكُمْ - তোমাদের
জন্য; - لَعْنَكُمْ (ل+كم)- لَعْنَكُمْ - তোমাদের এটা; - دُلِّكُمْ - তোমাদের উভয়; - خَيْرٌ - খীর;
- কল্যাণকর, উভয়; - تَهْتَدُونَ - গ্রহণ করার প্রতি; - بَارِئِكُمْ - তোমাদের স্মষ্টা;
- فَتَابَ - فَتَابَ - তোমাদের স্মষ্টা; - بَارِئِكُمْ - তোমাদের স্মষ্টা; - عَنْدَ - নিকট; -
- তারপর তিনি তাওবা কর্বুল করলেন;

عَلَيْكُمْ أَنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قَلْتُمْ يَمْوَسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ
 তোমাদের, নিসন্দেহে তিনি তাওবা করুলকারী, পরম দয়ালু। ৫৫. আর যখন তোমরা
 বললে, হে মুসা ! আমরা কখনো ঈশ্বান আনবো না তোমার প্রতি ।

٤٧- **حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ فَاخْلُ تَكْرِيرَ الصِّعَقَةِ وَأَنْتَمْ تَنْظَرُونَ** ۝ ثُمَّ بَعْثَنِكُمْ
যতক্ষণ না প্রকাশে আল্লাহকে দেখতে পাবো। অতপর তোমাদেরকে বজ্রপাত শুর্খ করলো, আব
ক্ষেত্রে মৃত দেখিলু। ৫৪- অতপর আমি তোমাদেরকে পদচীরিত করলাম-

মুন্বতে মুক্তি পাওয়া যাবে। এবং নাথিলাম তোমাদের প্রতি 'শান্ত' হিসেবে আসবেন।

বদ অভ্যাসের মধ্য থেকে বাছুর পূজার এ অভ্যাসটিও রশ্মি করেছিল। বাছুর পূজার এ ঘটনাটি বাইবেলের নির্গমন পুস্তকের ৩২ অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৭২. ফুরকান (বুরকান)-এর অর্থ এমন বস্তু যা দ্বারা 'হক' ও 'বাতিল'-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। অর্থাৎ দীন-এর এমন মানদণ্ড (আসমানী কিতাব) যদ্বারা মানুষ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

وَالسَّلْوَىٰ كُلُّ وَمِنْ طَيِّبٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلِكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ

‘সালওয়া’,^{৭৬} তোমরা সেসব পরিত্র বন্তু থেকে থাও, যে রিয়িক আমি তোমাদের দিয়েছি। আর তারা আমার প্রতি যুদ্ধ করেনি; বরং তাদের নিজেদের প্রতিই

- এবং -
‘সালওয়া’ (কোয়েল পাখির মতো এক প্রকার ছোট
পাখ) + مَالْسُلُوِيَّ - السُّلُوِيَّ -
- থেকে - طَبَّيْتُ ; - পবিত্র বস্তু - مِنْ ;
- কুলু - كُلُّوا ; - তোমরা খাও ;
- رَزْقَنْكُمْ ; -
- আর - وَ ;
- আমি তোমাদের দিয়েছি - مَا ظَلَمْنَا ;
(রজনা+কم) - رَجَنَنَا -
- না (+) ;
- তারা ছিল - تَأْرُوا ;
- কুন - وَلِكْنَ ;
- যুলুম করেনি আমার প্রতি ;
- تَعْصِمُهُمْ ;
- তাদের নিজেদের প্রতি ;
(نفس+هم) -

৭৩. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সেসব আপনজনদের হত্যা করো যারা গো-বৎসকে নিজেদের পূজ্য বানিয়ে নিয়েছিলো।

৭৪. এখানে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মূসা (আ) যখন চান্দি দিন-রাতের জন্য তৃতীয় পর্বতে তাশরীফ নিলেন তখন তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, বলী ইসরাইল থেকে ৭০জন বাহাই করা ব্যক্তিকে দর্শক হিসেবে তাঁর সাথে নিয়ে যেতে হবে। অতপর যখন মূসা (আ)-কে কিতাব ও ফুরকান দেয়া হলে তিনি সেগুলো উভ ব্যক্তিদের সামনে পেশ করলেন। কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুযায়ী তখন এসব লোকের মধ্য থেকে কতেক দৃষ্ট লোক বললো, “আমরা শুধুমাত্র তোমার কথায় কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, আল্লাহর সাথে তোমার বাক্যালাপ হয়েছে”-তাদের একথার পর তাদের উপর আল্লাহর গবেষ নামিল হয়েছে এবং তাদেরকে আযাব দেয়া হয়েছে।

৭৫. অর্ধাঁ সিনাই উপদ্বীপে প্রথর রোদ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না, আমি মেষমালার ছায়াদান করে তোমাদের ছায়ার ব্যবস্থা করেছি। এখানে স্বরণীয় যে, মিসর থেকে প্রস্থানকালে বনী ইসরাইলের সংখ্যা ছিল এক লাখের মত। আর সিনাই উপদ্বীপে ঘর-বাড়ী তো দূরের কথা, মাথা গোজার মতো তাঁবুও তাদের সাথে ছিলো না। সে সময় আগ্নাহ তাআলা যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন না রাখতেন, তাহলে এ জাতি প্রথর রোদে ধ্রংস হয়ে যেতো।

৭৬. ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ ছিল সেই কুদরতী খাদ্য যা মুহাজেরী জীবনের সুনীর্ধ চল্লিশটি বছর ক্রমাগত বনী ইসরাইলদেরকে সরবরাহ করা হয়েছিল। ‘মান্না’ ধনিয়ার বীজের মতো এক প্রকার দানাদার বস্তু ছিল। কুয়াশার মতো এগুলো বর্ষিত হতো এবং যমীনে পড়ে জমে যেতো। আর ‘সালওয়া’ ছিল কোয়েল পাথির মতো ছোট এক প্রকার পাথি। আল্লাহর অপার দয়ায় এগুলোর এতবেশী সমাগম ছিল যে, বিপুল জনসংখ্যার একটি জাতি দীর্ঘকাল শুধুমাত্র এ খাদ্যের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের কাউকে কোনোদিন অনাহারের কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু অধুনা

يَظْلِمُونَ ⑭ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هِنَّ الْقَرِيَّةَ فَكُلُوا مِنْهَا حِيتَشِتْر

যুলুম করেছে। ৫৮. আর (স্মরণ করো) যখন আমি বললাম, ‘তোমরা প্রবেশ করো এই জনপদে’^{১১} এবং সেখান থেকে খাও যেভাবে চাও

رَغَلَ أَوْ أَدْخُلُوا الْبَابَ سَجْلًا وَقُلُوا حِيَّةً نَفْرِ لَكُمْ خَطِيمُ وَسَزِيدْ

তৃষ্ণি সহকারে, এবং নতশিরে প্রবেশ করো দরজা দিয়ে এবং বলো ‘আমাদের ক্ষমা করো’-^{১২} আমি ক্ষমা করবো তোমাদের অপরাধসমূহ; আর বেশী বেশী দানও করবো

أَدْخُلُوا -যুলুম করেছে। ৫৮. -আর ; ৫৯. -যখন ; ৬০. -আমি বললাম ; ৬১. -আর ; ৬২. -যখন ; ৬৩. -আমি বললাম ; ৬৪. -তোমরা প্রবেশ করো ; ৬৫. -এই ; ৬৬. -জনপদে ; ৬৭. -হচ্ছে ; ৬৮. -অতপর খাও ; ৬৯. -তৃষ্ণি সহকারে ; ৭০. -এবং ; ৭১. -দরজা দিয়ে ; ৭২. -স্জেল ; ৭৩. -অবেশ করো ; ৭৪. -আল্বাব ; ৭৫. -খেটেল ; ৭৬. -তোমরা বলো ; ৭৭. -হিয়ে ; ৭৮. -আমাদের ক্ষমা করো ; ৭৯. -আমি ক্ষমা করবো ; ৮০. -লক্ম ; ৮১. -খেটিকুম (খেটিবা+ক) - নফর (নফরিত) ; ৮২. -তোমাদের ; ৮৩. -অপরাধ ; ৮৪. -আর ; ৮৫. -স্জেল ; ৮৬. -আমি বেশী বেশী দান করবো ;

কোনো উন্নত দেশেও যদি কয়েক লক্ষ মুহাজির হঠাতে এসে পড়ে, তাহলে তাদের খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

৭৭. ‘কারইয়াতুন’ দ্বারা কোনু জনপদকে বুঝানো হয়েছে তা অনুসন্ধান করেও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যে ঘটনা পরম্পরায় এ জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, বনী ইসরাইল তখনে সিনাই উপর্যুক্ত অবস্থান করছিল। আর এ জনপদটিও উপর্যুক্ত কোনো নগর হয়ে থাকবে। এটা হতে পারে যে, তা ‘সিন্নীম’ নামক নগরী ‘ইয়ারিহো’-এর ঠিক বিপরীত পার্শ্বে জর্দান নদীর পূর্ব তীরেই গড়ে উঠেছিল। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে বনী ইসরাইল এ নগরটি মূসা (আ)-এর জীবনের শেষ দিকে জয় করে নিয়েছিল। সেখানে তারা ব্যাপক ব্যভিচার করে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভয়াবহ মহামারী দিয়ে শায়েস্তা করেন। এতে ২৪ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।-(দ্বঃ বাইবেল, গণনা পৃষ্ঠক, অধ্যায় ২৫, শ্লোক ১-৮)

৭৮. বনী ইসরাইলের লোকদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে, জনপদে প্রবেশ করার সময় তোমরা অত্যাচারী বিজয়ীর ন্যায় প্রবেশ করবে না ; বরং আল্লাহতীর্ত ও বিনয়াবন্ত অবস্থায় প্রবেশ করবে। মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (স) এমনি অবস্থায়ই মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। হিতাতুন-এর দুটি অর্থ হতে পারে-^(১) আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ করা। ^(২)

الْمُحْسِنِينَ ⑤ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُوَّلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
সৎকর্মশীলদের। ৫৯. অতপর যারা ছিল অত্যাচারী তারা তাদেরকে বলা 'কথাকে'
বদলে দিয়েছে ভিন্ন কথা দ্বারা, ১০

فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّن السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ
 তারপর আবি আকাশ থেকে আয়াব নাযিল করেছি তাদের উপর যারা যুদ্ধ করেছে;
 কেননা তারা দুর্বল করেছিল।

অতপর বদলে দিয়েছে; ﴿٤٩﴾-**فَبَدْلٌ** (ال+محسن+ين)-**المُحسِّنُونَ**
الَّذِي-**بِلْلَهِ**, **پُطْكَ**; **فَوْلًا**-**يُلْعَمُ** করেছে ; **كَثَاكِ**-**ظَلَمُوا**; **يَا رَا**-**الَّذِينَ**
أَرْأَمْ (ف+انزلنا)-**قَاتَلُنَا**; **لَهُمْ**-**بَلَا** হয়েছে ; **تَادِرَكَ**-**قَيلَ**; **يَا**-
رَجْزًا-**يُلْعَمُ** করেছে ; **الَّذِينَ**-**يَا رَا**; **عَلَى**-**উপর**; **نَافِلَ** করেছি;
كَانُوا; **يَا**, **شَكِّحُ**-**بَا**; **آكِش** (ال+مساء)-**السَّمَاء**; **থেকে**-**মَنْ**; **مَنْ**-
আয়াব। **يَفْسُقُونَ** (كانوا+يفسق+ون)-**تَارَا** দুর্কর্ম করেছিল।

ଶୁଟଡ଼ରାଜ ଓ ଗଣହତ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନପଦେର ଲୋକଦେର ପ୍ରତି ସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଘୋଷଣା କରୁଥେ କରାନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରା ।

৭৯. বনী ইসরাইলকে উক্ত নগরীতে ‘হিতাতুন’ বলতে বলতে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যকার দুষ্ট শোকেরা তার পরিবর্তে ‘হিনতাতুন’ বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর আখ্যাৰ নায়িল হয়। এ পরিবর্তন দ্বারা শুধু শব্দের পরিবর্তন হয়েছে এমন নয়, অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। ‘হিতাতুন’ অর্থ তাওবা করে খাপ বর্জন করা; আর ‘হিনতাতুন’ অর্থ গম। এ ধরনের পরিবর্তন শব্দগত হোক কিংবা অর্থগত-কুরআন, হাদীস বা আল্লাহর অন্য কোনো বিধানে হোক তা সর্বস্থতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের ‘তাহরীফ’ বা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতি।

୬୯ ଙ୍କୁ' (ଆମ୍ବାତ ୪୭-୫୧)-ଏବଂ ଶିକ୍ଷା

୧। ବନୀ ଇସରାଈଲେର ପ୍ରତି ଆଶ୍ରାହର ନିୟାମତରାଜି ବର୍ଷଗ ଏବଂ ବାରଂବାର ତାଦେର ଆଶ୍ରାହର ତୁକରିଯା ଜ୍ଞାପନେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପାତୀତମୁଖୀ ହଠକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ ହେଁ ତା ଥେବେ ବେଚେ ଥାକା । କାରଣ ଆଶ୍ରାହର ବିଧାନ ଚିରଭାବୁ । ବନୀ ଇସରାଈଲ ଯେତୋବେ ଆଶ୍ରାହର ବିଧାନେର ବରଖେଳାକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପେର କାରଣେ ପୃଥିବୀତେ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହଛେ ତେମନି ମୁସଲିମ ଜାତିଓ ଯାଦି ତାଦେର ମତୋ ଆଚରଣ କରେ ତାହଲେ ତାଦେର ବେଳାୟାଓ ଏକଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରା ହେବ ।

২। আমাদেরকে বিচার দিবসের কথা শ্বরণ রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। আশ্চর্য অনুভূতি ছাড়া কারো জন্য কোনো

চিরপারিশও কেউ করতে পারবে না। আর ধন-সম্পদ দিয়েও ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে না ; আর নাম
পাওয়া যাবে কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে।

৩। বনী ইসরাইলের গো-বৎস পূজার ঘটনা এবং তার পরিণতিতে তাওবা ব্রহ্ম নিজেদের
মাধ্যকার গো-বৎস পূজারীদের হত্যার নির্দেশ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুসলিম সমাজে
মুসলিম নামধারী এবং মুসলিম পরিচয়দানকারী অথচ প্রকাশ্য শিরক-এ লিঙ্গ ব্যক্তিদের পরিণতিও
হবে ভয়াবহ।

৪। শিরক-এর প্রতিরোধ করা মুসলিম জাতির উপর সশ্বিলিতভাবে ফরয়। কারণ 'শিরক' হলো
সবচেয়ে বড় যুক্তি।

৫। 'তাওহীদ'-এর মাহাত্ম্য এবং শিরক-এর কদর্যতা এতে ফুঠে উঠেছে। শিরক এমনি কদর্য
তথা মন্দ কাজ যে, মানুষের বাম হাত যদি শিরক করে, তার ডান হাতের উপর ফরয় হলো বাম
হাতকে কেটে ফেলা।

৬। বনী ইসরাইলের মুরতাদ তথা শিরকে লিঙ্গ ব্যক্তিদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত মূসা (আ)-এর
মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, সর্বযুগে এ ধরনের পরিহিতিতে এটাই করণীয় এবং এটাই
নির্ধারিত পদ্ধা। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, বদর যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে হ্যারত উমর (রা) এ
পরামর্শই দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর পরামর্শের ব্যথার্থতা অনুমোদন করেছেন।

৭। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীতে 'তাহরীফ' তথা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুকূলে বিকৃতি
সাধন জন্য অপরাধ। এটা বিগ্রাট যুক্তমও বটে। এ ধরনের অপকর্মের শাস্তি পার্থিব জীবনেও হয়ে
থাকে। আর প্রকালের শাস্তি তো বাকীই থাকে। সুতরাং এ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

সূরা হিসেবে রঞ্জন'-৭
পারা হিসেবে রঞ্জন'-৭
আয়াত সংখ্যা-২

٤٠ وَإِذَا سَتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَلَّا أَضْرِبْ بِعَصَمَكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ

৬০. আর (শ্বরণ করো) মূসা বখন তার জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল, তখন আমি বললাম,
‘তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো : অতএব তা থেকে প্রবাহিত হলো

مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّا شَرَبَهُمْ كُلُّهُوا

ବାରୋଟି ବରଗା ; ୮୦ ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଲଇ ନିଜ ନିଜ ପାନ କରାର ସ୍ଥାନ ଜେନେ
ନିଲୋ । (ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯା ହିଲୋ) ତୋମରା ଖାଓ

وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُرُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
 এবং পান করো আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে এবং বিপর্যকারী কর্তৃপক্ষে পৃথিবীতে
 গোলযোগ সৃষ্টি করো না ।

৮০. মূসা (আ) যে পাথরের উপর লাঠি ধারা আঘাত করেছিলেন তা এখনো মিসরের সিনাই উপদ্বিপে বর্তমান রয়েছে। পর্যটকগণ এখনো তা দেখতে যান এবং বারোটি ঝরণার ফাটল চিহ্ন এখনো দেখতে পাওয়া যায়। বারোটি ঝরণা উভেরের কারণ এই ছিল যে, বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র ছিল। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোত্রের জন্য একটি করে ঝরণা প্রবাহিত করেন, যাতে তারা পানি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিঙ্গ না হয়।

٦٥ وَإِذْ قَلْتُمْ يَمْوُسِي لَنْ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

୬୧. ଆର ଯଥନ ତୋମରା ବଲିଲେ, “ହେ ଯୁସା ! ଆମରା ଧୈର୍ୟ ସାଥରେ ପରାଇଛି ନା ଏକଇ ପ୍ରକାର ଥାଦେ ।

সুতরাং আপনি প্রার্থনা করুন আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য,

يُخْرِجُ لَنَا مَا تَنْبَغَّى الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَاهَا وَقَثَائِهَا وَفُوْمَهَا وَعَلَسَهَا

তিনি যেন আমাদের জন্য তা থেকে ব্যবস্থা করেন যাইনে উৎপন্নজাত

সবজি, কাঁকড়, গম, মসুর ডাল

وَبَصَلِّهَا ، قَالَ أَتَسْتَبِدُ لِوَنَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ،

এবং পেঁয়াজ (ইত্যাদি)। তিনি বললেন, তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাও উভয়

বন্ধুর পরিবর্তে নিকষ্ট বন্ধুকে ৮১

اَفْبِطُوا مِصْرًا فَإِنْ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَوَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْزِّلْدَةُ وَالْمَسْكَنَةُ

তোমরা কোনো নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা চেয়েছো :

আৱ তাদেৱ উপৱ আৰোপিত হলো লাঞ্ছনা ও দাবিদতা।

وَبَاءُوا بِغَضْبٍ مِّنْ أَللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفِرُونَ يَا يَتَمَّمَ اللَّهُ

ଆର ତାରା ମୁରତେ ଥାକଲେ ଆଶ୍ଵାହର ଗୟବେ ପତିତ ହେଁ । ଏଟା ଏଜନ୍ୟ ଯେ, ତାରା
କୁକୁଳୀ କରନ୍ତେ ଆଶ୍ଵାହର ଆୟାତସମ୍ବହେର ସାଥେ୯୨

وَيُقْتَلُونَ النَّبِيُّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ هُذِّلَكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

এবং হত্যা করতো নবীদেরকে অন্যায়ভাবে।^{১৩} এ ছিল তারই ফল যে, তারা

ନାଫରମାନୀ କରେଛିଲ ଏବଂ କରେଛିଲ ସୀମାଲଂଘନ ।

৮১. এর অর্থ এই নয় যে, বিনা পরিশ্রমে প্রাণ 'মান্না' ও 'সালওয়া' ত্যাগ করে তোমরা এমন বস্তু পেতে চাও যার জন্য কৃষিকাজ করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, যে মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে তোমাদেরকে মর্মভূমি ভ্রমণ করানো হচ্ছে, তার পরিবর্তে তোমাদের রসনা তৃষ্ণিই তোমাদের কাছে পিয় হয়ে গেল যে, সে উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করার জন্যও তোমরা প্রস্তুত হয়েছো এবং দিন কতকের জন্যও সেগুলো থেকে বাস্তিত থাকাটা সহ্য করতে পারছো না।

৮২. আল্লাহর আয়াতের কুফরী করার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের মধ্যে যেসব বিধি-বিধান নিজের খেয়াল-খুশীর বিপরীত সেগুলো মানতে সরাসরি অঙ্গীকার করা। দ্বিতীয়তঃ কোনো একটি বিধানকে আল্লাহ প্রদত্ত জেনেও গর্ব-অহংকার করে তার বিপরীত কাজ করা এবং আল্লাহর নির্দেশের কোনো পরওয়া না করা। তৃতীয়তঃ আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ ভালোভাবে জানা এবং বোঝার পরও প্রবণির চাহিদা অনুসারে তাকে পরিবর্তন করা।

৮৩. বনী ইসরাইল নিজেদের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ নিজেদের ইতিহাসে উল্লেখ করেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় :

(১) 'যাকারিয়া নবীকে হায়কলে সুন্দরমানীতে প্রস্তরাঘাত করার ঘটনা।-(দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ২৪, শ্লোক ২১)

(২) ইয়ারমিয়া নবীকে প্রহার, কারারুদ্ধ ও রশি দিয়ে বেঁধে কর্দমাক্ত কৃয়ায় ঝুলিয়ে।
রাখার ঘটনা (ইয়ারমিয়াহ, অধ্যায় ১৫, শ্লোক ১০ ; অধ্যায় ১৮, শ্লোক ২০-২৩ ;
অধ্যায় ২০, শ্লোক ১-১৮ ; অধ্যায় ৩৬-৪০)।

(৩) ইয়াহুইয়া (ইউহান্না) এর পবিত্র মাথা কেটে তদানিস্তন বাদশাহের প্রেয়সীর
আবদার অনুসারে বরতনে করে তার সামনে পেশ করার ঘটনা (মার্ক, অধ্যায় ৬ শ্লোক
১৭-২৯)।

বলা বাছল্য, যে জাতি ফাসিক ও দুচরিত্র লোকদের নেতৃত্বের আসনে বসায় এবং
জাতির সৎ ও উন্নত চরিত্রের লোকদের কারাগারে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহ তাদের উপর
লানত বর্ষণ না করলে আর কাদের ওপর লানত বর্ষণ করবেন ?

‘৭ম কুকু’ (আয়াত ৬০-৬১)-এর শিক্ষা

১। উল্লেখিত আয়াতে মূসা (আ)-এর পানির জন্য প্রার্থনা এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক
বারোটি বরণ প্রবাহিত হওয়া ঘরা বোরা গেল যে, ইসতিসকা তথা বৃষ্টির প্রার্থনা করার মূল
হলো ইসতিসকার নামায। বিশুক হাদীস ঘরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ উদ্দেশ্যে ইদগাহে তাশ্রীফ
নেয়া এবং সেখানে নামায, খুতবা ও দোয়া করার কথা প্রমাণিত।

২। বনী ইসরাইলের ওপর আল্লাহর গবব পতিত হওয়ার কারণ ছিল, তারা আল্লাহর আয়াতের
সাথে কুফরী করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বর্তমান যুগে নবী-রাসূল নেই ;
নবী-রাসূলের দায়িত্ব বর্তেছে নবীদের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী ওলামায়ে কেরাম, আল্লাহর পথে
আহ্বানকারী ও ইসলামপঞ্জীদের ওপর; যারা দীন প্রতিষ্ঠার আল্লোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয়
রয়েছেন। নবীদের সাথে যেকোন আচরণ করে বনী ইসরাইল আল্লাহর গববে পতিত হয়েছে,
নবীদের ওয়ারিসদের সাথে সেকোন আচরণ করে আল্লাহর গবব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এমনটি
ভাববার অবকাশ নেই। জাতির সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের সঙ্গে অসদাচরণ করলে বনী
ইসরাইলের মতো পরিগাম ভোগ করতে হবে।

সূরা হিসেবে অক্ষর - ৮

পারা হিসেবে অক্ষর - ৮

আয়াত সংখ্যা - ১০

⑤ إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصُّبَيْثَيْنَ مِنْ أَمْنٍ

৬২. নিচয় যারা ইমান এনেছে যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং নাসারা ও সাবিজিন,

(এদের মধ্যে) যারা ইমান এনেছে-

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِيلَ صَالِحَا فِلْمَرِ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আর করেছে সংকাজ, তাদের জন্য রয়েছে

তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান। আর নেই কোনো ভয়

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ⑥ وَإِذَا خَلَ نَاسِ شَاقِكُمْ وَرَفِعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ

তাদের এবং তারা দৃঢ়ভিত্ত হবে না। ৪৪ ৬৩. আর যখন আমি তোমাদের নিকট

থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুলে ধরেছিলাম তোমাদের উপর 'তুর'-কে

৬৫- -الَّذِينَ ; -أَمْنَوْا ; -الَّذِينَ ; -যারা ; -এবং -أَنْ -নিচয় ;
الصُّبَيْثَيْنَ ; -ও - (ال+ন্সরী)-النَّصْرَى ; -এবং - هَادُوا ;
-আল্লাহর -بِاللَّهِ ; -ইমান এনেছে ; -যে, যারা ; -মَنْ ; -সাবিজিন ;
-উপর ; - (ال+آخر)-الْآخِرِ ; -শেষ, আব্দেরাত ; -و ; -এবং -الْيَوْمِ -الْيَوْمَ ;
-আর ; -কাজ করেছে ; -সৎ -صَالِحَا ; -عَمِيلَ ; -فَلْمَرِ -অঞ্চল+হম ;
-তাদের জন্য রয়েছে ; -رَبِّهِمْ -অর্থাৎ তাদের প্রতিদান ; -عِنْدَ ; -أَجْرُهُمْ -অঞ্চল
প্রতিপালকের ; -আর ; -আর ; -নেই কোনো ভয় ; -لَا خَوْفٌ -অন্তর্ভুক্ত ;
জন্য ; -এবং - (على+হম)-عَلَيْهِمْ -তারা দৃঢ়ভিত্ত হবে না। ৬৪
৬৬- -أَنْ -لَا هُمْ يَحْزُنُونَ ; -لَا هُمْ يَحْزُنُونَ ; -و ; -আর ; -أَنْ -
-আমি নিয়েছিলাম, গ্রহণ করেছিলাম ; -أَخْذَنَا -আর ; -أَذْ -যখন ;
-মিশাক (+)-مِشَاقِكُمْ -অঙ্গীকার ; -আর ; -রَفِعْنَا -তুলে ধরেছিলাম ;
-فَوْقَكُمْ -তুর ; -তুর পাহাড় ; -তুর পাহাড় ;
-তোমাদের উপর -الطُّور - (ال+টুর)-

৪৪. বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে ইমান এবং সংকাজের বিবরণ পেশ করা উদ্দেশ্য নয় যে, মানুষ কোনু কোনু কথা মেনে চললে এবং কোনু কোনু আমল করলে আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান পাবে। এসব আলোচনা সংশ্লিষ্ট

خَلَوْا مَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لِعْلَكُمْ تَقْعُونَ ⑥ নির্তুলিত

(এই বলে) ৪৭ তোমাদের যা আমি দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরো এবং এতে যাকিছু রয়েছে মনে রেখো; তাতে তোমরা মুস্তাকী হতে পারবে। ৬৪. অতপর তোমরা ফিরে গেছো

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑧

তা সত্ত্বেও। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের উপর যদি না থাকতো, অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। ৪৬

-তোমরা ধরো, গ্রহণ করো ; -যা ; -আমি তোমাদের দিয়েছি ; -দৃঢ়ভাবে, শক্ত করে ; -এবং -মনে রেখো, স্মরণ করো; এতে যা কিছু রয়েছে ; (মাফিন)-**لَعْلَكُمْ** যাতে তোমরা; **مَا فِيهِ** (لعيل+كم)-**لَعْلَكُمْ** যাতে তোমরা ; **مُسْتَكِفُونَ** (مسقى+ون)-**تَوْلِيْسِمْ** ; -অতপর -**تَوْلِيْسِمْ**; (ف+لو+لا)-**فَلَوْلَا** ; -**ذَلِكَ** ; (من+بعد)-**مِنْ بَعْدِ**; অতএব যদি না থাকতো ; **أَنْوَعْ** ; -**أَنْ-اللَّهِ** ; -আল্লাহর ; (على+كم)-**عَلَيْكُمْ**; তোমাদের উপর ; -**رَحْمَتُهُ** ; -**أَنْ-রَحْمَتُهُ** ; -**أَنْ-কُنْتُمْ** ; -ও ; -**وَ** ; -অন্তর্ভুক্ত ; (ال+خسرين)-**الْخَسِيرِينَ** ; ক্ষতিগ্রস্তদের।

স্থানে করা হবে। এখানে শুধু ইয়াহুদীদের বাতিল বিশ্বাসকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। তারা নিজ জাতিকেই নাজাতের ইজারাদার মনে করে। তারা এ ভুল ধারণায় নিষ্পত্তিকৃত যে, “তাদের জাতির সাথে আল্লাহর বিশেষ আল্লায়তা রয়েছে, যা অন্য কোনো জাতির সাথে নেই। সুতরাং ইয়াহুদী জাতির সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে, তার বিশ্বাস ও কর্ম যা-ই হোক না কেন, তার জন্য ‘নাজাত’ নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। আর বাকী মানুষ যারা ইয়াহুদী জাতির বাইরে রয়েছে তারা শুধুমাত্র জাহানামের ইঙ্কন হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।” তাদের এ ভুল ধারণার অপনোনদনকল্পে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর নিকট মূল জিনিস তোমাদের এ দলাদলি নয় ; বরং সেখানে শুধুমাত্র ঈমান এবং সৎকাজই গ্রহণযোগ্য। যে কেউ ঈমান ও সৎকাজ নিয়ে তার প্রতিপালকের দরবারে হায়ির হবে সে-ই নাজাত পাবে। আল্লাহ মানুষের ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন, তোমাদের জাতিবাচক নামের ভিত্তিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

৮৫. এ ঘটনাকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সে সময় ইয়াহুদী সমাজে ঘটনাটি বহুল প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া কঠিন। সাধারণভাবে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, পাহাড়ের পাদদেশে তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়ার সময় এমনি এক ভৌতিক-বিহুল ও ভাব-গঠীর পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করা

٤٤) وَلَقَدْ عِلِّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَبِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا

୬୫. ତୋମରା ଅବଶ୍ୟକ ଜାନତେ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ସୀମା ଅଭିକ୍ରମ କରେଛି
ଶନିବାରେର ବିଧାନେର ।^{୮୭} ଆସି ତାଦେର ବଲେଛିଲାମ, ‘ତୋରା ହେଁ ଯା

٤٠ قِرْدَةُ خَسِيرِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

লাপ্তি বানৰ।^{১৮} ৬৬. অতপৰ আমি এটাকে করে দিয়েছি উদাহরণ তাদের
সমকালীন ও পৱৰ্ব্বৰ্তীদের জন্য এবং উপদেশ।^{১৯}

হয়েছিল যে, তাদের মনে হচ্ছিল পাহাড়টি তাদের উপর ধর্মে পড়বে। এ ধরনের কিছু সূরা আরাফের ১৭১মৎ আয়াতে ফুটে উঠেছে।—(সূরা আরাফের উক্ত আয়াতের সংশ্লিষ্ট টিকা দ্রষ্টব্য)। অথবা হতে পারে আল্লাহর মহাশক্তির প্রদর্শনীস্বরূপ গোটা পাহাড়ই সম্পূর্ণে তাদের উপর তলে ধরা হয়েছিল।

৮৬. আল্লাহর রহমত পৃথিবীতে সাধারণভাবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, কাফির-মুশর্রিক নির্বিশেষে সবার জন্য ব্যাপক। তারই প্রভাব হলো পার্থিব সূখ-স্বচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থুতা। তবে তাঁর রহমতের বিকাশ বিশেষভাবে ঘটবে আধিরাতে।

ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ (ସ)-ଏର ସମୟେ ସେବ ଇଯାହଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଲ ତାଦେରକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ
ବଳା ହେଛେ ଯେ, ତୋମାଦେର ଜ୍ଞାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷଦେର ଉପର ଅଙ୍ଗୀକାର ଭଙ୍ଗେ ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ
ସେବ ଆୟାବେର ଶିକାର ହତେ ହେଯେଛେ, ତୋମରା ମୁହାମ୍ମଦ (ସ)-ଏର ଉପର ଈମାନ ନା ଏଣେ
ସେଇପ ଆୟାବେର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋୟା ସମ୍ବେଦ ତୋମାଦେର ଉପର ପୃଥିବୀତେ ତା ଆସେନି । ଏଟା
ଏକାନ୍ତରେ ଆସ୍ତାହର ରହମତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୟାତେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଇଯାହଦୀଦେର ଅଙ୍ଗୀକାର ଭଙ୍ଗେ
ବସନ୍ତ ଏବଂ ତାର ଫଳେ ତାଦେର ଉପର ଆପତିତ ଆୟାବ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକଟି ଘଟନା ଉଲ୍ଲେଖିତ
ହେଯେଛେ ।

৮৭. 'সাব্রত' শব্দের অর্থ 'সঞ্চাহের সপ্তম দিন'। বনী ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দেয়া হয়েছিল, সঞ্চাহের সপ্তম দিন শনিবার তারা আরাম ও ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট

لِمُتَقْبِلِينَ ٦٧ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُنْبِحُوا بِقَرْبَةً

ଆଲ୍ଲାହଭୀରୁଦ୍ଧେର ଜୟ । ୬୭. ଆର ସଖନ ମୂସା ବଲଲୋ ନିଜ ଜ୍ଞାତିକେ, ନିଚ୍ଚୟ ଆଲ୍ଲାହ
ତୋମାଦେରକେ ଏକଟି ଗାଭୀ ଯବେହ କରାର ଆଦେଶ ଦିଲ୍ଲେ ;

○ قَالُوا أَتَتْخِلُّ نَاهِرْوَادَ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ

তারা বললো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছো? সে বললো, আমি মূর্খদের
অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।^{১০}

ରାଖବେ । ଏଦିନ ତାରା କୋଣୋ ପାର୍ଥିବ କାଜକର୍ମ ଲିଖୁ ହବେ ନା, ଏମନକି ଖାଦ୍ୟ ପାକାନୋର କାଜକର୍ମ ନିଜେରାଓ କରବେ ନା ଏବଂ ସେବକ-ସେବିକାଦେର ଦ୍ୱାରାଓ କରାବେ ନା । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଏତୋ କଢ଼ାକଡ଼ି ଛିଲ ଯେ, ଏ ପବିତ୍ର ଦିନେର ନିଷେଧାଜ୍ଞ ଅମାନ୍ୟକାରୀକେ ହତ୍ୟା କରା ଓ ଯାଜିବ ଛିଲ ।-(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଯାଆପୁଷ୍ଟକ, ଅଧ୍ୟାୟ ୩୧, ଶ୍ଲୋକ ୧୨-୧୭) । କିନ୍ତୁ ଯଥନ ବନୀ ଇସରାଇଲେର ଚାରିତ୍ରିକ ଓ ଦୀନୀ ବ୍ୟାପାରେ ଅଧଃପତନ ଭରୁ ହଲେ ତଥନ ତାରା ଅକାଶ୍ୟ ଏ ପବିତ୍ର ଦୀନେର ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନି କରତେ ଥାକଲୋ, ଏମନକି ତାଦେର ନଗରଗୁଲୋତେ ଅକାଶ୍ୟ ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟ ଚଲତେ ଲାଗଲୋ ।

৮৮. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফের ২১ রমকু'তে আসছে। তাদের বানরে ক্লপাত্তিরিত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাদের এ পরিবর্তন শারীরিকভাবেই হয়েছিল। আবার কারো মতে তাদের শারীরিক আকার-আকৃতি পূর্বের মতই ছিল, তবে আচার-আচরণ তথা স্বভাব-প্রকৃতি বানরের মতো হয়ে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায় যে, তাদের এ পরিবর্তন চারিত্বিক নয়, বরং শারীরিকই ছিল।

৮৯. এ ঘটনার দর্শক ও শ্রেতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-(ক) অবাধ্য শ্রেণী, (খ) অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্য ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তাওৰা কৰা তথা ফিরে আসার উপকৰণ। আৱ এজন্যই একে 'নাকাল' তথা শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকাৰ জন্য উপদেশ। এজন্য এটাকে 'মাওইয়াহ' তথা উপদেশপ্রদ ঘটনা বলা হয়েছে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِيْبِينَ لَنَّا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ

৬৮. তারা বললো, তুমি প্রার্থনা করো আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট, তিনি যেন সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন আমাদের তা কি ! সে বললো, তিনি বলছেন যে, তা হবে এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয়

وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذِلِّكَ فَاعْلُوْمَاتُهُمْ رُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا

এবং অল্প বয়সেরও নয় ; এ দুয়ের মধ্যবয়সী। সুতরাং যা তোমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করো । ৬৯. তারা বললো, তুমি প্রার্থনা করো আমাদের জন্য

رَبَّكَ بِيْبِينَ لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا بَقْرَةٌ صَفَرَاءٌ

তোমার প্রতিপালকের নিকট, তিনি যেন স্পষ্ট করে দেন, তার রং কিরণ ! তিনি (মূসা) বললেন, তিনি বলছেন যে, নিচয় তা হবে হলদে বর্ণের গাভী

৬৮)-তারা বললো; دُعَ -তুমি প্রার্থনা করো; لَنَّ -আমাদের জন্য ; رَبْ -রবিক ; بَيْبِينَ -তোমার প্রতিপালকের নিকট ; لَنَّ -আমাদের জন্য ; يَقُولُ -তা কি ? -সে বললো; مَاهِيَ -মা হী ; بَقْرَةٌ -বলছেন ; لَا فَارِضٌ - তা একটি গাভী ; لَا بَكْرٌ - (অ+হা+বর্তী) ; যা বৃদ্ধও নয় ; عَوَانٌ - মধ্যবয়সী ; وَلَا بَكْرٌ - এ দুয়ের ; فَاعْلُوْمَاتُهُمْ - সুতরাং তোমরা পালন করো ; لَوْنَهَا - তোমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে । ৬৯)-তারা বললো; دُعَ -তুমি প্রার্থনা করো ; لَنَّ -আমাদের জন্য ; رَبْ -রবিক ; تَهْمَنَ -তোমার প্রতিপালকের নিকট ; لَوْنَهَا -কেমন ; يَبِينَ -তিনি স্পষ্ট করে দেন ; لَنَّ -আমাদের জন্য ; مَاهِيَ -কেমন ; تَأْمَنَ -তা র বর্ণ ; قَالَ -সে বললো ; مَاهِيَ -নিচয় তিনি ; لَهْنَهَا -বলছেন ; يَقُولُ -বলছেন ; إِنَّهَا صَفَرَاءٌ - (অ+হা+বর্তী) নিচয় তা একটি গাভী ; صَفَرَاءٌ -হলদে বর্ণের ;

৯০. এখানে উল্লেখিত ঘটনা সংক্ষেপে এই যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ; কিন্তু হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যাইলো না। তাই তারা মূসা (আ)-এর নিকট এর সমাধান কামনা করে।

৯১. গাভী কুরবানীর আদেশ দেয়ার পর বনী ইসরাইল যদি যে কোনো ধরনের একটি গরু কুরবানী করতো তাহলেই আল্লাহর নির্দেশ পালিত হতো। আল্লাহ তাআলা তাদের মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তাই তাঁর জবাব তাদের সংশয় দূরীকরণে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা এ সঙ্গে একথাও বলে দিলেন, এখন তোমরা বিনা

فَاقِعٌ لَوْنَهَا تَسْرَا النَّظَرِينَ ⑥ قَالُوا ادْعُ لَنَارَبَكَ يَبْيَسْ لَنَامَاهِيَّ
فাইقِعٌ لَوْنَهَا تَسْرَا النَّظَرِينَ ⑥ قَالُوا ادْعُ لَنَارَبَكَ يَبْيَسْ لَنَامَاهِيَّ

উজ্জ্বল তার রং যা দর্শকদের মুক্ত করে। ১২. ৭০. তারা বললো, তৃষ্ণি প্রার্থনা করো আমাদের জন্য

তোমার প্রতিপালকের নিকট, যেন তিনি পরিষ্কার করে আমাদের বশেন, তা কোনটি ?

إِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْهَتِلْ وَنَ ⑦ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

কেননা গাভীটি সম্পর্কে আমরা সন্দেহে পড়ে গেছি। নিচয় আল্লাহ যদি চান অবশ্যই
আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবো। ৭১. সে বললো, তিনি বলছেন যে,

إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُشَبِّهُ الْأَرْضَ وَلَا تُسْقِي الْحَرَثَ مُسْلِمَةٌ لَا شَيْءَةَ

তা এমন গাভী যা জমিচাবে এবং শস্য ক্ষেতে পানিসেচে ব্যবহার করা হয়নি,

সুস্থ নাই কোনো খুঁত

(ال+ناظر+بن)-النظرين-لَوْنَهَا-দর্শকদের।
৭০-(-رب+)-رَبَكَ-আমাদের জন্য; -لَنَارَبَكَ-তার বর্ণ; -لَنَامَاهِيَّ-মুক্ত করে; -تَسْرَا-নিচয়;
-تَشْبَهَ-গাভীটি; -لَنَارَبَكَ-তারা বললো; -لَنَامَاهِيَّ-তৃষ্ণি প্রার্থনা করো; -لَنَ-আমাদের জন্য;
-لَنَ-তোমার প্রতিপালকের নিকট; -لَنَ-আমাদের জন্য; -لَنَ-আমাদের জন্য;
-لَنَ-তা কেমন; -لَنَ-নিচয়; -لَنَ-গাভীটি; -لَنَ-মাহি; -لَنَ-যদি;
-لَنَ-সন্দেহপূর্ণ হয়েছে; -لَنَ-আমাদের নিকট; -لَنَ-আর; -لَنَ-অবশ্যই আমরা;
-لَنَ-যদি; -لَنَ-চান; -لَنَ-আল্লাহ; -لَنَ-আল্লাহর মুক্তি; -لَنَ-হিদায়াত প্রাপ্ত
হবো। ৭১-সে বললো; -لَنَ-নিচয় তিনি; -لَنَ-বলছেন; -لَنَ-يَقُولُ নিচয় তা;
-لَنَ-بَقْرَةٌ-গাভী; -لَنَ-لَا-যা কোনো কাজে নিযুক্ত হয়নি, হেয় নয়; -لَنَ-أَرْضَ-জমি
চাবে; -لَنَ-এবং; -لَنَ-শস্য ক্ষেত; -لَنَ-الْحَرَثَ-শস্য ক্ষেত; -لَنَ-مُسْلِمَةٌ-হিদায়াত
সুস্থ; -لَنَ-না খুঁত, দাগ, চিঙ, কলংক, ঝুঁটি;

বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করো। এ ধরনের প্রশ্ন করে দীন পালন করা থেকে বিরত
থাকার অপচেষ্টা করো না ; আর নিজেদের জন্য সহজকে কঠিন করো না ।

৯২. সাধারণত উজ্জ্বল হলদে-লাল মিশ্রিত বর্ণের গাভীই সকলের পদ্মননীয়।
'ফাকেউন' শব্দ দ্বারা এ বর্ণের গভীরতাকে বুঝানো হয়েছে। গাভীর বয়স বলে দেয়ার
পর আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়, তবুও তারা গাভীর রং সম্পর্কে প্রশ্ন করে
বসলো। এ ধরনের প্রশ্ন করে তারা তাদের দীন ও শরীয়তকে কঠিন করে ফেললো।
আল্লাহ তাআলা তাদের এ প্রশ্নের উত্তরও যথার্থভাবে দিলেন।

فِيهَا قَالُوا إِنَّهُ جِئْنَاهُ بِالْحَقِّ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
তাতে । তারা বললো, এখন তুমি সুস্পষ্ট তথ্য ১০ নিয়ে এসেছো । অতপর তারা তা যবেহ করলো, যদিও তারা তা করতে ইচ্ছুক ছিলো না । ১৪

১৩. -তুমি নিয়ে এখন জন্ম তাতে ; -এখন তারা বললো ; -কালুর ফিহেবা (ফি+হা) - ফিহেবা ; -অতপর তারা যবেহ করলো তা ; -যদিও (মা+কাদুর) - মা কাদুর ; মনে হচ্ছিল না ; যেন্মুন ; - তারা তা করবে ।

১৪. একাশ হওয়ার দিক থেকে যা একেবারে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, আলোচ্য আয়তে তাকে 'হাক' বলা হয়েছে । 'হাক' শব্দ দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয়েছে ।

১৫. যেহেতু মিসর ও তার আশপাশের গো-পৃজারী জাতিসমূহ থেকে বনীইসরাইলকে গাড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার ছোঁয়াচে রোগ পেয়ে বসেছিল ; এ কারণেই তারা মিসর থেকে বের হওয়ার পরপরই গো-বৎসকে তাদের পৃজ্য বানিয়ে নিয়েছিল । আর তাই আল্লাহ তাআলা গাড়ী কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে দিলেন । এটা ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা । ঈমান এখন পর্যন্ত তাদের দৃঢ় হয়নি ; তাই তারা এ নির্দেশ এড়িয়ে চলে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে । তারা যতোই প্রশ্ন করতে থাকে আল্লাহ তাআলার জবাবে সেই সোনালী রংয়ের বিশেষ গাড়ীই সামনে এসে পড়ে যাকে সে সময় পূজা করা হতো । যেন আল্লাহ তাআলা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন যে, ঐ গাড়ীটিই কুরবানী করো । বাইবেলেও এ ঘটনার প্রতি ইংরীত রয়েছে ।-(দ্রষ্টব্য গণনা পুস্তক, অধ্যায় ১৯, শ্লোক ১-১০)

৮ম কুরুক্তি (আয়ত ৬২-৭১)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহর দরবারে কোনো ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা নেই । যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণ আনন্দগত্য করবে তা-ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় ; পূর্বে সে যেমনই থাকুক না কেন । আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পর 'পূর্ণ আনন্দগত' মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতেই সীমাবদ্ধ । এর অর্থ হলো-যে মুসলমান হবে, সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে । তার পূর্বকালের গর্হিত আচরণও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন ।

২। তুর পাহাড়কে বনী ইসরাইলের মাধ্যার উপর উঠিয়ে দেখানো দ্বারা আল্লাহর কুদরত-এর প্রকাশ ঘটানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা একথাকে অবৃগ রাখে যে, যে আল্লাহর সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ হলে তিনি কোনো দুর্বল ও পরাধীন সত্তা নন, তাঁর সঙ্গে কৃত ওয়াদা যথাযথ পালন করলে যেমন দুনিয়া ও আধিকারণে অপরিমিত পুরকার রয়েছে, তেমনি তার বরখেলাক করলে তাঁর গবেষণাও সীমা নেই । তুর পাহাড়কে তাদের মাধ্যার উপর যেমন স্টকিয়ে রাখতে পারেন, তেমনি পাহাড় দিয়ে তাদেরকে পিষেও ফেলতে পারেন । কুরআন মাজীদেও এ ঘটনার উল্লেখ করার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তা থেকে শিক্ষালাভ করার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে ।

সূরা হিসেবে রুকু'-৯
পারা হিসেবে রুকু'-৯
আয়াত সংখ্যা-১১

وَإِذْ قُتْلَمْ نَفْسًا فَادْرِءْتَهُ وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا كَنْتَ تَكْتُمُونَ ⑯

৭২. আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে দোষারোপ করছিলে। আর যা তোমরা গোপন করেছিলে তার প্রকাশক হলেন আল্লাহ।

فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعِصْمَاهَا كُلَّ لَكَ يَحْيَى اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَبِرِيكْرَايْتِهِ ⑭

৭৩. অতপর আমি বললাম, তোমরা তার একটি অংশ দিয়ে মৃতকে আঘাত করো। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নির্দর্শনাবলী তোমাদের প্রদর্শন করেন।

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑯ قُلْ قَسْتَ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمَنِ الْحِجَارَةُ

যাতে তোমরা বুঝতে সক্ষম হও । ১০ ৭৪. অতপর তা সন্ত্রেণ তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেলো। তা পাথরের মত হয়ে গেলো

(৭৩)-আর ; এড়-যখন ; - قَتْلُمْ-তোমরা হত্যা করলে ; -এক ব্যক্তিকে ; -فِيهَا- পরে তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করলে ; -فَادْرِءْتَهُ- পরে তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করলে ; -كُلَّ لَكَ- আল্লাহ ; -يَحْيَى- প্রকাশক, উদ্যাটিক ; -مَّا- যা ; -اللهُ- আল্লাহ ; -مُخْرِجٌ- প্রকাশক, উদ্যাটিক ; -كَنْتَ تَكْتُمُونَ- তোমরা গোপন করেছিলে । (৭৩)-অতপর আমি বললাম ; -أَضْرِبُوهُ- তোমরা তাকে (মৃতকে) আঘাত করো ; -بِعِصْمَاهَا- (প্রকাশক) কোনো অংশ দিয়ে ; -كُلَّ لَكَ- এভাবে ; -يَحْيَى- জীবিত করেন ; -اللهُ- আল্লাহ ; -وَ- এবং ; -بِرِيكْرَايْتِهِ- তিনি তোমাদের দেখান ; -وَ- আল্লাহ ; -الْمَوْتَىٰ- মৃতকে ; -لَعَلَّكُمْ- যাতে তোমরা ; -مِنْ- কোনো অংশ দিয়ে ; -فَمَنِ- কোনো অংশ দিয়ে ; -الْحِجَارَةُ- মৃতকে ; -عَقِلُونَ- কঠিন হয়ে গেলো ; -وَ- অনুধাবন করো । (৭৪)-অতপর ; -قُلْ- কঠিন হয়ে গেলো ; -فَمَنِ- তোমাদের অন্তর ; -كَثِير- কঠিন হয়ে গেলো ; -أَلَّا- এরপরও ; -فِيهِ- তা (ফ+হি)- তা ; -فِيهِ- তা (ফ+হি)- তা ; -لَكَ- কঠিন হয়ে গেলো ; -كَثِير- পাথরের মতো ;

১০. এখানে কথাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, নিহত ব্যক্তির এতটুকু সময়ের জন্য জীবন ফিরে এসেছিল যতটুকু সময় হত্যাকারীর পরিচয় দান করতে ব্যয়

أَوْ أَشْلُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ إِلَّا نَهَرٌ

অথবা তার চেয়েও কঠিন। অথচ এমন পাথরও আছে যা থেকে
বরণাসমূহ প্রবাহিত হয় ; ১৬

وَإِنِّيهَا لَمَا يَشْقَقْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنِّيهَا لَمَا يَهْبِطُ

আর এমনও (পাথর) আছে, তা ফেটে গেলে তা থেকে পানি বের হয় ; ১৭ আর
অবশ্যই এমনও (পাথর) আছে যা খসে যায়

‘অ’-অথবা ; ‘أَشْلُّ’-অধিকতর, কঠিনতর ; ‘قَسْوَةً’-কঠিন, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা ; ‘وَإِنْ’ ; ‘أَوْ’-অধিকতর, কঠিনতর ; ‘كَثْلَةً’-কঠিন, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা ; ‘-এবং নিশ্চয়’ ; ‘মধ্যে’-মধ্যে ; ‘لَمَّا’-এমনও আছে ; ‘-এবং নিশ্চয়’-প্রবাহিত হয় ; ‘-তা থেকে’-তা থেকে ; ‘-মন্ত্র’-মন্ত্র ; ‘-বরণাসমূহ’-বরণাসমূহ ; ‘-আর’-আর ; ‘-নিশ্চয়’-নিশ্চয় ; ‘-ফেটে’-ফেটে ; ‘-যখন’-যখন ; ‘(মন+হা)-মন্ত্র’-তার মধ্যে (এমনও আছে) ; ‘-যায়’-যায় ; ‘-তা থেকে’-তা থেকে ; ‘-মন্ত্র’-(মন+হা)-মন্ত্র ; ‘-তা থেকে’-তা থেকে ; ‘-পানি’-পানি ; ‘-আর’-আর ; ‘-অবশ্য’-অবশ্য ; ‘-মন্ত্র’-(মন+হা)-মন্ত্র ; ‘-আল’-আল ; ‘-যা’-যা ; ‘-খসে পড়ে’-খসে পড়ে ; ‘-যেত্তে’-যেত্তে ; ‘-খসে যায়’-খসে যায় ;

হয়েছে। তবে এ উদ্দেশ্যে যে কর্মপক্ষা বলে দেয়া হয়েছে, তাতে কিছুটা দুর্বোধ্যতা থাকলেও প্রাচীন মুফাসিসিরগণ যে অর্থ নিয়েছেন তা-ই মূল অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ উপরে যে গাড়ীকে কুরবানী করতে বলা হয়েছে তার গোশতের একটি টুকরা দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করতে বলা হয়েছে। এতে একটি মুজিয়া দ্বারা দুটো উদ্দেশ্য সফল হয়েছে :

প্রথমত, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন তাদেরকে দেখানো হয়েছে ; দ্বিতীয়ত, গাড়ীর মাহাত্ম্য, পবিত্রতা ও পূজ্য হওয়ার ধারণার উপরও দেয়া হয়েছে প্রচণ্ড আঘাত।

৯৬. পাথরের কথা বলতে গিয়ে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে যে, তা থেকে বরণাধারা তথা নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং তাদ্বাৰা সৃষ্টজীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তর এতোই কঠিন যে, সৃষ্টজীবের দুঃখ-দুর্দশায়ও তাদের চোখ অশ্রুসজ্জল হয় না, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখেও তাদের অন্তর বিগলিত হয় না।

৯৭. এখানে দ্বিতীয় ধরনের পাথরের কথা বলা হচ্ছে, এ ধরনের পাথরের মধ্যে প্রভাবাব্দিত হওয়ার ক্ষমতা কম। এগুলোর মাধ্যমে উপকারও কম সাধিত হয় এবং এগুলো প্রথম ধরনের চেয়ে নরমও কম হয় ; কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তর এগুলোর চেয়েও কঠিন।

مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا أَلْهَمَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أَفَتَطْمِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِكُمْ ۝

আল্লাহর ভয়ে ১৮ আর আল্লাহ বেখবর নন সে সম্পর্কে যা তোমরা করছো ।

৭৫. তোমরা কি আশা করো যে, তারা ইমান আনবে৷ ১৯ তোমাদের সাথে ?

-আল্লাহ- (الله)- مَا اللَّهُ -و- آر- (أَر)- بَلْ -خَشِيَة- (خَشْيَة)- ء- (ه)- و- (و)- نَن- (نَن)- سِمْلُون- (سِمْلُون)- عَمَّا- (عَمَّا)- بَغَافِل- (بَغَافِل)- تَعْمَلُون- (تَعْمَلُون)- أَفَتَطْمِعُون- (أَفَتَطْمِعُون)- أَنْ يُؤْمِنُوا- (أَنْ يُؤْمِنُوا)- لِكُمْ- (لِكُمْ)- تোমাদের সাথে ;

১৮. কিছু পাথর এমনও আছে যেগুলো উপরোক্ত প্রভাব বহন না করলেও আল্লাহর ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে । এগুলো উপরোক্তিত দুই ধরনের পাথর থেকে অধিক দুর্বল । কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তর এ দুর্বলতম পাথরের মতও প্রভাব বহন করে না ।

১৯. এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে, যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর তাঁর দাওয়াতের উষালগ্নে ইমান এনেছে । তাদের কর্ণে প্রথম থেকে যে নবৃত্তিতে, কিতাব, ফেরেশতা, আধিকারত, শরীরত ইত্যাদি পরিভাষা প্রবেশ করেছে, এসব তারা নিজেদের প্রতিবেশী ইয়াহুদীদের থেকেই শুনেছে । আর এটাও তারা ইয়াহুদীদের মারফত শুনেছে যে, পৃথিবীতে আর একজন পয়গাম্বর আসবেন এবং যারা তাঁর সাথী হবে তারা সারা পৃথিবীতে হেয়ে যাবে । আর এজনই তারা আশাবাদী ছিল যে, যারা প্রথম থেকেই নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসারী এবং যাদের বদৌলতে আমরা ইমানের নিয়ামত অর্জন করেছি, তারা অবশ্যই আমাদের সাথী হবে, শুধু তাই নয়, তারা এ পথে অঞ্চলগামী হবে । সুতরাং এ আশা নিয়েই এসব পূর্ণ উদ্যোগী নওয়সলিয়গণ তাদের ইয়াহুদী বক্তৃ-বাক্সব ও প্রতিবেশীদের নিকট যেত এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতো । অতপর ইয়াহুদীরা এ দাওয়াত অঙ্গীকার করতো । তখন মুনাফিক ও ইসলাম বিরোধী শক্তি প্রমাণ করতে চাইতো যে, ব্যাপার অবশ্যই সন্দেহজনক ; নচেৎ ইনি যদি সত্যিকার নবী, হতেন তাহলে আহলে কিতাব ইয়াহুদীদের ওলামা-মাশায়েখ এবং পৃত পৰিত্ব বৃষ্টি ব্যক্তিরা ইমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতো না এবং নিজেদের পরকাল বিনষ্ট কিছুতেই করতো না ।

অতপর বনী ইসরাইলের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, অতীতে যারা এমন ধরনের কার্যকলাপ করেছে তাদের কাছে তোমরা খুব বেশী কিছু আশা করতে পারো না । তোমাদের দাওয়াত তাদের কঠিন অন্তরে ধার্কা থেমে ফেরত আসবে, যার ফলে তোমাদের অন্তর আশাহত হবে । এরা শত শত বছর থেকে আকীদাগতভাবে বিকৃত হয়ে আছে । আল্লাহর যেসব আয়াত শুনে তোমাদের মন কেঁপে উঠে সেসব আয়াত নিয়ে তাদের ঠাট্টা-বিজ্ঞপ্তি করতে করতে কয়েক পুরুষ কেটে গেছে । আল্লাহর সত্য দীনকে তারা নিজেদের ইচ্ছামত বিকৃত

وَقَلَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يُسْمِعُونَ كَلَمَرَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ

ଅର୍ଥଚ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଏକଦଳ ଛିଲ, ଯାରା ଆଶ୍ରାହର ବାଣୀ ଶୁନତୋ, ଅତପର ତା ବିକୃତ କରତୋ, ଭାଲଭାବେ ବୋଖାର ପରାଓ

১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-
ও হের যে জানেন ১০। এবং তারা জানতে আমরা কোনো ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ করি নি।

الْيَوْمَ لِيَحْجُو كُمَرْ بِهِ
بِمَا فَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ثُوَنْهُمْ قَالُوا أَتَحْلِي
إِلَى بَعْضٍ أَمْ مُسْكَنٌ لِيَحْجُو كُمَرْ بِهِ
آপৰেৱ সাথে, বলে তোমৰা কি তাদেৱকে বলে দিলেছ যা আপ্নাহ তোমাদেৱ নিকট
প্ৰকাশ কৰেছেন, তাহলে তাৱা এৱ মাধ্যমে প্ৰয়াণ পেশ কৰিবেৱ

କରେଛେ । ତାରା ତାଦେର ବିକୃତ ଦୀନେର ମାଧ୍ୟମେଇ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ । ଏ ଧରନେର ଲୋକ ସତ୍ୟେର ଆଓଯାଜ ଶୁଣେ ସେବିକେ ଦୌଷ୍ଡେ ଆସବେ ନା ।

১০০. ‘একদল’ দ্বারা বনী ইসরাইলের আশেম-ওলামা ও শরীয়তের পাবন্দ ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে। আর ‘আল্লাহর বাণী’ দ্বারা এখানে তাওরাত, যাবুর ও অন্যান্য কিতাব বুঝানো হয়েছে, যা নবীদের মাধ্যমে তাদের নিকট পৌছেছে।

‘তাহরীফ’-এর অর্থ হলো, কথার মূল অর্থ গোপন রেখে নিজ ইচ্ছা-প্রবৃত্তির অনুকূলে তার অর্থ করা, যা বক্তার ইচ্ছার খেলাপ। শব্দ পরিবর্তনকেও ‘তাহরীফ’ তথা বিকৃত

عَنْ رِبِّكُمْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَسِّرُونَ

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট, তোমরা কি জ্ঞান-বৃক্ষ রাখো না ?

৭৭. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ নিশ্চিত জানেন তারা যা গোপন রাখে

وَمَا يُعْلَمُونَ ۝ وَمِنْهُمْ أَمْيَانٌ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا آمَانَىٰ وَإِنْ هُرْ

ଆର ଯା ପ୍ରକାଶ କରେ । ୭୮. ଆର ତାଦେର ଘର୍ଥେ ଏମନ ନିରକ୍ଷର ଲୋକଓ ଆଛେ ଯାରା

କିତାବେର କିଛୁଇ ଜାନେ ନା, ମିଥ୍ୟା ଆଶା ଛାଡ଼ା, ଏବଂ ତାଦେର କିଛୁଇ ନେଇ,

أَلَا يَظْنُونَ^{١٥} فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ

তারা শুধু অমূলক ধারণাই পোষণ করে। ১০২ ৭৯. সুতরাং তাদের জন্য নিচিত ধৰ্মস,

যারা স্বহস্তে কিতাব লেখে, অতপর বলে,

କରା ବଲା ହୁଯା । ବନୀ ଇସରାଇଲେର ଆଲେମଗଣ ଆଶ୍ଵାହର କିତାବେ ଏ ଦୁଇ ଧରନେର
‘ତାହସୀଫ’ଟି କରେଛେ ।

୧୦୧. ଅର୍ଥାଏ ଇୟାହ୍ନୀରା ଆପୋଷେ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବଳାବଳି କରତୋ ଯେ, ତାଓରାତ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସମାନୀ କିତାବେ ଏ ନବୀ [ମୁହାମ୍ମାଦ (ସ)] ସମ୍ପର୍କେ ସେବ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ
ରଯେଛେ ଏବଂ ସେବ ଆୟାତ ଓ ଶିକ୍ଷାବଳୀ ଆମାଦେର ପବିତ୍ର କିତାବମୂଳେ ରଯେଛେ
ଯଦ୍ବାରା ଆମାଦେର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକତା ଓ କର୍ମନୀତିକେ ଦୋଷାରୋପ କରା ଯାଇ
ସେତୁଲୋ ମୁସଲମାନଦେର କାହେ ପ୍ରକାଶ କରୋ ନା । ଅନ୍ୟଥାଯ ତାରା ଏତୁଲୋକେ ତୋମାଦେର
ପ୍ରତିପାଳକେର ସାମନେ ପ୍ରମାଣ ହିସେବେ ପେଶ କରବେ । ଏଟାଇ ଛିଲ ଆଜ୍ଞାହ ସମ୍ପର୍କେ

هَلْ أَنْ عَنِ اللَّهِ لِيَشْرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِمَنْ مَا كَتَبَتْ

এটা আল্পাহর পক্ষ থেকে অবভীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করতে
পারে। ১০৩ অতএব ধৰ্মস তাদের জন্য যা লিখেছে

أَيْمَنِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَا يَكْسِبُونَ ﴿٢٧﴾ وَقَالُوا إِنَّا
تَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا

তাদের হাত, আর ধৰ্স তাদের জন্য যা তারা উপার্জন করেছে। ৮০. তারা আরও^{১০৪}
বলে, আমাদেরকে আগুন কখনও স্পর্শ করবে না কয়েকদিন ব্যক্তিত্ব

ଇଯାହୁଦୀ ଆଲୋମଦେର ବିକୃତ ଆକିଦା-ବିଶ୍ୱାସେର ସ୍ଵରୂପ । ଅର୍ଥାଏ ତାରା ମନେ କରଣେ ତାରା ଯେ ଆସ୍ତାହାର କିତାବ ଓ ସତ୍ୟକେ ବିକୃତ କରାଇ ଏସବ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଗୋପନ ରାଖା ଯାଇ ତାହଲେ ଆଖେରାତେ ତାଦେର ବିକୁଳେ ଥ୍ରମଶରେ ଅଭାବେ କୋଣୋ ମାମଲା ଚଲାବେ ନା । ଆର ସେଙ୍ଗନ୍ୟଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରସଂଗକୁ ତାଦେରକେ ସତର୍କ କରା ହଜେ ଏହି ବଲେ ଯେ, ‘ତୋମରା କି ଆସ୍ତାହାକେ ବେ-ଧର ମନେ କରୋ ?’

১০২. এ' ছিল ইয়াহুদী জনগণের অবস্থা। আপ্তাহর কিতাবের কোনো জ্ঞানই তাদের ছিলো না। আপ্তাহ তাঁর কিতাবে দীনের কি বিধিবিধান দিয়েছেন, চারিত্রিক সংশোধন ও শরণ্যী নিয়ম-নীতি সম্পর্কে কি বলেছেন এবং মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা কিসের উপর নির্ভরশীল, তা তারা কিছুই জানতো না। ওহীর জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে মনগড়া কথাকে দীন মনে করতো এবং মিথ্যামিথ্য রচিত কিস্মা-কাহিনীর উপর ভর করে কালাতিগাত করতো। বর্তমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থাও অনুরূপ।

১০৩. এখানে ইয়াছন্তি আলেমদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে-তারা শুধু আল্লাহর বাণীকে নিজেদের প্রতিরিদুর্ভাবে অনুস্মান করে বলেই ক্ষান্ত হয়নি ; বরং তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নিজেদের জাতীয় ইতিহাস, নিজেদের আদৰ্শ-অনুমান, নিজেদের মনগড়া দর্শন এবং নিজেদের তৈরি করা ফিকহী আইন-কানুন ইত্যাদি বাইবেলের মূল বাণীর

مَعْلُودَةٌ قُلْ أَتَخْلِنْ تَرْ عِنْ اللَّهِ عَمَلًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَمَلَهُ
যা হাতে গোণা ; আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে কোনো অঙ্গীকার নিয়েছো যে,
আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার কখনও খেলাপ করতে পারবেন না ? ১০৪

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^(৩) بَلِّي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاحْاطَتْ بِهِ
অথবা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো যা তোমরা জানো না । ৮১. ইঁ, যে ব্যক্তি
পাপ অর্জন করেছে এবং তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে

-হাতে গোণা ; -আপনি বলুন ; -তুল -أَتَخْذِلْتُمْ -তোমরা কি গ্রহণ করেছে ;
ف+-+ -নিকট থেকে -আল্লাহর ; -عَهْدِ -কোনো অঙ্গীকার ; -اللَّهُ -عَهْدَهُ -আল্লাহ ; -عَهْدَهُ -আল্লাহ ;
(عَهْدُهُ+) -عَهْدَهُ -অঙ্গীকার ; ^1-অথবা, কিংবা ; ^1-তোমরা বলো ; -سَيِّئَةً -সম্পর্কে ;
بَلِّي (تَقُولُونَ+ون) -تَقُولُونَ -আল্লাহর ; -مَا -যা ; -لَا تَعْلَمُونَ+ون) -لَا تَعْلَمُونَ -তোমরা জানো না । (৩)
-হাঁ ; ^1-যে -অর্জন করেছে ; -كَسَبَ -সৈন্য ; -পাপ ; ^1-এবং ; ^1-احْاطَتْ -বেষ্টন করেছে ;
-তাকে ;

মধ্যে প্রক্ষিণ করেছে । আর সাধারণ মানুষের সামনে সেগুলো এমনভাবে পেশ করেছে যে, এর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে । তাছাড়া বাইবেলে স্থান পেয়েছে এমন সব ঐতিহাসিক কাহিনী, বিভিন্ন বায়কারের মনগড়া বিশ্লেষণ, ধর্মতাত্ত্বিক ন্যায়শাস্ত্রবিদদের আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস এবং প্রত্যেক ফিকাহশাস্ত্রবিদের উঙ্গাবিত আইন—এ সবের উপর ইমান আনয়ন করা ফরয হয়ে গেছে । আর তা থেকে বিরত থাকার অর্থ দীন থেকে বিরত থাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে ।

১০৪. এটা ইয়াহুদী সমাজের একটি সাধারণ ভুল ধারণার বর্ণনা, যাতে সমাজের সাধারণ লোক ও আলেম সম্প্রদায় সকলেই নিমজ্জিত ছিল । তারা মনে করতো, আমরা যা কিছুই করি না কেন, যেহেতু আমরা ইয়াহুদী, অতএব জাহান্নামের আগুন আমাদের উপর হারাম । আর যদি আমাদেরকে শান্তি দেয়াও হয়, তাহলে হাতে গোণা কয়েক দিনের জন্য মাত্র, অতপর সরাসরি জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে ।

১০৫. মুফাস্সিরগণের মতে, যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন তবে ইমানদার ব্যক্তি শুনাহগার হলে জাহান্নামের শান্তি ভোগ করবে ; কিন্তু ইমানের ফলস্বরূপ চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, শান্তি ভোগ করার পর মৃত্যি পাবে । ইয়াহুদীদের বিশ্বাস হলো, মৃত্যা (আ)-এর ধর্ম রাহিত হয়নি, তাই তারা ইমানদার । যেহেতু ইমানদার ব্যক্তিরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, তাই আমরাও চিরকাল জাহান্নামে থাকবো না ।

خَطِيئَتَهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُرِفِيهَا خِلْلَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ

তার পাপ ; ১০৬ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে ।

৮২. আর যারা

أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُرِفِيهَا خِلْلَوْنَ ۚ

ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী ;

সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল ।

أَصْحَبُ; -**(ف+أولئك)-**তার পাপ ; **-فأولئك-**(خطبنت+ه) - **خَطِيئَتَهُ** -
অধিবাসী ; **-فِيهَا** ; **-هُرِفِيهَا** ; **-النَّارِ**-(ال+না) - **السُّارُ** -
খল্দুন ; **-فِيهَا** ; **-هُرِفِيهَا** ; **-الْجَنَّةِ** -**أَمْنُوا** -**ইমান** এনেছে ; **-وَ** -**أَلَّذِينَ** -**আর** ; **-أَلَّذِينَ** -**আরাই** ;
-**أُولَئِكَ** -**(ال+চল্লুত)-**সৎকাজ ; **-الصَّلِحَاتِ** -**করেছে**, আমল করেছে ; **-عَمِلُوا** -
অনন্তকাল ; **-فِيهَا** ; **-هُرِفِيهَا** ; **-الْجَنَّةِ** ; **-أَمْنُوا** -**অধিবাসী** ;
-**خَلْلَوْنَ** ; **-فِيهَا** ; **-هُرِفِيهَا** ; **-أَصْحَبُ** -**অধিবাসী** ; **-خَلْلَوْنَ** ; **-فِيهَا** ; **-هُرِفِيهَا** ;
অনন্তকাল ।

তাদের যতে যেহেতু মূসা (আ)-এর ধর্ম রহিত হয়নি, সেহেতু তার পরবর্তী ইসা (আ) ও মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত অঙ্গীকার করার পরও তারা কাফের নয়, তাদের এ দাবি ভিত্তিহীন । কারণ কোনো আসমানী কিতাবেই একধার উল্লেখ নেই যে, মূসা (আ)-এর ধর্ম চিরকালের জন্য । ইসা (আ) ও মুহাম্মদ (স)-এর আনীত দীনের উপর ইমান না আনার কারণে তারা কাফের । আর কাফেররা কিছুদিন শাস্তি ভোগ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এমন কথাও কোনো আসমানী কিতাবে উল্লেখ নেই ।

১০৬. শুনাহর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । কারণ কুফরের কারণে তাদের কোনো সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য নয় । কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায় । এজন্য কাফেরদের আপদমন্তক শুনাহ ছাড়া কিছুই কল্পনা করা যায় না । ইমানদারদের অবস্থা ভিন্ন । প্রথমতঃ তাদের ইমানই একটি বিরাট সৎকর্ম । দ্বিতীয়ত, তাদের অন্যান্য নেক কাজগুলো তাদের আমলনামায় লেখা হয় । সেজন্য ইমানদারগণ সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না ।

‘৯ম রুকু’ (আয়াত ৭২-৮২)-এর শিক্ষা

১ / আল্লাহ তাআলাই সমস্ত মাখলুকাতের মারুদ । যেহেতু আল্লাহ তাআলার মহামহিম সত্তা ছাড়া আর সবকিছুই সৃষ্টি ।

২ / কাফির মুশারিকদের অন্তর তাদের কুফরের কারণে কঠোর হয়ে থাকে । বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের যথে বিলয়, ন্যূনতা, স্বেহ-ময়তা দেখা গেলেও তা পার্থিব স্বর্ণের সাথে সংপ্রিষ্ট বিদ্যায় তা

কৃতিম । তাদের স্বার্থের বিপরীত হলে তখনই তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং অস্তরালের বিভৎস, ডয়ক্র ও কদর্য চেহারা অকাশিত হয়ে পড়ে ।

৩ । আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর দীনের পথে আনয়নের জন্য বিভিন্ন সময় তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন । আবিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই এ কুদরতের বহিপ্রকাশ ঘটে থাকে । যাতে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শিরক, কুফর ইত্যাদি থেকে ফিরে আসে ।

৪ । আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সার্বক্ষণিক সজাগ আছেন ও থাকবেন । তাঁর জ্ঞানের বাইরে কারো কিছু করার কোনো উপায় নেই ।

৫ । আল্লাহর কিতাবে 'তাহরীফ' তথা বিকৃতি ঘটিয়ে সাময়িকভাবে পার পাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু তার পরিণামফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে ।

৬ । আল্লাহ তাআলার নাখিলকৃত ওহী অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকায় তার জ্ঞান অর্জন এবং তদনুযায়ী জীবন গড়া ফরয ।

৭ । যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান নেই তারা অবশ্যই নিরক্ষর । কিতাবের জ্ঞান অর্জন ও বাস্তবায়ন না করে ত্বর মিথ্যা আশায় পরকালের মুক্তি ও পাওয়া যাবে না ; আর দুনিয়ার শান্তি ও থাকবে সুন্দর পরাহত ।

৮ । আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সমাজের সর্বস্তরেই পচন ধরে । সাধারণ মানুষ থেকে আলেম-ওলামা কেউই এ পচন থেকে রেহাই পেতে পারে না । ইয়াহুদীদের অবস্থাই তার বাস্তব নয়ীর ।

সুরা হিসেবে কক্ষ'-১০

ପାଇଁ ହିସେବେ ରଙ୍କୁ'-୧୦

ଆମ୍ବାତ ସଂଖ୍ୟା-୪

وَإِذْ أَخْلَنَا مِثْقَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى

৮৩. আর যখন আমি বনী ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমরা আশ্চাহ
ছাড়া (করো) ইবাদাত করো না,

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا

এবং সদয় ব্যবহার করো মাতা-পিতা, আঞ্চলিক-স্বজন, ইয়াতীয় ও দরিদ্রদেরের।

সাথে এবং বলো

لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ ۖ ثُمَّ تَوَلِّهُمْ

ମାନସେବର ସାଥେ ଭାଲୋ କଥା¹⁰⁹ ଆଜି ସାଲାତ କାହେଁ କରିବା ଓ ସାକାତ ଦାଓ : ତଥିନ

তোষব্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে

১০৭. অর্ধাং যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, ন্যাতার সাথে হসিমুখে বলবে; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচরণ করবে ; তবে দীনের ব্যাপারে কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ মূসা ও হারুন (আ)-কে আল্লাহ তাআলা যখন ফেরাউনের নিকট পাঠিয়েছেন তখন বলে দিয়েছেন, “তোমরা উভয়ে ফেরাউনের সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে।”-(ডঃ সুরা তৃহা : ৪৪ আয়াত)

إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧﴾ وَإِذْ أَخْلَنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ

তোমাদের সামান্য কয়েকজন ব্যতীত, ^{১০৮} তোমরাই অগ্রহ্যকারী। ৮৪. আর যখন
আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা প্রবাহিত করো না

دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ

তোমাদের রক্ত এবং বহিষ্কার করো না আপনজনদের তোমাদের স্বদেশ থেকে ;
তখন তোমরা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা

تَشْهِدُونَ ﴿٨﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هُوَلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ

সাক্ষ্য দিছিলে, ^{১০৯} ৮৫. অতপর তোমরাই সেই লোক যারা পরম্পরাকে হত্যা করছে
এবং উচ্ছেদ করছে তোমাদের একটি দলকে

مِنْ دِيَارِهِمْ زَظَهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَثْرِ وَالْعُدُوْنِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ

তাদের স্বদেশ থেকে ; তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের মাধ্যমে তাদের উপর চড়াও
হয়েছে, ^{১১০} আর যদি তারা তোমাদের কাছে আসে

﴿٩﴾ - ব্যতীত ; - সামান্য, স্বল্প ; - মন্তকъ ; - তোমাদের মধ্য থেকে ; - আর
তোমরাই ; - আর ; - যখন ; - নিয়েছিলাম ;
- অগ্রহ্যকারী। ^(৭) - আর ; - যখন ; - নিয়েছিলাম ;
তোমাদের অঙ্গীকার ; - তোমরা প্রবাহিত করো
না ; - আর ; - যখন ; - তোমরা বহিষ্কার করো না ;
বহিষ্কার করো না ; - আপনজনদের, নিজেদেরকে ;
থেকে ; - দ্বারকুম ; - থেকে ; - থেকে ;
তোমাদের দেশ বা বসতি ; - অতপর ; - এরূপ ;
এবং ; - তোমরা স্বীকার করেছিলে, ^(৮) - অতপর ;
এবং ; - তোমরা ; - শেষের দেশ বা বসতি ;
তোমরা ; - তোমরা হত্যা করছো ;
নিজেদের ; - এবং ; - বহিষ্কার করছো ;
এবং ; - একদলকে ;
নিজেদের ; - এবং ; - বহিষ্কার করছো ;
তোমাদের মধ্য থেকে ; - তোমরা প্রতিপোষকতা করছো ;
বসতি ; - তোমরা চড়াও হয়েছো, তোমরা পরম্পর প্রতিপোষকতা করছো ;
الْعُدُوْنِ ; - আদের উপর ; - পালাশ ; - পালাশ ;
- আদের মাধ্যমে - এর মাধ্যমে (বালাশ) ; - আদের মাধ্যমে -
- আর ; - যদি ; - যান্তুকুম ; - আন্দুণ ; - আন্দুণ ; -
তারা তোমাদের কাছে আসে ;

أَسْرَى تَفْلِيْهُ وَهُوَ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ اخْرَاجُهُمْ أَفْتَؤِمُنُونَ بِعَيْنِ
بَنْدِيْهِ হিসেবে, তোমরা তাদের মুক্তিপণ দিচ্ছো; অথচ তাদের উচ্ছেদ করা তোমাদের
জন্য অবৈধ ছিল; ^{১১১} তোমরা কি বিশ্বাস করো কিছু অংশ

الْكِتَبِ وَتَكْفِرُونَ بِعَيْنِ فَمَا جَزَاءُهُنَّ مِنْكُمْ
কিতাবের, আর কিছু অংশ করছো অবিশ্বাস; ^{১১২} তোমাদের মধ্যে যারাই একপ
করবে তাদের শাস্তি আর কিছু হতে পারে না

وَهُوَ بَنْدِيْهِ -বন্দী হিসেবে- তোমরা তাদের মুক্তিপণ দিচ্ছো; أَسْرَى -
تَفْلِيْهُمْ- তোমাদের জন্য; -অবৈধ, হারাম; عَلَيْكُمْ -অবৈধ-
اخْرَاجُهُمْ -অবৈধ, হারাম; -مَحْرَمٌ- তোমাদের জন্য; (و+হ)-
(أ+ف+تؤمن+ون)-أَفْتَؤِمُنُونَ -অবিশ্বাস+হ-
(ال+كتب)-الْكِتَبِ -কিতাব-
(ب+بعض)-بِعَيْنِ -কিছু অংশ-
কিতাবের; -আর-
(ب+بعض)-تَكْفِرُونَ -কিছু অবিশ্বাস করো; -و-
অংশ; فَمَا جَزَاءُهُنَّ -অতএব কি প্রতিফল; -মন- ; -যে, যারা;-
-করে; ذَلِكَ -একপ- مِنْكُمْ -তোমাদের ;

১০৮. এখানে “সামান্য কয়েকজন” দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা
তাওরাতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল। তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা (আ)
প্রবর্তিত শরীয়ত পূর্ণভাবে মেনে চলতো।

১০৯. “তোমরা সাক্ষ দিচ্ছিলে” বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে
অঙ্গীকারে তোমাদের মধ্যে তখন কোনোরূপ দ্বিধা-বন্দের আভাস পাওয়া যায়নি; বরং
তোমাদের অঙ্গীকার ছিল সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন।

১১০. ‘ইস্ম’ এবং ‘উদওয়ান’ শব্দ দু’টি দ্বারা দুই প্রকার হক বা অধিকার বিনষ্ট
করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে, প্রথমত, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তারা আল্লাহর
হক নষ্ট করেছে; দ্বিতীয়ত, অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্ধাহর হকও নষ্ট করেছে।

১১১. মদীনার ‘আওস’ ও ‘খায়রাজ’ নামে দু’টি আরব গোত্র পরম্পর শক্ত ছিল,
তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতো ‘বনী কুরায়া’
ও ‘বনী নায়ীর’ নামে দুটি ইয়াহুদী গোত্র। বনী কুরায়া ছিল ‘আওস’ গোত্রের মিত্র,
অপরদিকে বনী নায়ীর ছিল ‘খায়রাজ’ গোত্রের মিত্র। বনী কুরায়াকে হত্যা ও
বহিকার করার পেছনে ‘খায়রাজ’ গোত্রের মিত্র বনী নায়ীরের সক্রিয় ভূমিকা থাকতো।
অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত বনী নায়ীরকে হত্যা ও বহিকারের পেছনে ‘আওস’ গোত্রের মিত্র বনী
কুরায়ার হাত থাকতো। তবে একটি ব্যাপারে ইয়াহুদীদের উভয় গোত্র ছিল এক ও

إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمًا الْقِيمَةُ يَرْدُونَ إِلَى أَشَدِّ

দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া ;^{১১০} আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে কঠিনতর

الْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿৫﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا

শাস্তির দিকে । আর আল্লাহ বেখবর নন যা তোমরা কর সে সম্পর্কে । ৮৬. এরাই সেইসব লোক, যারা ক্রয় করেছে

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخْفَى عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُرِينَصُرُونَ ﴿٦﴾

আর্থিকাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন । সুতরাং তাদের থেকে শাস্তি লাঘু করা হবে না; আর না তাদের সাহায্য করা হবে ।

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخْفَى عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُرِينَصُرُونَ ﴿٦﴾
 (فِي +ال+حَيَاة) - فِي الْحَيَاةِ ; - لাখৰি ; - ছাড়া - লাঞ্ছনা, অপমান ; - ছাড়ি ; - আ-
 (بِ+ال+عَذَاب) - الْعَذَابُ ; - আ-
 (أَل+دُنْيَا) - الدُّنْيَا ; - আ-
 (يَرْدُونَ) - يَرْدُونَ ; - আ-
 (يَوْمًا) - يَوْمًا ; - আ-
 (دِنِي) - دِنِي ; - আ-
 (كَثْنَاتِر) - كَثْنَاتِر ; - আ-
 (لِي) - لِي ; - আ-
 (بِ+غَافِل) - بِغَافِل ; - আ-
 (اللهُ) - اللَّهُ ; - আ-
 (مَا) - مَا ; - আ-
 (وَ) - وَ ; - আ-
 (تَعْمَلُونَ) - تَعْمَلُونَ ; - আ-
 (عَنْ+ما) - عَمَّا ; - আ-
 (تَعْمَلَهُ) - تَعْمَلَهُ ; - আ-
 (أَل+حَيَاة) - الْحَيَاةِ ; - আ-
 (أَل+دُنْيَا) - الدُّنْيَا ; - আ-
 (أَل+عَذَاب) - الْعَذَابُ ; - আ-
 (فِي +ال+آخِرَة) - بِالْآخِرَةِ ; - আ-
 (فِي +ال+عَذَاب) - فِي الْعَذَابِ ; - আ-
 (عَنْ+هم) - عَنْهُمْ ; - আ-
 (يُخْفَى) - يُخْفَى ; - আ-
 (يَنْصُرُونَ) - يَنْصُرُونَ ; - আ-
 (لَا هُمْ) - لَا هُمْ ; - আ-
 (لَا) - لَا ; - আ-
 (شَان্তি) - شَانْتِي ; - আ-
 (بِ+عَذَاب) - بِالْعَذَابِ ; - আ-
 (بِ+يَنْصُرُونَ) - بِيَنْصُرُونَ ; - আ-
 (وَ) - وَ ; - আ-
 (سَاهَيْ) - سَاهَيْ ; - আ-
 (প্রাণ) - پْرَان ; - আ-
 (হবে) - هَبَّ ; - আ-

অভিন্ন । ইয়াহুদীদের উভয় গোত্রের কেউ যদি অন্য গোত্রের কারো হাতে বন্দী হতো তাহলে নিজ মিত্রদের অর্থে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিতো । কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা বলতো, বন্দী মুক্তকরণ আমাদের উপর ওয়াজিব । আবার নিজেদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রেয়কে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা বলতো, মিত্রদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা লজ্জার ব্যাপার । অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের এ দ্বিমুখী আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের ঘৃণ্য কৌশলের মুরোশ খুলে দিয়েছেন ।

১১২. পূর্বোক্ত টীকায় উল্লেখিত ইয়াহুদীদের দ্বিমুখী আচরণ সরাসরি তাওরাতের বিধানের বিপরীত ছিল । তাওরাতে বন্দী ইসরাইল তথা ইয়াহুদীদের তিনটি নির্দেশ

দেয়া হয়েছিল। (১) নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ও হানাহানি না করা, (২) কাউকে দেশত্যাগে বাধ্য না করা, (৩) নিজেদের কেউ অপরের হাতে বন্দী হলে তাকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করা। তারা প্রথমোক্ত নির্দেশ দুটো অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষভাবে তৎপর ছিল। অত আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করে বলা হয়েছে, ‘তোমরা কি কিভাবে কিছু অংশ অবিশ্বাস করছো এবং কিছু অংশ বিশ্বাস করছো’। অতপর এ ধরনের আচরণের পরিণামও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১১৩. এখানে উল্লেখিত ইয়াহুদীদের দুটো শাস্তির প্রথমটি হলো, দুনিয়ার জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে বনী কুরায়যাকে বন্দী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে; আর বনী নায়ীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়েছে।

১০ম কুরুক্তি (আয়াত ৮৩-৮৬)-এর শিক্ষা

১। ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। অতপর সদয় আচরণ করবে মাতা-পিতার সাথে। এরপর সদয় ব্যবহারের হকদার হলো যথাক্রমে আঝায়-বজল, ইয়াতীম ও দরিদ্র লোকেরা।

২। মানুষকে দীনের পথে ডাকবে সুন্দর আচরণ ও বিন্যন্ত উপদেশের মাধ্যমে। সালাত কার্যেম করতে হবে এবং যাকাত দিতে হবে। এ নির্দেশ পালনে কোনোক্লপ অবহেলা করা যাবে না।

৩। বনী ইসরাইল তাওরাতের সাথে যে আচরণ করেছে, আমাদের আচরণ কুরআন মাজীদের সাথে অনুরূপ হলে আমাদেরকে একই পরিণতি ভোগ করতে হবে অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আবেরাতে নির্মম শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪। আমাদেরকে চিঞ্জা-ভাবনা করে দেখতে হবে কুরআন মাজীদের হস্ত-আহকাম-এর কতটুকু আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে মেনে চলছি। যতটুকু পারছি তার জন্য আল্লাহর কর্করিয়া জ্ঞাপন করতে হবে; আর যে যে অংশ আমরা মেনে চলছি না বা চলতে পারছি না তার জন্য আল্লাহর কাহে সাহায্য চাইতে হবে। আর কুরআন মাজীদ মানার পথে যেসব প্রতিবক্ষকতা রয়েছে তা দূরীকরণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৫। সর্ব কাজে আধিরাতকে প্রাথান্য দিতে হবে। আমাদেরকে স্বরণ রাখতে হবে দুনিয়ার ক্ষতি একাড়ই নগণ্য ও সাময়িক; আর আধিরাতের ক্ষতি অপূরণীয়। দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে গেলে আধিরাতের ক্ষতির প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। সুতরাং দুনিয়ার জীবনকে সংস্কৃত মনে করে আল্লাহর নিকট তাওবা করে দীন কার্যের সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

সূরা হিসেবে ইমকু' - ১১
পারা হিসেবে ইমকু' - ১১
আয়াত সংখ্যা - ১০

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَفِينَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ رَوَأْتَيْنَا عِيسَى
৮৭. আর আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে ক্রমাগত রাসূলদের
পাঠিয়েছি ; আর দিয়েছি ইসা

ابن مَرِيمَ الْبَيْتَ وَأَيْلَنَهُ بِرُوحِ الْقَدْسِ أَفْكَلَمَا جَاءَ كَمْ رَسُولٍ
ইবনে মারইয়ামকে সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী এবং তাকে পবিত্র ক্রহের মাধ্যমে শক্তিদান
করেছি ;^{১১৪} অতপর যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে

بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبِرُ تُمْ فَرِيقًا كَلْ بِتْرَ وَفَرِيقًا تَقْتَلُونَ
এমন কিছু নিয়ে যা তোমাদের প্রবৃত্তির অনুকূল হয়নি, তখনই তোমরা গর্ব করেছো ;
অতপর তাদের কতকক্ষে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছো এবং কতকক্ষে করেছো হত্যা ।

(৮৭) -আর ; -মুসী ; অবশ্যই ; -أَتَيْنَا -لَقَدْ - (ل+قد)- আমি দিয়েছি ;
মুসাকে ; من بعده ; -قَفِينَا -এবং - و ; কিতাব -الْكِتَبَ - (ال+كتاب)-
আয়াত -أَتَيْنَا -আর ; -و ; রাসূল - (ب+ال+رسل)- بِالرُّسُلِ - আমি তার পরে ;
দিয়েছি -الْبَيْتَ - মারইয়ামের ; -أَيْلَنَهُ - পুত্র ; -أَبْنَ - মরিম ; -عِيسَى ;
সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী ; -أَفْكَلَمَا - আমি তাকে শক্তিদান করেছি ;
-أَفْلَمَا - পবিত্র ; -الْقَدْسِ - (ال+قدس)- বেরুজ ;
-رَسُولٌ - অতপর যখনই ; এসেছে তোমাদের কাছে ; -جَاءَ كُمْ - আমন কিছু নিয়ে ;
-أَنْكُسْمُ - লালহুই ; -অনুকূল হয়নি ; -بَأْ - কোনো রাসূল ;
- (ب+ما)- অনুকূল হয়নি ; -أَسْتَكْبِرُ - তোমরা গর্ব-অহংকার করেছো ;
-فَرِيقًا - অতপর তাদের কতকক্ষে ; -কَذَبْتُمْ - তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছো ;
-আর ; -কَتَكَكَ - কতকক্ষে ; -تَقْتَلُونَ - তোমরা হত্যা করেছো ।

১১৪. ‘পবিত্র ক্রহ’-এর ঘারা ‘ওহীর জ্ঞান’, ‘জিবরাইল (আ)’ যিনি ওহী নিয়ে
আগমন করেছেন এবং ইসা (আ)-এর পবিত্র ক্রহ, এই তিনটি অর্থই বুঝানো হয়েছে।
আল্লাহ স্বয়ং ইসা (আ)-কে পবিত্র গুণবলীতে ভূষিত করেছেন। আর ‘উজ্জ্বল

٤٣ وَقَالُوا قَلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمْ أَللّٰهُ بَكْفَرُهُمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ

৮৮. আর তারা বলেছিল, ‘আমাদের অভ্যরসযুহ সুরক্ষিত’, ১১৫ বরং তাদের কৃফরীর কারণে আল্লাহই

তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন : সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই ইয়ান আনে। ১১৬

٤٦ وَلَمَّا جَاءهُمْ كُتُبٌ مِّنْ أَنْفُلِ اللَّهِ مَصْلَةٌ لَّهَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে কিতাব আসলো যা তাদের কাছে
আছে তার সত্যায়নকারী ;^{১৭} আর তারা ইতিপূর্বে

ঘৰ্ফ” আমাদের অন্তর; (قلوب+نا)- قلوبنا ; -আৱা ; وَ-^{৪৮} তারা বলেছিল ; قلّوْبُنَا ; -আমাদের অন্তর; قلوبنا ; -সুরক্ষিত (لعن+هم)- لعنةِهِم ; -বৰং ; بَلْ ; -আল্লাহ ; اللَّهُ ; অভিশাপ দিয়েছেন তাদেরকে ; لعنةِهِم ; -সুতৰাং কম (ب+কفر+هم)- بِكُفْرِهِم ; -আল্লাহ ; اللَّهُ ; তাদের কুফৰীর কারণে ; فَقَلِيلًا ; -সুতৰাং কম (ما+يؤمن+ون)- مَا يُؤْمِنُونَ ; لَمَّا -আৱা ; وَ^{৪৯} তারা ঈমান আনে ; لَمَّا يُؤْمِنُونَ ; -যখন ; -খেকে ; كتب ; -কিতাব তাদের নিকট আসলো ; جَاءُهُمْ ; -জাই ; مِنْ ; -কিতাব ; كتب ; -তার জন্য, যা ; لَمَّا -আল্লাহর ; اللَّهُ ; -সত্যায়নকাৰী ; مُصَدِّقٌ ; -নিকট ; عِنْدَ ; مِنْ (+) - তারা ; كأنُوا ; -আৱা ; وَ ; -আৱা ; مَعْهُمْ ; -মুহূম (مع+هم) ; مَعْهُمْ ; قبلى ; قَبْلَهُ ; -ইতিপূর্বে ;

‘निदर्शनावली’ द्वारा सेहि सुम्प्ति निदर्शनसमूह बुझानो हयोहे, येण्लो देखे सत्ता अनुसंक्षानी मानव बुवाते सक्षम हयं ये, ईसा (आ) आद्धाह्र नवी।

১১৫. অর্থাৎ আমরা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের উপর এমনই দৃঢ় যে, তোমরা যা কিছুই বলো আমাদের অস্ত্রে তার কোনো প্রভাবই পড়বে না। এ ধরনের কথা সেসব হঠকারী মানসিকতা সম্পন্ন লোকই বলতে পারে, যাদের মন-মস্তিষ্ক অজ্ঞতা-মূর্খতার বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তারা এটাকে একটি 'ম্যবৃত্ত বিশ্বাস' নাম দিয়ে একটি শুণ হিসেবে গণ্য করে। অথচ মানুষের কাছে উন্নরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার গন্দ সুস্পষ্ট হয়ে পাওয়ার পরও তার উপর অবিচল ধাকার সিদ্ধান্তে অটল ধাকার চেয়ে আর বড়ো দোষ কি হতে পারে।

১১৬. ‘বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন’-এর ধারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের গর্ব-অহংকারের কারণে মনে করছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথাবার্তা এমনই যে, তা কোনো জ্ঞানী লোকের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না ; অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য তো অত্যন্ত সারগত ও হৃদয়স্পৰ্শী। কিন্তু ইয়াহুদীদের কুফরী ও ইঠকারিতার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে উপর লান্ত বর্ষণ করেছেন, আর তাই কোনো যুক্তির্পণ ও জ্ঞানময় কথা প্রহণ করার কোনো যোগ্যতাই তাদের অবশিষ্ট নেই।

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَاعْرِفَوْا كَفَرُوا بِهِ ز

বিজয় প্রার্থনা করতো তাদের উপর যারা কুফরী করেছে, অতপর যখন তা তাদের কাছে এসেছে যা তারা চিনতেও পেরেছে, তখন তার সাথে কুফরী করেছে।^{১১৮}

- تَذْكِيرٌ - عَلَى ; (بِسْتَفْتِحُونَ+ون)- يَسْتَفْتِحُونَ
যারা ; - كَفَرُوا - فَلَمَّا - أَتَهُمْ - جَاءَهُمْ - اَنْتَ - كَفَرُوا
- تَذْكِيرَ - كَفَرُوا - عَرَفُوا - كَفَرُوا - كَفَرُوا - كَفَرُوا
- تَذْكِيرَ - كَفَرُوا - كَفَرُوا - كَفَرُوا - كَفَرُوا - كَفَرُوا

১১৭. কুরআন মাজীদকে তাওরাতের 'মুসাদিক' তথা 'সত্যায়নকারী' এজন্য বলা হয়েছে যে, তাওরাতে মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব এবং কুরআন নাযিল সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছিল, কুরআনের মাধ্যমে সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব তাওরাতকে যারা মানে তারা কিছুতেই কুরআনের অমান্যকারী হতে পারে না। কেননা কুরআন মাজীদকে অমান্য করা প্রকারান্তরে তাওরাতকে অমান্য করার নামান্তর।

১১৮. মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহুদীরা অস্ত্রীয়তার সাথে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। কারণ তাদের নবীগণ সর্ব শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যত্বাণী করেছিলেন এবং তাঁরা এ মর্মে আল্লাহর কাছে দোয়াও করতেন যে, শেষ নবীর আগমন যেন তাড়াতাড়ি হয়, তাহলে কাফিরদের প্রভাব-প্রতিপন্থি খর্ব হবে এবং পুনরায় আমাদের উধানের যুগ শুরু হবে। মদীনাবাসী একথার সাক্ষী যে, তাদের প্রতিবেশী ইয়াহুদীরা মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ছিল। তারা যেখানে-সেখানে যখন-তখন বলে বেড়াতো যে, "তোমাদের যার যার মন চায় আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাও, আবেরী নবী যখন আসবেন, তখন আমরা সেসব অত্যাচারীদের দেখে ছাড়বো।" মদীনাবাসী এসব কথা শুনতেন। তাই যখন তাঁরা নবী (স)-এর অবস্থা অবগত হলেন তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন যে, দেখো ! ইয়াহুদীরা যেন তোমাদের আগে এ নবীর দীন গ্রহণ করে বাজিতে জিতে না যায়। চলো, আমরাই প্রথমে এ নবীর উপর ঈমান আনি। কিন্তু তাঁদের নিকট বিশ্বয়ের ব্যাপার মনে হলো যে, যে ইয়াহুদীরা আগমনকারী নবীর প্রতীক্ষায় দিন শুণতো। তারাই নবীর আবির্ভাব হলে তাঁর সবচেয়ে বড় শক্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ "তারা তাঁকে চিনতেও পেরেছে", এর বেশ কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড়ো এবং নির্ভরযোগ্য সাক্ষ উশুল মুমিনীন হ্যরত সফিয়া (য়া)। তিনি নিজে ছিলেন একজন ইয়াহুদী বড় আলেমের কল্য এবং অপর একজন বড় আলেমের ভাইয়ি। তিনি বলেন, 'নবী (স)-এর মদীনায় আগমনের পর আমার পিতা ও চাচা দু'জনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে দীর্ঘ সময়

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ ۝ بِئْسَ مَا أَشْرَوْا بِهِ أَنفَسُهُمْ أَن يَكْفِرُوا

সুতরাং কাফিরদের উপর আল্লাহর লানত । ১০. কতই না মন্দ তা, যার বিনিময়ে
তারা স্বীয় সন্তাকে বিক্রি করেছে ; যেহেতু তারা কুফরী করছে ॥

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِغَيْرِهِ أَن يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

তার সাথে জিদের বশবর্তী হয়ে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন শুধু এ কারণে যে,
আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন ; ১০

(+) الْكُفَّارِ ; عَلَى ; -اللَّهُ- উপর ; -আল্লাহর ; (f+لعنة)- فَلَعْنَةُ
ال- ; -কাফিরদের । ১০- بِئْسَ- কতই না মন্দ তা, যা ; -কাফিরদের
-أَن يَكْفِرُوا ; بে- (نفس+হম)- أَنفَسُهُمْ ; -যার বিনিময়ে তাদের সন্তাকে
(ان+বিক্রি) -بِئْسَ- তার সাথে যা ; -নাযিল করেছেন ; -আল্লাহ ;
-যেহেতু তারা কুফরী করেছে ; -জিদের বশবর্তী হয়ে ; -এ কারণে যে ;
-আল্লাহ ; -নাযিল করেন ; -আল্লাহ ; -থেকে ; -فَضْلِهِ- (فضل+ه)- তাঁর অনুগ্রহ ;
-مَدْحُوا- (مدح+ه)- عِبَادِهِ- মর্দ্দ্য থেকে ; -বিশ্বাস- ; -মَنْ- মন ; -عَلَى- উপর ;
-তাঁর বান্দাহদের ;

ধরে আলাপ-আলোচনা করে তারা উভয়ে ঘরে ফিরে আসেন । অতপর তারা উভয়ে
যেসব আলাপ-আলোচনা করেছেন সেগুলো আমি নিজে কানে শনেছি :

চাচা : আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর রয়েছে, ইনি সেই নবী কিনা !

পিতা : আল্লাহর কসম ! ইনিই সেই নবী ।

চাচা : এ ব্যাপারে তুমি কি সত্যিই নিশ্চিত ?

পিতা : হ্যাঁ ।

চাচা : তাহলে এখন কি করতে চাও ?

পিতা : দেহে প্রাণ থাকতে তাঁর বিরোধিতা ত্যাগ করবো না, তাঁকে সফল হতে
দেবো না ।

১১৯. এ আয়াতের অর্থ-কতই না নিকৃষ্ট তা, যার জন্য তারা নিজেদের জীবন
বিক্রি করে দিয়েছে অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ, শুভ পরিণাম ও পরকালীন মুক্তিকে
জলাঞ্জলি দিয়েছে ।

১২০. ইয়াহুদীদের আশা ছিল যে, শেষ নবী তাদের মধ্যে জনুগ্রহণ করবেন । কিন্তু
তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ভিন্ন জাতির মধ্যে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাঠালেন,

فَيَأْتِي وَيَغْضِبُ عَلَى غَصَبٍ وَلِلْكُفَّارِينَ عَنَّا بِمُهِيمِنٍ^৪ وَإِذَا قِيلَ
سুতরাং তারা গ্যবের উপর গ্যব অর্জন করেছে ; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ।^{১২১} ৯১. আর যখন বলা হলো,

لَهُمْ أَمْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ
তাদেরকে, তোমরা তাতে ঈমান আন যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তারা বললো, আমরা তাতে ঈমান
রাখি যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে ।^{১২২} আর তারা অঙ্গীকার করে

عَلَى ; - গ্যব ; - بঁগঁচ ; - ফঁবা ; - ও) - ফঁবা ; - ও) - সুতরাং তারা অর্জন করেছে ;
কাফিরদের জন্য রয়েছে ; - আর ; - গ্যবের ; - আর (ل+ال+কফৰিন) - لِلْكُفَّارِينَ ; - গঁচ ;
শাস্তি ; - মুহীম ; - শাস্তি ; - যখন ; - এডঁব ; - বলা হলো ;
তাদেরকে ; - তাতে যা ; - বিন্দু ; - আল্লাহ ; - আমরা ঈমান আনো ;
নাযিল করেছেন ; - আল্লাহ ; - তারা বললো ; - আমরা ঈমান
রাখি ; - তাতে যা ; - বিন্দু ; - নাযিল করা হয়েছে ; - বিন্দু ; - আমাদের
প্রতি ; - আর ; - আর (بক্ফুর+ون) - يَكْفُرُونَ - তারা অঙ্গীকার করে ;

যে জাতিকে তারা নিতান্ত উপেক্ষণীয় মনে করতো, তখন তারা তাঁকে অঙ্গীকার করতে
প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মনোভাব এমনিই যেন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নবী
পাঠালেন না কেন ! আল্লাহ যখন তাদের জিজ্ঞেস না করে নিজের অনুস্থানে নিজ পসন্দ
অনুযায়ী নবী পাঠালেন, তখন তারা বিগড়ে গেল।

১২১. “লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি” কাফিরদের জন্যই নির্দিষ্ট। পাপী ঈমানদারদের যে
শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে তাদেরকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, লাঞ্ছনা দেয়ার উদ্দেশ্যে
নয়।

১২২. অত্র আয়াতে ইয়াহুদীদের যে বক্তব্য উক্ত হয়েছে তাতে কুফর প্রমাণিত হয়,
তৎসঙ্গে তাদের অস্তরে যে হিংসা-বিদেশ রয়েছে তাও প্রমাণিত হয়। “আমরা তধু
তাওরাতের উপর ঈমান আনবো, অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমান আনবো না”—তাদের
এ বক্তব্য সুস্পষ্ট কুফর। “যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে”—একথা ধারা সহজেই
বোৰা যায় যে, অন্যান্য যেসব আসমানী কিতাব তাদের প্রতি নাযিল হয়নি, তাতে
তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাওরাত নিম্নোক্ত যুক্তি দিয়ে তাদের বক্তব্য খণ্ডণ
করেছেন : (১) অন্যান্য ধর্ষের সত্যতার পক্ষে আকাট্য যুক্তি থাকা সত্ত্বেও সেগুলো
অঙ্গীকার করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। (২) কুরআন মাজীদও অন্যান্য
আসমানী কিতাবের অস্তর্ভুক্ত একটি কিতাব। এটা তাওরাতের সত্যায়নকারীও বটে।
তাই কুরআন মাজীদকে অঙ্গীকার করা তাওরাতকে অঙ্গীকার করার নামান্তর । (৩)

بِمَا وَرَأَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا عَاهَدَ قُلْ فَلَرَ تَقْتُلُونَ

**তাছাড়া সবকিছু, অথচ তা সত্য, সত্যায়নকারী তার, যা তাদের নিকট আছে ;
আপনি বশুন, তাহলে কেন হত্যা করেছো**

ଅନ୍ତିମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଜାହାର ନବୀଦେରକେ, ଯଦି ତୋମରା ବିଶ୍වାସୀ ହୁଏ ଥାକୋ । ୧୨. ଆର ଅବଶ୍ୟକ
ମୂଳ ତୋମାଦେର ନିକଟ ଏମେହେ

بِالْبَيْنِ تُرْ أَخْلَقُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتَ ظَلِمُونَ ○
সুম্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে ; ১২৩ এরপর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে নিয়েছিলে তার
অনুপস্থিতিতে ; আসলেই তোমরা যালেম ।

সকল আসমানী কিতাব মতেই আশ্রিয়ায়ে কিরামকে হত্যা করা কুফর। তোমরা কয়েকজন নবীকে হত্যা করেছ, অথচ তাঁরা বিশেষ করে তাওরাতের শিক্ষা-ই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকানীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথে কুফরী করনি? অতএব তাওরাতের উপর তোমাদের ইমান আনার দাবি অসার।

୧୨୩. ମୁସା (ଆ)-ଏର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣେର ଜନ୍ୟ ଯେସବ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଆଶ୍ଵାହ ତାଆଳା ତାଙ୍କେ ଦିଯେଛିଲେନ ତାହଲୋ : (କ) ଲାଠି, (ଘ) ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହାତ, (ଗ) ସାଗର ଥିଥିବିତ ହେଯା ଇତ୍ୟାଦି ।

وَإِذَا خَلَّ نَا مِيشَاقُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خَذْ وَامَا أَتَيْنَكُمْ ১৩

৯৩. আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুরকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম,^{১২৪} (বলেছিলাম) যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা ধরো

بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

দৃঢ়ভাবে এবং শোনো ; তারা বললো-গুলাম ও অমান্য করলাম । আর পান করানো হয়েছিল তাদের হৃদয়ে গো-বৎস প্রেম

بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ১৪

তাদের কুফরীর কারণে ; আপনি বলুন, কতই না মন্দ তা, যার আদেশ দেয় তোমাদের বিশ্বাস, যদি তোমরা ইমানদার হও ।

(مিশাক+كم)-আর ; ৩। -যখন ; -এইটা ; -আমি নিয়েছিলাম ; مِيشَاقُكُمْ (فوق+كم)-فَوْقَكُمْ ; -এবং ; رَفَعْنَا ; -উঙ্গেলন করেছিলাম ; مَسَّ (ال+طور)-خَذْ ; -তোমরা ধরো ; -যা ; - وْ ; آتَيْنَكُمْ (آتিনা+كم)-أَتَيْنَكُمْ (ب+قوة)-بِقُوَّةٍ ; -বেগুন ; - দৃঢ়ভাবে ; - এবং ; عَصَيْنَا ; - শোন ; - তারা বললো ; -আমরা গুলাম ; قَالُوا (ف+قلوب+هم)-فِي قُلُوبِهِمْ ; -আমরা অমান্য করলাম ; -আর ; -أَشْرَبُوا (প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিল) ; -তাদের হৃদয়ে ; -الْعِجْلَ (ال+عجل)-الْعِجْلَ (ব+কفر+هم)-بِكُفْرِهِمْ ; -আপনি বলুন ; - قُلْ ; -আদেশ দেয় (يأمر+كم)-يَأْمُرُكُمْ ; بِئْسَمَا (بس+ما)-بِئْسَمَا ; -আদেশ দেয় তোমাদেরকে ; - যার ; -يَأْمُرُكُمْ ; -إِيمَانُكُمْ ; -إِيمَانُكُمْ (ياد+كم)-إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ইমানদার)-তোমরা হও ।

১২৪. গো-বৎস পূজার পাপ থেকে তওবা করতে গিয়ে বেশ কিছু লোক নিহত হয় এবং কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় । সম্ভবত এদের তওবাও দুর্বল ছিল । তা ছাড়া যারা গো-বৎস পূজায় লিঙ্গ হয়নি, তারাও গো-বৎস পূজারীদের প্রতি যথাযোগ্য ঘৃণা পোষণ করেনি । ফলে এদের অন্তরেও শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল । এসব কারণে তাদের অন্তরে দীনের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল । এ কারণেই অঙ্গীকার নেয়ার জন্য তুর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল ।

٤٨) قُلْ إِنَّ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْهَا اللَّهُ خَالِصٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ
৯৪. আপনি বলুন, আধিরাতের বাসস্থান যদি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যই
নির্দিষ্ট হয়ে থাকে অন্যান্য মানুষকে ছাড়া,

فَتَمْنَوْا الْمَوْتَ إِنْ كَنْتُمْ صَلِّيْقِيْنَ ٤٩) وَلَنْ يَتَمْنُوا أَبَدًا
তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো,^{১২৫} যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৯৫. কিন্তু তারা
কখনো মৃত্যু কামনা করবে না^{১২৬}

১৪)-আপনি বলুন; এন-যদি ; কেন্ট-হয় ; লক্ম- (L+ক্ম)- তোমাদের জন্য; ফেল-
الْدَّارُ -আপনি বলুন ; আল-عند- আধিরাতের ; আল-آخرة- -আল্লাহর ;
الْأَخِرَةُ -আধিরাতের ; নিকট- (al+دار)-
الْخَالِصَةُ -নির্দিষ্ট, একান্তভাবে ; ছাড়া, ব্যতীত ;
الْنَّاسُ -নাস ; নির্দিষ্ট, একান্তভাবে ; মন+دون- ছাড়া, ব্যতীত ;
الْمَوْتُ -অন্যান্য মানুষকে ; ফেন্মো- তাহলে তোমরা কামনা করো ;
صَدِيقُونَ -সত্যবাদী ; এন-যদি ; মৃত্যু- (al+মৃত্যু)-
وَلَنْ -চাই- ; তোমরা হও ; কেন্ট- তোমরা হও ;
أَبَدًا -আর ; তারা কখনও তা কামনা করবে না ;
-চিরদিন ;

১২৫. এখানে দুটি বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন : (ক) কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে, ইয়াহুদীদের সঙ্গে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমস্বকার ইয়াহুদী, যারা তাঁকে নবী হিসেবে চেনা-জানার পরও হঠকারিতা বশত অঙ্গীকার করেছিল, বর্তমান যুগের ইয়াহুদীদের সঙ্গে নয় ; কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা বর্তমান যুগের ইয়াহুদীরা তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী। তারা পূর্ববর্তীদের অনুসারী না হলে তো মুসলিমানই হয়ে যেতো। তাই বর্তমান যুগের ইয়াহুদীরাও এ আয়াতের আওতাধীন।

(খ) কেউ হয়ত এ অমূলক সন্দেহ করতে পারে যে, মৃত্যু কামনা আন্তরিক ও মৌখিক দুভাবে হতে পারে। ইয়াহুদীরা হয়ত আন্তরিক কামনা করেছে ; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ সন্দেহ নিরসন করার জন্য ইরশাদ করেছেন-“তারা কম্বিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না।”

আবার এক্সপ ধারণাও সঠিক নয় যে, বোধহয় তারা মৃত্যু কামনা করেছে ; কিন্তু তা প্রচার হয়নি ; কারণ সর্ব যুগেই ইসলামের শক্তি ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের যিত্ত ও প্রভাকাঙ্ক্ষীদের চেয়ে অধিক ছিল। এক্সপ হলে তারা এটা ফলাও করে প্রচার করতো এবং বলতো যে, দেখো আমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে সত্যের মাপকাঠিতেও উত্তীর্ণ হয়েছি।

بِمَا قَلَ مَتْ أَيْلِ يَهْرُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ^(٢٦) وَلَتَجِدَ نَهْرًا حَرَصَ النَّاسُ
সে কারণে, যা তাদের হাত পূর্বে পাঠিয়েছে; আর আল্লাহ যালিমদের সম্মতে সবিশেষ অবহিত।

৯৬. আপনি অবশ্যই তাদেরকে অধিক লোভী দেখতে পাবেন সব মানুষের চেয়ে

ଜୀବନେର ପ୍ରତି ; ଏମନକି ତାଦେର ଚେଯେଓ ଯାରା ଶିରକ କରେଛେ ;^{୧୨୭} ତାଦେର ଏକ ଏକଜନ କାମନା କରେ ଯେ, ଯଦି ତାକେ ହାଜାର ବଚର ହାୟାତ ଦେଇବା ହତୋ !

وَمَا هُوَ بِمُزْحِجٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْمَرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
আর্থ দীর্ঘায়ু তাকে শান্তি থেকে রক্ষাকারী নয় ; আর তারা যা করে
আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা ।

১২৬. অধিগ্রামের জীবন সম্পর্কে যাদের বিশ্বাস দৃঢ় তারা কখনও পার্থিব
স্বার্থগ্রামের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না ; কিন্তু ইয়াহনীদের দুনিয়া প্রীতি তখনো
ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

১২৭. আরবের মুশর্রিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই সবকিছু মনে করতো। এজন্য তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করাটাই স্বাভাবিক ; কিন্তু ইয়াহুদীরা তো শুধুমাত্র পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না ; বরং তাদের ধারণামতে পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েস একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। এরপরও তাদের

পার্থিব জীবনে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিশ্বাসের বিপরীত নয় কি ? আসলে পরকালে তাদের নিয়ামিত লাভের দাবি অস্তিসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদের ভালভাবেই জানা আছে। কারণ তাদের কৃতকর্ম তো তাদের জানাই আছে যে, তাদের কৃতকর্মই তাদেরকে জাহান্নামে পৌছে দেবে ; তাই যত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকা যায় তত দিনই তাল, পরকালে সুখের আশা বৃথা ।

(১১শ কুকু' (আয়াত ৮৭-৯৬)-এর শিক্ষা)

১। আল্লাহর কিতাবের হৃকুম-আহকাম ঈয় প্রতিভির অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, সর্বাবহায় তার উপর ঈমান আনতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তুলতে হবে ।

২। শেষ নবীর পূর্বে যত নবী-রাসূল এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে কুরআন-সুন্নায় বর্ণনা রয়েছে, আর যাদের নাম-পরিচয় ও সংখ্যা আমাদের জানা নেই, তাঁদের সকলের উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য ।

৩। পার্থিব স্বার্থ তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, আবিরাতের কল্যাণ, শুভ পরিগাম ও পরকালীন মৃত্যির তুলনায় নিতান্তই নগণ্য । আবিরাতের সফলতাই সর্বোচ্চ সফলতা । তাই আবিরাতের স্বার্থ ও কল্যাণকেই পার্থিব জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

৪। সর্বপ্রকার মৃত্যুপ্রীতি, মৃতি-সভ্যতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে । এটা ঈমানেরই দাবি । বনী ইসরাইলের মৃত্যুপ্রীতির ভিতকে ছুরমার করে দিয়ে তাদেরকে একত্রবাদের বিশ্বাসে আনয়ন করার জন্যই তুর পাহাড়কে তাদের যাথের উপর তুলে ধরা হয়েছিল । কিন্তু তারা ছিল হঠকারী জাতি । তাই তারা তখন অঙ্গীকার করেও পরবর্তীতে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল । যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারও ভঙ্গ করেছে ; অতএব তাদের কোনো অঙ্গীকারই বিশ্বাসের যর্যাদা পেতে পারে না । বর্তমান যুগের ইয়াহুদীরাও এর মধ্যে শামিল ।

৫। ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে সবচেয়ে লোভী জাতি । পার্থিব জীবনকেই এরা সবকিছু মনে করে । আর এজন্যই মহান আল্লাহ তাদেরকে “সকল মানুষের চেয়ে লোভী” বলেছেন ।

সূরা হিসেবে কর্মকৃত-১২
পারা হিসেবে কর্মকৃত-১২
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٧﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ لِجْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا

৯৭. আপনি বলুন, যে-ই জিবরাইলের শক্ত হয়,^{১২৮} এজন যে, সে আপনার অন্তরে
আল্লাহর নির্দেশে তা (কুরআন) নাখিল করেছে,^{১২৯} যা সত্যায়নকারী

لَمَّا بَيْنَ يَدِيهِ وَهَلْيَ وَبَشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ مَنْ كَانَ عَلَىٰ لِجْرِيلَ

তার যা তাঁর সামনে রয়েছে^{১৩০} এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ^{১৩১}।

৯৮. যেই শক্ত হয় আল্লাহর,

وَمَلِكَتِهِ وَرَسْلِهِ وَجْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ وَلِلْكَفَرِينَ ﴿٩﴾

তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিবরাইল ও মীকাইলের; নিচয় আল্লাহ
(সেসব) কাফিরদের শক্ত।

(ل+جبريل)-لِجْرِيلَ ; عَدُوًّا -شক্ত ; كَانَ -হয় ; مَنْ -যেই ; شَرْكَ -কান ;
জিবরাইলের ; تَأْ -نَزَّلَهُ -আপনি বলুন ; فَإِنَّ -এজন ; قَلْبَكَ -আপনার
الله ; بِإِذْنِ -বাধন ; بِإِذْنِ -আপনার অন্তরে ; قَلْبَكَ -আপনার
(بن+يد+ه)- بَيْنَ يَدِيهِ ; تَأْ -আর ; যَا -যা ; مُصَدِّقًا -সত্যায়নকারী ;
لِلْمُؤْمِنِينَ -সুসংবাদ ; بَشْرِي -হিদায়াত ; وَ -ও ; هَدَى -এবং ; وَ -এবং ;
তাঁর সামনে রয়েছে ; وَ -হিদায়াত ; وَ -সুসংবাদ ; وَ -মুমিনদের জন্য ;
لِلَّهِ -শক্ত হয় ; كَانَ -হয় ; مَنْ -যেই ; عَدُوًّا -শক্ত ; مَلِكَتِهِ -মন্তকে ;
تَأْ -আল্লাহর ; وَ -আর ; وَ -আল লে ; مِيكَلَ -মীকাইলের ; رَسْلِهِ -রাসূল ;
لِلْكَفَرِينَ -কাফিরদের ; عَدُوًّا -শক্ত ; كَافِرِينَ -কাফিরদের ;

১২৮. ইয়াহুদীরা শুধুমাত্র নবী (স) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে শুধু
তাদেরকেই মন্দ বলতো না, বরং তারা আল্লাহর মহান ফিরিশতা জিবরাইল (আ)-কেও
গালি দিতো এবং বলতো, “সে আমাদের শক্ত ; সে রহমতের নয়, আয়াবের
ফিরিশতা”

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِّقُونَ ১৯.

১৯. আর অবশ্যই আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি। এবং ফাসিকরা ব্যক্তিত কেউ তা অঙ্গীকার করে না।

أَوْ كُلَّمَا عَمِلُوا عَمَلًا نَبِلًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِلَّا كَثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ২০.

২০. কি আচর্ষ ! যখনই তারা কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখনই তাদের কোনো উপদল তা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ; আসলে তাদের অধিকাংশই ঈমান আনয়ন করে না।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَلِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبِلٌ فَرِيقٌ ২১.

২১. আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল এলো, যে তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী, তখন তাদের মধ্যকার একটি উপদল

১৯.-আর; -অবশ্যই ; -আলি+ক)-الْبَيْكَ-আমি নাযিল করেছি; -لَقَدْ-অবশ্য; -أَنْزَلْنَا-আপনার প্রতি ; -مَا يَكْفُرُ-আর ; -بَيِّنَاتٍ-উজ্জ্বল ; -آيَةٍ-নিদর্শনসমূহ ; -و-আর ; -أَيْتٌ-উজ্জ্বল ; -أَنْ-আর ; -أَنْ-فَرِيقٌ-ফাসিকরা ; -أَوْ-আল+فাসি+ون)-الْفَسِّقُونَ-ব্যক্তিত ; -أَلَا-আলা ; -بِلَّا-ব্যক্তিত ; -أَوْ كُلَّمَا-আল+কুল-কুল করে না ; -أَنْ-আচর্ষ যখনই ; -تَা-তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় ; -عَهْدًا-عেদ ; -عَهْدًا-কোনো অঙ্গীকারে ; -مَنْهُمْ-মন্তব্য ; -فَرِيقٌ-ফাসিকরা ; -কোনো উপদল ; -لَا يُؤْمِنُونَ-তাদের অধিকাংশ ; -بِلَّا-বরং ; -أَكْثُرُهُمْ-তাদের অধিকারী ; -هُم-তাদের অধিকারী ; -أَوْ-আর ; -جَاءَهُمْ-এলো ; -لِمَا-যখন ; -و-আর ; -عَنْدَهُمْ-তাদের নিকট ; -أَنَّ-আল্লাহ ; -عَنْدَهُمْ-নিকট ; -أَنَّ-আল্লাহ ; -رَسُولٌ-একজন রাসূল ; -مُصَلِّقٌ-সত্যায়নকারী ; -لِمَا-তার যা ; -مَعَهُمْ-সত্যায়নকারী ; -أَنَّ-আল+হম-তাদের নিকট আছে ; -بِلَّا-ছুঁড়ে ফেললো ; -فَرِيقٌ-একটি উপদল ;

১২৯. অর্থাৎ এদিক থেকে তোমাদের গালমন্ড জিবরাইলের উপর নয়, বরং আল্লাহর উপরই পড়ে।

১৩০. এর অর্থ হলো : জিবরাইল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে এ কুরআন মাজীদ বহন করে এনেছেন। আর এজন্যই তোমরা তাকে গালি দিচ্ছো ; অথচ কুরআন মাজীদ তাওয়াতের সত্যায়নকারী ; সুতরাং তোমাদের গালির আওতায় তাওয়াতও শায়িল।

১৩১. এখানে একথার প্রতি সুল্ল ইংগিত রয়েছে যে, ‘হে মূর্খের দল ! তোমাদের সকল অঙ্গীকৃতি হিদায়াত ও সঠিক পথের বিরুদ্ধে ; তোমরা এ সঠিক হিদায়াতের

مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ قَاتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

তাদের মধ্যকার-যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাব,
আল্লাহর কিতাবকে পচাতে ছুঁড়ে ফেললো

كَانُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿৫﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَلَوَ الشَّيْطَنِ عَلَى مُلْكِ سَلَيْমَنَ

যেন তারা জানেই না । ১০২. তারা তা-ই অনুসরণ করলো যা শয়তানরা আবৃত্তি
করতো সুলায়মানের রাজত্বকালে । ১০২

وَمَا كَفَرَ سَلَيْমَنَ وَلِكَنَ الشَّيْطَنِ كَفَرُوا بِعِلْمٍ مِّنَ النَّاسِ السِّحْرَةِ

আর কুফর করেনি সুলায়মান ; বরং শয়তানরাই কুফর করেছে ।
তারা মানুষকে যাদু শেখাতো

(ال+كتب)- الْكِتَبَ - কিতাব ; -أَوْتُوا - দেয়া ; -الَّذِينَ ; - মَنْ-মধ্য থেকে ; -مَنْ-যাদের ; -أَوْتُوا - দেয়া হয়েছিল
কিতাব ; - كِتَبَ - কিতাবকে ; - وَرَاءَ - পচাতে ; - ظُهُورِهِمْ - আল্লাহর ; -
(ظুহুর+হম)- كِتَبَ - কিতাবকে ; - كَانُهُمْ - (কান+হম)- কানেই ; -
তাদের পিঠের ; - (لا+يعلم+ون)- لَا يَعْلَمُونَ - যেন তারা ; - (কান+হম)-
জানে না । ৫৩- (কিছুই-)- (কিছুই-)- (কিছুই-)-
(- ما+تَلَوَ) - مَا تَلَوَ ; - تَلَوَ - তারা অনুসরণ করলো ; - تَبَعُوا ; - وَ -
আর ; - (আর কুফর করেনি) ; - (আর কুফর করেছে) ; - (আর কুফর করেছে) ;
(على+ملك)- عَلَى مُلْكِ - আবৃত্তি করতো ; - (ال+شَيْطَنِ)- الشَّيْطَنِ -
রাজত্বকালে ; - سَلَيْমَانَ - সুলায়মানের ; - سَلَيْমَانَ - সুলায়মান (আ) ; -
سَلَيْমَانُ - সুলায়মান (আ) ; - (ال+شَيْطَنِ)- الشَّيْطَنِ - (ও+لكن)- وَلِكَنَ -
শয়তানরাই ; - (ال+شَيْطَنِ)- الشَّيْطَنِ - বরং ; - (আর)- وَ -
- নَاسَ - মানুষ ; - كَفَرُوا - কুফর করেছে ; - بِعِلْمٍ مِّنَ - বিউল্ম+ون)-
السِّحْرَةِ - স্বর্গের ; - (যাদু)- سِحْرَةِ - স্বর্গের ; -

বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে যাচ্ছ, তা না করে যদি তোমরা এটাকে সহজে মেনে নিতে তাহলে
তোমাদের জন্যই সফলতার সুসংবাদ হতো ।

১০২. এখানে 'শায়াতীন' জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান উভয়ই হতে পারে ।
বনী ইসরাইলের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত অধঃপতন সূচীত হলো, দাসত্ব,
অঙ্গতা, মূর্খতা, লাঞ্ছনা, দরিদ্রতা ও হীনমন্যতা যখন তাদের জাতিগত উচ্চাশা ও
মনোবলের দৃঢ়তা নিঃশেষ করে দিলো, তখন যাদু টোনা, তিলিসমাতি, তাৰীয-তুমার
ইত্যাদির প্রতি তারা ঝুঁকে পড়লো । তারা তখন এমন সব পথ ও পদ্ধা খুঁজতে লাগলো
যদ্বারা কোনো সংগ্রাম-সাধনা ছাড়াই নিছক তন্ত্র-মন্ত্রের জোরে বিনা পরিশ্রমে সব
সমস্যার সমাধান করা যায় । এ সময় শয়তানরাও তাদেরকে এই বলে প্রৱোচনা দিতে
শুরু করলো- যে, 'সুলায়মান (আ)-এর বিশাল রাজত্বে এবং আশ্চর্যজনক ক্ষমতার

وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَأْبَلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ

এবং (শেখাতো) যা নাখিল করা হয়েছিল হারুত ও মারুত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর
বাবেল শহরে।^{১৩৭} তারা কাউকে শেখাতো না-

ال+)-الملَكَيْنِ -عَلَى ; مَا -أَنْزَلَ -যা ; -أَنْزَلَ -নাখিল করা হয়েছিল ;
مَارُوتَ -هَارُوتَ -বাবেল শহরে ; -بَأْبَلَ -হারুত ; (ملকين
-মারুত ; -আর ; -مَاعَلَمْ -তারা শেখাতো না ; -مِنْ+احد)- كাউকে ;

পেছনেও ছিল কিছু তন্ত্র-মন্ত্র, কিছু কলমের আঁচড় ও নকশা-তাৰীফের প্রভাব ; আমরা সেসব তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি।” আৱ তাই বনী ইসরাইল এগুলোকে মহা মূল্যবান ও অপ্রত্যাশিত সম্পদ মনে কৰে সেদিকে প্ৰবলভাবে ঝুঁকে পড়লো। ফলে আল্লাহৰ কিতাবেৰ প্ৰতি তাদেৱ কোনো আগ্রহ-আকৰ্ষণ রইলো না, আৱ না কোনো দীনেৰ দিকে আহ্বানকাৰীৰ প্ৰতি রইলো তাদেৱ কোনো খেয়াল।

১৩৩. কুরআন মাজীদ থেকে নিসদ্দেহে প্ৰমাণিত যে, হারুত ও মারুত নামে দুজন ফিরিশতাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এ দুজন সম্মানিত ফিরিশতা সম্পর্কে তাফসীৱেৰ কিতাবসমূহে যে কাহিনীৰ অবতাৱণা কৰা হয়েছে তা কোনোক্রমেই ঘৰণযোগ্য নয়। ফিরিশতাদ্বয়কে তাদেৱ ফিরিশতা সুলভ বৈশিষ্ট্য সহকাৱেই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, তারা তাদেৱ বৈশিষ্ট্য অঙ্গুল রেখেই সেখানে ছিলেন। তাদেৱ শেখানো জ্ঞানও জ্ঞায়ে এবং উপকাৰী ; কিন্তু ইয়াছদীৱা তাদেৱ চাৱিত্ৰিক অধঃপতন এবং বিকৃত মানসিকতাৰ ফলে খাৱাপ নিয়তে তা শিখেছিল এবং খাৱাপ উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহাৱ কৱতো। ফলে এ উপকাৰী জ্ঞানও তাদেৱ নিকট যাদু ও যাদুকাৰী বিদ্যায় পৱিণ্ট হলো। আৱ এৱ প্ৰতি তারা এতোই ঝুঁকে পড়লো যে, আল্লাহৰ কিতাবেৰ সাথে তাদেৱ কোনো সম্পর্কই রইলো না। আৱ যাদেৱ সাথে নামমাত্ৰ সম্পর্ক ছিল তাৰ শুধুমাত্ৰ ‘আমল ও তাৰীয়’ পৰ্যায়ে সীমিত ছিল। যেমন ‘অমুক আয়াত’ পড়ে ফুঁক দিলে এ উপকাৰ হয় কিংবা ‘অমুক আয়াত’ লিখে ধাৰণ কৱলে অমুক ফল হয় ইত্যাদি।

কেউ প্ৰশ্ন কৱতে পাৱে যে, এ ধৰনেৰ জ্ঞানেৰ অস্তিত্ব কি পৃথিবীতে আছে ? উভয়ে বলা যায় যে, হাঁ, এ ধৰনেৰ জ্ঞানেৰ অস্তিত্ব পৃথিবীতে অতীতেও ছিল, বৰ্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ ধৰনেৰ জ্ঞানেৰ বদৌলতেই ইসলামী সমাজে পীৱ ও সুফিয়ায়ে কিৱামেৰ একটি শ্ৰেণী জিনকে বশীভূত কৱেন এবং তাদেৱ দ্বাৱা মানুষেৰ উপকাৰ সাধনও কৱেন। বৱেং কিছু কিছু ঘটনাৰ পৱিষ্ঠেক্ষিতে ধাৱণা কৱা যায় যে, এ জ্ঞানেৰ মাধ্যমে তারা মুশৰিক যোগী ও জ্যোতিষীদেৱ বিপক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদেৱ শ্ৰেষ্ঠত্বও প্ৰমাণ কৱেন। তবে চাৱিত্ৰিক অধঃপতনেৰ পৰ ইয়াছদীৱা যেমন এ জ্ঞানকে ব্যবসা এবং মন্দ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহাৱ কৱতো তেমনি

আমাদের সমাজেও এ জ্ঞান পীর-মুজিয়ার ব্যবসা চালানোর হাতিয়ার হিসেবে টিকে আছে। আর এর সঙ্গে হক-এর চেয়ে বাতিলের মিশ্রণ ঘটেছে অধিক হারে। তাই মানুষের উপর তার প্রভাব সেরপই পড়েছে যা কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে।

যাদু ও মুজিয়ার পার্থক্য : নবী-রাসূলদের মুজিয়া এবং আওলিয়ায়ে কিরামের কারামত দ্বারা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। আবার যাদু দ্বারাও বাহ্যিকভাবে অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পেতে দেখা যায়। মূর্খ লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়। তাই এতদৃঢ়য়ের মধ্যে পার্থক্য জানা থাকা প্রয়োজন।

পার্থিব জীবনের সকল ঘটনাই কারণের অধীন। যাদুর মাধ্যমে সৃষ্টি ঘটনাও কারণের অধীন। স্বাভাবিক ঘটনার কারণ জানা থাকাতে আমরা তাকে বিশ্বয়কর মনে করি না ; কিন্তু যাদুর মাধ্যমে সংঘটিত কারণ দৃশ্যমান নয় বলে আমরা তাকে বিশ্বয়কর মনে করি। যেমন কোনো লোক তার হাতের আঙুলের সাথে ভেষজ পদার্থ মেঝে তাতে আঙুল ধরিয়ে রাখতে পারে। বাহ্যিত এটা অস্বাভাবিক ঘটনা ; কিন্তু উল্লেখিত ভেষজ পদার্থের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের কাছে এটা বিশ্বয়কর বা অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হবে না। এর কারণটি অদৃশ্য বলে অস্ত লোকেরা এটাকে অলৌকিক ঘটনা মনে করবে।

মুজিয়ার ব্যাপারটি এর বিপরীত। মুজিয়া ও কারামত কোনো কারণের অধীন নয়। এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোনো হাত নেই। ইবরাহীম (আ) নমরাদের অগ্নিকুণ্ড থেকে হাসতে হাসতে বের হয়ে আসলেন। এটা তাঁর মুজিয়া; কিন্তু এতে তাঁর কোনো হাত ছিল না। আল্লাহ তাআলা আঙুলকে নির্দেশ দিলেন, “ইবরাহীমের উপর শাস্তিদায়ক ও শীতল হয়ে যাও।” আল্লাহর এ আদেশের ফলে আঙুল শাস্তিদায়ক ও শীতল হয়ে গেল। কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, মুজিয়া সরাসরি আল্লাহর কাজ। যেমন বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্ঠি কক্ষর নিক্ষেপ করেছিলেন যা সমবেত কাফিরদের সকলের চোখে গিয়ে পড়লো। এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আপনি যে এক মুষ্ঠি কক্ষর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।” অর্থাৎ এক মুষ্ঠি কক্ষর যে সকলের চোখে গিয়ে পড়লো এবং তাতে আপনার কোনো হাত ছিল না। এটা ছিল স্বয়ং আল্লাহরই কাজ। এটা হলো মুজিয়া।

যাদু ও মুজিয়া-কারামতের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অস্বাভাবিকভাবে সংঘটিত ঘটনাটিকে নিম্নের মানদণ্ডে যাচাই করা দরকার।

মুজিয়া-কারামত এমন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায় যারা সৎ, আল্লাহভীরু, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে যারা নোংরা, অপবিত্র ও আল্লাহর যিকির থেকে দূরে থাকে।

নবুওয়াত দাবি করে যাদু প্রদর্শন করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। পক্ষান্তরে নবুওয়াত দাবি না করে যাদু প্রদর্শন করলে তা পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ

যতক্ষণ না তারা বলতো-‘আমরা পরীক্ষা বৈ তো নই ; সুতরাং তুমি কুফর করো না ;’^{১৪} অতপর তারা

শিখতো উভয়ের নিকট থেকে এমন কিছু যথার তারা বিজেদ ঘটাতো^{১৫}

(অন+মা+নহুন)- অন্মা নহুন ; - হ্যাতু- তারা উভয়ে বলতো ; - আমরা বৈ তো ; - আমরা পরীক্ষা ; - ফ্লাট্কুফ্র- সুতরাং তুমি কুফরী করো না ; (মন+হমা)- মন্হমা ; - অতপর তারা শিখতো ; (ফ+বিত্তু+ওন)- ফিত্তুল্মুন ; - উভয়ের নিকট থেকে ; মা বিত্তুর্ভুন ; (মা+বিত্তু+ওন)- এমন কিছু যা বিজেদ ঘটাতো ;
৫ - যথারা ;

নবী-রাসূলদের উপরও যাদুর প্রভাব পড়তে পারে। যেহেতু তাঁরাও মানুষ এবং প্রাকৃতিক কারণের অধীন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদুর প্রভাব এবং ওহীর মাধ্যমে তার প্রভাব দূরীকরণ। মূসা (আ)-এর উপর ফিরাউনের নিয়োজিত যাদুকরদের যাদুর প্রভাব এবং ক্ষণিক পরেই তার নিরসন ইত্যাদি।

১৩৪. এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা মুফাসিসীনে কিরাম করেছেন। এখানে যে ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে তাহলো, যখন বনী ইসরাইলের সবাই বাবেল শহরে বন্দী ও গোলামী জীবন-যাপন করছিল, তখন আল্লাহ তাআলা দুজন ফিরিশতাকে মানবাকৃতিতে বনী ইসরাইলের পরীক্ষার জন্য পাঠান। এটা ঠিক তেমনই যেমন ‘কাওমে লৃত’-এর নিকট সুদূর যুবকের বেশে ফিরিশতাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। বনী ইসরাইলের নিকট ফিরিশতাদ্বয়কে পীর-ফুকীরবেশে পাঠান হয়েছিল। তারা সেখানে গিয়ে যাদুকরদের ব্যবসাকেন্দ্রে দোকান খুলে বসেছিল। অপরদিকে তারা বনী ইসরাইলকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে প্রমাণ প্রস্তুতও করতে শাগলো। তারা লোকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করতো যে, দেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তোমরা তোমাদের পরিণামকে খারাপ করো না। তা সত্ত্বেও মানুষ তাদের উপহারিত আমল, নকশা, তাবীয, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি লেখার ও শেখার জন্য ঝাপিয়ে পড়তো।

ফিরিশতাদের মানুষের সূরতে পৃথিবীতে এসে কাজ করা আচর্যের বিষয় নয় ; কারণ তারা আল্লাহ তাআলার সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজনে যখন যে সূরত ধারণ করা প্রয়োজন হয় তারা তখন তা-ই করতে পারে। এখনই এ মূহূর্তে আমাদের চারপাশে মানুষের সূরত ধরে এসে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছে, তাদের কোনো খবরই জানার আমাদের কোনো উপায় নেই। তবে মানুষকে ফিরিশতাদের এমন কাজ শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করা যা মূলতই খারাপ-এর কারণ কি হতে পারে ? এখানে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন কোনো পুলিশ দ্বন্দবেশে কোনো ঘৃষ্ণুর বিচারককে নোট-এর

بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُرِبَّ صَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
س্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। আর তারা এর দ্বারা ক্ষতি করতে পারতো না কারো
আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত।

وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضْرِبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَنْ عِلْمَ وَالْمَنِ اشْتَرَهُ مَالَهُ
আর তারা শিখতো (এমন কিছু) বা তাদের ক্ষতিই করতো, গারতো না কোনো উপকার করতে; আর তারা
নিচিতভাবে জানতো যে, অবশ্যই যে তা (যাদু) ক্ষম করে, তার জন্য নেই

وَ- মধ্যে ; - زَوْجِهِ - (الل+مر.) - السَّرِءُ - (زوج+هـ) ; - وَ - هُمْ ; -
-আর ; - بَصَارِينَ - (মা+হম)- مَا هُمْ - ক্ষতি করতে পারতো ; - بِهِ - এর দ্বারা;
-কারো কোনো ; ۱۳ - ব্যতীত ; - بِإِذْنِ - নির্দেশ, অনুমতি ; - اللَّهُ -আল্লাহর;
- (بَضْرُهُمْ) - তারা শিখতো ; - مَا - যা ; - يَتَعْلَمُونَ - يَتَعْلَمُونَ ; -
তাদের ক্ষতিই করতো ; - এবং - (لَا + يَنْفَعُهُمْ) - লাইনফুহুম - পারতো না কোনো
উপকার করতে; - আর ; - لَقَنْ عِلْمًا - (ل+قـ+علمو) - লক্ষণ অবশ্যই যে ; -
অবশ্যই যে ; - اشْتَرَهُ - (اشترى+هـ) - مَالَهُ - (ل+من) - لমَنْ
নেই তার জন্য ;

বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ঘূর্ষ হিসেবে প্রদান করে, যাতে সে হাতেনাতে তাকে প্রেক্ষিতার করে
তার ঘূর্ষ খাওয়ার প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং নিজেকে নির্দেশ প্রমাণ করার কোনো
অবকাশই সে না পায়।

১৩৫. ‘আমল’ ও তাবীয়ের বাজারে সবচেয়ে বেশী চাহিদা ছিল এমন তাবীয়ের
যদ্বারা অপরের বিবিহিত স্তৰীকে তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের প্রতি প্রেমাসঙ্গ
করে নেয়া যায়। এটা ছিল তাদের নৈতিক অধঃপতনের চরম পর্যায়।

দাঙ্গত্য সম্পর্ক হলো সভ্যতার মৌলিক বিষয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের সুস্থতার
উপর মানব সভ্যতার সুস্থতা নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি ‘মানব সভ্যতা’ নামক
বৃক্ষটির মূলে কুঠারাঘাত করে তার চেয়ে নিকৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সমাজে আর কে
হতে পারে ?

হাদীসে আছে যে, ইবলীস তার প্রতিনিধিদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণ্তে পাঠায়।
তাদের যে প্রতিনিধি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিছেদ ঘটানোর কাজ করে আসে, ইবলীস তার
সাথে কোশাকুলি করে বলে, ‘তুমই কাজের কাজ করেছ ’ আর অন্য প্রতিনিধিগণ
যারা মানুষকে অন্যান্য পাপের কাজে শিষ্ট করে এসেছে তাদের কোনো কাজেই
ইবলীস খুশী হয় না। তাদেরকে ইবলীস বলে, তোমরা কিছুই করনি।

فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ شَوَّلَبِسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

আধিকারতে কোনো অংশ। আর অবশ্যই মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের
আস্থাকে বিক্রি করছে, যদি তারা জানতো।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا وَأَتَقْوَى الْمَثُوبَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে
আল্লাহর নিকট থেকে অধিক কল্যাণকর বদলা পেত। যদি তারা জানতো।

وَ ; কোনো অংশ (من+خلق)- منْ خَلَقِ ; আধিকার (في+ال+آخرة)- فِي الْآخِرَةِ -আর (ما+شروا)- مَا شَرَوْا ; অবশ্যই মন্দ (ل+بس)- لَبِسَ ; যা তারা বিক্রি করছে ; তাদের আস্থাকে ; লু (ب+ه)- بِهِ ; তাদের আস্থাকে ; লু-যদি (انفس+هم)- أَنْفُسُهُمْ - (كানوا+علم+ون)- كَانُوا يَعْلَمُونَ ; আর- লু-যদি (ان+هم)- أَنْهُمْ - আন্তর্ভুক্ত তারা জানতো ; ও-এবং (ان+هم)- أَمْنَوْا ; তাকওয়া অবলম্বন করতো ; এবং- অন্তর্ভুক্ত তারা বদলা পেত ; মِنْ-থেকে ; স্থূল-নিকট ; اللَّهُ ; অন্তর্ভুক্ত (ل+مشوبة)- لَمْتُوْيَةً ; (কানوا+علم+ون)- كَانُوا يَعْلَمُونَ ; লু-যদি (خَيْرٌ)- অধিক কল্যাণকর ; কান্তু যাই জানতো।

এ হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুরো যায় যে, বনী ইসরাইলকে পরীক্ষা করার জন্য যে ফিরিশতাদ্বয় পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে কেন খামী-ঞ্চীর মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ ঘটানোর ‘আমল’ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং কেন তা লোকদেরকে শেখাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আসলে তাদের নৈতিক অধঃপতনের পরিমাপ করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছিল।

‘১২শ রুকু’ (আয়াত ১৭-১০৩)-এর শিক্ষা

- ১ / কুরআন মাজীদ ইতিপূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী।
- ২ / এটা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ বক্লপ। সুতরাং কুরআন মাজীদ ছাড়া হিদায়াত পাওয়ার বিকল্প কোনো পথ ও পথা নেই।
- ৩ / কুরআন মাজীদের বিধানকে অঙ্গীকার করলে ঈমান থাকে না।
- ৪ / ফিরিশতাদেরকে গালমন্দ করলে তা প্রকারাত্মের আল্লাহ তাআলাকে গালমন্দ করার শামিল।
- ৫ / কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড যাতে কুফর, শিরক ও পাপাচার-এর মাধ্যমে জীবন শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। কুরআন মাজীদে বর্ণিত বাবেল শহরে (ইরাকে অবস্থিত) যাদুর প্রচলন ছিল। এ যাদুকেই কুরআন মাজীদে কুফর বলে অভিহিত করেছে। তাই সকল প্রকার যাদুই হারায়।

৬। 'তাকওয়া' তথা আশ্লাহ্র তর যাদের মধ্যে নেই তারাই যাদুর সাহায্য গ্রহণ করে, আর যারা যাদুর সাহায্য গ্রহণ করে আশিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই যাদু বা যাদুকরদের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না।

৭। যাদুকরদের সাহায্যে স্বামী-কীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জন্মন্য পাপ। সুতরাং এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে।

৮। জ্ঞানের কাজ দ্বারা যদি অন্যরা নাজ্ঞান্যে কাজের প্রতি বুঁকে পড়ে তবে শরয়ী বিধান অনুযায়ী সেই জ্ঞানের কাজও আর জ্ঞানের থাকে না, নিষিক কাজে পরিণত হয়। যেমন কোনো আলেমের জ্ঞানের কাজ দেখে সাধারণ লোক বিভাগ হয় এবং নাজ্ঞান্যে কাজে লিঙ্গ হয় তখন তার জন্য তা আর জ্ঞানের থাকে না। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরয়ী মৃষ্টিতে জরুরী না হওয়া চাই। কুরআন-হাদীসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।

সূরা হিসেবে ইমকু'-১৩

পারা হিসেবে ইমকু'-১৩

আয়াত সংখ্যা-৯

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَقُولُوا أَرَعَنَا وَ قُولُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكُفَّارِ^(১০৮)

১০৮. ওহে যারা ঈমান এনেছো^(১০৬) তোমরা 'রায়িনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো
এবং শুনতে থাকো^(১০৭) আর কাফিরদের জন্য রয়েছে

(১০৮) ওহে - يَا يَهَا - ওহে যারা ; - أَمْنَوْا - ঈমান এনেছো ; - لَا تَقُولُوا - তোমরা বলো
না ; - رَاعَنَا - (রায়িনা) ; - قُولُوا - এবং ; - انْظُرْنَا - (ان্ত্রিনা) ; - عَنْ يُرَنَّ - তোমরা বলো ;
- (ان্ত্রিনা) ; - উনযুরনা (আমাদের প্রতি খেয়াল করুন) ; -
- এবং - তোমরা শুনতে থাকো ; - آর - আর ; - لِلْكُفَّارِ - (ل+ال+কফির) ; - اسْمَعُوا -
কাফিরদের জন্য রয়েছে ;

১০৬. অত্র ইমকু' এবং এর পরবর্তী ইমকু'সমূহে নবী (স)-এর অনুসারীদেরকে সেসব
অনিষ্টকর কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যেসব কাজ ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে
ইসলামী দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিল। সেসব সন্দেহ-সংশয়ের জবাবও দেয়া
হয়েছে যেগুলো মুসলমানদের অন্তরে সৃষ্টির প্রয়াস তারা চালাচ্ছিল। মুসলমানদের
সাথে ইয়াহুদীদের আলাপ-আলোচনায় যেসব বিশেষ বিশেষ প্রসংগ উপস্থিত হতো
সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে সে বিষয়টিও সামনে থাকা
প্রয়োজন যে, যখন নবী (স) মদীনায় আগমন করলেন এবং মদীনার চারপাশের
অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে থাকলো, তখন ইয়াহুদীরা স্থানে স্থানে
মুসলমানদের ধর্মীয় বিতর্কে জড়িত করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তিলকে তাল করা,
উপক্ষণীয় বিষয়কে শুরুত্ব দেয়া, অশ্বের মধ্যে প্রশ্ন করা ও অন্তরে সন্দেহ-সংশয়ের
বীজ বপন করার মারাত্মক রোগটি এসব সরলপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরেও সঞ্চারিত
করতে তারা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এমনকি তারা বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে
উপস্থিত হয়েও প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে নিজেদের হীন মানসিকতার প্রমাণ দিতে
থাকে।

১০৭. ইয়াহুদীরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে আসতো তখন সালাম-
কালামে ও সংভাব্য সকল উপায়ে নিজেদের অন্তরের উচ্চা প্রকাশ করার চেষ্টা চালাতো।
রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার, উচ্চস্বরে কথা

عَلَّ أَبَ الْيَمِّ مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
বেদনাদায়ক শাস্তি। ১০৫. আহলে কিতাবের যারা কুফর করেছে এবং যারা মুশরিক
তারা আশা করে না যে,

أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رِبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ
তোমাদের উপর অবঙ্গ হোক তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ ;
আর আল্লাহ বিশেষভাবে মনোনীত করেন সীয় রহমাতের জন্য যাকে ইচ্ছা করেন ;

”শাস্তি;“ - বেদনাদায়ক | (১০৫) - আশা করে না তারা;
(মা+যোদ)- مَا يَوْدُ' - আল-বায়েম; - উদাদ;
(من+أهـ+الـ+كتـ)- مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ ; - কুফর করেছে ;
আহলি কিতাবের মধ্য থেকে; - و- এবং; - لـ+الـ+مشـركـين)- لَا الْمُشْرِكِينَ - মুশরিকরা ও
নয়; مـ+খـيرـ - অবঙ্গ হোক; - عَلَيْكُمْ - তোমাদের উপর; - رـ+كـ - (রব+কم)- رَبُّكُمْ - পক্ষ থেকে; - و-
আর; - مـ+خـيرـ - অবঙ্গ হোক; - بـ+غـصـ - بِرَحْمَتِهِ - পক্ষ থেকে; - و-
(بـ+রـحـمـةـ+هـ) - أَللَّهُ - আল্লাহ; - বিশেষভাবে মনোনীত করেন; - بـ+شـ - তিনি ইচ্ছা করেন;
সীয় রহমাতের জন্য; - مـ+شـ - যাকে; - بـ+شـ - তিনি ইচ্ছা করেন;

বলা এবং অনুচ্ছবের অন্য কথা বলা, বাহ্যিক কথাবার্তায় আদব-কায়দা মেনে চলার
অভিন্ন করে পর্দার অন্তরালে তাঁকে অপমান করার কোনো সুযোগই তারা ছাড়তো
না। কুরআন মাজীদে সামনে এগিয়ে এর অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এখানে যে
বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে মুসলমানদের বারণ করা হয়েছে তা বিভিন্ন অর্থবোধক।
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আলোচনার মাঝে যদি ‘একটু থাবুন’ বা ‘একটু বুঝার
সময় দিন’ বলার প্রয়োজন হতো তখন ইয়াহুদীরা ‘রায়িনা’ বলতো। এর সাধারণ
অর্থ-‘আমাদের একটু সুযোগ দিন’ বা ‘আমাদের কথা শুনুন’ ; কিন্তু আরও কিছু অর্থ
রয়েছে। হিন্দু ভাষায় এর অর্থ ‘শোন, তুই বধির হয়ে যা’। আরবী ভাষার এর একটি
অর্থ-‘মূর্খ ও নির্বোধ’। আলোচনার মাঝে এ শব্দ প্রয়োগ করলে অর্থ দাঢ়াতো-
‘আমাদের কথা যদি তোমরা শোনো, তাহলে তোমাদের কথা ও আমরা শুনবো।
শব্দটিকে একটু দীর্ঘ করে ‘রাইনা’ উচ্চারণ করলে এর অর্থ হতো ‘হে আমাদের
রাখাল’। ইয়াহুদীরা শব্দটিকে বিকৃত করে উচ্চারণ করা এবং তিনি অর্থে ব্যবহার করার
সুযোগ পেতো বলে মুসলমানদেরকে এর পরিবর্তে ‘উনযুরনা’ (আমাদের প্রতি দৃষ্টি
দিন) শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে ইয়াহুদীদের দুরভিসংজ্ঞি নস্যাত
হয়ে যায়। অতপর বলা হয়েছে, ‘মনোযোগ দিয়ে কথা শোনো’-এর অর্থ হলো,
মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলে আলোচনার মাঝে এসব শব্দ বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করার
প্রয়োজন হবে না। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে না
বলেই তাদের একথা বারবার বলার প্রয়োজন হতো। যেহেতু মুসলমানরা তাঁর

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ^{۱۰۰} مَا نَسِرُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
আৱ আংশ্লাহ তো যদান অনুগ্রহকাৰী। ১০৬. যা আমি রাখিত কৰি কোনো আয়াত বা
ভূলিয়ে দেই, আনয়ন কৰি তাৱ চেয়ে উত্তম (কোনো আয়াত)

‘أَوْ مِثْلَهَا أَمْرٌ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ’^{১০১} অর্থাৎ আল্লাহ সেই সব জিন্দাবাদের প্রয়োগ করে এবং তার সময়সূচী করে আল্লাহ সেই সব জিন্দাবাদের প্রয়োগ করে এবং তার সময়সূচী করে।

কথা অনোয়োগ দিয়ে শুনবে তাই তাদের একথা বলার প্রয়োজন হবে না। আর যদি হয়ই তাহলে ‘উন্মুক্তনা’ বললেই শব্দটিকে ইয়াহুদীদের বিকৃত করার সুযোগ থাকবে না।

১৩৮. এখানে একটি বিশেষ সন্দেহের জ্বাব দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের অন্তরে
সৃষ্টি করার জন্য ইয়াহুদীরা চেষ্টা চালাত্তো। তাদের অভিযোগ ছিল যে, ইতিপূর্বেকার
কিভাবগুলো যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে আর কুরআনও আল্লাহর অবরৌপ
হয় তাহলে তার কিছু বিধান পরিবর্তন করে অন্য বিধান কেন দেয়া হয়েছে? একই
আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আহ্বান কিভাবে অবরৌপ হতে পারে! আবার
তোমাদের কুরআন দাবি করে যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর কিভাবের কিছু অংশ
ভূলে গিয়েছে, আল্লাহর কিভাবের শিক্ষা কিভাবে বিলুপ্ত হতে পারে? ইয়াহুদীরা
উপরোক্ত তত্ত্ব অনুসর্কানের জন্য বা জ্ঞানার জন্য এসব বলতো না; বরং মুসলমানদের
অন্তরে কুরআন মাজীদের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই বলতো। এর
জ্বাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি মালিক, আমার ক্ষমতা সীমাহীন, আমি আমার
যে হকুমকে ইচ্ছা রাখিত করে দেব এবং যে হকুমকে ইচ্ছা মিটিয়ে দেব; কিন্তু যা আমি
রাখিত করি বা মিটিয়ে দেই তার চেয়ে উভয়টা সেখানে স্থলাভিষিক্ত করি। কর্মপক্ষে
তার সমতল্য উপকারী ও উপযোগী বিধানই সেখানে স্থলাভিষিক্ত করি।

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ
আসমানসমূহ ও যমীনের ? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের নেই কোনো বক্স
এবং নেই কোনো সাহায্যকারী ।

أَتَرِيدُونَ أَنْ تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سِئَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ يَتَبَدَّلُ
১০৮. তোমরা কি চাও যে, পশ্চ করবে তোমাদের রাসূলকে ঠিক তেমনি যেমন পশ্চ
করা হয়েছিল ইতিপূর্বে মূসাকে ১৩৯ আর যে পরিবর্ত্তিত করেছে

مَالِكُمْ -আর; -الْأَرْضِ -যমীনের; -و- ; -وَ -আসমানসমূহ ; -السَّمُوتِ -আল+সমূত)-
-مِنْ +) -مِنْ وَلِيٍّ -اللهِ -আল+কুম)- -নেই তোমাদের জন্য; -مِنْ دُونِ - (মা+ল+কুম)-
-কোনো বক্স; -এবং -لَنَصِيرٌ -নেই কোনো সাহায্যকারী । (৩৮)-কি, অথবা;
-رَسُولُكُمْ -তোমরা চাও ; -أَنْ -যে ; -تَسْتَلُوا -তোমরা পশ্চ করবে; -تُرِيدُونَ
-তোমাদের রাসূলকে ; -كَمَا -তেমনি যেমন; -سُنْ -পশ্চ করা হয়েছিল;
-মূসাকে; -ইতিপূর্বে ; -و- ; -مَنْ -আর; -يَتَبَدَّلُ ; -যে ; -مِنْ -পরিবর্ত্তন করে ;
-مُوسَىٰ

‘নান্সাখ’ শব্দটি ‘নাসখ’ থেকে উদ্ভৃত । ‘নাসখ’-এর শাব্দিক অর্থ-দূর করা, বাতিল
করা, মুছে ফেলা, রহিত করা । শরয়ী পরিভাষায়-কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতের
বিধানকে অন্য আয়াত দ্বারা রহিত করাকে ‘নাসখ’ বলা হয় । এ ক্ষেত্রে রহিতকারী
আয়াতটিকে ‘নাসেখ’ এবং রহিতকৃত আয়াতকে ‘মানসখ’ বলা হয় ।

‘নাসখ-এর তিনটি ক্লপ-

(১) তিলাওয়াত তথা মূল পাঠ বর্তমান, বিধান মানসখ, যেমন-
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيٌّ نَحْنُ نَعْلَمُ مَا فِي أَذْنِكُمْ (তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন)

(২) তিলাওয়াত মানসখ, বিধান বর্তমান ; যেমন-

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَيَّنَا فَارْجُمُوهُمَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

(বৃক্ষ ও বৃক্ষ যখন ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়, তখন তাদেরকে ‘রজম’ করো, এটা আল্লাহর
পক্ষ থেকে শিক্ষাওদ শাস্তি, আর আল্লাহতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়)

(৩) তিলাওয়াত ও বিধান উভয়ই মানসখ ; যেমন-সূরা আহযাব ও সূরা তালাকের
ব্রহ্মিত আয়াতসমূহ ।

১৩৯. ইয়াহুদীরা বিভিন্ন সূচ্চ বিষয়ের অবতারণা করে মুসলমানদের সামনে বিভিন্ন
পশ্চ উধাপন করে মুসলমানদের এ বলে উক্তে দিতো যে, তোমাদের নবীকে এটা

الْكُفَّارُ بِالْإِيمَانِ فَقَنْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

কুকুরকে দীমানের সাথে, নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারিয়েছে। ১০৯. আহলে
কিতাব-এর অনেকে আকাঙ্ক্ষা করে,

لَوْ يَرُدُّنَّكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا هُنَّ حَسَدٌ أَّمِنُّهُنَّ أَنفُسُهُمْ

ନିଜେଦେର ଅନ୍ତରେର ଈର୍ଷ ବଶତ^{୧୪} ସମି ତାରା ତୋମାଦେଇକେ ତୋମାଦେର ଈମାନ ଆନାର
ପର କରୁଥିବା ଦିକେ କିମିଯେ ନିତେ ପାରେ

فَقَدْ - (ب+ال+إِيمَان) - كُوْكُرَكَهُ - إِيمَانُهُ - بِالْأَيْمَانِ ; - أَلْكَفُ - إِيمَانُهُ -
السَّبِيلُ - سَوَاءٌ - سَرَالُ، سَمَاطَلٌ ; - ضَلٌّ - سَهَلٌ هَارِيَهُ - هَارِيَهُ -
مِنْ +) - مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ - كَثِيرٌ - آنَكَهُ - وَدُّ (ال+سبيل) -
آهَارَا - (بِرْ دَوَا + نَكَمَ) - بِرْ دُونَكُمُ - لُو - يَدِي - آهَارَا - (أَهْل + ال + كَتَبُ
(إِيمَان + كَمَ) - إِيمَانُكُمُ - (من + بَعْدَ) - مِنْ بَعْدٍ - بَعْدَهُ -
تَوْمَادِهِرَكَهُ - فِرِيَهُ - نِيَتَهُ - شَارَهُ - شَارَهُ -
مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ - كُنْتَارٌ - كُنْتَارٌ - إِيمَانُهُ - حَسَدٌ - حَسَدٌ -
- (عَنْدُ + أَنْفُسُهُمْ +) - تَادِهِرَ - نِيجَدِهِرَ - أَنْجَرَهُ :

সম্পর্কে প্রশ্ন করো, উটা সম্পর্কে প্রশ্ন করো। এ সম্পর্কে আদ্ধাহ তাজালা মুসলিমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা ইয়াহুদীদের নীতি অবলম্বন করো না। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অনর্থক প্রশ্ন করে অতীত উচ্চতেরা ক্ষঁস হয়েছে, তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো, আদ্ধাহ ও তাঁর রাসূল যেসব প্রশ্ন উধাপন করেননি, সেসব খুঁটিনাটি বিশ্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উধাপন করো না।

୧୪୦. ଅତପର ମୁସଲମାନଦେରକେ ପୁନରାୟ ସତର୍କ କରା ହେଛେ ଯେ, ଇଯାହ୍ବଦୀଦେର ସକଳ ତ୍ରୟଗ୍ରହଣକାରୀ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେନ ତୋମାଦେରକେ ଈମାନ ଥେକେ ବିଚ୍ଛୂତ କରେ କୁଫରୀତେ ଲିଙ୍ଗ କରନ୍ତେ ପାରେ । ତୋମରା ଏଟା ମନେ କରୋ ନା ଯେ, ତାଦେର ସତର୍କତା ତୋମାଦେର କଲ୍ୟାଣେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ତାରା ତୋମାଦେର ଦୀନକେ ସତ୍ୟ ଜାନେ, ଏବଂ ଇସଲାମେର ସହାୟତାକଲ୍ପେ ତାରା ଏସବ କରାଛେ । ଆର ଏଟା ମନେ କରାରେ କୋଣୋ କାରଣ ନେଇ ଯେ, ଇସଲାମ ସମ୍ପର୍କେ ତାଦେର ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ରଯେଛେ, ତା ନିରସନକଲ୍ପେ ତାରା ଏ ଧରନେର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଛେ; ବରଂ ଏସବ କିନ୍ତୁ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ତାଦେର ଅନ୍ତରେ ଘୃଣାର ବହିଥକାଶ ବୈ କିଛୁ ନନ୍ଦ । ସଦିଓ ଇସଲାମେର ସଭାତା ସମ୍ପର୍କେ ତାମା ଭାଲୋଭାବେଇ ଓୟାକିଫହାଲ ।

মুসলিমানদের প্রতি এ সতর্কবাণী এজন্য প্রয়োজন ছিল যে, কোনো কোনো সরকারী মুসলিমান এ ধরনের ভূল বুঝে না বসে যে, এ আহলে কিতাব আমাদের কল্যাণকামী, তারা আমাদের জন্য যথা ঘামাছে শুধুমাত্র তাদের ঈমানী দায়িত্ব পালন

١٨٣ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
তাদের নিকট সত্য প্রকাশ হওয়ার পর, অতএব তোমরা ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা
করো, ^{১৪১} যতোক্ষণ না আল্লাহর কোনো নির্দেশ আসে; ^{১৪২}

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكُورَةَ ۝ وَمَا تُقْدِمُوا
নিচ্যই আল্লাহ সরকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ১১০. আর তোমরা 'সালাত' কায়েম
করো এবং যাকাত দান করো, আর যা তোমরা পূর্বে প্রেরণ করো

— لَهُمْ — (L+هم)- পরে ; — مَابَيَّنٌ — (من+بعد)- مَابَيَّنٌ — (من+هم)- পরে ; —
— الْحَقُّ — (ال+حق)- অতএব তোমরা ক্ষমা করো ; — فَاعْفُوا — (ف+اعفوا)- সত্য ; — أَقِيمُوا — (ب+امرو)-
— أَمْرٌ — (ب+أمر)- আল্লাহ ; — اسْتَغْفِلُوا — (ب+استغفـلـ)- যতোক্ষণ না ; — حَتَّىٰ —
— يَأْتِيَ — (ب+آتـيـ)- আল্লাহ ; — وَ — (و)- আসে ; — وَ — (و)- আল্লাহ ; — وَ — (و)-
— دَانٌ — (د+آن)- নিচ্য ; — وَ — (و)- আল্লাহ ; — وَ — (و)- আর ; — وَ — (و)-
— سَبَقَ — (س+سبـقـ)- সরকিছু ; — وَ — (و)- সর্বশক্তিমান। ১১০. আর তোমরা 'সালাত'
— (أَل+صلـوـ)- সালাত (নামায) ; — وَ — (و)- এবং ; — وَ — (و)- দান
— (أَنْوَا — (أَن+أـنـ)- আল্লাহ ; — وَ — (و)- যাকাত ; — وَ — (و)- আর ; — وَ — (و)-
— (مـا+تقدـمـ)- মাতৃকান্দিমা ; — وَ — (و)- তোমরা পূর্বে প্রেরণ করো ;

এবং দীনী খিদমতের খাতিরে। কুরআন মাজীদ এ ধরনের ভূল বুঝাবুঝির নিরসন করে
দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—এ কোনো দীনী জ্যবা নয় ; বরং তাদের অন্তরের ঘৃণা-
বিদ্বেষের বহিপ্রকাশ মাত্র।

১৪১. 'আফু'-এর এক অর্থ অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়া ; আর দ্বিতীয় অর্থ উপেক্ষা
করা। আর 'ইসফাহ'-এর অর্থও দৃষ্টিপাত না করা ও উপেক্ষা করা।

১৪২. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের হিংসা-বিদ্বেষ দেখে তোমরা অস্ত্র হচ্ছো না, মানসিক
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলো না, বরং তোমরা উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো। অনর্থক
তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তোমাদের মূল্যবান সময় ও মানসিক শ্রমের অপচয় করো
না। ধৈর্য ধরে থাকো এবং দেখো আল্লাহ কি করেন। অনর্থক নিজেদের শক্তিক্ষয় না
করে আল্লাহর স্বরণ এবং সৎ ও কল্যাণকর কাজে তা ব্যয় করো। এগুলোই আল্লাহর
দরবারে ফলপ্রসূ হবে, ওদের কর্মকাণ্ড নয়।

অতপর ইয়াহুদীদের প্রতি ধর্মকের সুরে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর নির্দেশ আসা
পর্যন্ত অপেক্ষা করো। 'বিআমরিহী'-এর মধ্যে সেসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা
পরবর্তীতে ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ, তাদের পরাজয়, হত্যা ও দেশ থেকে বহিকারের
মাধ্যমে ঘটেছে।

لَأَنْفِسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْهِلُ وَهُنَّ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
সংকর্মের যাকিছু তোমাদের নিজেদের জন্য, তা তোমরা আল্লাহ'র নিকট পাবে;
নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ' সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। ১৪৩

وَقَالُوا إِنَّ يَنْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيٌّ تِلْكَ أَمَانِيْهِمْ
১১১. আর তারা বলে, কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না সে ব্যতীত, যে

ইয়াহুদী বা খৃষ্টান; এটা তাদের মনের বাসনা, ১৪৪

সংকর্মের তোমাদের নিজেদের জন্য (L+অন্য+কm)-**لأنفسكم**
তা তোমরা পাবে ;**عند** -**নিকট**; **الله**-**আল্লাহ**; **تجده**-**হবে** ;
إِنْ-**নিশ্চয়**; **آمَانِيْهِمْ**-**সম্যক**
দ্রষ্টা। ১১১-আর ;**أَوْ**-**কান**; **يَنْخُلَ**-**কেউ** কখনও প্রবেশ
করবে না ;**الْجَنَّةَ**-**জান্নাতে**; **إِلَّا**-**ব্যতীত**; **مَنْ**-**কান**;
هُودًا-**ইয়াহুদী**; **أَوْ نَصْرِيٌّ**-**খৃষ্টান**; **تِلْكَ**-**এটা**; **أَمَانِيْهِمْ**-**তাদের**
মনের বাসনা ;

১৪৩. এখানে ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতার জবাবে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, তোমরা যদি বিরোধিতার এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাও তাহলে ‘সালাত’ কায়েম করো এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করো। এতে তোমাদের আঞ্চিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ হবে, যা তোমাদেরকে প্রথমত বিরোধীদের সৃষ্টি প্ররোচনা থেকে নিরাপদ করবে; দ্বিতীয়ত তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভিত্তিতে সীসাদালা আচীরের ন্যায় গড়ে তুলবে, যার ফলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তোমাদেরকে সত্য পথ থেকে এক চুলও নড়তে পারবে না। কুরআন মাজীদে সালাত ও যাকাতকে সকল দীনের ভিত্তি, সমগ্র প্রশিক্ষণ-সংশোধনের মূল এবং সমস্ত শক্তির উৎস বলে নির্ধারণ করেছে।

১৪৪. মুসলমানদেরকে প্ররোচনা দিয়ে পথভৱ্য করার জন্য ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ঘড়যন্ত্রের শেষ নেই। ইতিপূর্বে তারা কুরআন মাজীদের আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অতপর ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের তরফ থেকে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে একথা বলে যে, নাজাত তথা পরকালে মুক্তির জন্য যদি কোনো রাস্তা থাকে তা হলো মানুষ ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করবে অথবা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবে। এ দুটোই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। এ দুটো বর্তমান থাকাবস্থায় কোনো নতুন জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন বা অবকাশ কোনোটিই নেই।

قُلْ هَاتُوا بِرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِدِّيقِينَ ﴿٤﴾ بَلِّيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
আপনি বলুন, 'তোমরা প্রমাণ পেশ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ১১২. হঁ, যে
নিজেকে আল্লাহ'র জন্য সমর্পণ করেছে

وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلِهِ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝
এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য রয়েছে তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের
নিকট ; তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা ব্যথিতও হবে না । ১৪৫

ان - قُلْ -আপনি বলুন ; -بِرَهَانَكُمْ -হাতুوا ; -পেশ করো ; (برহান+كم) -
-যদি ; -مَنْ -بَلِّيْ ; -হও তোমরা ; -صَدِّيقِينَ ; (٤) -كُنْتُمْ
-সমর্পণ করেছে ; -وَجْهَهُ -ও- (وجه+ه)- (و+ه+ه)- (ل+الله)-لَلَّهِ
আল্লাহ'র জন্য ; -এবং -هُ -সে- مُحْسِنٌ -সৎকর্মশীলও বটে ; -وَ -فَ+ل+ه-
জন্য রয়েছে ; -أَجْرٌ -তার প্রতিদান ; -عِنْدَ -রَبِّهِ -তার প্রতিপালকের ;
-আর ; -أَرَى -নেই কোনো ভয় ; -عَلَيْهِمْ -লَا خُوفٌ -লাখুفْ -তাদের ;
-আর ; -أَرَى -না� তারা ; -لَا هُمْ -لَا هُمْ -يَحْزُنُونَ -ব্যথিত হবে ।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা পরম্পর চরম শক্র । অতীতে তাদের মধ্যে খুন-খারাবী
অব্যাহত গতিতে চলছিল ; কিন্তু ইসলামের বিরোধিতায় তারা পরম্পরের মধ্যে
সমঝোতা করে নিয়েছে । উভয়ে একক্যবদ্ধ হয়ে একই প্রোপাগাণ্ডায় মেতে উঠেছে যে,
'যে ব্যক্তিই পরকালে মুক্তির প্রত্যাশী সে হয়তো ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করবে নচেৎ
খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবে, ইসলাম নামে এ নৃতন জীবন ব্যবস্থা আবার কি ? এটা তো
একটি ফিতনা ছাড়া কিছুই নয় ।'

বর্তমান কালেও আমরা যদি একটু চোখ খুলে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের তৎপরতা
লক্ষ্য করি, তাহলে একই চিত্র দেখতে পাবো । চৌদ্দ শত বছর পূর্বের চিত্রই সারা
পৃথিবীতে বিরাজমান ।

১৪৫. অর্থাৎ পরকালে মুক্তি ও জান্মাত প্রাপ্তির জন্য ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হওয়া শর্ত
নয় ; বরং মানুষকে প্রথমতঃ মুসলমান হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ মুহসিন হতে হবে ।
'মুসলিম' হওয়ার অর্থ মানুষ নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহ'র আনুগত্যে সমর্পণ করবে ।
আল্লাহ'র নবী-রাসূলদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি না করে নিজের পূর্ণ জীবনকে
তাঁর শরীয়াতের বিধি-বিধানের অনুগত করে দেবে । আর 'মুহসিন' হওয়ার অর্থ,
শরীয়ী বিধিবিধান পূর্ণ নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করবে । যারা
এরূপ ইবাদত ও আনুগত্যের হক আদায় করবে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের

নিকট রয়েছে প্রতিদান। তাদের কোনো শংকা বা ভয়ের কারণ নেই; আর সেখানেই তাদের চিন্তিত ও দৃঢ়িত হতেও হবে না। এটাই আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষা, এটাই আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা। আর এটা জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির চাহিদা।

‘১৩শ কুকু’ (আয়াত ১০৪-১১২)-এর শিক্ষা

১। কাফির ও মুশারিকরা কখনো মুসলমানদের কল্যাণকামী হতে পারে না। যারা মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে না তারা কোনো অবস্থায়ই মুসলমানদের বক্তু হতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে যারা-আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মুসলমানদের অকল্যাণকামী-ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বক্তুরে গ্রহণ করে, তারাও মুসলমানদের শত্রু।

২। মুসলমানদের বক্তু ও সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। মুসলমানদের প্রতি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বক্তুরের প্রদর্শনী মুসলমানদের কল্যাণে নয়; বরং তাদের কামনা-তারা যেন মুসলমানদেরকে দীনে হক থেকে বিচৃত করতে পারে। সুতরাং মুসলমানদেরকে সজাগ থাকতে হবে যে, এ প্রচেষ্টা আজও অপরিবর্তিত রয়েছে।

৩। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সামিলিত ষড়বন্ধের মুকাবিলায় ততোদিন পর্যন্ত ক্ষমা এবং উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করতে হবে, যতোদিন না আল্লাহর ফায়সালা কার্যকরী হয়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাহদেরকে কখনো অসহায় ছেড়ে দেবেন না।

৪। কোনো অবস্থায়ই ‘সালাত’ ও ‘যাকাত’ পরিত্যাগ করা যাবে না। দুনিয়া ও আব্দিরাতের কল্যাণ এতেই নিহিত রয়েছে। ঈমানের পরই সালাতের স্থান। এর পরবর্তী স্থান হলো যাকাতের। ইসলামী সমাজের এক্য ও সংহতিও এ দুটো ইবাদতের উপর নির্ভরশীল।

৫। আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পালন না করে জাতীয়তার দোহাই দিয়ে জালাতের আকাঙ্ক্ষা করা অশীক হলে বিভোর হয়ে থাকার শামিল।

৬। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা করা যেতে পারে। আর এর মাধ্যমেই আবিরাতে শংকামুক্ত, নিরুদ্ধেগ ও সুখময় জীবন লাভ সম্ভব।

সুরা হিসেবে রক্তু'-১৪
পারা হিসেবে রক্তু'-১৪
আয়ত সংখ্যা-৯

٥٥٠ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصْرُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرُ لَيْسَ الْيَهُودُ

**১১৩. আর ইয়াহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোনো কিছুর উপরই নেই ;
আর খৃষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরা নেই**

عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلَوُنَ الْكِتَبَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ
কোনো কিছুর উপর ; অথচ তারা সবাই কিতাব পাঠ করে। ১৪৬ এরপ তারা বলে,
যারা জানে না কিছুই

১৪৬. প্রত্যেক নবীর যুগেই ঈশ্বানের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। তবে সৎকর্মের নিয়ম-নীতিতে কিছু পার্থক্য ছিল। এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। তাওরাতের যুগে মুসা (আ)-এর নির্দেশিত কার্যাবলীই ছিল সৎকর্ম। ইনজীলের যুগে তাওরাতসহ ঈসা (আ)-এর নির্দেশিত কার্যাবলীই ছিল সৎকর্ম। আর বর্তমানে কুরআনের যুগে সেসব

وَمِنْ أَظْلَمِ مِنْ مَنْ مُنْعِمٌ مُسْجِلَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرْ فِيهَا أَسْبَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۝ ۱۱۸ ۷۷

১১৮. আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে বাধা দেয় আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্বরণ করতে এবং তা খৎস করতে চেষ্টা করে ?

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حُزْنٌ

এসব শোকের জন্য তাতে (মসজিদে) প্রবেশ করা বিধেয় ছিল না ভীত-সন্ত্রন্ত হওয়া ব্যর্তীত ;^{১৪৯} তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা,

مَنْعٌ ; তার চেয়ে ; বড় যালেম ; مَنْ+من)- مَنْ ; -কে ; -বড় যালেম ; -أَظْلَمُ ; - (من+من)- مَنْ+من) - (ان+يذكر)- أَنْ يُذْكُرَ -اللَّهُ -مَسْجِدٌ ; -بাধা দেয় ; -مَسْجِدٌ ; -স্বরণ করতে -أَسْبَهُ ; - (ফি+হা)- أَسْبَهُ ; -এবং ; - (ফি+হা)- তাঁর নাম ; -فِي خَرَابِهَا -চেষ্টা করে ; -أُولَئِكَ ; -এসব ; - (ফি+খৎস)- لَهُمْ - (ল+হم)- তাদের জন্য ; - (মা+কান)- كَانَ - (ان+)- أَنْ يَدْخُلُوهَا ; - (ل+হم)- لَهُمْ - (ল+হم)- তাদের জন্য প্রবেশ করা ; لَا-ব্যর্তীত, ছাড়া ; خَائِفِينَ ; -ভীত-সন্ত্রন্ত হওয়া ; لَهُمْ (يدخلو+হা তাতে প্রবেশ করা) ; - (فি+ال+دنিা)- فِي الدُّنْيَا - (ল+হম)- خِزْنٌ ; - (فি+ال+دنিা)- فِي الدُّنْيَا -লাঞ্ছনা;

কার্যাবলী সৎকর্ম হওয়ার যোগ্য যা শেষ নবী হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী এবং তৎকর্তৃক আনীত আসমানী এষ্ট কুরআন মাজীদের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

১৪৭. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো, তারা উভয় সম্প্রদায়ের বক্তব্যই মুশরিক আরবদের মতোই মূর্খতাসূলত, যাদের আসমানী কিতাব সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই।

১৪৮. কুরআন মাজীদে ইয়াহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ আহলে কিতাবদের মতবিরোধ ও সে সম্পর্কে আল্লাহর ফায়সালা উপ্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও এমন ভুল বুঝাবুঝিতে লিঙ্গ না হয় যে, আমরা তো বংশানুক্রমে মুসলমান। অফিস-আদালতে সর্বত্র আমাদের নাম মুসলমানদের তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে। আমরা নিজেরাও মুখে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করি। সুতরাং নবী (স)-এর সাথে ওয়াদাকৃত জান্নাত ও সকল পুরক্ষার আমাদেরই প্রাপ্য। আর এ ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা হলো, ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে সৎকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে ইয়াহুদীরা যেমন তাওরাতের অনুসারী বলে দাবি করতে পারে না, তদুপ খৃষ্টানরাও সৎকর্ম বিমুখ হয়ে ইনজীলের অনুসারী বলে দাবি করতে পারে না তাই তাওরাত ও ইনজীল ওয়াদাকৃত সৎকর্মের প্রতিদানে জান্নাত পাওয়ারও তারা যোগ্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে তোমরা মুসলমানরাও ঈমান ও সৎকর্ম বিমুখ হয়ে এবং

وَلَمْ يَرِيْدُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابَ عَظِيمٍ^{٥٦} وَإِلَهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ^{٥٧}

ଆର୍ ଆଖିଗାତେ ତାଦେଇ ଜନ୍ୟ ରହେଛେ ସହାଶାନ୍ତି ।

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহুরই।

فَإِنَّمَا تُولِّوْا فَتَرْوَجِهِ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهَ

অতএব যেদিকে তোমরা মুখ ফিরাও সেদিকেই আশ্চর্য চেহারা (বিরাজমান),^{১৫০}

^{১১৬} আর তারা বলে, আল্লাহ গ্রহণ করেছেন

କୁରାନ ଓ ରାସ୍ତେର ଶିକ୍ଷାର କୋନୋ ତୋଯାଙ୍କା ନା କରେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ମୁସଲିମ ଆବାସ ଭୂମିତେ ଜନ୍ମହଣ ଓ ମୁଖେ ମୁଖେ ମୁସଲିମାନ ହେୟାର ଦାବି କରେଇ ତୋମରା ମୁସଲିମାନ ଥାକତେ ପାରୋ ନା ; ଆର ପ୍ରତିଦାନେ ଜାଗାତ ପାଓ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ହତେ ପାରୋ ନା ।

୧୪୯. ଅର୍ଥାଏ ଏସବ ଲୋକ ତୋ ଦିନି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମସଜିଦ-ମାଦ୍ରାସମୂହେ ପ୍ରବେଶେର ଅଧିକାରଓ ପେତେ ପାରେ ନା ; ଦିନି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୁତ୍ତାଓୟାଲୀ ବା ଅଭିଭାବକ ହେଁଯା ତୋ ଦୂରେର କଥା । ଦିନି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମୂହେର ମୁତ୍ତାଓୟାଲୀ ହବେ ଯୁମିନ ଓ ଆଲ୍ଲାହଭୀରୁ ଲୋକେରା, ଯାତେ ଏସବ ଫାସେକ-ଫାଜେର ଲୋକ ଯଦି ସେଖାନେ ଗିଯେଓ ଥାକେ, ତବେ ଭୀତ-ସନ୍ତ୍ରନ୍ତ ଥାକବେ ଯେ, ଏଖାନେ ମନ୍ଦ କାଜ କରାର ସତ୍ୟ କରଲେ ଶାନ୍ତି ପେତେ ହେବେ । ଏଖାନେ ମଙ୍କାର କାଫିରଦେର ଅଭ୍ୟାଚାରେର ଦିକେ ସୂଞ୍ଜ ଇଂଗିତ କରା ହେଁବେ ଯେ, ତାରା ନିଜ ସମ୍ପଦାଯେର ସେସବ ଲୋକକେ ବାଯତ୍ତାଯା ଆସତେ ବାଧା ଦିଯେଛିଲ, ଯାରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲ ।

୧୫୦. ଅର୍ଥାଏ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓ ପଞ୍ଚମାଞ୍ଚଳ ସବଇ ଆଲ୍ଲାହର । ତିନି ସକଳ ଦିକ ଓ ସକଳ ହାନେର ମାଲିକ । ତିନି କୋଣେ ହାନେର ଗଣିତେ ସୀମାବନ୍ଧ ନନ । ତାଇ ତା'ର ଇବାଦାତେର ଜନ୍ୟ କୋଣେ ହାନ ନିର୍ଧାରଣ କରାର ଅର୍ଥ ଏ ନୟ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ମେଘାନେ ବା ମେଦିକେ ଅବହାନ କରେନ । ଆର ଏଠା ନିଯେ ବିତରକ କରାର ଓ କୋଣେ ଅବକାଶ ନେଇ ଯେ, ତୋମରା ପୂର୍ବ ଯେଦିକେ ଫିରେ ଇବାଦାତ କରତେ, ଏଥନ ତା କେନ ବଦଳେ ଫେଲେଛୋ ?

୧୫୧. ଅର୍ଥାଏ ଆଲ୍ଲାହ କୋନେ ସ୍ଥାନେର ମଧ୍ୟେ ଶୀମାବନ୍ଧ ନନ । ତିନି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର,
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନନ, ଯେମନ ତୋମରା ନିଜେର ଉପର ଅନୁମାନ କରେ

وَلَدَ أَسْبَحْنَاهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قُنْتُونَ ○
সম্ভান। তিনি অতি পবিত্র; বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর;
সবকিছুই তাঁর অনুগত।

○ بَلْ يَعْلَمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○
১১৭. (তিনি) উজ্জ্বারক আকাশমণ্ডল ও ভূমগুলের, যখন তিনি কোনো বিষয়ের
সিদ্ধান্ত নেন তখন অবশ্যই সেটিকে বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

○ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَكْلِمَنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِنَا أَيْمَانُهُ كُلُّ لَكَ قَالَ الَّذِينَ
১১৮. আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন
না; কিংবা কেন আমাদের নিকট কোনো নির্দশন আসে না ১৫২ এরপ্রভাবে বলতো

সম্ভান; - سَبَخْنَةٌ - (سبحن+ه)- بَلْ - بَلْ - تাঁর জন্য ;
- الْأَرْضُ - ي-م-ي-নে - (فـ+الـ+سموت)- فـي السـمـوت ;
- السـمـوت ; - سـবـকিছুই ; - تـা~র ; - كـلـ ;
- آمـرـ (وـ+اـذـ)- وـاـذـ - الـভـূ~ম~গ~ু~ল~ে~র~ ; - وـ - (الـ+سموت)
তখন (فـ+انـ+ماـ)- فـائـنـاـ ; - أـمـرـ - قـضـيـ - তিনি সিদ্ধান্ত নেন ;
অবশ্যই ; - তিনি বলেন ; - كـنـ - হـযـে~ যـা�~ও~ ; - يـقـوـلـ ;
لـা~عـلـمـু~ন~ ; - য~া~র~া~ ; - قـالـ ; - وـ - آـمـرـ (يـকـلـمـنـاـ) ;
কেন কথা বলেন না তারা ; - لـوـلـা~يـকـلـمـنـا~ - (লـوـلـা~+يـকـلـمـنـا~) ;
আমাদের সাথে ; - آـلـلـهـ ; - آـلـلـهـ ; - آـمـرـ ; - آـمـرـ ;
আমাদের নিকট ; - كـذـلـكـ ; - এ~র~প~ ; - বـলـতـো~ (ত~া~র~) ;
- الـذـيـنـ ; - য~া~র~া~ ;

ধারণা করে রেখেছো। বরং তাঁর প্রভৃতি বিশাল-বিস্তৃত এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও দয়া-
অনুগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক। আর তিনি এও জানেন যে, তাঁর কোন বান্দা কখন কি
নিয়তে তাঁকে অবরুণ করে।

১৫২. তাদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ হয়তো নিজে এসে বলবেন যে, এটা আমার
কিতাব, এটা আমার বিধি-বিধান; তোমরা এটার অনুসরণ-অনুকরণ করো। অথবা
তিনি এমন কোনো নির্দশন আমাদেরকে দেখাবেন যাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে,
মুহাম্মাদ (স) যা কিছু বলছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত।

○ منْ قَبِيلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهُتْ قُلُوبُهُمْ قُلْ بَيْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ

তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের কথার মতো ;^{১৪০} তাদের অন্তর একই রকম। নিচয় আমি নির্দেশনাবলী সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।^{১৪১}

○ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ اسْبَاحِ الْجَنِّيْرِ

১১৯. নিচয় আমি আপনাকে সত্য দীনসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।^{১৪২} আর আপনি জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

(قول+هم)- قَوْلِهِمْ ; -مثلك- مِثْلَهِمْ (من+قبل+هم)- مِنْ قَبِيلِهِمْ
 তাদের পূর্ববর্তীরা ; قُلُوبُهُمْ - تَشَابَهُتْ ; একই রকম (সাদৃশ্য রাখে) ;
 তাদের অন্তর ; أَيْتِ - بَيْنَا ; -আমি সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি ;
 অ(+) - أَنْ - نিচয় ; -আমি সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি ()^{১৪১} - أَنْ - نিচয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ;
 - نَذِيرًا ; - و' - بَشِّيرًا ; سত্য দীনসহ - سুসংবাদদাতা ;
 - و' - آর ; - لَتُسْأَلُ - অন্তর প্রদর্শনকারী হিসেবে ;
 - عن - আর ; - آপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না ;
 - سَمْكَكَ - أَصْبَحَ الْجَنِّيْرِ - জাহান্নামবাসীদের (اصبح+ال+جني) - أَصْبَحَ الْجَنِّيْرِ - জাহান্নামবাসীদের।

১৫৩. অর্থাৎ আজকের যুগের গোমরাহ-পথভূষণ লোকেরা এমন কোনো নতুন অভিযোগ ও দাবি উত্থাপন করেনি, যা আগেকার যুগের পথভূষণরা উত্থাপন করেনি। প্রাচীনকালের পথভূষণরা যেসব অভিযোগ ও দাবী করতো, আধুনিক যুগের পথভূষণদের অভিযোগ ও দাবির মেঘাজ-প্রকৃতি একইরূপ। বারংবার একই ধরনের সংশয়, অভিযোগ ও দাবিই উত্থাপিত হয়ে আসছে।

১৫৪. অতপর এখানে বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তোমাদের রিসালাত ও দাওয়াতের সত্যতা সংশ্লিষ্ট সেখানে তার সত্যতার প্রমাণ বিস্তৃত দিগন্ত, তাদের নিজ সত্তা, আকাশমণ্ডলী, যমীন, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রত্যেক দিক ও বিভাগের মাধ্যমে আমি কুরআন মাজীদে বর্ণনা করে দিয়েছি। এসব প্রমাণাদি এমনই সুম্পষ্ট যে, এর পরে আর কোনো নির্দেশন ও মূজিয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এসব দলীল-প্রমাণ তাদের জন্যই ফলপ্রসূ যারা দৃঢ় বিশ্বাস করতে আগ্রহী। আর যারা এতে আগ্রহী নয় তাদেরকে দুনিয়ার কোনো প্রমাণ পেশ করেও বিশ্বাসী করা সম্ভব নয়। এসব লোক তো স্বচক্ষে শাস্তি দেখেও ঈমান আনে না, যদি আল্লাহর আয়াত তাদের কোমরও ডেঙ্গে দেয়।

১৫৫. অর্থাৎ অন্যান্য নির্দেশন তোমরা কি দেখতে চাও যে ? সবচেয়ে উজ্জ্বল নির্দেশন তো মুহায়দ (স)-এর ব্যক্তিসত্তা। তাঁর নবুওয়াতপূর্ব অবস্থা, তিনি যে দেশে

وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّى تَتَبْعَثِ مِلْتَهْمِمْ قُلْ إِنَّ هَذِي

১২০. আর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আপনার প্রতি কখনও সম্মুট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দীনের আনুগত্য করেন। ১৫৩ আপনি বলে দিন, নিচ্য যা নির্দেশ করেন

اللَّهُ هُوَ الْهَدِيٌّ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُرْ بَعْلَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْغَيْرِ

আল্লাহ, তাই একমাত্র সরল-সঠিক পথ। আর আপনার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তারপরও আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন,

الْيَهُودُ ; -আর -لَنْ تَرْضِيَ ; -عَنْكَ ; -أَهْوَاءَ هُرْ بَعْلَ ; -الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْغَيْرِ ;
 حَتَّىٰ ; -ও ; لَا ; -وَ ; -না ; -এ ; ইয়াহুদী(ال+ন্সরি)-الْنَّصْرَى ;
 -যতক্ষণ না ; -আপনি আনুগত্য করেন ; -مِلْتَهْمِمْ -تَسْبِعَ ;
 -ত্রুটি ; -আপনি বলুন ; -هَدِيَ اللَّهِ -هَدِيَ اللَّهِ - হেডী আল্লাহ যা নির্দেশ করেন ; -আর -وَ ; -তা-ই -هُوَ ;
 একমাত্র সরল-সঠিক পথ ; -أَهْوَاءَ هُرْ بَعْلَ -الْهَدِيٌّ ;
 আপনি অবশ্য যদি -أَتَبَعْتَ -আপনি অনুসরণ করেন ; -أَهْوَاءَ هُرْ بَعْلَ -অবশ্য যদি -আপনার
 তাদের খেয়াল-খুশীর ; -جَاءَكَ -অনুসরণ করেন ; -الَّذِي جَاءَكَ -আপনার
 নিকট এসেছে -مِنَ الْغَيْرِ -জ্ঞানের ;

ও যে জাতির মধ্যে জন্মাত্ত করেছেন তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছেন ও চালিশ বছর জীবন-যাপন করেছেন, অতপর নবুওয়াত লাভ করে মহান কার্যাবলী সম্পাদন করেন—এসবই এক একটি সুস্পষ্ট ও অভ্যুজ্জ্বল নির্দর্শন, যার পরে আর কোনো নির্দর্শনের প্রয়োজন থাকে না।

১৫৬. অর্থাৎ আপনার প্রতি এদের অসম্মুষ্টির কারণ এ নয় যে, তারাই প্রকৃত সত্যের অনুসারী, আর আপনি সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেননি। বরং তাদের অসম্মুষ্টির কারণ হলো, আপনি আল্লাহর নির্দর্শন ও তাঁর দীনের সাথে তাদের মতো দিমুখী ও প্রতারণামূলক আচরণ কেন করেননি ? আল্লাহ পূজার অন্তরালে কেন তাদের মতো আত্মপূজায় লিঙ্গ হননি ? কেন আপনি দীনের বিধি-বিধানকে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে তাদের মতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার দুঃসাহস দেখাননি ? কেন আপনি তাদের মতো প্রদর্শনীমূলক আচরণ, ছল-চাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নেননি ? সুতরাং আপনি তাদের সম্মুষ্ট করার প্রয়াস ছেড়ে দিন। কেননা যতোক্ষণ না আপনি তাদের রং-এ নিজেকে রঞ্জিত করবেন, তারা নিজেদের ধর্মের সাথে যে আচরণ করেছে ও করছে, আপনিও আপনার দীনের সাথে সেৱন আচরণ না করবেন এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপারে তাদের ভ্রষ্ট নীতি-অনুসরণ না করবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনার প্রতি সম্মুষ্ট হবে না।

مَالِكَ مِنْ أَلْهِمْ وَلِيٌ وَلَا نَصِيرٌ^{١٢١} الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَتَلَوُنَهُ حَقَّ
তবে কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে আপনার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হবে না । ১২১. আমি যাদের কিতাব
দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা তার হক আদায় করে পাঠ করে

تَلَوَّهُ أُولَئِكَ يَرْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفِرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ^{١٢٢}
তা পাঠ করার মতো, তারাই তাতে বিশ্বাস করে ।^{১২২} আর যারা তার (আল্লাহর
কিতাবের) সাথে কুফরী করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত ।

মালিক (من+الله)- من الله ; من الله (ما+لك)- مالك কেউ হবে না আপনার পাকড়াও
থেকে (و+لا+نصير)- ولا نصير ; (من + ولی)- من ولی আর না
সাহায্যকারী (اتينا+هم)- أتبئهم ; الذين^{১২৩} - الذين^{১২৩} (ال+كتب)-
الكتب ; (اتينا+هم)- أتبئهم ; الذين^{১২৩} - الذين^{১২৩} আমি দিয়েছি ;
কিতাব (ال+كتب)-
করে ; حَقَّ - হক আদায়
করে ; يَتَلَوَّهُ - تলোন ;
তা পাঠ করার - تارাই -
যুম্নুন - يرمون ;
- تلَوَّهُ - تلَوَّهُ -
- فَأُولَئِكَ - তার সাথে ;
- بِهِ - আর ;
- تَلَوَّهُ - তাতে ;
- تَلَوَّهُ - তারাই (এমন লোক) - هُمُ الْخَسِرُونَ ;
হম+ال+خسرون - হম+ال+خسرون যারা ক্ষতিগ্রস্ত ।

১৫৭. এ আয়াতে আহসে কিতাব তথা ইয়াছন্দী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার সংলোকনের
প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে তাদের প্রতি
নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করেছে। আর সেজন্য তারা এ কুরআন শুনে
অথবা অধ্যয়ন করে এর উপর ঈমান আনয়ন করেছে।

১৪শ কুরু' (আয়াত ১১৩-১২১)-এর শিক্ষা

১. ঈমানের দাবি অনুযায়ী সৎকর্ম না করে শুধুমাত্র মুখে মুখে ঈদানদার হওয়ার দাবি
গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমানের দাবি গৃহীত না হলে তার বিনিময়ে দুনিয়া ও আবিরাতের কল্যাণ
পাওয়ারও কেনো আশা নেই।

২. আল্লাহর ঘরের অভিভাবক তারাই হতে পারে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। আল্লাহ, রাসূল ও
ইসলাম বিরোধী কেনো লোকের দীনী প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হওয়া তো দুরের কথা, সেখানে
প্রবেশের অধিকার পেতে পারে না।

৩. আজকের বিশ্বে মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অঙ্গুরতা ইসলামের ফলে নয় ; বরং ইসলাম থেকে
বিচ্ছিন্ন ফলে, আর কাফির মুশরিকদের জাগতিক উন্নতি প্রাচুর্য ও তাদের কুফরের ফল নয় ;
বরং জাগতিক উন্নতির পেছনে তাদের পরকাল বিমুক্ত নিরলস প্রচেষ্টাই তাদেরকে জাগতিক
উন্নতির চরমে পৌছতে সাহায্য করেছে।

৪। শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ের। বায়তুল মুকাবাস, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর অবমাননা যেমনি বড়ো মূল্য, তেমনি অন্যান্য মসজিদের ব্যাপারেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে উল্লেখিত তিনটি মসজিদের মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে ছীকৃত।

৫। মসজিদে সালাত, যিকির ও দীনি আলাপ-আলোচনায় বাধা-প্রতিবন্ধকতার যতো পথ-গঙ্গা বা উপায় হতে পারে তার সবই নিষিদ্ধ। যেমন, মসজিদে গমন করতে, সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান অথবা মসজিদে হট্টগোল করে বা আশেপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকিরে বিষ্ণ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

৬। রাত্রির অক্ষকারে দিক নির্ণয় কঠিন হলে এবং কিবলা বলে দেয়ার লোক না থাকলে সালাত আদায়কারী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে সেদিকই তার কিবলা বলে গণ্য হবে এবং সালাত শেষ করার পর তার কিবলা ভুল বলে প্রামাণিত হলেও তার সালাত গুরু হয়ে যাবে। সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

৭। আল্লাহ, রাসূল ও আব্দিরাত ইত্যাদির উপর ঈমান গ্রহণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কোনো নির্দর্শনের প্রয়োজন নেই। আমাদের নিজের সত্তা, পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আসমান-যমীন-এর স্থিতি ইত্যাদিতে যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়িয়ে আছে। এতোসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ঈমান ও সৎকাজের বিপক্ষে কোনো অভ্যুত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বক্তু হতে পারে না। কারণ মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে তাদের সাথে এক কাতারে শাখিল হওয়া ছাড়া তাদের সম্মুক্তি করা সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হতো, আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নিষেধ করতেন না। বর্তমান যুগেও এ নীতিই সারা পৃথিবীতে প্রযোজ্য। এ যুগের মুশারিকরা ও চায় যে, ‘মুসলমানরা তাদের মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে তাদের যতো মুশারিক হয়ে যাক।’ যারাই তাদের এ যন্ত্রণারের সাথে একমত হতে পারছে না তাদের বিরুদ্ধে চলছে নির্যাতন ও নিপিড়ন। ইক ও বাতিলের এ সংগ্রাম চিরস্মুল, এটাই হকের হক হওয়ার প্রমাণ।

সূরা হিসেবে রুক্ত'-১৫

ପାରା ହିସେବେ ଝମ୍କୁ' -୧୫

ଆମ୍ବାତ ସଂଖ୍ୟା-୮

۱۰۴) يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُر وَانْعَمْتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضْلَتُكُمْ

୧୨୨. ହେ ବନୀ ଇସରାଈଲ । ୧୦୮ ତୋମରା ଆମାର ସେଇ ନିୟାମତକେ ଶ୍ଵରପ କରୋ, ଯା ତୋମାଦେବରକେ ଆମି ଦାନ କରେଛି । ଆର ଆମି ଅବଶ୍ୟକ ତୋମାଦେବରକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କରେଛି

نَفْعَتِي ؛ هَذِهِ بَنْوَى ؛ إِسْرَائِيلُ - تَوْمَرَا أَذْكُرُوا ؛ اشْرَاءٌ - يَسْنِي ۝
 عَلَيْكُمْ ; آمِي دَانَ كَرِهِي ; الْتَّيْ - أَنْعَمْتُ ؛ يَا - آمِي نِيَّارَمَتْ (نِعْمَةٌ + يِ) -
 فَضْلُكُمْ ; آمِي أَبْشَرَهِي (أَنْ + يِ) - أَنْيِي ؛ وَ - آرَأَيْ - تَوْمَادِرَكَهِ (عَلَى + كِمْ) -
 تَوْمَادِرَكَهِ شَرْقَتْ دَانَ كَرِهِي ؛ فَضْلُكُمْ + كِمْ)

১৫৮. এখান থেকে অপর একটি বক্তব্য আরম্ভ হয়েছে। তা সঠিকভাবে বোঝার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন :

(ক) হ্যারত নৃহ (আ)-এর পর প্রথম হ্যারত ইবরাহীম (আ) নবী যাঁকে আল্লাহ তাআলা তৎকালীন বিশ্বে ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, তিনি প্রথমতঃ ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীন থেকে মরু-আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের পর বছর করে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য তথা ইসলামের দিকে ডাকতে থাকেন। এ দাওয়াতী কাজকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। জর্ডানের পূর্বাঞ্চলে আপন ভাতিজ্ঞা হ্যারত লৃত (আ)-কে নিযুক্ত করেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে নিযুক্ত করেন পুত্র ইসহাক (আ)-কে এবং আরব অঞ্চলে নিযুক্ত করেন জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল (আ)-কে। এরপর আল্লাহ নির্দেশ দেন কা'বা ঘর নির্মাণের জন্য এবং সেমতে তিনি কা'বা ঘর নির্মাণ করে তাকে বিশ্বমসজিদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেন।

(খ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশ থেকে দুটো শাখা বের হয়—একটি শাখা হলো ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর যারা আরবেই বাস করতো। কুরাইশ গোত্রসহ অপর কয়েকটি গোত্র এ শাখার অন্তর্ভুক্ত। যেসব আরব গোত্র বংশগত দিক দিয়ে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, তাঁর দাওয়াতে তারাও প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতো।

দ্বিতীয় শাখা ছিল হ্যরত ইসহাক (আ)-এর বংশধরদের যারা তাঁর পুত্র নবী ইয়াকুব (আ)-এর পর থেকে 'বনী ইসরাইল' নামে ব্যাপ্ত হয়। এ শাখায় যখন অবনতি ও অবক্ষয় দেখা দেয় তখন প্রথমে ইয়াহুদীবাদ এবং অতপর খৃষ্টবাদ জন্মাত করে।

(গ) হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর মূল কাজ ছিল মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হিদায়াত অনুসরণে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠন করা। আর এ খিদমতের জন্যই তাঁকে তৎকালীন বিশ্বের নেতৃ মনোনীত করা হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বের এ দায়িত্ব তাঁর বংশধরদের মধ্যে ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার উপর এসে পড়ে, এদেরকেই বনী ইসরাইল বলা হয়। এ শাখাতেই আবিয়ায়ে কেরাম জন্মাত করতে থাকেন; এ বংশধারাকেই সঠিক পথের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। বিশ্বের জাতিসমূহকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য এদেরকেই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এটাই ছিল সেই নিয়ামত যে সম্পর্কে আল্লাহ বারবার এ বনী ইসরাইলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এরাই হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর সময় বাযতুল মাকদাসকে কেন্দ্র বানিয়েছে। আর এজন্যই যতোদিন তারা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, বাযতুল মাকদাসই ছিল আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কেন্দ্রভূমি আল্লাহর বান্দাদের কিবলা।

(ঘ) ইতিপূর্বেকার দশটি রূক্তিতে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে তাদের ইতিহাসখ্যাত অপরাধসমূহ এবং কুরআন নাখিলের সময়কাল তাদের অবস্থা যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাদেরকে এও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার দেয়া সেই নিয়ামতকে চূড়ান্ত অবমূল্যায়ন করেছো। তোমরা শুধু এতটুকুই করোনি যে, নেতৃত্বের হক আদায় করা ছেড়ে দিয়েছো; বরং নিজেরাও হক তথা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছো। আর এখন তোমাদের মধ্যকার নিভান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া তোমাদের পুরো জাতিই নেতৃত্বের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে।

(ঙ) অতপর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, ইমামত ইবরাহীম (আ)-এর বীর্যের মীরাসী সম্পত্তি নয়; বরং তা সত্যিকারের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর ফল। যেহেতু তোমরা নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ভুলে যাওয়ার ফলে নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছো, তাই তোমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

(চ) সাথে সাথে ইশারা-ইঁহাগিতে এটা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব অ-ইসরাইলী সম্প্রদায় মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের সম্পর্ক ইবরাহীম (আ)-এর সাথে জুড়ে নিয়েছে, তারাও ইবরাহীম (আ)-এর মত ও পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়েছে। আর মুশ্রিক আরবরাও এ থেকে বাদ নেই, যারা ইবরাহীম ও ইসরাইল (আ)-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে অহঙ্কার করে বেড়ায়। তারা শুধুমাত্র জন্ম ও বংশসূত্র নিয়েই বসে আছে, অথচ

عَلَى الْعَلِمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا

বিশ্ববাসীর উপর। ১২৩. আর তোমরা সেই দিনের ভয় করো (যেদিন) এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে কোনো উপকার পাবে না, আর না গ্রহণ করা হবে তার থেকে

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذَا بَتَّلَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ

কোনো বিনিময় এবং ফলপ্রসূ হবে না তার কোনো সুপারিশ, আর না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ১২৪. আর (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীমকে পরীক্ষা করলেন তার প্রতিপাদক

- أَنْفُوا ; - عَلَى - তোমরা - উপর ; ১২৩ (ال+علمين)- الْعَلِمِينَ ; - آর ; - سেই দিনের ; - نَفْسٌ - উপকার পাবে না ; - এক ব্যক্তি ; - أَنْفُسٌ - অন্য ব্যক্তি ; - كোনোক্রম ; - آর ; - عَنْ - থেকে ; - شَيْئًا - কোনোক্রম ; - آর ; - عَنْ - থেকে ; - لَا تَنْفَعُهَا - এবং ; - عَدْلٌ ; - কোনো বিনিময় ; - آর ; - لَا + تَنْفَعُهَا - ফলপ্রসূ হবে না তার ; - شَفَاعَةٌ - কোনো সুপারিশ ; - آর ; - لَا هُمْ - সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ১২৪ - آর ; - ذا-যখন ; - إِبْلَى - না তারা ; - يُنْصَرُونَ - সাহায্যপ্রাপ্ত ; - (لا + هم) - পরীক্ষা করলেন ; - إِبْرَاهِيمَ - (رب + هم) - তার প্রতিপাদক ;

ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর আদর্শের সাথে বর্তমানে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। তাই তাদের মধ্যেও কেউ নেতৃত্বের যোগ্য নয়।

(ছ) অতপর বলা হচ্ছে, এখন আমি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের দ্বিতীয় শাখা বনী ইসমাইলের মধ্যে সেই রাসূলকে প্রেরণ করেছি যার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ) দোয়া করেছেন। এ রাসূলের পথেও তাই যা ছিল ইবরাহীম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও ইসহাক (আ) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের পথ। এখন নেতৃত্বের যোগ্য তারাই হবে যারা এ রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করবে।

(জ) নেতৃত্বে পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণাও কার্যক্রম ছিল। যতোদিন বনী ইসরাইলের নেতৃত্বের যুগ ছিল ততোদিন বাযতুল মাকদাস-ই দাওয়াতের কেন্দ্র ছিল, আর সেটাই ছিল সত্যপঞ্চাদের কিবলা। হয়রত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীদের কিবলাও সেই সময় পর্যন্ত বাযতুল মাকদাসই ছিল। অতপর যখন বনী ইসরাইলকে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই বাযতুল মাকদাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব ঘোষণা করা হলো যে, এখন থেকে সেই স্থানই দীনে ইলাহীর কেন্দ্র হবে যেখান থেকে এই রাসূলের দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। যেহেতু ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের কেন্দ্রও শুরুতে সেটাই ছিল, তাই আহলে কিতাব ও মুশরিকদেরও এটা

بِكَلِمَتٍ فَاتَّهُمْ قَالَ أَنْتِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذِرِّيَّتِي

কয়েকটি ব্যাপারে, ১৯৫০ তখন সে তা পূর্ণ করলো। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে মানবজ্ঞানির জন্য নেতা বানাবো। সে বললো, আমার বংশধর থেকেও?

قَالَ لَا يَنْأِي عَمَلُ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا

**তিনি (আব্দুল) বলেন, আমার অঙ্গীকার যালিয়দের পর্যন্ত পৌছাবে না। ১৩০ ১২৫. আর (স্বরূপ করো) যখন আমি
ক'বা ঘরকে মাঝেরে জন্য মিলনহীল ও নিরাপদহীল করেছিলাম**

তখন সে (ف + ام + هن) - فَأَتْهُنْ ; (ب+كلمت) - بِكَلْمَتٍ
 جَاعِلُكَ - تিনি (আল্লাহ) বললেন ; ائِي - ئَيْ ; قَالَ - قال ;
 مُرْجِعَكَ - মানবজাতির জন্য ; لِلنَّاسِ - اللناس - (جاعل+ك)-
 إِمَامًا - আমার বংশধর ; لِإِلَّا - নেতা ; قَالَ - قال ;
 -آمَارَ - (زيرية+ي)-ذِرَيْتَ ; وَمَنْ - থেকেও ; قَالَ - قال ;
 -নেতা ; -آমার বংশধর ; لِإِلَّا - পৌছবে না ; عَهْدِي -
 -তিনি বললেন ; أَعْهَدْتُ - (عهد+ي)-عَهْدِي ; الظَّلْمَيْنِ -
 -আমার অঙ্গীকার ; يَعْلَمُ - যালিমদের পর্যন্ত । ١٢٥ - آرَ -
 -আমি করলাম ; جَعَلْنَا - جعلنا ; يَأْتِي - আর ; يَأْتِي - (ال+ظلمين)-
 مَانِعَهُ - মানুষের জন্য ; لِلنَّاسِ - اللناس - (ال+بيت) - الْبَيْت
 -এবং ; امَّا - نিরাপদস্থল ;

মেনে নেয়া ছাড়া গত্যগ্রহ নেই যে, কিবলা হওয়ার অধিক হক কা'বারই রয়েছে। তবে হককে হক জেনেও যাবা হঠকারিতা করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তাদের কথা ভিন্ন।

(ସାହୁ) ମୁହାମ୍ମଦ (ସ)-ଏର ଉତ୍ତର ନେତୃତ୍ବ ଏବଂ କା'ବାର କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାର କଥା ଘୋଷଣା କରାର ପରପରାଇ ଆଶ୍ରାହ ତାଆଳା ଉନବିଂଶ ରମ୍ଜୁ' ଥେବେ ସୂରା ବାକାରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଦେରକେ ସେବବ ହିନ୍ଦୀଯାତ ଦାନ କରେଛେ ଯାର ଉପର ଆମଲ କରା ତାଦେର ଏକାନ୍ତରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ।

১৫৯. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে যেসব কঠিন পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে যেসব কঠিন পরীক্ষায় উভীর্ণ হয়ে ইবরাহীম (আ) নিজেকে মানবজাতির ইমাম ও পথপ্রদর্শক হওয়ার যোগ্য বলে প্রমাণ করেছেন। যখন থেকে তাঁর কাছে সত্য সুস্পষ্টকরণে প্রতিভাত হয়েছে তখন থেকে নিয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পুরোজীবনটাই ছিল কুরবানী আর কুরবানী। পৃথিবীতে যেসব জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে তার কোনো একটি জিনিস এমন নেই যে, তিনি তা কুরবানী করেননি। আর পৃথিবীতে যেসব বিপদাগদকে মানুষ ভয় করে, তার কোনো একটি বিপদও এমন নেই যে, তিনি সত্যের খাতিরে তার মথোমধি হননি।

১৬০. অর্ধাং এ অঙ্গীকার তোমার বংশধরদের সেই অংশের জন্য যারা নেককার।
তাদের মধ্যে যারা অভ্যাচারী তাদের জন্য এ অঙ্গীকার নয়। এখানে ‘যাশেষ’ দ্বারা শুধু

وَاتَّخِذْ وَاصْ مَقَامَ إِبْرِهِمَ رَسُولَ إِسْمَاعِيلَ

আর (বলেছিলাম) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে
নাও ; আর নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম ও ইসমাইলকে,

أَنْ طَهِّرَا بَيْتَى لِلْطَّائِفَيْنَ وَالْعَكِيفَيْنَ وَالرُّكْعَ السُّجُودُ وَإِذْ قَالَ

তারা উভয়ে যেন আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রূকু-

সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখে । ১৬১ ১২৬. আর যখন বলেছিল

إِبْرِهِمَ رَبِّ أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا وَأَرْزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرَتِ مِنْ أَمْنِ

ইবরাহীম, হে আমার প্রতিপালক ! এ শহরকে আপনি নিরাপদ করুন এবং এর
অধিবাসীদেরকে রিযিক দান করুন ফলমূল দিয়ে যারা ঈমান এনেছে

-আর (من+مقام)- منْ مُقَامٌ - اتَّخِذُوا - تোমরা বানিয়ে নাও ; وَ- عَهْدَتَا - দাঁড়ানোর
স্থানকে ; وَ- إِبْرِهِمَ - নামাযের স্থান হিসেবে ; وَ- أَهْلَهُ - আর ; وَ- إِبْرِهِمَ -
অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (নির্দেশ দান করেছিলাম) ; وَ- إِلَيْ - প্রতি ; وَ- إِبْرِهِمَ -
ইবরাহীম ; وَ- بَيْتَى - তারা উভয়ে পবিত্র রাখে ; وَ- طَهِّرَا - আসুমিল ; وَ-
بَيْتَى - আমার ঘরকে ; وَ- لِلْطَّائِفَيْنَ - তাওয়াফকারীদের জন্য ; وَ-
الْعَكِيفَيْنَ - ইতিকাফকারীদের জন্য ; وَ- الرُّكْعَ - রূকু-কারীদের ;
وَ- السُّجُودُ - সিজদাকারীদের । ১২৬ -আর ; وَ- যখন ; وَ- فَالَّ - বলেছিল ;
- ইবরাহীম - হে আমার প্রতিপালক ; وَ- رَبُّ - হে-এই ; وَ- هَذَا - শহরকে ;
- كَرْمَن - করুন ; وَ- أَجْعَلَ - করুন ; وَ- أَمِنًا - অন্য নিরাপদ স্থান ;
- أَهْلَهُ - আর (হে-এই) ; وَ- أَرْزَقَ - রিযিক দান করুন ; وَ- مِنْ - থেকে ;
- أَمْنَ - যারা ; مِنْ - ফলমূল (হে-এই) ; وَ- الشَّمْرَتِ - শম্রত ;

তাদেরকেই বুঝানো হয়নি যারা মানুষের উপর যুদ্ধ করে ; বরং যারা ন্যায় ও সত্যের
উপর যুদ্ধ করে তাদেরকেও বুঝানো হয়েছে ।

১৬১. পাক-পবিত্র রাখার অর্থ এই নয় যে, তাকে য়লা-আবর্জনা থেকে পরিচ্ছন্ন
রাখবে ; বরং আল্লাহ'র ঘরের মৌলিক পরিচ্ছন্নতা হলো-তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য
কারো নাম উচ্চকিত হবে না । যে ব্যক্তি আল্লাহ'র ঘরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে
মালিক, মাবুদ, প্রয়োজন পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকবে, সে
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ'র ঘরকে অপবিত্রই করবে । অত্র আয়াতে একান্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে

^{٨٥٨} مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَدَّ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ

তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ এবং শৈব দিবসের প্রতি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে কুফরী করবে আমি তাকেও কিছুকাল জীবনোপকরণ দান করবোঃ^{১৭২} অতগুল তাকে ঠেনে দেবো

إِلَى عَنْ أَبِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ^{٤٧} وَإِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ
জাহানামের আয়াবের দিকে; আর তা কতোইনা নিকৃষ্ট বাসস্থান। ১২৭. আর যখন
ইবরাইম কাবা গুহের বুনিয়দ স্থাপন করেছিল

ମୁଶରିକ କୁରାଇଶଦେର ଅପରାଧେର ପ୍ରତି ଇଂଗିତ କରା ହେଯେ ଯେ, ଏ ସାଲିମରା ଇବରାହୀମ ଓ ଇସମାଈଲ ଆଲାଇହିମାସ ସାଲାମେର ବଂଶଧର ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଯାର ଦାବି କରେ ଗର୍ବ-ଅହଂକାର କରେ ବଟେ ; କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ହକ ତୋ ଆଦ୍ୟାଇ କରେ ନା ; ଉପରତ୍ତ ତାର ହକକେ ବିନଷ୍ଟ କରୋ । ସୁତରାଂ ଇବରାହୀମ (ଆ)-ଏର ସାଥେ ଯେ ଅସୀକାର କରା ହେଲିଛି ତା ଥିକେ ବନୀ ଇସରାଈଲ ଯେତାବେ ବାଦ ପଡ଼େଛେ, ତେମନିଭାବେ ବନୀ ଇସମାଈଲେର ମୁଶରିକରାଓ ବାଦ ପଡ଼େଛେ ।

১৬২. হ্যুরত ইবরাহীম (আ) যখন নেতৃত্বের দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন তখন বলা হয়েছিল যে, নেতৃত্বের দায়িত্বের অঙ্গীকার শুধুমাত্র তোমার বংশধরদের মুমিন ও নেককারদের জন্য। যালিমরা এর অস্তর্ভুক্ত নয়। অতপর ইবরাহীম (আ) যখন রিযিক এর জন্য দোয়া করছিলেন তখন আল্লাহর পূর্বের নির্দেশকে সামনে রেখে নিজের মুমিন বংশধরদের জন্যই দোয়া করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দোয়ার জবাবে এ তুল দূর করে দিয়ে বলেন যে, সৎ নেতৃত্ব এক জিনিস এবং পার্থিব রিযিক অন্য জিনিস। সৎ নেতৃত্ব শুধুমাত্র মুমিন ও নেক লোকদের জন্য; কিন্তু পার্থিব রিযিক মুমিন-কাফির সবাইকে দেয়া হবে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে একথা বের হয়ে আসে যে, পার্থিব জীবনে যার রিযিক প্রশংস্ত হবে সে যেমনো এটা মনে না করে যে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট এবং সে-ই নেতৃত্বান্বের যোগ্য।

وَإِسْمِيلُ رَبَّنَا تَقْبَلَ مِنَ الَّذِكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤٥٦ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

ইসমাইল সহ (উভয়ে দোয়া করেছিল) হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি কুল করুন আমাদের (এ প্রয়াস),
নিচয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । ১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদেরকে বানিয়ে দিন

مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذِرِّيَّتِنَا أَمَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَاهُ وَتَبَ عَلَيْنَا

আপনার অনুগত এবং আমাদের বংশধর থেকেও আপনার একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি করুন, ১৩০ এবং দোখিয়ে
দিন আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-নীতি ও আমাদের ক্ষমা করুন ;

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ⑤٥٧ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ

নিচয় আপনি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । ১২৯. হে আমাদের মধ্য থেকে তাদের
কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে আবৃত্তি করবে তাদের কাছে

- তَقْبَلُ ; - আপনি
কুল করুন ; - আমাদের থেকে ; - (রব+না)- رَبَّنَا ; - إِسْمِيلُ ; - وَ
أَنْتَ ; - إِنَّكَ ; - (ان+ك)- (ان+نا)- مِنَ+نا) - مِنَ+نا ; - إِنْتَ ;
- آপনিই ; - (ال+علیم)- الْعَلِيمُ ; - سَمِيعُ ; - السَّمِيعُ ; ১২৮
- آর+نا) - أَرَنَا ; - আর+না) - আমাদেরকে
বানিয়ে দিন ; - অনুগত ; - وَ ; - এবং ; - لَكَ ; - আপনার
ذُرِّيَّتَنَا ; - থেকেও ; - مِنْ ; - এবং ; - مَنَّا ; - مُسْلِمِينَ ;
- لَكَ ; - আমাদের বংশধর ; - أَمَّةً ; - জাতি ; - (ذرية+না)-
- তোমারই ; - مناسك+ ; - مَنَاسِكَنَا ;
- আমাদের দোখিয়ে দিন ; - وَ ; - أَرَنَا ; - আমাদের
ত্ব)- আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-নীতি ; - وَ ; - تَبَ عَلَيْنَا ;
- আমাদেরকে ; - ক্ষমা করুন ; - آমَدَنَا ; - (ان+ك)- إِنَّكَ
- (ال+تَواب)- التَّوَابُ ; - أَنْتَ ; - آপনিই ; - (রব+না)- رَبَّنَا ;
- আর+না) - হে আমাদের প্রতিপালক ; - (রব+না)- رَبَّنَا ; - الرَّحِيمُ
- পরম দয়ালু । ১২৯ - পরম দয়ালু ; - وَ ; - أَرَنَا ; - (فী+হم)- فِيهِمْ
- মুহূর্ত ; - একজন রাসূল ; - رَسُولاً ; - (ফী+হم)- (فِي+هم)- مِنْ+هم
- (عَلَى+هم)- عَلَيْهِمْ ; - (عَلَى+هم)- عَلَيْهِمْ ; - تَلَوَّ عَلَيْهِمْ ;
- তাদের মধ্য থেকে ; - যে আবৃত্তি করবে ; - تَلَوَّ عَلَيْهِمْ ;
- তাদের কাছে ;

১৬৩. সন্তান-সন্ততির প্রতি মায়া-মমতা শুধুমাত্র স্বত্বাবগত ও সহজাত প্রবৃত্তিই নয়;
বরং তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশও বটে । এ আয়াতগুলোই তার প্রমাণ । হযরত
ইবরাহীম (আ) সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট
দোয়া করেছেন, আর এভাবে দোয়া করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছিলেন ।

أَيْتَكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُرْزِكُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আপনার আয়াতসমূহ^{১৬৪} এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত^{১৬৫} এবং তাদের পবিত্র করবে ;^{১৬৬} নিচয় আপনি পরাক্রমশালী প্রজাময়।^{১৬৭}

(- يعلم+هم)-يَعْلَمُهُمُ -أَيْتَكَ - (آيت+ك)-أَيْتَكَ - تাদেরকে শিক্ষা দিবে (ال+كتب)-الْكِتَبُ - ও (ال+حكمة)-الْحِكْمَةُ - কিতাব ; - و (ال+كتب)-الْكِتَبُ - হিকমত ; - এবং (ان+ك)-إِنَّكَ - তাদেরকে পবিত্র করবে ; - يُرْزِكُهُمْ - (ির্জি+هم)-يُرْزِكُهُمْ - ও - এবং (ان+ك)-إِنَّكَ - আপনি ; - آتَ - آتَ - আপনিই ; - أَنْتَ - أَنْتَ - (ال+حَكِيم)-الْحَكِيمُ - অধিকারী ; - أَنْتَ - أَنْتَ - (ال+عَزِيز)-الْعَزِيزُ - প্রভুশালী ; - পরাক্রমশালী প্রজাময়।

১৬৪. তিলাওয়াতের মূল অর্থ অনুসরণ করা। শব্দটি কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। মানব রচিত কোনো গ্রন্থ পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তিলাওয়াত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহর কিতাব অনুসরণের নিয়ত ছাড়া শুধু মৌখিক উচ্চারণ করলে তিলাওয়াতের হক আদায় হয় না। আল্লাহর কিতাব যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সেভাবেই তিলাওয়াত করা আবশ্যিক। নিজের পক্ষ থেকে কোনো শব্দ বা স্বরচিহ্ন পরিবর্ধনের কোনো অবকাশ নেই।

১৬৫. এখানে 'কিতাব' দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব বুঝানো হয়েছে। আর 'হিকমাত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে—সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পূর্ণ হলে অর্থ হবে সকল বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান এবং সুদৃঢ় উজ্জ্বাল। আর অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে বিদ্যমান সকল বস্তুর বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম ; ন্যায় ও সুবিচার ; সত্য কথা ইত্যাদি।

১৬৬. পবিত্র করার অর্থ মন-মানসিকতা, চরিত্র-নৈতিকতা, আচার-অভ্যাস জীবনব্যবস্থা, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়কে পরিশুল্ক করা।

১৬৭. এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার প্রতিউন্নত।

১৫শ কুরুক্ষু' (আয়াত ১২২-১২৯)-এর শিক্ষা

১। মানুষের প্রতি আল্লাহর এমন অসংখ্য নিয়ামত সদা-সর্বদা বর্ষিত হতে থাকে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আর এ নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া জ্ঞাপন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। মানুষকে সেসব নিয়ামতকে শ্রবণ করতে হবে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে।

২। শেষ দিবস তথা বিচার দিবসের কঠিন অবস্থাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। শ্রবণ রাখতে হবে—সেদিন নিজ সৎকর্ম ছাড়া মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, বামী-গ্রী, বক্তু-বাক্তব, আজীয়-হজল, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কারো উপকারে আসবে না। কারো

সুপারিশ, অর্থ-সম্পদ, বিভ-বৈভব কোনো কাজে আসবে না। কারো নিকট থেকেই কোনো প্রকার সাহায্য পাওয়া যাবে না।

৩। আল্লাহর নিকট শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সুস্মদশিতার চেয়ে আকীদাগত ও চরিত্রগত দৃঢ়তার মূল্য অধিক। সুতরাং আমাদেরকে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্রগত দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

৪। আল্লাহর ঘর কা'বা এবং পৃথিবীর যসজিদসমূহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা, যেমন যয়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে, তেমনি আঞ্চিক অপবিত্রতা তথা শিরক, কুফর, দুর্চরিতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-হশ ইত্যাদির কল্পনা থেকেও মুক্ত রাখতে হবে। আর তাই আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করার জন্য যেমন নিজের দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে বাহ্যিক অপবিত্রতা মুক্ত রাখতে হবে, তেমনি অন্তরকেও উপরোক্তিত মন্দ শুণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

৫। সন্তান-সন্ততির জন্য দীনী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করার সাথে সাথে তাদের সার্বিক কল্যাণ তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

৬। সকল প্রতিকূল অবস্থায়ও যেন আমরা আল্লাহর দীনের উপর অবিচল ধাকতে পারি সেজন্যও আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে হবে।

সুরা হিসেবে রঞ্জু'-১৬
পারা হিসেবে রঞ্জু'-১৬
আয়ত সংখ্যা-১২

وَمَنْ يُرْغَبُ عَنِ الْمَلَكَةِ إِلَّا هُوَ أَنْفُسُهُ وَلَقَلِّ أَصْطَفِينَهُ فِي الْأَنْوَافِ^{١٤٥}

୧୩୦. ଆର ଇବରାହିମେର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଥେକେ କେ ମୁଖ ଫେରାଯ ସେ ବ୍ୟତୀତ ଯେ ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରତିପଦ୍ଧ କରେଛେ ନିଜେକେ ? ଅର୍ଥଚ ଆମି ତାକେ ନିର୍ବାଚିତ କରେଛିଲାମ ପୃଥିବୀତେ ;

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۝ قَالَ أَسْلَمْ ۝

ଆର ଅବଶ୍ୟକ ସେ ଆଧିରାତେ ସହକରଣୀଲଙ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ । ୧୩୧. ସଖନ ତାର ପ୍ରତିପାଳକ ତାକେ ବଲଲେନ, ‘ଅନୁଗତ ହେଁ ଯାଓ’,^{୧୬} ସେ ବଲଲୋ, ‘ଆମି ଅନୁଗତ ହେଁ ଗୋଲାମ’

لِرَبِ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى وَيَعْقُوبُ بْنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ
বিশ্বপ্রতিপালকের । ১৩২. আর এ উসিয়াতই করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং
ইয়াকুবও^{৫৫}, হে আমার সন্তানগণ ! নিষ্ঠ্য আল্লাহ পছন্দ করেছেন

১৬৮. 'মুসলিম' তাকেই বলে, যে আল্লাহর অনুগত হয়। আল্লাহকেই একমাত্র মালিক, প্রভু ও মাৰবুদ হিসেবে মেনে নেয়, যে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর কাছে

لَكُمْ الدِّينُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ۝ ۱۰۰ كُنْتُمْ شَهِيدَنَّ
তোমাদের জন্য এ দীন ; ۱۰۰ সুতরাং তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান
না হয়ে । ১৩৩. তোমরা কি উপস্থিত ছিলে

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ ۝ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝ مِنْ بَعْدِيٍّ قَالُوا نَعْبُدُ
যখন ইয়াকুবের মৃত্যু হায়ির হলো, যখন সে তার সন্তানদের বললো, আমার পরে
তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা বললো, 'আমরা ইবাদাত করবো

الْهَكَ وَاللَّهُ أَبْيَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۝
আপনার 'ইলাহ' এবং পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এর ;
তিনিই একমাত্র 'ইলাহ' ।

فَ+لَا+ تَمُوتُنَّ ; الدِّينَ - (ال+دِين)- لَكُمْ
তোমাদের জন্য ; (ال+دِين)- الدِّين - (ال+دِين)-
وَأَنْتُمْ سুতরাং তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না ; لَا - ব্যতীত, ছাড়া ;
-এমন যে, তোমরা ; مُسْلِمُونَ ۝ ۱۰۰ - (ام +كُنْتُم)- ام كُنْتُم - (ام +كُنْتُم)-
الْمَوْتَ - ইয়াকুবের ; إِذْ - يَعْقُوبَ ; حَضَرَ - যখন ;
- (ل+بنى+ه)- لِبَنِيهِ - قَالَ -সে বললো ; مِنْ بَعْدِيٍّ - (ال+مَوْت)-
সন্তানদের ? তোমরা কার ইবাদাত করবে ? (ما+تَعْبُدُونَ) - مَا تَعْبُدُونَ ;
-আমরা ইবাদাত করবো - (من+بعد+ي)-
-আমরা ইবাদাত করবো - (آ)-أَبْيَكَ - (الله+ك)-الْهَكَ - (الله+ك)-
পিতৃপুরুষ ; إِبْرَاهِيمَ - ইবরাহীম ; وَ - (و)-إِسْمَاعِيلَ - ইসমাইল
-ইসহাকের ; إِلَهًا - ইলাহ ; وَاحِدًا - (وَاحِدًا)- একমাত্র ;

সংপ্র দেয় এবং সেই হিদায়াত অনুসারে জীবনযাপন করে যা আদ্বাহের পক্ষ থেকে
এসেছে । এরপ বিশ্বাস ও তদনুসারে কাজ-কর্ম করার নামই ইসলাম । আর পৃথিবীতে
মানবজাতির সূচনা লগ্ন থেকে সকল নবী-রাসূলের দীন এটাই ছিল, যা বিভিন্ন দেশ
ও জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়েছে ।

১৬৯. বিশেষভাবে হ্যরত ইয়াকুব (আ)-এর উল্লেখ এখানে এজন্যই করা হয়েছে
যে, বনী ইসরাইল সরাসরি তাঁরই বংশধর ছিল ।

১৭০. 'দীন' অর্থ জীবনব্যবস্থা, জীবনবিধান ; এমন আইন ও নীতিমালা যার
ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানুষ তার সমগ্র চিষ্ঠা, দর্শন ও কর্মনীতি গড়ে তোলে ।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ^{٢٠٥} تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ^{٢٠٦}

আৱ আমৰা তো তাৰেই অনুগত ।^{১১} ১৩৪. তাৱা ছিল একটি সম্প্ৰদায় যারা গত হয়েছে ; তাৱা যা অৰ্জন
কৰেছে তা তাৰেই জন্য ; আৱ তোমাৰা যা অৰ্জন কৰেছো তা তোমাদেৱেই জন্য ;

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرِيَّ تَهْتَلُ وَاءٌ

ଆର ତାରା ଯା କରନ୍ତେ ମେ ସମ୍ପର୍କେ ତୋମରା ଜିଜ୍ଞାସିତ ହନେ ନା । ୧୨୫. ଆର ତାରା ବେଳେ, “ତୋମରା ଇମାନ୍ଦୀ ଅଥବା ଖୁଟାନ ହୁଁ ଯାଉ, ତାହାଲେ ତୋମରା ହିନ୍ଦୟାତ ପାବେ;”

১৭১. বাইবেলে হ্যরত ইয়াকুব (আ)-এর মৃত্যুকালীন অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে ; কিন্তু দুঃখজনক হলো অত্র ওসিয়াতের কোনো উল্লেখ নেই। অবশ্য তালমুদে ওসিয়াতের যে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে, কুরআন মাজীদের সাথে অনেকাংশে তার সাদৃশ্য আছে। তাতে হ্যরত ইয়াকুব (আ)-এর নিম্নোক্ত কথাগুলো বর্ণিত আছে-

“সদাপ্রভু খোদার বন্দেগী করতে থাক। তিনি তোমাদেরকে তেমনিভাবে সকল
বিপদ্বপন থেকে রক্ষা করবেন, যেমনিভাবে তোমাদের পিতা-পিতামহদের
বঁচিয়েছিলেন আপন সন্তানদের খোদার সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে
এবং তাঁর বিধি-বিধান পালন করার শিক্ষা দাও, যাতে তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হয়
.....” উত্তরে তাঁর ছেলেরা বললো, “যাকিছু আপনি আমাদেরকে হিদায়াত
দিয়েছেন, আমরা সে অনুযায়ী আমল করবো, খোদা আমাদের সাথে থাকুন।” তখন
ইয়াকুব (আ) বললেন, “তোমরা যদি খোদার সরল-সোজা পথ থেকে ডানে-বামে
ঘৰে না যাও, তাহলে খোদা তোমাদের সাথে থাকবেন।”

১৭২. অর্থাৎ তোমরা যদিও তাঁর সন্তান, কিন্তু তোমাদের সাথে তাঁর কোনো যোগসূত্র নেই। তাঁর নাম নেয়ার তোমাদের কি অধিকার আছে? যেহেতু তোমরা তাঁর মত-পথ থেকে বিচ্ছৃত হয়ে গেছো। আল্লাহর দরবারে তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করা হবে না।

قُلْ بَلْ مِلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

আপনি বলে দিন, 'বরং (আমরা) একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের জীবনাদর্শে (আছি)।

আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।^{১৭৩}

—আপনি বলুন ; —বরং ; —মুল্লা ; —জীবনাদর্শে ; —ইবরাহীমের ; —ক্ষণিকা ; —কান ; —মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

—একনিষ্ঠভাবে ; —আর ; —মান ; —মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

যে, তোমাদের বাপ-দাদা কি করতেন। বরং এটাই জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি করেছিলে ? আর এখানে যে ইরশাদ হয়েছে, “তারা যাকিছু অর্জন করেছে তা তাদের জন্য, আর তোমরা যা কিছু অর্জন করবে তা তোমাদের জন্য।” এটা কুরআন মাজীদের বিশেষ বাচনভঙ্গি, যাকে আমরা কাজ বা আমল বলি, কুরআন মাজীদ নিজের ভাষায় তাকে উপার্জন বা রোজগার বলে। আমাদের ভালো-মন্দ সকল আমলেরই নিজস্ব ফলাফল রয়েছে। এর প্রকাশ ঘটবে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির। আকারে। এ ফলাফলই আমাদের উপার্জন। কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে আসল শুল্ক যেহেতু আমাদের উপার্জনের, সেহেতু তাতে আমাদের কাজ ও আমলকে ‘উপার্জন’ বলা হয়েছে।

১৭৩. এ উন্নরের মাধুর্য উপলক্ষ্মি করার জন্য দুটো বিষয় সামনে রাখা প্রয়োজনঃ

(ক) ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ উভয়ই পরবর্তীকালে উন্নতিবিত। ইয়াহুদীবাদের উন্নত হয়েছে তৃতীয়-চতুর্থ খৃষ্টপূর্ব শতকের দিকে। আর যেসব আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সমষ্টিগত নাম খৃষ্টবাদ সেগুলোর জন্য ঈসা (আ)-এর বেশ কিন্তুকাল পরে। এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উথাপিত হয় যে, ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ গ্রহণের উপর যদি হিদায়াত নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে এ দুটো ধর্মের শত শত বছর পূর্বে জনগৃহণকারী ইবরাহীম (আ), অন্যান্য নবীগণ, সৎ ব্যক্তি বর্গ—যাদেরকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে করে—তারা কিসের মাধ্যমে হিদায়াত পেয়েছিলঃ তখন তো ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ জন্মালাভ করেনি। এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেসব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মীয় ফিরকার উন্নত, সেগুলোর উপর মানুষের হিদায়াত নির্ভরশীল নয় ; বরং হিদায়াত নির্ভরশীল হলো সেই ‘সিরাতুল মুসতাকীম’ গ্রহণ করার উপর, যার মাধ্যমে প্রত্যেক যুগেই মানুষ হিদায়াত পেয়ে আসছে।

(খ) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রচলনাই একথার সাক্ষী যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত-বন্দেগী, প্রশংসা-স্তুতি ও আনুগত্যের প্রবক্তা ছিলেন না। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ উভয়ই সেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, যার উপর হ্যরত ইবরাহীম (আ) প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল ছিলেন। কেননা এ দুটো মতবাদেই শিরক মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

٤٠ قُولُواْ امْنَا بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاسْتَحْقَ

૧૩૬. તોમરા બલો, આમરા ઈઘાન એનેહિ આસ્ત્રાઈર ઉપર એવં યા નાયિલ કરા હયેછે આમાદેર પ્રતિ એવં યા નાયિલ કરા હયેછે ઇવરાઈમ, ઇસ્માઇલ, ઇસ્હાક,

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ

ଇୟାକ୍ୟୁବ ଓ ତଦୀଯ ବଂଶଧରଦେର ପ୍ରତି ଏବଂ ଯା ଦେଇବ ହେଲେ ମୁସା ଓ ଈସାକେ ଏବଂ ଯା ଦେଇବ ହେଲେ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ନବୀଦେଇରକେ

مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْلِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لِهِ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ أَمْنَوْا

তাদের প্রতিপাদকের লিকট থেকে, আমরা কোনো পার্থক্য করি না।^{১৪} তাদের কারো মধ্যে, আর আমরা ভাঁর

ପ୍ରତିଇ ଅନଗତ । ୧୩୭. ଅତେବ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦି ଈଶାନ ଆଲେ

১৭৪. নবী-রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হলো, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে
তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না যে, অনুক সত্যের উপর ছিল এবং অমুক সত্যের উপর
ছিল না অথবা তার অর্থ আমরা অমুককে মানি আর অমুককে মানি না। এটা সুস্পষ্ট
যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যতো পয়গাম্বরই এসেছেন, সকলেই একই সত্য এবং একই
সঠিক পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্য এসেছেন। অতএব যে ব্যক্তি
সত্যের প্রতি অনুগত তার পক্ষে সকল পয়গাম্বরকে মেনে নেয়ার বিকল্প নেই। যে
ব্যক্তি কোনো পয়গাম্বরকে মেনে চলে, আর কোনো পয়গাম্বরকে করে অমান্য, সে
প্রকৃতপক্ষে কোনো পয়গাম্বরের প্রতিই অনুগত নয়। কেননা সে মূলত সেই বিশ্বজনীন

بِمِثْلِ مَا أَمْتَرْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدَ وَأَنْ تَوَلَّا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
সেভাবে, যেভাবে তোমরা তার প্রতি ঈমান এনেছো, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপাণি হবে; আর যদি যুক্ত
ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা অবশ্যই ইঠকারিভাব গ্রহণ করবে।

فَسِيَّكُفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ
অতএব তাদের ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট ; আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ । ১৩৮. (বলো)
আল্লাহর রং (গ্রহণ করেছি),^{১৭} আর কে উভয় হতে পারে

سَمِّ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِمَدُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ أَتَحَاجُجُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا

আপ্তাহুর চেয়ে রংয়ের ব্যাপারে। আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। ১৩৯. আপনি বলুন, তোমরা কি আপ্তাহ
সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্কে লিখ হতে চাও, অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক

‘সিরাতুল মুসতাকীমে’র সঞ্চান পায়নি যা নিয়ে এসেছেন মূসা (আ)ও ইসা (আ) কিংবা অন্য কোনো পয়গাওয়ার। বরং সে নিছক পিতা-পিতামহের অঙ্ক অনুসরণ করে একজনকে মানার দাবি করছে। মূলত তার ধর্ম হলো বর্ণবাদ, বৎশবাদ এবং পিতৃপুরুষদের অঙ্ক অনুকরণ। কোনো পয়গাওয়ারের অনুসরণ তার ধর্ম নয়।

୧୭୫. ଅତ୍ୟାମୀତର ଅର୍ଥ ଦୁଇବେଇ ହତେ ପାରେ : (କ) ଆମରା ଆଶ୍ରାହର ରେ ଘରଣ କରେଛି, (ଘ) ତୋମରା ଆଶ୍ରାହର ରେ ଘରଣ କରୋ । ଖୃଷ୍ଟାନବାଦ ଉତ୍ସାବିତ ହଉଯାର ପୂର୍ବେ ଇଯାହୁନ୍ଦି ସମାଜେ ଏଥା ହିସେବେ ପ୍ରଚଲିତ ଛିଲ ଯେ, ଯାରା ତାଦେର ଧର୍ମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହତୋ

وَرَبَّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكَ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ;^{১৭৬} আমাদের জন্য আমাদের কাজ আর তোমাদের
জন্য তোমাদের কাজ এবং আমরা তাঁর প্রতিই একনিষ্ঠ।^{১৭৭}

۝ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

১৪০ তোমরা কি নিশ্চিতভাবে বলো যে, ইবরাহীম ও ইসমাইল, ইসহাক,
ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ

كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَمِنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتْمِ

ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিল ? আপনি বলুন, তোমরাই কি অধিক জ্ঞাত,^{১৭৮} অথবা
আল্লাহহ ! তাঁর চেয়ে অধিক যালেম আর কে, যে গোপন করে

(ل+না) - لَنَا ; وَ - আর ; وَ - তোমাদেরও প্রতিপালক ; رَبُّكُمْ ; (ر+ب+কm) -
আমাদের জন্য ; (ل+কm) - لَكُمْ ; (ا+ع+م+না) - أَعْمَالُنَا ; (ل+ك+م) -
তোমাদের জন্য ; (ا+ع+م+কm) - أَعْمَالُكُمْ ; (ن+ح+ন) - نَحْنُ ; (ل+ক+م) -
আমরা ; (ل+ـ) - لـ - (ل+ـ) তাঁর প্রতি - مُخْلِصُونَ ; (ل+ـ) - لـ - (ل+ـ) একনিষ্ঠ।^{১৭০}
إِسْمَاعِيلَ ; - وَ - إِبْرَاهِيمَ ; - إِنَّ - নিশ্চিতভাবে ; - كَانُوا - (وন)
- ইসমাইল ; - وَ - ইসহাক ; - وَ - ইয়াকুব ; - وَ - প্রতিপালক ;
- অথবা ; - হুড়া - ইয়াহুদী ; - কানুন ; (ও+ال+اس্বাত) -
অথবা ; - কন্তু - তাঁর বংশধরগণ ; (ও+ال+কন্তু) -
- অধিক জ্ঞাত ; (أ+ن+تُمْ) - ؛ أَنْتُمْ - فُلْ - نَصَارَىٰ ;
- অধিক যালিম ; (أ+مْ) - مَنْ - আল্লাহ ; - আর ; وَ - কে ? ; مَنْ - أَظْلَمْ - অধিক
যালিম ; (من+من) - مِمْنَ - কন্তু - গোপন করে ;

তাদেরকে গোসল করানো হতো । এ গোসল দ্বারা তাঁরা বুঝাতে চাইতো যে, তাদের
ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির পাপরাশি মোচন হয়ে গেছে এবং সে যেন জীবনের নৃতন রং
ধারণ করেছে । আর এ প্রথাই পরবর্তী সময় খৃষ্টানরা গ্রহণ করে নিয়েছে । আর এ প্রথা
পালন ওধূ নবদীক্ষিত ব্যক্তির ব্যাপারেই ছিলো না ; বরং শিশুদের ব্যাপারেও প্রচলিত
ছিল । এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, এ প্রথাসর্বস্ব রংগীন করার মধ্যে
কি আছে ? বরং তোমরা আল্লাহর রং ধারণ করো, যা কোনো পানির দ্বারা হয় না, বরং
তাঁর ইবাদাতের পদ্ধতি গ্রহণ করার দ্বারা হয় ।

১৭৬. অর্থাৎ আমরাও তো একই কথা বলি যে, আমাদের সকলের প্রতিপালক
আল্লাহ এবং তাঁরই আনুগত্য আমাদেরকে করতে হবে । এটা কি এমন কোনো বিষয়

شَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ^(১৪১) تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَقَ
আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য ? অথচ আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর
নন,^{১৭৯} যা তোমরা করছো । ১৪১. তারা হিল এক উপত ; অবশ্যই তারা অতীত হয়ে গেছে ।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{১৪২}

তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের জন্য ; আর তোমরা যা উপার্জন করেছো তা
তোমাদের জন্য ; আর তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না সে সম্পর্কে যা তারা করতো ।

(من+الله) - منَ اللَّهِ ; - شَهَادَةً - একটি সাক্ষ্য ; (عند+ه) - عَنْهُ - (عنده)
আল্লাহর পক্ষ থেকে ; (ما+الله) - مَا اللَّهُ ; - অথচ ; (مَا+الله) - مَا اللَّهُ -
বেখবর, অনবহিত ; (عن + ما) - عَمَّا - + غافل - تَعْمَلُونَ ; তোমরা
করছো ; (تِلْكَ) - তিলক ; - এক জাতি ; - أُمَّةٌ ; - অবশ্যই তারা অতীত
হয়েছে ; (تِلْكَ) - তিলক ; - আর ; - لَكُمْ - (ل+কم) - যা তারা উপার্জন
করেছে ; (ما+কسبت) - مَا كَسَبَتْ ; তোমাদের জন্য তা ; (ل+হা) - لَهَا -
যা তোমরা উপার্জন করেছো ; - আর ; - عَمَّا - তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না ;
- (ما+কسبتم) - مَا كَسَبْتُمْ - তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না ; - কَانُوا يَعْمَلُونَ ;
- (عن+ما) - তারা করতো ।

যা নিয়ে তোমাদেরকে আমাদের সাথে বাগড়া-বিবাদ করতে হবে ? বাগড়া করার
কোনো অবকাশ যদি থেকেই থাকে, তা তো আমাদের, তোমাদের নয় । কেননা আল্লাহ
ছাড়া অন্যদের ইবাদাতের যোগ্য তোমরাই বানিয়ে নিয়েছো, আমরা নই ।

১৭৭. অর্থাৎ তোমাদের কর্মের জন্য তোমরা দায়ী, আর আমাদের কর্মের জন্য
আমরা দায়ী । তোমরা যদি তোমাদের ইবাদাতকে বিভক্ত করে রাখো এবং আল্লাহ
ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার পূজা-অর্চনা করতে থাকো, তাহলে
তা করার তোমাদের এখতিয়ার আছে । তার পরিণামফল তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ
করবে, আমরা যবরদন্তি তোমাদের এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাই না । কিন্তু
আমরা আমাদের ইবাদাত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়েছি, এখন
যদি তোমরা একথা মনে নাও যে, আমাদেরও তা করার এখতিয়ার আছে, তাহলে
অনর্থক বাগড়া করার প্রয়োজনই হয় না ।

১৭৮. এখানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার অঙ্গ-মূর্খ জনতাকে প্রশ্ন করা হয়েছে,
যারা মনে করেছে যে, বড়ো বড়ো নবী-রাসূল সবই ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান ছিলো ।

১৭৯. এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের আলেম সমাজকে, যারা
নিজেরাও এটা ভালোভাবে জানতো যে, বর্তমান বৈশিষ্ট্যবলীসহ ইয়াহুদীবাদ ও
খৃষ্টবাদের উৎপত্তি অনেক পরে হয়েছিল । এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের সম্পদায়ের

মধ্যেই সত্যকে সীমাবদ্ধ বলে মনে করতো। আর জনতাকেও এ ভুল ধারণায়শি
নিমজ্জিত রাখতো যে, নবীগণ চলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পর তাদের ফর্কীহ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ
ও সুফীগণ যেসব আকীদা-বিশ্বাস, স্থীতিনীতি ও ইজতিহাদী আইন-কানুন রচনা
করেছেন, তার অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ ও মৃক্ষি নির্ভরশীল। কিন্তু
যখন এসব আলেমকে প্রশ্ন করা হয় যে, হ্যরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)
তোমাদের সম্প্রদায়গুলোর অধ্যকার কোন্ সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? তারা
তখন এ প্রশ্নের জবাবদান এড়িয়ে যেতো। কেননা তারা এটা বলতে অপারণ ছিল যে,
এসব বুঝগ্র আমাদের সম্প্রদায়ের অঙ্গভূক্ত ছিলেন। অন্যদিকে তারা সঠিক ব্যাপার
বীকারও করতে পারতো না। তাহলে তাদের সকল মৃক্ষিই শেষ হয়ে যেতো।

১৬শ কৃকু' (আয়াত ১৩০-১৪১)-এর শিক্ষা

১। সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত দীনের মূল বিষয় ছিল 'তাওহীদ'। হ্যরত ইবরাহীম (আ)-
এর দীনের মূল বিষয়ও ছিল 'তাওহীদ'। তাঁর দীনের মূল বিষয় অবিকৃতভাবে একমাত্র হ্যরত
মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচারিত দীন ইসলামেই রয়েছে। সুতরাং যারা 'দীন ইসলাম' থেকে
ফিরায়, তারাই ইবরাহীম (আ)-এর জীবনাদর্শ থেকে মুখ ফিরায়। অতএব দীন ইসলামের
অনুসরণই দীনে ইবরাহীমের প্রকৃত অনুসরণ, বিকৃত তাওহাত ও ইনজীলের অনুসরণ নয়।

২। সকল নবী-রাসূলের 'ইলাহ' যিনি, আমাদের 'ইলাহ'ও তিনি। প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলাতের
তিনিই একমাত্র 'ইলাহ'। সুতরাং ইবাদাত করতে হবে একমাত্র তাঁরই। মেনে চলতে হবে একমাত্র
তাঁরই আদেশ-নিষেধ।

৩। দীনের অনুসরণ না করে তথা সৎকর্ম না করে উপুয়াত্র 'আমি অমুক দীনের অনুসারী' বলে
দাবি করার মধ্যে দীন ও দুনিয়ার কোনো কল্যাণ নেই। শুধুমাত্র মৌখিক দাবির দ্বারা ঈমান পূর্ণজীবন
হয় না। ঈমান পরিপূর্ণ হয় তিনটি অংশের সমন্বয়ে: (ক) মৌখিক বীকৃতি, (খ) আন্তরিক দৃঢ়
বিশ্বাস, (গ) কর্মে তার প্রতিফলন।

৪। আমাদের কর্মই আমাদের উপার্জন। আর কর্মের ফলাফল হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি।
কর্ম যদি সৎকর্ম হয়, তার ফল হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি যার বিনিময় হলো অনাবিল সুখের স্থান
জান্মাত। আর কর্ম যদি মন্দ হয়, তার ফল হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি যার বিনিময় হবে চির দুঃখের
স্থান জাহানারাম। সুতরাং সৎকর্মই হবে আমাদের একমাত্র করণীয়।

৫। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের শিরকী হঠকারিতার মোকাবিলায় আল্লাহই সত্যপঞ্জীদের জন্য
যথেষ্ট। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি একনিষ্ঠ থেকে আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে
ব্যাপ্ত রাখতে হবে।

৬। হিদায়াত তথা ইহ-পরকালীন কল্যাণের জন্য ইয়াহুদীবাদ বা খৃষ্টবাদ গ্রহণ করতে হবে—
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের এ দাবি যারাজুক ভাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহ-পরকালীন কল্যাণ পেতে হলে
একমাত্র সর্বশেষ দীন ইসলামেই মেনে চলতে হবে। ইসলামেই দীনে ইবরাহীমের অবিকৃত রূপ।

৭। হ্যরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) এবং তাঁদের বংশধরগণ কম্পিনকালেও
ইয়াহুদী-খৃষ্টান ছিলেন না। ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের উৎপত্তি তো তাঁদের অনেক পরে। সুতরাং
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন।

৮। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা জেনেভনেই ইসলামের সত্যতার বিরক্ষাচরণে মন্ত। তারা সত্য গোপন
করছে। তাদেরকে কোনোক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না।

সূরা হিসেবে রুকু'-১৭
পারা হিসেবে রুকু'-১
আয়াত সংখ্যা-৬

سَيَقُولُ الْسَّفَهَاءُ مَا وَلَهُمْ عَنِ قِبْلَتِهِمْ أَلَّا كَانُوا عَلَيْهَا

১৪২. শীঘ্রই মানুষের মধ্য থেকে নির্বাধরা বলবে, কিসে ফিরিয়ে দিলো তাদেরকে
সেই কিবলা থেকে, যার উপর তারা (এতোদিন) ছিল ;^{১৪০}

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ طَيْهُدِي مِنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ

আপনি বলুন, পূর্ব-পঞ্চিম তো আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন
সরল-সঠিক পথের প্রতি।^{১৪১}

وَكَلِّكَ جَعْلَنَكَ رَأْمَةً وَسَطَالِتَكُونُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ

১৪৩. আর এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপঞ্চী জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা
সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য ;

من الناس ; (ال+سفها)-السفها - سَيَقُولُ (س+يقول)- شীঘ্রই বলবে ;
মানুষের মধ্য থেকে ; مَا -কিসে (ولى+هم)-وَلَهُمْ (من+ال+ناس)-
তাদেরকে ; أَلَّا -তারা ছিলো ; قِبْلَتِهِمْ -তার কিবলা ; كَانُوا -عَنْ -থেকে ;
তার উপর -آল্লাহরই ; لَهُ -আল্লাহরই ; قُلْ -তিনি -يَشَاءُ -ইচ্ছা
করেন ; مِنْ -তিনি পর্য দেখান ; يَهْدِي -পঞ্চিম ; طَيْهُدِي -মধ্যপঞ্চী
করার ; وَ -আর ; إِلَى -পথের ; صِرَاطٍ -সরল-সঠিক ; مُسْتَقِيرٍ -ক্ষণের
জন্য ; أَمَّةً -জন্য ; جَعْلَنَكَ -জাতি ; رَأْمَةً -জন্য ;
কَلِّكَ -অভিযোগ ; شَهَادَةً -সাক্ষী ; لَكُونُوا -জন্য ; وَسَطَالِتَ -সাক্ষী
মানুষের ; مَا -সাক্ষী ;

১৪০. রাসূলুল্লাহ (স) হিজরতের পরে মদীনাতে ১৬ অথবা ১৭ মাস বায়তুল
মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। অতপর কা'বার দিকে ফিরে নামায
আদায় করার নির্দেশ আসলো। সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

১৪১. এ হচ্ছে নির্বাধদের আপত্তির প্রথম উত্তর। তাদের চিন্তার দৌড় ছিল সামান্য,
দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ, দিক ও স্থানের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ। এজন্য প্রথমেই তাদের
মূর্খতাসূলভ আপত্তি খণ্ডকঞ্জে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, পূর্ব-পঞ্চিম সবই

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَوْ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنَّتْ عَلَيْهَا
আর রাসূল হন সাক্ষী তোমাদের জন্য ;^{১৪২} আর যার উপর আপনি (এয়াবত) ছিলেন
তাকে আমি কিবলা এজন্য করেছিলাম

(علی+كم)-عليکم; (ال+رسول)-الرسول; -يكون : -أو- و
জন্য; -سَاكْشী;-آর + نا)- مَا جَعَلْنَا ; وَ شَهِيدًا ; -آর সাক্ষী ;
-الْقِبْلَةَ (ال+قبلة)- القِبْلَةَ ; -كُنَّتْ -আপনি ছিলেন (এ যাবত); -أَلَّى-يَار
উপর ;

আল্লাহর, কোনো দিককে একবার কিবলা নির্ধারণ করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ
সেদিকেই অবস্থান করেন। যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন তারা এ ধরনের
সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে।

১৪২. এখানে উচ্চতে মুহাম্মাদীর নেতৃত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ‘এভাবে’ কথা
দ্বারা দুদিকেই ইঁধিগত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর পথপ্রদর্শনের প্রতি—যার
মাধ্যমে মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারীগণ সত্যপথের সকলান পেয়েছেন এবং তাদেরকে
'মধ্যপন্থী জাতি' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কিবলা পরিবর্তনের প্রতি—
যার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে বিশ্ব নেতৃত্বের পদ
থেকে যথানিয়মে অপসারণ করে তদন্ত্বে উচ্চতে মুহাম্মাদীকে বসিয়ে দিলেন।

‘উস্তান ওয়াস্তান’ তথা ‘মধ্যপন্থী জাতি’ দ্বারা এমন একটি মর্যাদাশীল ও
উন্নত জাতি বুঝানো হয়েছে, যারা হবে সুবিচারক, ন্যায়নিষ্ঠ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জাতি।
পৃথিবীর জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান আসন লাভের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। সততা ও
সত্যতার ভিত্তিতে সকলের সাথে যাদের সম্পর্ক হবে সমান এবং কারো সাথেই তাদের
অবৈধ ও পক্ষপাতাদুষ্ট কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

অতপর বলা হয়েছে, তোমাদেরকে 'মধ্যপন্থী জাতি' এজন্য বানানো হয়েছে, যাতে
তোমরা দুনিয়ার মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হন।
এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আধিরাতে যখন পুরো মানব জাতিকে একই সাথে
হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হবে, সে সময় রাসূল তোমাদের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি
হিসেবে তোমাদের উপর সাক্ষ্য দিবেন যে, সঠিক চিন্তা, সৎকর্ম এবং সুবিচারের যে
শিক্ষা সহকারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে, তা তিনি তোমাদের নিকট যথাযথভাবে
পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে বাস্তবে করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতপর তোমাদেরকেও
রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পৃথিবীর মানুষের সামনে এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে,
রাসূল তোমাদের নিকট যা পৌছে দিয়েছেন তা তোমরা যথাযথভাবে সাধারণ মানুষের
নিকট পৌছে দিয়েছো। আর রাসূল কার্যকর করে যা দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমরাও তা
কার্যকর করে দেখানোর ব্যাপারে কোনোরূপ ঝটি করোনি।

إِلَيْنَعْلَمْ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبِهِ

যাতে আমি জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে,
আর কে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে;^{১৩}

﴿أَلَيْنَعْلَمْ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبِهِ﴾
-ব্যক্তিত, ছাড়া - (ل+علم)-যাতে আমি জানতে পারি ;
-অনুসরণ করে ; (من+من)- (ال+رسول)-রাসূল-তার থেকে;
-ফিরে যায় ; -عَقِبَهِ- দিকে ; -يَنْقَلِبُ- তার পেছনে ;

এভাবে কোনো ব্যক্তি বা দলকে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব প্রদান করাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। এতে যেমনি রয়েছে সশ্রান ও মর্যাদা, তেমনি রয়েছে দায়িত্বের ভারী বোধ। সারকথা, রাসূল যেমন তাঁর উচ্চতের জন্য তাকওয়া, হিদায়াত, সুবিচার, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন, তেমনি তাঁর উচ্চতকেও দুনিয়াবাসীর জন্য জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। যাতে তাদের কথা, কাজ ও সত্যের প্রতি আনুগত্য দেখে দুনিয়ার মানুষ তাকওয়া, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যের আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করবে।

হাদীসে আছে :

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন (নবী) নৃহকে ডাকা হবে তিনি বলবেন, হে রব! তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাজির আছি। (আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে) জিজেস করবেন, তুমি কি (আমার হৃকুম আহকাম মানুষের কাছে) পৌছিয়ে ছিলে ? তিনি বলবেন, হাঁ, পৌছিয়েছিলাম। তখন তাঁর উচ্চতকে ডেকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে (আমার হৃকুম আহকাম) পৌছিয়ে দিয়েছিল ? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আপনার সাক্ষী কে আছে ? নৃহ (আ) বলবেন, মুহাম্মদ ও তাঁর উচ্চত আমার সাক্ষী। তাই তারা (উচ্চতে মুহাম্মদী) সাক্ষী দেবে যে, তিনি আল্লাহ'র সব আদেশ নিষেধ তাদের কাছে পৌছিয়েছিলেন। আর রসূল [হ্যরত মুহাম্মদ (স)] তাদের কথা সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন : “আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি ‘উচ্চতে ওয়াসাত’ (মধ্যপন্থী উচ্চত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পারে। আর রসূল [হ্যরত মুহাম্মদ (স)] তোমাদের সাক্ষী হন।”

এর অপর অর্থ হলো আল্লাহ'র হিদায়াত মানুষের নিকট পৌছানোর ব্যাপারে রাসূলের দায়িত্ব যেমন অত্যন্ত কঠিন, এমনকি তাতে সামান্য বিচ্যুতি ও গাফিলতির জন্যও তিনি আল্লাহ'র দরবারে পাকড়াও হতেন, তেমনি সেই হিদায়াত দুনিয়ার মানুষের নিকট পৌছানোর ব্যাপারেও তাঁর উচ্চতের উপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। মুসলিম উচ্চাহ যদি আল্লাহ'র আদালতে যথাযথভাবে এ সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَلَّى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ

ଆର ଅବଶ୍ୟାଇ ଏଟା ହିଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବିବୟ, ତାଦେର ସ୍ୱାତ୍�ନ୍ତ୍ରିତ ସାମେରକେ ଆସ୍ତାହ
ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଛେ । ଆର ଆସ୍ତାହ ଏମନ ନନ ଯେ,

لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ^{٣٨٠} قُلْ نَّرِي

তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দিবেন, নিষ্ঠয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম স্নেহশীল
পরম দয়ালু। ১৪৪. আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি

হয় যে, “তোমার রাসূলের মাধ্যমে যে হিন্দোয়াত তোমার পক্ষ থেকে আমরা পেয়েছিলাম তা আমরা দুনিয়াবাসীর নিকট পৌছানোর ব্যাপারে কোনো ঝুঁটি করিনি” — তাহলে মুসলিম উম্মাহ সেদিন মারাঞ্জকভাবে পাকড়াও হয়ে যাবে। আর নেতৃত্বের অহঙ্কার আমাদের ধর্মসের কারণ হয়ে দাঢ়াবে।

୧୮୩. ଅର୍ଥାଏ କିବଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଦେଖା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ, କାରା ଜାହେଲୀ ଗୋଡ଼ାମୀ, ମାଟି ଓ ରଙ୍ଗେର ଗୋଲାମୀତେ ଲିଙ୍ଗ ରହେଛେ, ଆର କାରା ସେଇ ବନ୍ଧନ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହେଁ ସତ୍ୟେର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁସରଣ କରେ । ଆରବବାସୀ ଏକଦିକେ ନିଜେଦେର ଜନଭୂମି ଓ ବଂଶଗତ ଅହଙ୍କାରେ ଲିଙ୍ଗ ଛିଲ ଏବଂ କା'ବାକେ ବାଦ ଦିଯେ ବାଇରେ ବାୟତୁଳ ମୁକାଦାସକେ କିବଳା ବାନାନୋ ତାଦେର ଜାତି ପୂଜାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପର ଛିଲ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଆଘାତ । ଅନ୍ୟଦିକେ ବନୀ ଇସରାଇଲ ନିଜେଦେର ବଂଶ ପୂଜାର ଅହଙ୍କାରେ ହେଁ ପଡ଼େଛିଲ ମାତ୍ର ଏବଂ ନିଜେଦେର ପୈତ୍ରିକ କିବଳା ଛାଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋନୋ କିବଳାକେ ମେନେ ନେୟା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଛିଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের গোড়ামীর মৃত্যি যাদের রক্তের সাথে মিশে আছে তারা কিভাবে সেই সরল-সঠিক পথে চলবে, যে পথে রাসূলুল্লাহ (স) তাদের ডাকছেন। আর এজন্যই আগ্নাহ তাআলা সেসব মৃত্যিপূজকদেরকে সত্যানুসঙ্গানীদের থেকে পৃথক করার জন্য প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলারপে নির্ধারিত করেছেন, যাতে আরব জাতীয়তাবাদের পূজারীরা আলাদা হয়ে যায়। অতপর সেই কিবলা বাদ দিয়ে কা'বাকে কিবলা নির্ধারিত করেন। যাতে ইসরাইলী জাতীয়তাবাদের পূজারীরা আলাদা হয়ে যায়। আর এভাবে তারাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে থেকে গেলো যারা

نَقْلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةَ تَرْضَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ

আপনার চেহারা আকাশের প্রতি বারবার ফেরানোকে ;^{১৪৪} অতএব আমি অবশ্যই আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিবো, যা আপনি পছন্দ করেন ; সুতরাং আপনি আপনার চেহারাকে ফিরিয়ে নিন

شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيثُ مَا كُنْتُمْ فَوْلُوا وَجْهَكُمْ شَطَرَةً
মসজিদুল হারামের দিকে ;^{১৪৫} আর তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের চেহারাকে সেদিকে ফিরিয়ে দাও^{১৪৬}

السَّمَاءُ - تَفْلِبُ - بَارِبَارِ فَেরানোকে ; আপনার চেহারা ; (وجه+ك) - وجهم -
- অতএব - আকাশের প্রতি ; (ف+ل+نولين+ك) - فَلَنُولِينَكَ ; (ال+سماء) -
অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে দিবো ; (قِبْلَة) - এমন কিবলার দিকে ; تَرْضَهَا
+ - (هـ) - যা আপনি পছন্দ করেন ; (ف+ول) - فَوَلِّ - وَجْهَكَ - (ك) - আপনার
চেহারা ; (ال+مسجد+ال+حرام) - الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - দিকে ; شَطَرَة -
মসজিদুল হারামের ; - آوار - حِيثُ - যেখানেই ; - مَا كُنْتُمْ - তোমরা থাকো ;
فَوْلُوا - (وجوه+كم) - وَجْهَكُمْ - (ف+ ولو) - ফিরিয়ে নিন ; - তোমাদের চেহারাগুলোকে ;
(شطرة+هـ) - شَطَرَة - سেইদিকে ;

কোনো প্রকার দেবতার পূজারী ছিল না—তারা ছিলো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই পূজারী !

১৪৪. কা'বা ঘর মুসলমানদের কিবলা হোক এটা ছিল মহানবী (স)-এর আন্তরিক কামনা । তবে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নিকট ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দরখাস্ত পেশ করেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারেন যে, সেই দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি আছে । মহানবী (স) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বেই পেয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী কিবলা পরিবর্তনের দোয়াও করেছিলেন । আর তাঁর দোয়া যে কবুল হবে এ ব্যাপারেও আশাবাদী ছিলেন । সেজন্যই তিনি বারবার আকাশের দিকে ফিরে ফিরে দেখিলেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কিনা ।

১৪৫. এখানে 'শাতরুম' শব্দ দ্বারা মসজিদুল হারামের অবস্থানের দিক বুঝানো হয়েছে । এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কা'বা ঘর থেকে দ্রব্যতী অঞ্চলের সৌকদের নামায়ের সময় সরাসরি কা'বার প্রতি মুখ করা জরুরী নয় ; বরং কা'বা যেদিকে অবস্থিত ঠিক সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট ।

১৪৬. এটাই হলো সেই মূল নির্দেশ যা কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে দেয়া হয়েছিল । এ নির্দেশ দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে অবঙ্গীর্ণ হয়েছিল । ইবনে সাদ . থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্র ইবনুল বারায়া ইবনে মাজুর

وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ

ଆର ଯାଦେଇକେ କିତାବ ଦେଇବା ହସ୍ତେହେ ତାରା ନିଶ୍ଚିତ ଜାନେ ଯେ, ଅବଶ୍ୟଇ ତା ତାଦେଇ
ପ୍ରତିପାଳକେର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଆଗତ ସତ୍ୟ ।

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ^{١٠٦} وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ

ଆର ତାରା ଯା କରାଛେ ଆପ୍ନାହ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଗାଫିଲ ନନ । ୧୪୫. ଆର ଯାଦେବକେ କିତାବ
ଦେଯା ହେଯେଛେ ଆପଣି ଯଦି ନିଯୋଗ ଆସେନ

(ରା)-ଏର ଗୃହେ ଦାଓୟାତ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଗିଯେଛିଲେନ । ସେବାନେ ଯୋହରେ ନାମାୟେର ସମୟ ହେଁ ଯାଓୟାଯା ରାମୁଲୁଷ୍ଟାହ (ସ) ସବାଇକେ ନିଯେ ନାମାୟେ ଦାଢ଼ିଯେ ଗେଲେନ । ଦୁଇ ରାକ୍ୟାତ ପଡ଼ା ହେଁଛେ । ତୃତୀୟ ରାକ୍ୟାତେ ଉହୀର ମାଧ୍ୟମେ କିବଳା ପରିବର୍ତ୍ତନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାଯିଲ ହଲେ ସାଥେ ସାଥେ ନାମାୟରତ ଅବହ୍ଲାୟ ତିନି ଓ ତା'ର ଇମାମତୀତେ ଯାରା ନାମାୟ ପଡ଼ିଛିଲ ସକଳେ ବାୟତୁଳ ମୁକାନ୍ଦାସେର ଦିକ ଥିକେ ମୁଖ ଫିରିଯେ କା'ବାର ଦିକେ ଘୁରେ ଦାଁଢାନ । ଅତପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ମଦିନା ଓ ମଦିନାର ଆଶେପାଶେର ଅଞ୍ଚଳେ ସାଧାରଣତାବେ ଘୋଷଣା କରେ ଦେୟା ହଲୋ । ବାରାଯା ଇବଳେ ଆୟେବ (ରା) ବର୍ଣନା କରେନ ଯେ, ଏକ ଜାୟଗାୟ ଘୋଷକେର ଘୋଷଣା ମାନୁଷେର କାଳେ ରକ୍ତ ଅବହ୍ଲାୟ ପୌଛିଲ, ତଥକଣାଏ ତାରା ସେ ଅବହ୍ଲାୟ କା'ବାର ଦିକେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନିଲୋ ।

ଆନାସ ଇବନେ ମାଲେକ (ରା) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ, କିବଳା ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ବନୀ ସାଲେମ୍‌ଯାଇ ପରେର ଦିନ ଫଜରେର ନାମାଯେର ସମୟ ପୌଛେ । ତଥନ ତାରା ସବେମାତ୍ର ଏକ ରାକ୍ୟାତ ନାମାୟ ଶେଷ କରେଛେ, ଏମନ ସମୟ ତାଦେର କାନେ ଘୋଷକେର ଆୟାୟ ପୌଛିଲୋ ଯେ, ‘ସାବଧାନ ! କିବଳା ବଦଳେ ଗେଛେ, ଏଥନ ଥିକେ କା’ବା ଘର କିବଳାରପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଁଛେ ।’ ଏକଥା ଶୋନାର ସାଥେ ସାଥେ ସମ୍ମନ ଜ୍ଞାଯାତ କା’ବାର ଦିକେ ଘରେ ଗେଲୋ ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুকাদ্দাস মদীনা থেকে সোজা উত্তরে অবস্থিত। আর কাবার অবস্থান হলো মদীনা থেকে সোজা দক্ষিণে। তাই নামাযের ঘণ্টে কিবলা পরিবর্তনের জন্য ইমামকে হেটে মুকতাদীনের সামনে আসতে হয়েছে। আর

بِكُلِّ أَيْهَ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ
 সকল নিদর্শন, তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিবলার; আর না আপনি অনুসারী
 তাদের কিবলার; আর না তাদের একে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِتَابِعِ قِبْلَةِ بَعْضٍ وَلِئِنْ أَتَبْعَثَ أَهْوَاءَهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
অনুসারী অন্যের কিবলার ; আর আপনি যদি আপনার নিকট জান আসার পরও
তাদের ধ্যেয়াল-ধূশীর অনুসরণ করেন

ମୁକତାଦୀରକେ କେବଳମାତ୍ର ଦିକଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତେ ହୁଣି, ବରଂ କିଛୁ ହିଂଟାଚଲାର
ମାଧ୍ୟମେ କାତାର ଠିକ କରତେ ହେଯେଛେ । ମଜିଦୁଲ ହାରାମେର ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପନ୍ନ
ମାସଜିଦ । ଏର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ହଲୋ ସେଇ ଇବାଦାତେର ଘର ଯା କାବୀ ଘରେର ଚାରଦିକ ବେଟ୍ଟନ
କରେ ଆହେ ।

୧୮୭. ଅର୍ଥାତ୍ କିବଳା ସମ୍ପର୍କେ ଏରା (ଇଯାହ୍ଦୀରା) ଯେବେ ବିତକ୍ ଓ ପ୍ରମାଣ ପେଶ କରାଛେ, ତାର ସମାଧାନ ଏତାବେ ହତେ ପାରେ ନା ଯେ, ଦଲୀଲ-ପ୍ରମାଣ ପେଶ କରେ ତାଦେରକେ ସମ୍ମାନ କରା ଯାବେ । କେନନା ଏରା ବିଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଠକାରିତାଯ ଅନ୍ଧ । କୋନୋ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାଦେରକେ ତାଦେର କିବଳା ଥିକେ ସରିଯେ ଆନା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ତାରା ତାଦେର ଦଲପ୍ରୀତି ଓ ବିଦେଶେର କାରଣେ ଏ କିବଳାକେ ଆଁକଡ଼େ ଧରେଛେ । ଆର ଆପଣି ତାଦେର କିବଳାକେ ଗ୍ରହଣ

كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُرُ وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتَمُونَ الْحَقَّ
যেরূপ চেনে তাদের সন্তানদেরকে ;^{১৪৮} আর তাদের একটি উপদল অবশ্যই সত্যকে
গোপন করে

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑩ الْحَقُّ مِنْ رِبِّكَ فَلَا تَكُونُنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
অর্থ তারা জানে । ১৪৭. প্রকৃত সত্য তা-ই যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে
আগত । সুতরাং আপনি সন্দেহকারীদের মধ্যে শামিল হবেন না ।

وَ ; যেরূপ ; (أَبْنَاءُهُمْ)- আব্নাও হুম ; -يَعْرِفُونَ -চিনে ; (أَبْنَاءُهُمْ)-
আর ; -আবশ্যই ; -একটি উপদল ; -মَنْهُمْ (من+هم)- তাদের মধ্যকার ;
-আর ; -অবশ্যই ; -একটি উপদল ; -مَنْهُمْ (من+هم)- তাদের মধ্যকার ;
অর্থ তারা জানে । ১৪৭. প্রকৃত সত্য তা-ই যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে
আগত । -الْحَقُّ -يَعْلَمُونَ -জানে । ১৪৮. -الْحَقُّ -হুম ; و
-তাই, যা ; -আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত ; -রِبِّكَ -ফ্লা
-সুতরাং আপনি শামিল হবেন না ; -মধ্যে ; مِنْ -মিন ; -الْمُمْتَرِينَ
সন্দেহকারীদের ।

করে নিলেও এর সমাধান সম্ভব নয় । কেননা তাদের কিবলা একটি নয়, যার উপর
সকল দল একমত আছে ; বরং তাদের এক এক দলের এক একটি কিবলা । উপরতু
নবী হওয়ার কারণে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার বৃথা চেষ্টা করা এবং দেয়া-নেয়ার নীতিতে
তাদের সাথে আপোষ-রফা করাও আপনার কাজ নয় । আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া
হয়েছে, সর্বপ্রথম সবদিক থেকে বেপরোয়া হয়ে দৃঢ়ভাবে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই
আপনার দায়িত্ব ।

১৪৮. এটা আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য । যে বস্তুকে মানুষ
নিশ্চিতভাবে জানে এবং যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না, তাকে
এভাবে বুঝানো হয়ে থাকে যে, সে এ বস্তুটিকে এভাবে চেনে-জানে যেমন চেনে-
জানে নিজের সন্তানদেরকে । অর্থাৎ নিজের সন্তানদের চিহ্নিত করতে তার যেমন
কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না, তেমনিভাবে এ বস্তুটিকেও সে চেনে-
জানে । ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আলেমগণ এটা ভালোভাবেই জানতো যে, এ কাঁবা ঘর
হ্যরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছেন । অপরদিকে বায়তুল মুকাদ্দাস তার তেরো
শত বছর পরে হ্যরত সুলায়মান (আ) নির্মাণ করেছেন । এ ঐতিহাসিক ঘটনার
সত্যতার ব্যাপারে তাদের এক বিন্দুও সন্দেহ-সংশয় থাকার অবকাশ নেই ।

১৭ কুকু' (আয়াত ১৪২-১৪৭)-এর শিক্ষা

১। সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কা'বা ঘরই একমাত্র কিবলা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা “মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়, তা মক্কায় অবস্থিত এবং এ ঘর বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও বরকতের উৎস।”

২। সালাত আদায় করার সময় সরাসরি কা'বার দিকে মুখ করা সত্ত্ব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের পক্ষে সরাসরি কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করা সত্ত্ব নয়। তাই কা'বা যেদিকে অবস্থিত সেই দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট।

৩। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উস্থাহকে মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই বিশ্বাস, কর্ম তথা ইবাদাত এবং পার্থিব জীবনের কাজ-কর্ম—সব দিক থেকেই ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থী জাতি। আর ইসলামই একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবহা।

৪। আর এজন্যই মুসলমানদের সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সাক্ষী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং মুসলমানদের সাক্ষ্যের যথার্থতা অনুমোদনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে মুসলমানদের জন্য সাক্ষী হিসেবে মর্যাদাবান করেছেন।

৫। সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই ন্যায়ানুগ ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে। তাই মুসলিম উস্থাহকে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ করা হয়েছে। যেহেতু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অতএব কোনো ব্যাপারে মুসলিম উস্থাহ ইজমা ও গ্রহণযোগ্য এবং শরীয়াতের দলীল। আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যাপারে উস্থাহ ইজমা ও গ্রহণযোগ্য এবং শরীয়াতের দলীল। আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যাপারে উস্থাহ ইজমা ও গ্রহণযোগ্য এবং শরীয়াতের দলীল।

৬। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের আলেম সমাজ আল্লাহর বিধানে ‘তাহ্‌রীফ’ করেছে। সুতরাং যারা আল্লাহর বিধানকে গোপন করা ও পরিবর্তন করার মতো জগন্য কাজ করতে পারে তাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যেতে পারে না। সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে একমাত্র আল্লাহর বাণী কুরআন মাজীদকে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

সূরা হিসেবে ঝক্কু'-১৮

পারা হিসেবে ঝক্কু'-২

আয়াত সংখ্যা-৫

وَلْكُلٌ وِجْهٌ هُوَ مِنْ لِيٰهَا فَاسْتِبْقُوا الْخَيْرَ ۚ أَبْيَانٌ مَاتَ كُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ۝

১৪৮. আর প্রত্যেকের জন্য একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে (ইবাদাতের সময়)। সুতরাং তোমরা সংকাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও।^{১৪৮} যেখানেই তোমরা থাকো, তোমাদেরকে করবেন

اللَّهُ جَمِيعًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمِنْ حِيثُ خَرَجْتُ فَوْلِ وَجْهَكَ

আল্লাহ একত্র। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। ১৪৯. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও, তোমার মুখ ফিরাও

(১৪৮)-আর; -ও-**لَكُلٌ**-একটি দিক; -**وَجْهٌ**-সে; -**مِنْ لِيٰهَا**-সেদিকে মুখ ফিরায় ; -**فَاسْتِبْقُوا**- ফাস্টিভু' ; -**مَاتَ كُونُوا**- প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও; -**أَبْيَانٌ**-সংকাজে; -**الْخَيْرَ**-সুতরাং তোমরা থাকো; -**أَبْيَانٌ**-যেখানেই; -**بِكُمْ**-তোমাদেরকে; -**اللَّهُ**-আল্লাহ; -**قَدِيرٌ**-একত্র; -**عَلَىٰ**-আল্লাহ; -**فَوْلِ**-প্রত্যেক; -**شَيْءٍ**-বস্তু; -**وَ**-নিশ্চয়; -**اللَّهُ**-আল্লাহ; -**وَ**-সর্বশক্তিমান।
(১৪৯)-আর; -**فَوْلِ**-তুমি বের হও; -**حِيثُ**-মন; -**خَرَجْتَ**-থেকে; -**وَ**-থেকেই তুমি ফিরাও ; -**وَجْهَكَ**-তোমার মুখমণ্ডল ;

১৪৯. অর্ধাং 'সালাত' যেভাবে আদায় করতে হবে, তেমনি সালাত আদায়কালীন যে কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়াতেই হবে। প্রত্যেক জাতিরই ইবাদাতের সময় মুখ করে দাঁড়ানোর জন্য একটি কিবলা নির্ধারিত আছে। সে কিবলা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে নিয়েছে। এমতাবস্থায় সর্বশেষ নবীর উচ্চতের জন্যও একটি কিবলা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই।

তবে মূল বিষয় মুখ করে দাঁড়ানো নয়, আসল জিনিস হলো সেই নেকী ও কল্যাণসমূহ অর্জন করা—যার জন্য সালাত আদায় করা হয়। অতএব দিক ও স্থান নিয়ে বিতর্কে সময় নষ্ট করার চেয়ে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

شَطَرُ الْمَسِحِ الْحَرَاءُ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رِبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 মসজিদুল হারামের দিকে। আর নিচয় তা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য
 সত্য ; এবং আল্লাহ বেখবর নন

‘عَمَّا تَعْمَلُونَ’^{١٦٥} وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوْلَ وَجْهُكَ شَطَرَ الْمَسِيحِ الْحَرَامِ^{١٦٦}
তোমারা যা করো সে সম্পর্কে। ১৫০. আর যেখান থেকেই তৃষ্ণি বের হও, তোমার
মুখ্যমন্ত্র মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও :^{১৬৭}

وحيث مَا كنتم فلوا وجوهكم شطراً لِئلا يكون للناس عليكم حجةٌ^{١٤٤}
 آوار ସେବାନେଇ ତୋମରା ଥାକେ, ତୋମାଦେର ମୁଖମଙ୍ଗଳକେ ସେଦିକେଇ ଫିରାବେ, ଯାତେ
 ତୋମାଦେର ବିପକ୍ଷେ ବିତର୍କ କରାର ମାନୁଷର କୋନୋ ଅବକାଶ ନା ଥାକେ :^{١٤٥}

১৯০. কিবলা পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা উপলক্ষ্যে ফৌলِ وجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ বাক্যটি তিনবার এবং حَبَّتْ مَا كُتِّمَ فَوْلَأْ وَجْهَكَ দুইবার উপ্পেরিত হয়েছে। এর একটি সাধারণ কারণ হলো, কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বিরোধীদের জন্য হৈ চৈ করার ব্যাপার তো ছিলই; স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও ইবাদাতের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লাবিক ঘটনা ছিল। নির্দেশটি যদি যথাযথ ওরুত্ত সহকারে দেয়া না হতো তবে তাদের অন্তরে ধ্রুণ্ডি অর্জন সহজ হতো না। সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এতে এ ইংগিতও রয়েছে যে, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এর পরে কিবলা পুনঃপরিবর্তনের কোনো সং�াবনা নেই।

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونَىٰ ۚ وَلَا تَرْمِنُعَمَّتِيٰ

তাদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে তারা ব্যতীত। অতএব তাদের ভয় করো না, শুধু আমাকেই ভয় করো, যাতে আমি আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দান করতে পারি।^{১২}

খ। - তারা ব্যতীত ; যুলুম করেছে ; - ظَلَمُوا ; - مِنْهُمْ - (من+هم) - الَّذِينَ ; যারা - ظَلَمُوا ; - مِنْهُمْ - (من+هم) - فَلَا تَخْشُوهُمْ - (ف+لا+ تخشو+هم) - অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না ; - آمَّا كَمَّيْهِ - (آمما+كمي) - আমাকেই ভয় করো ; و - آمَّا رَبِّيْ - (آمما+رببي) - যাতে আমি পূর্ণ করতে পারি ; - نَعْمَتِي - (نعمه+تي) - আমার নিয়ামত ; - نِعْمَتِي - (نعمه+تي) - نِعْمَتِي - (نعمه+تي) -

প্রথমবারের নির্দেশ ছিল 'মুকীম' অবস্থার জন্য। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার বাসস্থানে অবস্থান করেন তখন সালাত আদায়কালীন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন।

দ্বিতীয় নির্দেশের পূর্বেই বলা হয়েছে, "যেখানেই আপনি বের হয়ে যান" অর্থাৎ কোথাও সফরে বের হলেও সালাতের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

অতপর তৃতীয় নির্দেশের মাধ্যমে বিরোধীদের আপত্তি করার সুযোগ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

১৯১. অর্থাৎ আমাদের এ হকুমকে পুরোপুরি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কাউকে নির্দিষ্ট দিক ছাড়া অন্য কোনো দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে দেখা গেলো ; আর তামনি তোমাদের শক্তদের তোমাদের সাথে বিতর্ক করার সুযোগ এসে গেল যে, "খুব তো মধ্যপঞ্চী উচ্চত, কেমন সত্যের সাক্ষ্যদাতা ; যারা বলে যে, কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত, আবার নিজেরাই তার বিপরীত কাজ করে।"

১৯২. এ বাক্যের সম্পর্ক নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে, "সেদিকেই মুখ করে তোমরা নামায আদায় করো যাতে তোমাদের বিরোধীরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের সুযোগ না পায়।" 'নিয়ামত' দ্বারা এখানে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে, যা বলী ইসরাইল থেকে নিয়ে এসে মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াত অনুসারে পৃথিবীর জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবজাতিকে সৎকর্ম ও আল্লাহর ইবাদাতের দিকে পরিচালিত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়া মুসলিম উম্মাহর জন্য তার সত্যের পথে চলার চরম পুরস্কার। এ নেতৃত্বের দায়িত্ব যে জাতিকে দেয়া হয়েছে তার প্রতি আসলেই আল্লাহর নিয়ামত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা এখানে ইরশাদ করছেন, কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দ্বারা তোমাদেরকে এ নেতৃত্বের পদে সমাসীন করা হয়েছে। অতএব তোমাদেরকে এজন্যই এ নির্দেশের যথাযথ

عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهتَّلُونَ ۝ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مُنْكِرًا يَتَلَوَّا

তোমাদের উপর এবং সম্বত তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হবে। ۱۵۱. যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে
তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি যিনি তিলাওয়াত করেন

عَلَيْكُمْ أَيْتَنَا وَيَزْكِيرُكُمْ وَيَعْلَمُكُمْ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُكُمْ

তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ, আর তোমাদেরকে পরিত্র করেন এবং
তোমাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত আর শিক্ষা দেন তোমাদেরকে

مَا لَكُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَيْيِ وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

যা তোমরা কখনো জানতে না। ۱۵۲. অতএব তোমরা আমাকে স্বরণ করো, আমি তোমাদের স্বরণ
করবো, ۴۴ আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

-তোমাদের উপর ; -এবং -عَلَيْكُمْ- (عل+كم)-সম্বত তোমরা;
-সরল পথ প্রাপ্ত হবে। ۱۵۳-كَمَا-আমি পাঠিয়েছি ; فِيكُمْ-তোমাদের জন্য ; -যেমন ;
-(من+كم)-مَنْكُمْ-একজন রাসূল ; -রَسُولًا- (في+كم)-
মধ্য থেকে ; -তিনি তিলাওয়াত করেন ; -عَلَيْكُمْ-(على+كم)-يَتَلَوَّا-
আমাদেরকে (بزكي+كم)-يَزْكِيرُكُمْ; -আর ; -و- (آيت+نا)-أَيْتَنَا-
পরিত্র করেন ; শিক্ষা দেন ; -এবং -يَعْلَمُكُمْ- (علم+كم)-
الْكِتَبَ ; -আর ; হিকমত ; -ও- (ال+كتب)-
يَعْلَمُكُمْ ; -আর ; কিতাব ; -ও-
(لم+تَكُونُوا+تعلَمُونَ)-لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- مَا- যাঁ ;
কখনো তোমরা জানতে না। ۱۵۴-فَاذْكُرُونِي- (ف+اذ+করো+নি)-
আমাকে স্বরণ করো ; -আমিও তোমাদের স্বরণ করবো ;
-আর ; -এবং ; -أَذْكُرْكُمْ- (اذ+কر+كم)-أَذْكُرْكُمْ-
-আর ; -এবং ; -أَشْكُرُوا إِلَيْيِ- (ashkura+لي)-
لَا تَكْفُرُونِ- (لا+تكفروا+ن)-অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

অনুসরণ করা প্রয়োজন যাতে অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর কারণে তোমাদেরকে এ
দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া না হয়। তোমরা যদি এ নির্দেশের যথাস্থ আনুগত্য করো
তাহলে তোমাদেরকে এ নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে।

১৯৩. অর্থাৎ এ নির্দেশের আনুগত্যকালীন এ আশা অন্তরে পোষণ করতে পারো যে,
এটা মহামহিম রাজাধিরাজের বর্ণনা শৈলী মাত্র। বিপুল ক্ষমতাশীল বাদশাহর পক্ষ
থেকে যদি কোনো চাকরকে বলে দেয়া হয়, আমার পক্ষ থেকে অমুক অমুক দান

‘অনুগ্রহের আশা করতে পারো, শুধু এতেটুকু কথার দ্বারাই সংশ্লিষ্ট চাকরের ঘরের আনন্দের বন্যা বয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষও তাকে অভিনন্দন জানায়।

১৯৪. ‘যিকির’-এর শাব্দিক অর্থ ‘স্বরণ করা’ এবং এর সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা অন্তরের মুখপাত্র হওয়ার কারণে মৌখিকভাবে স্বরণ করাকেও ‘যিকির’ বলা হয়। এতে বোঝগম্য যে, অন্তরে আল্লাহর স্বরণের সাথে মৌখিক যিকিরও গঠণযোগ্য।

সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, “যিকিরের অর্থ হলো, আনুগত্য ও নির্দেশ মান্য করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মানে না, সে আল্লাহর যিকিরই করে না, বাহ্যিকভাবে সে যতো বেশীই নামায ও তাসবীহ পাঠ করুক না কেন।”

ইমাম কুরতুবী (র) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, “যে আল্লাহর আনুগত্য করে অর্থাৎ হালাল-হারাম সম্পর্কিত নির্দেশ মেনে চলে তার নফল নামায-রোয়া কিছু কম হলেও সে আল্লাহর যিকির করে। অপরদিকে যে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তার নামায-রোয়া ও তাসবীহ-তাহলীল বেশী হলেও সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিকির করে না।”

হযরত মুয়ায় (রা) বলেন, “মানুষকে আল্লাহর আবাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে তার কোনো আমলই যিকরম্প্লাহুর সমর্পণ্যায়ের নয়।”

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “বাদাহ যে পর্যন্ত আমাকে স্বরণ করতে থাকে বা আমার স্বরণে তার ঠোঁট নড়তে থাকে সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।”

হযরত মুন্নূর মিসরী (র) বলেন—“যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্বরণ করে সে অন্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা সর্বদিক দিয়েই তাকে হিফায়ত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।”

১৮ কুকু’ (আয়াত ১৪৮-১৫২)-এর শিক্ষা

১। প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কিবলা নির্ধারিত হিল ; আর শেষ নবীর উত্তরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এ কিবলাই নির্ধারিত।

২। মুসলিম উল্লাহর যে কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই থাকুক না কেন, সালাতের সময় তাকে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হবে।

৩। কিবলা পরিবর্তন দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের নেতৃত্বের অবসান হয়েছে, আর তৎসঙ্গে মুসলিম উল্লাহকে বিশ্ব নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিঞ্চ করা হয়েছে।

৪। বর্তমানে মুসলিম উল্লাহ বাহ্যিকভাবে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত নেই। কিন্তু যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত কিবলা আর পরিবর্তন হবে না, সেহেতু মুসলিম জাতি যদি তাদের দীনে হককে

নিজেদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, তখনই বিশ্বনেতৃত্ব তাদের হাতেই ফিরে আসবে। ইতিহাস এর ঝুলন্ত সাক্ষী।

৫। মুসলিম উস্থাহ যদি যথার্থ অর্থে আল্লাহ'কে শ্রবণ করে অর্থাৎ আল্লাহ'র রাসূলের মাধ্যমে যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবহৃত তারা পেয়েছে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ'র রাসূল যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তাৰ যথাযথ অনুসরণ করে এবং যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আল্লাহ'ক খন্দনে তাদেরকে ভুলে যাবেন না। এটা আল্লাহ'র অঙ্গীকার, আর আল্লাহ' কখনও অঙ্গীকারের খেলাপ করেন না।

৬। বিশ্বকে নেতৃত্বদানের জন্য মুসলিম উস্থাহ'কে বাছাই করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ'র তত্ত্বাবধার আদায় করতে হবে। অক্ততজ্ঞ হলে আল্লাহ'র শ্রবণ থেকে দূরে ছিটকে পড়তে হবে। আর আল্লাহ'র শ্রবণ থেকে দূরে ছিটকে পড়ার অর্থ দুনিয়াতে অন্য জাতির অধীনস্থ হয়ে যাওয়া এবং পরকালে কঠিন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকা।

সূরা হিসেবে রুক্মি-১৯

পারা হিসেবে রুক্মি-৩

আয়াত সংখ্যা-১১

○ ﴿١٣﴾ يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِلَيْهَا سَعْيُنَا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

১৫৩. হে যারা ঈমান এনেছো ।^{১৫০} তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো । নিচয় আল্লাহর ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ।^{১৫১}

○ ﴿١٤﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না ;
বরং তারা জীবিত ;

○ ﴿١٥﴾ -استعِينُوا -يَاهَا- (লোকেরা) ! -হে (লোকেরা) ! -যারা ; -أَمْنَوْا -ঈমান এনেছো ; -الَّذِينَ - (বিষয়)- হে (লোকেরা) ! -সাহায্য প্রার্থনা করো ; -وَالصَّلْوَةُ - (বিষয়)- ধৈর্যের সাহায্যে ; -بِالصَّبْرِ - (বিষয়)- প্রার্থনা করো ; -إِنَّ - (বিষয়)- নিচয় ; -إِنَّ - (বিষয়)- আল্লাহ ; -مَعَ - (বিষয়)- সাথে (আছেন) ; -لَمَنْ - (বিষয়)- ধৈর্যশীলদের ।^{১৫২} -أَرَى - (বিষয়)- আর ; -لَا تَقُولُوا - (বিষয়)- নিহত হয় ; -فِي سَبِيلِ - (বিষয়)- পথে ; -يُقْتَلُ - (বিষয়)- নিহত হয় ; -لِمَنْ - (বিষয়)- তাদেরকে যারা ; -بَلْ - (বিষয়)- আল্লাহর (বিষয়)- পথে ; -أَمْوَاتٌ - (বিষয়)- আল্লাহর মৃত্যু ; -أَحْيَاءٌ - (বিষয়)- আল্লাহর জীবিত ; -مَمْتُوا - (বিষয়)- মৃত ; -بَلْ - (বিষয়)- আল্লাহর জীবিত ;

১৯৫. নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দানের পর উচ্চাতে মুহাম্মদীকে প্রয়োজনীয় হিদায়াত দান করা হচ্ছে । সর্বপ্রথম যে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে তাহলো, এ দায়িত্ব কোনো ফুলশয়া নয় যার উপর তোমাদেরকে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে ; বরং তা এক কঠিন দায়িত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় । এ দায়িত্বের বোঝা মাথায় নেয়ার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে তোমাদের উপর শিলা বৃষ্টির মতো রাশি রাশি বিপদ আসতে থাকবে । তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে । বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির মুখোমুখী হতে হবে । অতপর তোমরা ধৈর্য, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও দ্বিধাহীন সংকলনের মাধ্যমে যখন আল্লাহর রাহে এগিয়ে যাবে, তখন তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহযোগ্য বর্ষিত হতে থাকবে ।

১৯৬. অর্থাৎ নেতৃত্বের এ ভারী বোঝা বহন করার শক্তি তোমরা দুটো বিষয় থেকে অর্জন করতে পারবে । এক, তোমরা ধৈর্যের গুণ অর্জন করবে ; দুই, সালাতের মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করবে । মূলত সবরাই সাফল্যের চাবিকাঠি যা ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো কাজে সফল হতে পারে না ।

وَلِكُنْ لَا تَشْعُرُونَ ④٤٠ وَلَنْبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُنُوْعِ

কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না। ۱۵۵. আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে
পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা

وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ ۝

এবং সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি আর ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে ;

তবে সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।

۴۵ ۰ أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُুْنَ

যাদের কোনো বিপদ আসলে তারা বলে, আমরা তো আল্লাহ'র জন্যই, আর আমরা
তো তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ۱۵۶

لَنْبُلُونَكُمْ -আর; -কিন্তু- তোমরা তা বুঝতে পারো না। ۴۴- لا تَشْعُرُونَ ; -লুক্স-
কিছু (b+শি)- بِشَيْءٍ ; - আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো (l+ন্বলুন+কm)-
দ্বারা; - এবং ; - ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ; - খুব ; - গুরুত্বক্ষণ ; - থেকে ;
(al+anfus)-الأنفس; -ও ; - সম্পদের ; - মাল+মাল)- منَ الْأَمْوَالِ ; - نقص
(ال+انفس)-الأنفس; -ও ; - জীবনের ; - ফল-ফসলের ; -الثَّمَرَاتِ ; - আর ; -
জীবনের ; - সুসংবাদ ; - প্রত্যাবর্তনকারী ; - ধৈর্যশীলদের। ۴۶- أَصَابَتْهُمْ -যখন;
-الذين- যারা; ۴۷- يَخْنَ -তাদের আসে ; - কোনো বিপদ ; - আর ; -
- তারা বলে ; - তার জন্য ; - আর ; - আল্লাহ'র জন্য ; - আর ; - অবশ্যই আমরা;
- নিশ্চয় আমরা ; - আল্লাহ' (l+الله)- لِلَّهِ - আর ; - প্রত্যাবর্তনকারী ; -
- তারই দিকে ; - রাখুন ; - প্রত্যাবর্তনকারী।

ধৈর্যের সংজ্ঞা হলো : (ক) তাড়াহড়া না করা, নিজের প্রচেষ্টার ভূরিত ফল লাভের
জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিস্ত হারিয়ে না বসা। (খ) তিক্ত স্বত্ত্বাব,
দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। (গ) বাধা বিপন্নির বীরোচিত
মোকাবিলায় ক্রোধাবিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়া। (ঙ) সকল প্রকার ভয়ভীতি ও
গোভ-গালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা। শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও
নফসের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা।

প্রবর্তী পর্যায়ে নামায সম্পর্কেও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে, নামায কিভাবে মুমিন
ব্যক্তি ও সমষ্টিকে নেতৃত্বের মহান দায়িত্বের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলে।

১৯৭. 'মৃত' শব্দটি ও তার চিন্তা মানুষের অন্তরে সাহসহীনতার ছাপ ফেলে। তাই
আল্লাহ'র রাহে যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকে 'মৃত' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ

○^{١٥٧} أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ شَفَوْاً وَلَئِكَ هُرَّ الْمَهْتَدِونَ

১৫৭. এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে অফুরন্ত
অনুগ্রহ ও করুণা ; আর এরাই তারা যারা সঠিক পথপ্রাণি ।

○^{١٥٨} إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَرَّبَ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ

১৫৮. নিচয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং যে
বায়তুল্লাহর হজ্জ করে বা ওমরা করে ॥

(১৫৭)-এরাই তারা ; -চলোত-অফুরন্ত
অনুগ্রহ ; -ও- তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ; -রَبِّهِمْ-
-করুণা ; -আর- ও- আল-মَهْتَدِونَ- ও- আল-কَفَّار- ও-
মারওয়া ; -ও- ও- আল-صَّفَا- ও- আল-মَرْوَة- ও-
(ف+من)- ফَمَن- নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ; -اللَّهِ-আল্লাহর-
সুতরাং যে- হজ্জ করে ; -الْبَيْت- অথবা ; -أَوْ- হজ্জ-
-ওমরা করে ;

এতে দীনী জামায়াতের লোকদের মধ্যে জিহাদ, সংবর্ষ ও আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্থবিরতা দেখা দিতে পারে । আর তাই বলা হচ্ছে যে, ঈমানদারগণ তাদের অন্তরে এ ধারণাই বন্ধমূল রাখবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করছে, সে মূলত চিরস্তন জীবন লাভ করছে । অকৃতপক্ষে এ ধারণাই বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এতে বীর-হৃদয় দুঃসাহসী, দুর্দমনীয়, সতেজ ও সজীব হয় ।

১৯৮. এখানে 'বলা'-র অর্থ শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করা নয় ; বরং অন্তরেও একথার স্বীকৃতি দেয়া যে, 'আমরা আল্লাহরই জন্য' । তাই আল্লাহর রাস্তায় আমাদের যে কোনো জিনিসই কুরবান হয়েছে তা যথার্থ ক্ষেত্রেই ব্যয় হয়েছে । যার জিনিস তার কাজেই লেগেছে । আবার যেহেতু তাঁর দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে । সুতরাং তাঁর পথে লড়াই করে জীবন দিয়েই তাঁর সামনে কেন উপস্থিত হবো না । এটা তার চেয়ে লক্ষ গুণে উত্তম যে, আমি আমার প্রবৃত্তির প্রতিপালনে ব্যক্ত থাকবো, আর এ অবস্থায় আমার উপর নেমে আসবে কোনো দুর্ঘটনা বা আমি শিকার হবো কোনো রোগের যার ফলে ধূঁকে ধূঁকে আমার মৃত্যু হবে ।

১৯৯. যিনহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে কা'বা শরীফের যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্জ' বলা হয় । আর এ নির্দিষ্ট তারিখ ছাড়া অন্য সময় যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'ওমরা' বলা হয় ।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوِفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ

তার কোনো দোষ নেই এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ (সায়ী) করায় ;^{২০০} আর যে স্বেচ্ছায় কোনো নেকীর কাজ করে^{২০১} তবে নিচয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও যথার্থ মূল্য প্রদানকারী ।

أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَهُ
নিচয় যারা গোপন করে তা, যে সুস্পষ্ট নির্দর্শন ও হিদায়াত আমি নাখিল করেছি তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও

أَنْ ; (على)+ - عَلَيْهِ (ف+لا+جناح)- فلا جُنَاحَ
-আর ; (ان+بطوف)- يُطْوِفَ
-আল্লাহ ; (فان+خيرا)- خَيْرًا
-স্বেচ্ছায় করে ; -مَنْ- مَنْ
-আল্লাহ- شَاكِرٌ
-আল+هـ- عَلَيْهِمْ
-যারা ; -مَ- مَ
-গোপন করে ; -آتَلَنَا- يَكْتُمُونَ
-হিদায়াত ; -و- و
-সুস্পষ্ট নির্দর্শন ; -الْهُدَىٰ- الْهُدَىٰ
-الْبَيِّنَاتِ- الْبَيِّنَاتِ
-مَابَيِّنَهُ- مَابَيِّنَهُ
-তা বিস্তারিত বর্ণনা করার ;

২০০. ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ মসজিদুল হারামের মধ্যবর্তী দুটি পাহাড়ের নাম । এ দুটি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো হজ্জের সেইসব অনুষ্ঠানের অঙ্গভূক্ত যেসব অনুষ্ঠান আল্লাহ তাআলা হ্যরত ইবরাহীম (আ)-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন । অতপর যখন মক্কা ও তার আশেপাশের অঞ্চলসমূহে মুশরেকী জাহেলিয়াত তথা পৌত্রলিঙ্কতা ছড়িয়ে পড়ে ‘সাফা’ পাহাড়ে ‘আসাফ’ ও ‘মারওয়া’ পাহাড়ে ‘নায়েলা’ নামক মূর্তীর পূজাবেদী স্থাপন করা হয় এবং এদের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হতো । অতপর নবী (স)-এর দাওয়াতে ইসলামের আলো আরববাসীদের অন্তর আলোকিত করলো, তখন মুসলমানদের সাফা-মারওয়ার সায়ী (দৌড়ানো) সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিলো যে, এ দুই পাহাড়ের মধ্যে সায়ী করা হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অঙ্গর্গত কিনা । নাকি মুশরিকরা হজ্জের অনুষ্ঠানের সাথে তা যোগ করে নিয়েছে । তাদের মনে এ প্রশ্নও দেখা দিলো যে, এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আবার শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ছি না তো ? হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মদীনাবাসীগণ সাফা-মারওয়ার সায়ী সম্পর্কে শুরু থেকেই অপসন্দ ও বিরক্তিভাব পোষণ করতো । কেননা তারা ‘মানাত’-এর পূজারী ছিল, আসাফ ও নায়েলা সম্পর্কে তারা জ্ঞাত ছিলো না । এসব কারণে যখন মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়, তখন এসব ভুল বুঝাবুঝির অবসান হওয়া, জরুরী ছিল । এটা জানা তাদের জন্য জরুরী ছিল যে, এ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ «أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْغُنُونُ»
 কিতাবে মানুষের জন্য, এরাই তারা, যাদেরকে অভিশাপ দেন আল্লাহ এবং অভিশাপ
 দেন অভিশাপকারীরাও। ۲۰۲

۱۶۰. **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُهُمْ أُنْوَابٌ فَأَوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ**
তবে যাবা তাওবা করেছে এবং (নিজেদের কমনীতি) সংশোধন করে নিয়েছে
ও (যা গোপন করেছিল তা) বাঞ্ছ করেছে এদেরই তাওবা আমি প্রাহ্ণ করি :

وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ^{٦٦} إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُوَلُواْ وَهُرَكُفَارُ
আর আমিই পরম তাওয়া গ্রহণকারী পরম দয়ালু। ১৬১. নিশ্চয় যারা কুফরী
করেছে^{২০৩} এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে

أولنك - (فِي + الْ + كُتُب) - فِي الْكُتُب - مَانُوشَرِهِ الْجَنْي - (لِ + الْ + نَاس) - لِلنَّاسِ
- إِرَاهِيْ تَارَا - أَلَّا - أَلَّا حَمَدَ دِنْ ; أَبِيشَّا - (يَلْعَنُ + هُمْ) - يَلْعَنُهُمْ ; أَبِيشَّا - (يَلْعَنُهُمْ
(الْ + لَعْنُون) - الْلَعْنُون - أَبِيشَّا - (يَلْعَنُ + هُمْ) - يَلْعَنُهُمْ | ١٦٥
- سَانْشَوَدَن - أَصْلَحُوا - وَ - إِرَاهِيْ تَارَا ; تَابُوا - يَارَا ; الْذِيْنَ - الْأَلَّا - تَرَبَّهُ
كَرَرَ نِيَّرَهُ (نِيَّرَهُ كَرَرَهُ كَرَرَهُ كَرَرَهُ كَرَرَهُ) - (يَأْوِيْنَ كَرَرَهُ كَرَرَهُ كَرَرَهُ كَرَرَهُ
عَلَيْهِمْ - بَيْنُوا - وَ - إِرَاهِيْ تَارَا ; أَتُوبُ - أَمِيْ تَارَا كَبُولَ كَرِيْ؛ (أَتَ
تَارَا - فِي + أولنك) - فِي + أولنك ; (أَتَ
- تَارَا - أَمِيْ تَارَا كَبُولَ كَرِيْ؛ (أَتَ
أَدِيرَهِيْ - (عَلَى + هُمْ) - أَدِيرَهِيْ - (عَلَى + هُمْ) -
كَفَرُوا ; يَارَا - الْذِيْنَ - نِيَّرَهُ - أَنَّ (الْ + رَحِيم) - الرَّحِيم ;
- كُوفَرَهُ كَرَرَهُ تَارَا ; إِرَاهِيْ مَانُوا - وَهُمْ - مَنْتُرَهُ بَرَنَ كَرَرَهُ تَارَا ;
تَارَا - كَفَارَهُ كَفَارَهُ

দুই পাহাড়ের মধ্যে সাঝী করা হজ্জের মূল অনুষ্ঠানসমূহের অন্যতম। আর এ দুই পাহাড়ের পবিত্রতা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত, এটা মুশরিকদের মনগড়া আবিষ্কার নয়।

২০১. অর্থাৎ উভয় তো এটাই যে, আন্তরিক আশ্রহ সহকারে নেকীর কাজ করো ;
অন্যথায় আল্লাহর নির্দেশ মানার জন্য তো তা তোমাদেরকে করতেই হবে।

২০২. ইয়াছন্দী আলেমদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ এটাই ছিল যে, কিতাবুল্লাহুর ইলমকে সাধারণ লোকদের যাকে প্রচার করার পরিবর্তে ‘রাবী’ ও কিছু পেশাদার ধর্মীয় গোষ্ঠীর আওতাধীন করে রেখেছিল। অতপর যখন অজ্ঞতার কারণে সাধারণ জনতা ব্যাপকভাবে পথভ্রষ্ট হতে লাগলো, তখন আলেম সমাজ তাদের সংশোধনের

أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

এরাই তারা যাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত
মানুষের অভিশাপ ।^{২০৪}

—এরাই তারা; عَلَيْهِمْ (على+هم) —أَوْلَئِكَ—الله—আল্লাহর; এবং—الْمَلَائِكَةِ ; و—النَّاسِ—মানুষের; —সমস্ত—أَجْمَعِينَ ।

কোনো চেষ্টা করেনি—শুধু এতটুকুই নয় ; তারা নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা ঠিক রাখার জন্য জনগণের শরীয়াত বিবোধী কাজকে কথা, কাজ ও মীরব সমর্থন দিয়ে বৈধতার লাইসেন্স দিতে থাকলো । মুসলিমানদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ দেয়া হচ্ছে । পৃথিবীর তাৎক্ষণ্য মানুষের হিদায়াতের জন্য যে মুসলিম উস্মাহকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাদের কর্তব্য সেই হিদায়াতের বাণীকে যতোবেশী সম্ভব সম্প্রসারিত করা, কৃপণের ধনের মতো তাকে কুক্ষিগত করে রাখা নয় ।

২০৩. ‘কুফর’-এর মূল অর্থ ‘গোপন করা’ । এ থেকে ‘অঙ্গীকার করা’ অর্থ নির্গত হয় । অতপর শব্দটি ঈমানের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে । ঈমানের অর্থ মেনে নেয়া, গ্রহণ করে নেয়া, স্বীকার করে নেয়া । এর বিপরীতে কুফরের অর্থ না মানা, গ্রহণ না করা এবং অঙ্গীকার করা । কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে কুফরের বিভিন্ন সুরত হতে পারে-

এক ৪ আল্লাহকে একেবারে না মানা অথবা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে না মানা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক ও মাবৃদ মানতে অঙ্গীকার করা অথবা তাঁকে একমাত্র মালিক ও মাবৃদ হিসেবে না মানা ।

দুই ৪ আল্লাহকে তো মানে ; কিন্তু তাঁর হিদায়াতসমূহকে জ্ঞান ও আইনের উৎস হিসেবে স্বীকার করে না ।

তিনি ৪ : নীতিগতভাবে একধা মানে যে, তাকে আল্লাহর হিদায়াতের অনুসারে চলতে হবে ; কিন্তু আল্লাহ তাঁর হিদায়াতসমূহ যেসব নবী-রাসূলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে মানতে অঙ্গীকার করে ।

চার ৪ নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজের প্রবৃত্তি ও গোত্র এবং দলীয় প্রীতির কারণে তাঁদের কাউকে মানা আর কাউকে মানতে অঙ্গীকার করা ।

পাঁচ ৪ : আবিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক বিধি-বিধান ও জীবন যাপনের বিধান সম্পর্কে যেসব শিক্ষা বর্ণনা করেছেন সেগুলো পূর্ণভাবে বা আংশিক গ্রহণ না করা ।

٤٥) خَلِيلٍ بَنِ فِيهَا ۝ لَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظَرُونَ ۝

১৬২. চিরকাল তারা এর (অভিশাপের) মধ্যে থাকবে ; তাদের থেকে আয়াব কখনো হালকা করা হবে না ; আর না তাদের কোনো বিরাম দেয়া হবে ।

٤٦) وَالْمُكْرِمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۝ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ ; ২০৫ তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ; তিনি পরম কর্মণাময় পরম দয়ালু ।

(১৬)-চিরকাল থাকবে ; (ফি+হা)- ফিহা (فِيهَا)- তার মধ্যে ; -لَا يُخْفَفُ- কখনো হালকা করা হবে না ; -عَنْهُمُ-(عন+هم)- তাদের থেকে ; -الْعَذَابُ-(ال+عذاب)- আয়াব ; -أَلَّا هُمْ لَا- আর ; -وَ-আর ; -الْهُكْمُ- হালকা করা হবে । (১৬)-আর ; -إِلَهٌ-ইলাহ ; -وَاحِدٌ-এ ; -إِلَهٌ-ইলাহ ; -لَا- আর ; -ছাড়া- ছাড়া ; -هُوَ-তিনি ; -الرَّحْمَنُ-পরম কর্মণাময় ; -الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু ।

ছয় : উল্লেখিত বিষয়সমূহকে মতবাদ হিসেবে মেনে নিয়েও কার্যত জেনে-বুঝে আল্লাহর বিধানের নাফরমানী করা এবং এ নাফরমানীর উপর দৃঢ়চিন্ত থাকা । আর দুনিয়ার জীবনে নিজের মতবাদ ও বিশ্বাসের বিপরীত নাফরমানীর উপর নিজের কর্মনীতির বুনিয়াদ স্থাপন করা ।

এছাড়াও কুরআন মাজীদে ‘কুফর’ শব্দটি ‘নিয়ামতের অস্তীকার’ ও ‘অকৃতজ্ঞতা’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং শোক্র তথা ‘কৃতজ্ঞতা’-এর বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে ।

২০৪. মুফাস্সিরগণের মতে, যে কাফিরের মৃত্যু কুফর অবস্থায় হয়েছে বলে জানা নেই তাকেও লান্ত করা তথা অভিসম্পাত করা বৈধ নয় । আমাদের পক্ষে কারও শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানার যেহেতু কোনো সুযোগ নেই সেহেতু কোনো কাফিরের নাম নিয়ে অভিসম্পাত করা বৈধ নয় । তবে আমভাবে কোনো কাফিরের নাম উল্লেখ না করে অভিসম্পাত করা অবৈধ নয় । রাসূলে কারীম (স) যে সমস্ত কাফিরের নাম ধরে লান্ত করেছেন তাদের মৃত্যু যে কুফর অবস্থায় হয়েছে এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি জ্ঞাত ছিলেন ।

এতে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, লান্তের ব্যাপারটি এমনই নাজুক যে, মৃত্যুকালীন অবস্থা না জেনে কোনো কাফিরের উপরও লান্ত করা বৈধ নয় । সুতরাং কোনো মুসলমান বা কোনো জীব-জন্মের উপর কিভাবে লান্ত করা যেতে পারে ! অথচ

‘সাধারণ মানুষ কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের লাভন্ত করে থাকে ; তখু লাভন্ত করেই থামে না, লাভন্ত অর্থবোধক যতো শব্দ তার জানা থাকে তার সবগুলো ব্যবহার করতে অলসতা করে না ।

লাভন্তের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেয়া । অতএব কাউকে ‘মরদু’ বা ‘আল্লাহর অভিশপ্ত’ প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে গালি দেয়াও লাভন্তের শামিল ।

২০৫. এখানে তাওহীদের মূল কথা ব্যক্ত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা একক, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই । সুতরাং তিনিই এককভাবে ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য ও তিনিই তার একমাত্র অধিকারী । সভাগতভাবেও তিনি একক । অর্থাৎ তিনি খণ্ডিত সস্তা নন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেও তিনি পরিবিত্র । তাঁর বিভক্তি বা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না ।

তিনি আদি ও অনন্ত, এদিক থেকেও তিনি একক । তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন যখন কিছুই ছিলো না । আবার তিনি তখনও বিদ্যমান থাকবেন যখন কিছুই থাকবে না । অতএব তিনিই একমাত্র সস্তা যাকে ‘ওয়াহিদ’ বা এক বলা যেতে পারে । এ শব্দটিতে যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান । তারপর আল্লাহ তাআলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে । আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও স্থিতি, রাত-দিনের আবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্বাদের সাক্ষ্য ।

১৯ কুকু' (আয়াত ১৫৩-১৬৩)-এর শিক্ষা

১। ‘সবর’ ও ‘সালাত’ যাবতীয় সংকট নিরসনের উপায় । মুসলমানদের যে কোনো বিপদ-মসীবতে আল্লাহর নিকট ‘সবর’ ও ‘সালাতে’র মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে ।

২। اَنْ اَلْلَهُ مَعَ الصُّبْرِ । বাক্যের দ্বারা ইংগিত পাওয়া যায় যে, নামাযী ও সবরকারীর সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ তথা আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে । আর যেখানে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে সেখানে কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই টিকতে পারে না ।

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় তাঁদেরকে সাধারণভাবে যারা যৃত্যবরণ করে তাদের সম্পর্যায়ভূক্ত মনে করা যাবে না । হাদীসের বর্ণনা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, শহীদদের দেহ জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত রয়ে গেছে । এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে ।

৪। পার্বিব জীবনে মুমিনদের উপর যেসব বিপদ-মসীবত আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মাত্র । এ পরীক্ষায় যারা দৈর্ঘ্যধারণ করে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে । আর এ সুসংবাদ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও করমণার এবং সঠিক পথপ্রাপ্তির ।

৫। إِيَّاهُدَىٰ وَ كُشْتَانْ حَتَّىٰ تَسْأَلَنْ । তথা সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে, তাদের উপর আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিজগতের লাভন্ত বর্ষিত হবে ।

৬। ইজ্জের বিধানসমূহের মধ্যে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়সমূহের মাঝে 'সায়ি' করা বা দৌড়ানোও অস্তর্ভূত। এটা ইজ্জে ইবরাহীমীরই অংশ।

৭। আল্লাহ ও সৃষ্টিগতের লাভন্ত বা অভিসম্পাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র পথ কুফর, শিরক ও যাবতীয় বনাহ থেকে সত্যিকার অর্থে তাওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া।

৮। কুফর অবস্থায় যৃত্য হলে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানব মঙ্গীর অভিসম্পাত পড়বে; পরকালে তাদেরকে চিরস্থায়ী বিরামহীন বিরতিহীন শান্তি ভোগ করতে হবে।

৯। সৃষ্টিগতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকলের ও সমস্ত কিছুর 'ইলাহ' হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি দয়াময় করণার আধার। বান্দাহ অনুত্তম হয়ে পাপের জন্য তাওবা করে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন।

সূরা হিসেবে রঞ্জু'-২০
পারা হিসেবে রঞ্জু'-৪
আয়ত সংখ্যা-৪

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الَّيلِ وَالنَّهَارِ
ۚ﴾
১৬৪. নিচয়^{২০৬} আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত
ও দিনের আবর্জনে.

وَالْفُلِكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
আর নৌকা-জাহাজসমূহে যা চলাচল করে নদী-সমুদ্রে যদ্বারা উপকার পোছে
মানুষের, ১০৭ আর নাখিল করেন আদ্বাহ

২০৬. অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলার একত্রিত সম্পর্কে চাকুষ লক্ষণ ও বাস্তব প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আসমান-যামীনের সৃষ্টি, রাত-দিনের আবর্তন ও তাঁর ক্ষমতার পরিপূর্ণতা একত্রিতের চাকুষ প্রমাণ। তেমনিভাবে পানির উপর জাহাজ চলাচলের সুবিধা, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে পৃথিবীকে সুজলা-

دَابِيْه وَتَصْرِيفُ الرِّيمِ وَالسَّحَابِ الْمُسْخَرِبِينَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ

জীব-জন্ম : আর বাতাসের দিক পরিবর্তনে ও আসমান-যাঁনের

ମାର୍କୋ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମେଘଯାଳୀୟ

لَا يَرِيْدُ لِقَوْمٍ يَعْقُلُوْنَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَلَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
অবশ্যই নিম্নর্ণ বরেছে সে সন্দারের জন্য যারা জ্ঞান-বৃক্ষ গাঁথে ।^{১০৫} ১৪৫. ঘার শান্তির মধ্যে (এমন লোকগ)

সুফলা, শস্য-শ্যামলা করে তোলা, বাতাসের গতি পরিবর্তন, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে মেঘমালার বিচরণ ইত্যাদির মধ্যে আল্পাহর অস্তিত্ব ও একত্বাদের প্রমাণ বিদ্যমান।

২০৭. এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মালামাল আমদানী-রঙানীর মধ্যে মানুষের এতোবেশী কল্যাণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যায় না। আর এর ভিত্তিতেই আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের নিয়ত নতুন পথ ও পদ্ধা উত্তৃবিত্ত হচ্ছে।

২০৮. অর্থাৎ মানুষ যদি বিশ্বজাহানের এ কারখানাকে—যা দিবা-রাত্রি তাদের চোখের সামনে সক্রিয় রয়েছে তাকে পশ্চর দেখার মতো না দেখে, বরং জ্ঞান-বৃক্ষ ব্যবহার করে এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং হঠকারিতা পরিহার করে পক্ষপাতাইন ও মুক্ত অঙ্গেরে চিন্তা করে তাহলে উল্লেখিত নির্দর্শনাদি তার এ সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য যথেষ্ট যে, এ বিরাট বিশ্বের ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা অবশ্যই অসীম ক্ষমতাধর মহাজ্ঞানী এক সন্তার বিধানের অনুগত। সকল ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সেই একক সন্তার হাতে কেন্দ্রীভূত। এতে কারো কোনো স্বাধীন হস্তক্ষেপের বা কোনো প্রকার অংশীদারিত্বের বিদ্যুমাত্র অবকাশ নেই। অতএব সমগ্র সুষ্ঠিগতের তিনিই একমাত্র স্তুষ্টা, প্রভু, ইলাহ ও আল্লাহ।

২০৯. অর্ধাঁ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের যেসব গুণবলী তাঁর সাথে নিরংকুশভাবে
সংশ্লিষ্ট ও নির্দিষ্ট তার কোনো একটি বা একাধিক গুণকে অন্যদের সাথে সম্পর্কিত

يَحْبُونَهُ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا أَشَدُ حَبَّ اللَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ
তারা ভালোবাসে তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় ; আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসায়
তারা অধিকতর দৃঢ় ;^{১০} আর যদি তারা (এখন) উপলক্ষি করতো-যারা

ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
যুলুম করেছে-যখন তারা দেখবে শান্তি (তখনকার মতো) যে, নিচয় সকল শক্তি
আল্লাহরই ; আর অবশ্যই আল্লাহ শান্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর । ..

كَحْبَ (ك+حب)-**ভালোবাসার**
ন্যায় ; -**আল্লাহকে** ; -**الَّذِينَ** ; -**যারা** ; -**أَمْنَوْا** ; -**ঈমান এনেছে** ;
أَشَدُ -**তারা** ; -**آمِنًا** ; -**ঈমান** ; -**لَهُ** ; -**آلَّه** ; -**হুব্বা** ; -**আল্লাহর জন্য** ;
-**লَو** ; -**আর** ; -**যদি** ; -**তারা** উপলক্ষি করতো (এখন) ; -**بَرَى**-**الَّذِينَ** ; -**যুলুম করেছে** ;
-**لَمْ**-**যখন** ; -**তারা** দেখবে ; -**الْعَذَابَ** ; -**بَرَوْنَ** ; -**أَنْ** ; -**নিচয়** ;
-**الْقُوَّةَ** ; -**أَنْ** ; -**সকল শক্তি** ; -**لَهُ** ; -**আল্লাহরই** ; -**جَمِيعًا** ; -**আর** ;
-**أَنْ** ; -**সকল** ; -**لَهُ** ; -**আল্লাহ** ; -**شَدِيدُ** ; -**الْعَذَابَ** ; -**শান্তি প্রদানে** ।

করে । আর আল্লাহ তাআলার যেসব হক বা অধিকার বান্দাহর উপর রয়েছে সেসব
অধিকার বা তার কিছু অধিকার তারা নিজেদের বানানো 'মাবুদদের' প্রতি আদায়
করে । যেমন বিশ্বজাহানের সকল কার্যকারণ পরম্পরার উপর কর্তৃত, প্রয়োজন পূরণ,
বিপদ মুক্তি, ফরিয়াদ শ্রবণ, প্রার্থনা শ্রবণ, দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান, এসব
গুণাবলী বিশেষভাবে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত । এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা
যেহেতু সমগ্র বিশ্বের মালিক, সেহেতু বিশ্ববাসীর জন্য বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণ
করে দেয়ার দায়িত্বও তাঁর । তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং
তাদের আদেশ-নিষেধের বিধান প্রদান করাও আল্লাহর দায়িত্ব । আর এটা আল্লাহরই
অধিকার যে, বান্দাহ তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত স্বীকার করে নিবে, তাঁর নির্দেশকেই
আইনের উৎস বলে মেনে নিবে এবং তাঁকেই আদেশ-নিষেধের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ বলে
বিশ্বাস করবে । যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যকার কোনো গুণকে অন্য
কারো সাথে সম্পর্কিত করে আর তাঁর অধিকারসমূহের মধ্যে কোনো একটি অধিকারও
অন্য কাউকে প্রদান করে সে মূলত অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে । এমনিভাবে
যে ব্যক্তি বা সংস্থা উল্লেখিত গুণাবলীর কোনো একটি গুণের অধিকারী হওয়ার দাবি
করে এবং উল্লেখিত অধিকারসমূহের কোনো অধিকার মানুষের নিকট পেতে চায়, সে
ব্যক্তি বা সংস্থা আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ সাজে; যদিও মুখে তা দাবী না করুক ।

٤٦) إِذْ تَبَرَا الَّذِينَ أَتَيْعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقْطَعَتْ بِهِمْ

১৬৬. যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন দায়িত্ব গ্রহণে অস্থীকার করবে-যারা অনুসরণ করেছিল

তাদের এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে আর ছিন্ন করবে তাদের সাথে

الْأَسْبَابُ ٤٧) وَقَالَ الَّذِينَ أَتَيْعُوا لَوْا نَاكِرَةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّوا مِنْهُمْ

সকল সম্পর্ক। ১৬৭. এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হার যদি আমাদের একবার ফিরে যাবার নিচিত কোনো সুযোগ হতো তাহলে আমরাও তাদের অস্থীকার করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেরূপ তারা অস্থীকার করেছে আমাদেরকে। ২১

كُلِّ لَكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٌ عَلَيْهِمْ رُوْمَاهُرٌ بُخْرَجِينَ مِنَ النَّارِ

এভাবেই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহকে পরিতাপরূপে তাদের দেখাবেন ; কিন্তু তারা কখনও আগুন থেকে বহিগমনকারী হবে না ।

১৬৬) -যথন ; -তারা দায়িত্ব গ্রহণে অস্থীকার করবে ; -الَّذِينَ -وَأَذْ -তَبَرَا ; -যাদেরকে ;
-অনুসরণ করা হয়েছিল ; -الَّذِينَ -যারা ; -أَتَبْعَعُوا
-অনুসরণ করেছিল ; -الْعَذَابَ -রَأَوْا ; -এবং -তারা প্রত্যক্ষ করবে ;
-الْأَسْبَابُ -শাস্তি ; -আর -বে ; (ب+হم)- بِهِمْ ; -তাদের সাথে ; -وَ
-সকল সম্পর্ক -الَّذِينَ -এবং -فَال -যারা ; -وَ ৪৭) -এবং -فَال -তারা বলবে ;
-অনুসরণ করেছিল ; -أَتَبْعَعُوا -আমাদের জন্য হতো ;
-কর্তৃ -একবার ফিরে যাবার সুযোগ ; -তাহলে আমরাও অস্থীকার
করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম ; -مَنْهُمْ -منْهُمْ (থেকে) ; -كَمَا -যেরূপ ;
-তারা অস্থীকার করেছে ; -مَنْ -আমাদের থেকে ; -كَذَلِكَ -এভাবেই ;
-بِرِيهِمْ -أَعْمَالِهِمْ -আল্লাহ -أَعْمَالَهُمْ ; -اللَّهُ -তাদের কর্মসমূহ ;
-مَا -مَاهُمْ -আর -ও -তাদের নিকট ; -عَلَيْهِمْ -হম -পরিতাপরূপে ;
-الَّذِينَ -আগুন ; -النَّارِ -থেকে -কখনো বহিগমনকারী ; -بُخْرَجِينَ -হম -তারা হবে না ;
-الَّذِينَ -থেকে -মিমুন্নাহর সন্তুষ্টি অন্য সকল
অনুষ্ঠির চেয়ে অগ্রাধিকার থাকবে এবং এমন কোনো জিনিসের ভালোবাসা
মানুষের অভ্যরে এতোটুকু স্থান বা যর্যাদা লাভ না করে যে, আল্লাহর ভালোবাসার
জন্য সে তাকে কুরবান না করতে পারে ।

২১১. এখানে বিশেষ করে পথভ্রষ্টকারী নেতা ও তাদের অভি অনুসারীদের সম্পর্কে

এজন্য আলোচনা করা হয়েছে যে, যেসব তুলের পরিগামে অতীতের জাতিসমূহের উচ্ছ্বৃ হয়ে গেছে তা থেকে মুসলমানরা যেন সতর্ক থাকে। নেতা বাছাই করতে শেখে এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের অনুসরণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

২০ রকু (আয়াত ১৬৪-১৬৭)-এর শিক্ষা

১। আল্লাহ তাআলার তাওহীদ তথা একত্ববাদ আল্লাহর উপস্থাপিত প্রমাণাদির মাধ্যমেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এ বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো বিশ্বাস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

২। বিশ্বজাহানের সবকিছুই আল্লাহর বিধানের অনুগত, অতএব মানুষকেও অবশ্যই আল্লাহর বিধানের সামনে আনুগত্যের মন্তক অবনত করতে হবে। এর অন্যথা করা যাবে না।

৩। যারা আল্লাহর শুণাবলীকে অন্যদের সাথে যুক্ত করে, আল্লাহর অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের প্রদান করতে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ অন্যদেরকে ছাড়া বৈধ-অবৈধের সীমা নির্দারণকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং বিপদ থেকে মুক্তিদানকারী মনে করে তারা শিরক করে। সুতরাং এসব আচরণ ও বিশ্বাস সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

৪। আমাদের সকল কার্যকলাপ আল্লাহর সম্মতিকে সামনে রেখেই পরিচালিত হবে। সর্বপ্রকার ভালোবাসাই আল্লাহর ভালোবাসার জন্য বিসর্জন দিতে হবে।

৫। সকল পথভ্রষ্ট নেতৃত্বের অনুসরণ থেকে অবশ্যই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এসব নেতৃত্ব পরকালের কঠিন দিনে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অঙ্গীকৃতি জানাবে। ফলে তাদের অনুসারীরা অনন্যোপায় হয়ে পড়বে এবং আকসোস করতে থাকবে; কিন্তু এ আকসোস কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না।

সূরা হিসেবে ইমকু'-২১

পারা হিসেবে ইমকু'-৫

আয়াত সংখ্যা-৯

يَا يَهَا النَّاسُ كُلُّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَبِيبًا زَ وَلَا تَتَبَعُوا
১৬৮. হে মানুষ ! পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা থেকে তোমরা খাও
এবং অনুসরণ করো না

خَطُوطِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكَرِمٌ وَمُبِينٌ ১৬৯
শয়তানের পদাক । ১১২ নিচয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত ।
অবশ্যই সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় মন্দ

وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ১৭০ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا
ও অশ্লীল কাজের এবং যেন তোমরা বলো আল্লাহ সংস্কে এমন বিষয় যা তোমরা
জানো না । ১৭০ । আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা অনুসরণ করো তার

মিমা- - তোমরা খাও ; - কুলু ! - (ال+ناس)- - النَّاسُ ; - হে (يَا+اي+ها)- - يَا يَهَا ১৬৮
- طবিবাতে ; - হালাল ; - حَلَّا ; - فِي الْأَرْضِ - (فِي+ال+ارض)- - فِي الْأَرْضِ ; - (من + ما)-
- অনুসরণ করো না ; - لَا تَتَبَعُوا ; - ও ; - আর ; - পবিত্র ; - পদাক ; - خَطُوطِ
- (شিয়তেন) ; - অবশ্যই ; - لَكَرِمٌ ; - عَدُوٌ ; - شক্ত ; - مُبِينٌ ; - (شিয়তেন)
- প্রকাশ্য । ১৬৯ - যামর করুন ; - يَأْمُرُكُمْ ; - (بامار+كم)- - يَأْمُرُكُمْ । ১৭০
- (ال+فحشاء)- - অশ্লীল ; - এবং - এবং কাজের ; - এবং - এবং - এবং - এবং -
- আল্লাহ ; - সংস্কে ; - কাজ ; - এবং - এবং - এবং - এবং - এবং -
- আল্লাহ - আর ; - যখন ; - মান ; - যেন ; - তেরুলুৱা ; - তোমরা বলো ; - অন ; -
- বলা হয় ; - তাদেরকে ; - অনুসরণ করো ; - তোমরা জান না । ১৭০ - যখন ; - মান ;
- বলা হয় ; - তাদেরকে ; - অনুসরণ করো ; - তোমরা খাও ; - কুলু ! - (ال+ناس)- - النَّاسُ ; - হে (يَا+اي+ها)- - يَا يَهَا ১৭১

২১২. অর্থাৎ পানাহারের ক্ষেত্রে সেসব বিধি-নিষেধ ভেঙে ফেলো যেগুলো কুসংস্কার
ও জাহিলী রীতিনীতির ভিত্তিতে প্রচলিত রয়েছে ।

২১৩. অর্থাৎ পানাহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিধি-নিষেধের ব্যাপারে এটা
মনে করা শয়তানী প্ররোচনা ছাড়া কিছুই নয় যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত
ধর্মীয় বিষয় । কারণ এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই ।

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءِنَا وَلَوْكَانَ أَبَاوْهُرْ

যা নাখিল করেছেন আল্লাহ ; তারা বলে, আমরা তো বরং অনুসরণ করি তার, যার উপর পেয়েছি আমাদের পিতা-পিতামহদেরকে ;^{২১৪} এমনকি যদি তাদের পিতা-পিতামহরা

لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ^(১) وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي
কোনো বিষয়ের জ্ঞানও না রাখে এবং হিদায়াতও না পেয়ে থাকে । ১৭১. আর যারা
কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ এমন যেন কেউ

يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صَرْبَكْرَعْمِي فَمَرْلَأَيْعَقِلُونَ^(২)
এমন কিছুকে ডাকে যা কোনো কিছু শোনে না হাঁক ডাক ও চিৎকার ছাড়া ;^{২১৫}
বধির, বোবা, অঙ্ক ; অতএব তারা কিছুই বুঝতে সক্ষম হবে না ।

- مَا - যা ; - أَنْزَلَ - আল্লাহ ; - قَالُوا - তারা বলে ; - بَلْ -
- নَتَّبِعُ - নাখিল করেছেন ; - عَلَيْهِ - আমরা পেয়েছি ; - تَارِ -
- অনুসরণ করি ; - مَا - যার ; - أَفَيْنَا - আমাদের পিতা-পিতামহদের ;
- أَبَاءِنَا - আমাদের পিতা-পিতামহদের ; - كَفَرُوا -
- এমনকি যদি ; - كَمِثْلِ - কান ; - هَيْ - হয় ; - أَبَاوْهُرْ -
- জ্ঞান না রাখে ; - لَا يَعْقِلُونَ - তাদের পিতা-পিতামহরা ; - شَيْئًا -
- কোনো বিষয়ের ; - وَ - এবং - لَا يَهْتَدُونَ - হিদায়াতও না পেয়ে থাকে ।^(১)
- آرَ - আর ; - كَمِثْلِ - উদাহরণ তাদের ; - كَفَرُوا - যারা ; - الَّذِينَ -
- কুফরী করেছে ; - مِثْلُ - আর ; - تَارِ - এমন কিছু যা ; - لَا يَسْمَعُ
- (ক) + মিথল - এমন যেন ; - الَّذِي - তাকে ; - دُعَاءً - নির্দেশ করা ;
- و - শোনে না ; - هَيْ - ছাড়া ; - هَيْ - হাঁকডাক ; - و - চিৎকার ;
- صَرْبَكْرَعْمِي - বধির ; - بَكْ - বোবা ; - عَمْيَ - অঙ্ক ; - فَ+হম -
অতএব তার ; - لَا يَعْقِلُونَ - কিছুই বুঝতে সক্ষম হবে না ।

২১৪. অর্থাৎ এসব বিধি-নিষেধ বাপ-দাদাদের আমল থেকে এভাবেই চলে
আসছে-এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি পেশ করা ছাড়া তাদের আর কোনো সবল যুক্তি নেই ।
মূর্খেরা ধারণা করে যে, কোনো রীতিনীতি অনুসরণ করার জন্য এ ধরনের যুক্তি ই
যথেষ্ট ।

২১৫. এখানে প্রদত্ত উদাহরণের দুটো দিক রয়েছে-(১) সেসব লোকদের অবস্থা
এমন নির্বোধ পক্ষের মতো যেগুলো শুধুমাত্র তাদের রাখালের পেছনে পেছনে চলতে
থাকে এবং না বুবেগুনে শুধু তাঁর হাঁকডাক শুনেই ।

(২) তাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগ করার সময় মনে হয় যেন জন্ম-জানোয়ারদের
ডাকা হচ্ছে যারা শুধুমাত্র শব্দই শব্দে থাকে কিন্তু কিছুই বুঝে না যে, বজ্ঞা কি বলছে ।

۲۹۱ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ

১৭২. হে যান্না ঈশ্বর এনেছো ! তোমরা খাও পরিত্ব বস্তু থেকে যে রিষিক আমি
তোমাদের দিয়েছি, আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় কর

إِن كُنْتُمْ إِيمَانَهُ تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত করে থাকো। ১২৬ ১৭৩. নিচয় আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত পণ্ড, রক্ত ও শূকরের গোশত

ଆନ୍ଦୋହ ତାଆଳ ଏଥାନେ ଏକପ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥବୋଧକ ଭାଷାଇ ବ୍ୟବହାର କରେଛେ ଯାତେ ଉପ୍ଲେଖିତ ଦୁଟୋ ଦିକଇ ଏତେ ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତ ହେଁବେ ।

২১৬. অর্থাৎ তোমরা যদি ইমান এনে অনুগত হয়ে থাকো যেমন তোমরা দিবি করে থাকো, তাহলে সেসব ছৃতমার্গ এবং জাহেলী যুগের আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে ফেলো যা তোমাদের পশ্চিত-পুরোহিত, পাদরী, ধর্ম্যাজক, যোগী-সন্যাসী ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকো, আর আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই গ্রহণ করো। রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত হাদীসে সেনিকেই ইশারা করেছেন-

مَنْ صَلَّى صَلَوةً وَأَشْتَقَبَ قَبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الْخَ

“যে আমাদের নামাযের ঘতো নামায আদায় করে, আমাদের কিবলাকে কিবলা
মানে এবং আমাদের ঘবেহকৃত প্রাণীর গোশ্ত খায় সে মুসলিমান।”

অর্ধাং সালাত আদায় ও কিবলামুখী হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি মুসলমান হতে পারে না, যতোক্ষণ না পানহারের ব্যাপারে জাহিলী যুগের আচরণ ও বিধি-নিমেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলে এবং জাহিলীয়াতের অনুসারীরা যেসব কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়।

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطَرَّ شَرْعَانِي وَلَا عَادٌ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ

ଆର ଯା ଯବେହ କରା ହେଁଲେ ଆପ୍ନାହ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ; ୧୭ ତବେ ଯାକେ ବାଧ୍ୟ କରା
ହେଁଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନୟ ଏବଂ ସୀମାଲ୍ୟନକାରୀଓ ନୟ-ତାର କୋନୋ ଶୁନାହ ନେଇ ;

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{١٩} إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ

ନିକ୍ଷୟ ଆଲ୍ଲାହ ଅତୀବ କ୍ଷମାଶୀଳ ପରମ ଦୟାଲୁ । ୧୯୪ । ନିକ୍ଷୟ ଯାରା ଗୋପନ କରେ ଯା
ଆଲ୍ଲାହ ନାୟିଲ କରେଛେ କିତାବେ

অন্যের জন্য; (ل+غির)- لغير - أَهْلُ بِهِ ; مَا - يা ; -আর ; و
 غِيرٌ ; آله - أَضْطَرَ ; تবে যাকে ; فَمَنْ ; مَن ; -আল্লাহ ছাড়া - اللَّهُ
 -নয় ; بَاعَ ; -বিদ্রোহী ; لَا - এবং নয় ; عَادٌ ; -সীমালংঘনকারী ; فَلَّا
 -তবে নেই ; -তার উপর ; أَنْ ; -নিশ্চয় ; عَلَيْهِ ; -কোনো গুনাহ ; أَثْمٌ
 -আল্লাহ ; عَفْوٌ ; -আল্লাহ ; -তার উপর ; أَنْ ; -নিশ্চয় ; أَعْلَم ; -
 -অতীব ক্ষমাশীল ; يَارَا ; -الذِينَ ; -এন্তিম দয়ালু ; رَحِيمٌ ; -পরম
 - ক্ষমতামুন ; -যারা ; -আল্লাহ ; -নায়িল করেছেন ; مَنْ ; مَن ; -থেকে ;
 -গোপন করে ; -আল্লাহ ; -আল্লাহ ; -যা ; -যাই ; -আর ; -কিতাব ;
 -الْكِتَبْ ;

২১৭. এ নিষেধাজ্ঞা সেসব পশ্চর উপরও আরোপিত হয় যেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়। তাছাড়া আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ন্যর-নিয়ায হিসেবে যেসব খাদ্য প্রস্তুত করা হয় সেসব খাদ্যের উপরও এ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। মূলত প্রাণী হোক বা খাদ্যশস্য অথবা খাদ্যদ্রব্য, সবকিছুরই মালিক আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহই এসব জিনিস আমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং নিয়ামতের স্বীকৃতি, সাদকা বা ন্যর-নিয়ায হিসেবে যদি কারো নাম নিতে হয় তবে একমাত্র আল্লাহর নামই নেয়া যেতে পারে, অন্য কারো নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়ার অর্থ একটাই হতে পারে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অথবা আল্লাহর সাথে অন্যকেও সমর্যাদার অধিকারী স্বীকার করে নিছি এবং অন্যকেও নিয়ামত-অনুগ্রহ দানকারী মনে করছি।

২১৮. অত্র আয়াতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে হারাম বস্তু পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক, বাস্তবেই অনন্যোপায় অবস্থার মুখোযুধি হলে, যেমন ক্ষৃৎপিপাসায় প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হলে অথবা প্রাণ-সংহারক কোনো রোগ হলে, এমতাবস্থায় হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোনো বস্তু না পাওয়া গেলে। দুই, অন্তরে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা পোষণ না করলে। তিনি, ন্যূনতম প্রয়োজনের সীমালংঘন না করলে। যেমন, কোনো হারাম পানীয় বস্তুর দুই এক ঢেক পান করলে বা হারাম খাদ্যের কয়েক মুষ্টি খেলে যদি প্রাণ বেঁচে যায় তাহলে তার অতিরিক্ত পানাহার না করা।

وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا «أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ

এবং বিনিময়ে তারা নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে; তারা নিজেদের পেটে আঙ্গন ছাড়া
আর কিছুই চুকায় না;^{২১১}

وَلَا يَكِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزِيقُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ଆର ତାଦେର ସାଥେ କିଯାମତେର ଦିନ ଆଲ୍ଲାହ କଥା ବଲବେନ ନା, ଆର ନା ତାଦେରକେ
ପବିତ୍ର କରବେନ ; ୨୨୦ ଆର ରଯେଛେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ମର୍ମମୁଦ୍ର ଆୟାବ ।

٤٠) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ

୧୭୫. ଏରାଇ ତାରା, ଯାରା ହିଦାୟାତେର ବିନିମୟେ ଗୋମରାହୀ ଏବଂ କ୍ଷମାର ବିନିମୟେ

শান্তি খরিদ করেছে ।

୨୧୯. ଅର୍ଥାଏ ସାଧାରଣ ଜନଗୋଟୀର ମଧ୍ୟେ ବିଭାଗିକର ଯେସବ କୁସଂକାର ପ୍ରଚଲିତ ହେଁବେ
ଏବଂ ବାତିଲ ରସମ-ରେଓୟାଙ୍ଗ ଓ ବିଧି-ନିଷେଧର ନବ ନବ ଶରୀଯାତର ଉତ୍ତର ଘଟେଛେ ତାର
ଜନ୍ୟ ଯେସବ ଆଲେମ ଦାରୀ ଯାଦେର ନିକଟ କିତାବୁଲ୍ଲାହର ଜ୍ଞାନ ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ତାରା ତା
ସାଧାରଣ ଜନଗଣେର ନିକଟ ପୌଛାଯାନି । ଅତପର ଅଜ୍ଞତାର କାରଣେ ସବୁ ଜନଗଣେର ମଧ୍ୟେ
ଭୁଲ ରୀତିନୀତି ଚାଲୁ ହତେ ଥାକେ ତଥନ୍ତି ଏସବ ଆଲେମ ମୁଖ ବଞ୍ଚ କରେ ବସେ ଥେବେଳେ ;
ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ଆଲ୍ଲାହର ବିଧାନ ଅଜ୍ଞାତ ଥାକାର ମଧ୍ୟେଇ ନିଜେଦେର ସ୍ଵାର୍ଥ
ଦେଖେଛେ ।

২২০। এখানে মূলত তথ্যকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মিথ্যা ও বানোয়াট দাবি ও প্রচারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে যা তারা সাধারণ জনগণের মধ্যে নিজেদের ব্যাপারে

فَمَا أصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ
অতএব তারা আগনের উপর কেমন ধৈর্যধারণকারী ! ১৭৬. এটা এজন্য যে, অবশ্যই
আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাখিল করেছেন,

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيلٌ ۝

আর নিচয় যারা কিতাবে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তারা দীর্ঘ মতপার্থক্যে লিঙ্গ হয়েছে।

ال+)-النَّارِ-عَلَى; তারা-কেমন (فما+اصبر+هم)- فَمَا أصْبَرَهُمْ
-اللهَ-আগনের । (ب+ان)- এজন্য যে, অবশ্যই ;- বান'-এটা ;
-بِالْحَقِّ)- ধৈর্যধারণকারী ;- (ال+كتب)-الْكِتَبَ- কিতাব ;
-سَتْيَسَه;- (ب+ال+حق)- بِالْحَقِّ;- নিচয় ;- الَّذِينَ- অন' ;
في الْكِتَبِ;- মতভেদ সৃষ্টি করেছে ;- মَتَّبْدِئ- এ- (ل+في+شقاق)- لَفِي شِقَاقٍ ;
-অবশ্যই- কিতাবে মতপার্থক্যে (নি+ال+كتب)- কিতাবে মতপার্থক্যে
লিঙ্গ হয়েছে; بَعِيلٌ- দীর্ঘ ।

প্রচার করে রেখেছে। তারা সত্ত্বাব্য সকল উপায়ে জনগণের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করতে প্রয়াস চালিয়েছে যে, তারা নিজেরা পৃত-পবিত্র সত্ত্বার অধিকারী এবং যে ব্যক্তি তাদের পদাক্ষ অনুসরণ করে চলবে কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে তার পাপরাশি মাফ করিয়ে নেবে। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তিনি তাদের সাথে কখনো কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না।

২১ কুকু' (আয়াত ১৬৮-১৭৬)-এর শিক্ষা

১ / মিথ্যাচার, জাহিলী, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাপ-দাদার অক্ষ অনুসরণ করা হারাম। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা উচিত।

২ / পানাহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই হালাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর ওকরিয়া আদায় করতে হবে।

৩ / আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে হবে আর যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৪ / মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যেসব হালাল প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয় সেসব প্রাণীর গোশত ভক্ষণ হারাম। তবে তিনটি শর্তে জীবন বাঁচানোর জন্য যতোটুকু ভক্ষণ করা প্রয়োজন ততোটুকু খাওয়া জায়েয়। শর্ত তিনটি হলো : (১) প্রাণ বাঁচানোর অন্যের পায় হলে। (২). আল্লাহর নির্দেশের বিদ্রোহী না হয়ে। (৩) প্রয়োজন পরিমাণের সীমালংঘন না করে।

৫। সৃত পঞ্চম সেসব অংশ যেগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না তা কোনো কাজে ব্যবহার করা হারাম নয় ।

৬। উধূমাত্র যবেহর সময় যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাই ‘হারাম’। যে রক্ত গোশতের মধ্যে জমাট বেঁধে থাকে তা হারাম নয় ।

৭। শুকরের যাবতীয় অংশই হারাম । তার কোনো অংশই কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না ।

৮। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নয়র-নিয়ায হিসেবে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করলেও তা হারাম বলে বিবেচিত হবে ।

সূরা হিসেবে ইকু'-২২
পারা হিসেবে ইকু'-৬
আয়াত সংখ্যা-৬

١٩٩. ⑩ لَيْسَ الْبَرَّ أَنْ تُولِّوْا مَوْجَهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
বরং সৎকর্ম নয় যে, তোমরা তোমাদের মুখ ফেরাবে
পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ২২

وَلِكِنَّ الْبَرَّ مَنْ يَأْتِي بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
বরং সৎকর্ম হলো, কেউ ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবস,
ফেরেশতাকুল, কিতাব

وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حِبَّهِ دَوْيِ الْقَرْبَى وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ
ও নবীদের প্রতি; ২২ আর দান করেছে মাল-সম্পদ তাঁরই ভালোবাসায়
আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন,

(১৯৯) -নয়-تুলো ; সৎকর্ম ; (ال+بر)-البر' ; -ان-যে ; (ال+بر)-البر' ;
ও ; পূর্ব ; (ال+مشرق)-المشرق ; -دিকে- قبل ; (وجه+كم)-
-সৎকর্ম-(ال+بر)-البر' ; -ولكن- ; বর্ণ- (ال+مغرب)-المغرب' ;
হলো-اليوم' ; -এবং-আল্লাহর প্রতি ; -মন অন- ; এবং কিতাব ;
ফেরেশতাকুল ; -(ال+ملائكة)-المملائكة' ; -ও- (ال+آخر)- الآخر' ;
ও নবীদের (প্রতি) ; (و+ال+بنين)- والنَّبِيِّنَ ; এবং কিতাব ; (و+ال+كتب)-
على-+)- على حبّه ; (ال+مال)- المَالَ ; -أَتَى- ; -এবং-
-(دوى+ال+قربى)- دَوْيِ الْقَرْبَى ; -ذَوِي الْقَرْبَى- (حب+ه)-
তাঁরই ভালোবাসায় ; (و+ال+مساكين)- وَالْمَسْكِينِ- (و+ال+يتمن)- وَالْيَتَمِّ-
ও মিসকীন ;

২২১. এখানে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোকে একটি উপমা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এখানে যে কথাটি বুঝানো উদ্দেশ্য তাহলো, দীনের ক্রিয়ায় প্রকাশ অনুষ্ঠান পালন করা, নিয়ম পালনের খাঁতিরে কয়েকটি নির্ধারিত কাজ করে যাওয়া এবং তাকওয়ার কয়েকটি বাহ্যিক রূপের প্রদর্শনী করাই আসল সৎকর্ম নয় ; আর আল্লাহর নিকট এর তেমন কোনো শুরুত্বও নেই।

وَأَبْنَ السَّبِيلٍ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصُّلُوةَ وَأَتَى الزَّكُورَةَ

মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাস মুক্তির জন্য ; আর প্রতিষ্ঠা করেছে সালাত এবং
প্রদান করেছে যাকাত ; ২২৩

وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِرٌ إِذَا عَمِلَ وَأَلْصَبِيرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ

আর যখন তারা ওয়াদা করেছে তা সম্পাদনকারী এবং
তারা ধৈর্যধারণকারী অভাবে, রোগ-শোকে

وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَلَّقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ০

ও যুক্তের কঠিন মুহূর্তে ; এরাই তারা যারা সত্য অবলম্বন করেছে
আর এরাই হলো মুস্তাকী ।

৭-(و+ال+سانلين)-وَالسَّائِلِينَ-(ابن+ال+سبيل)-ابنَ السَّبِيلِ ; وَ-
সাহায্যপ্রার্থী-আর ; دَانِسَمُوك্তিতে (في+رقب)-في الرِّقَابِ ; وَ-
-এবং-أَقَامَ-প্রতিষ্ঠা করেছে; -أَتَى-এবং-وَ-সালাতَ (ال+চলো)-الصُّلُوةَ ;
بعهدهم-(ال+موفون)-الْمَوْفُونَ ; -أَلْصَبِيرِينَ-(ال+صابرین)-الصَّابِرِينَ
- وَ-عَهْدِهِرٌ-তাদের কৃত ওয়াদা ; دَانِ-যখন-عَهْدُوا ; دَانِ-
অভাবে-(في+ال+باس)-فِي الْبَاسَاءِ ; دَانِ-কঠিন মুহূর্তে ; دَانِ-
الْبَاسِ-এবং-রোগশোকে ; دَانِ-ও-কঠিন মুহূর্তে ; دَانِ-
وَ-أَلْصَبِيرِينَ-এবং-রোগশোকে ; دَانِ-أُولَئِكَ-এরাই তারা ; دَانِ-
-আর ; دَانِ-أُولَئِكَ هُمُ-এরাই তারা ; دَانِ-أُولَئِكَ هُمُ-এরাই তারা মুস্তাকী ।

২২২. অত্ব আয়াতে ইতেকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদাত, মুয়ামালাত তথ্য লেনদেন এবং
নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে । প্রথমেই ইতেকাদ বা
বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে । মনে থেকে এ বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে ।

অতপর দ্বিতীয় শুরুত্পূর্ণ বিষয় মুয়ামালাত সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে । এখানে
ইবাদাতের আলোচনা রয়েছে । এরপর রয়েছে মুয়ামালাতের আলোচনা
এবং তা অংশে অলচ্বর্বীন । অংশে অলচ্বর্বীন মুয়ামালাত করার পর
সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে ।

২২৩. এখানে ধন-সম্পদ ব্যয় করার কয়েকটি শুরুত্পূর্ণ খাত বর্ণনা করার পর
যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে । এর দ্বারা এটাই বোধগম্য হয় যে, প্রথমে উল্লেখিত

١١٥) يَا يَهُآ الَّذِينَ أَمْنَوْا كِتَابَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ إِنَّ الْحُرُّ بِالْحُرِّ مُسْتَحْدِثٌ

১৭৮. হে যারা ঈমান এনেছে, তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাসের বিধান
প্রদত্ত হয়েছে ;^{২২৪} স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে,

وَالْعَبْلُ بِالْعَبْلِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

এবং ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলে, নারী নারীর বদলে ;^{২২৫} তবে কাউকে যদি কিছু
ক্ষমা করে দেয়া হয় তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে,^{২২৬}

(১১৬) ১১৬) - কৃত ; - যারা - ঈমান এনেছে ; - আম্নا ; - আল-জিন ; - যাইহামা ;
ফি ; কিসাসের ; কিসাস) - আল+قصاص - (علی +كم) - علیکم -
ব্যাপারে ; - باليحر - (ال + حر) - الْفَتْلِي - (ال + قتل) -
باليعبد - (ال + عبد) - الْعَبْل - (ال + عبد) - و - (ب + ال + عبد) -
باليأنثى - (ال + أنثى) - الْأَنْثَى - و - (ب + ال + عبد) -
নারীর বদলে ; (ب + ال + أنثى) - (ف + من) - فَمَنْ -
ক্ষমা - عَفَى ; (يদি) ; তবে কাউকে (যদি) ;
করে দেয়া হয় ; - أَخِيهِ - (اخ + ه) - أَخِيهِ - (ل + ه) - لَهُ - مِنْ -
তার জন্য ; - পক্ষ থেকে ; - أَخِيهِ - (اخ + ه) - أَخِيهِ - شَيْءٌ ; - شَيْءٌ ; -
কোনো কিছু ;

খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় যাকাত প্রদানের অতিরিক্ত। অর্ধাং যাকাত প্রদানের পরও
উল্লেখিত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা জরুরী।

২২৪. ‘কিসাস’ অর্থ খুনের বদলা অর্থাৎ মানুষের সাথে সেই আচরণই করা হবে যে
আচরণ সে অন্যের সাথে করেছে। এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, হত্যাকারী নিহতকে
যেভাবে হত্যা করেছে তাকেও সেভাবে হত্যা করা হবে ; বরং এর অর্থ হলো প্রাণ
সংহারের যে অপরাধ কর্ম তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তা-ই তার সাথে করা হবে।

২২৫. আইয়ামে জাহেলিয়াতে লোকদের নীতি ছিল যে, সমাজের কোনো সন্তুষ্ট
ব্যক্তি যদি কোনো নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির হাতে নিহত হতো, তখন তারা মূল
হত্যাকারীকে হত্যা করাকেই যথেষ্ট মনে করতো না ; বরং তারা চাইতো যে,
হত্যাকারীর গোত্রের অনুপ কোনো সন্তুষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে অথবা হত্যাকারীর
গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে এজন্য তারা হত্যা করতে চাইতো। অপরদিকে হত্যাকারী যদি
কোনো সন্তুষ্ট ব্যক্তি হতো এবং নিহত ব্যক্তি যদি দরিদ্র ও নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি হতো
তখন তারা তার বদলা নেয়ার ব্যাপারে কোনো জঙ্গেপই করতো না। এ অবস্থা যে শুধু
প্রাচীন জাহেলী সমাজে বিদ্যমান ছিল তা নয়, বরং আজকের যুগে যেসব জাতিকে
শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও সভ্য জাতি হিসেবে জনি সেসব জাতির সরকারী
ঘোষণাপত্রেও কোনো প্রকার লজ্জা-শরমের পরওয়া না করে এসব কথার ঘোষণা দেয়া

فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِالْحَسَانِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكَ
তখন অনুসরণ করতে হবে প্রচলিত বিধানের ২২৭ এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান
করতে হবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ

وَرَحْمَةٌ ۗ فِيمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَلَىٰ أَبِيهِ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
ও বিশেষ দয়া। অতপর যে সীমালংঘন করে ২৫৮ তবে তার জন্য রয়েছে
বেদনাদায়ক আয়াব। ১৭৯. আর তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসের মধ্যে

(ب+ال+معروف)- بالْمَعْرُوفِ ; (ف+اتباع)- فَاتِّبَاعٍ
প্রচলিত বিধানের; و-এবং; أ-إِلَيْهِ- তাকে; و-এবং; أ-أَدَاءُ- প্রদান করতে হবে;
بাহ্সান- (الى+ه)- أَبِيهِ- আপাতে হবে; و-এটা- ذَلِكَ- পক্ষ থেকে;
ভালোভাবে; س-সহজীকরণ; م-ম- تَخْفِيفٌ- পক্ষ থেকে;
-ف+من)- فِيمَنِ- ফেন; و- رَحْمَةٌ- রহমত; -و- بَعْدَ- রিকুম
ব্যক্তি; (ف+ل)- فَلَهُ- তাকে; -أَعْتَدَىٰ- পরে; -ذَلِكَ- এর; -بَعْدَ- পরে;
(ف+ل)- فَلَهُ- তাকে; -أَعْتَدَىٰ- পরে; -ذَلِكَ- এর; -بَعْدَ- পরে;
-أ-أَبِيهِ- আপাতে হবে; -عَذَابٌ- প্রাপ্তি; -الْبَيْمَ- বেদনাদায়ক। ১৭৯-আর; ل-لَّكُمْ- (+L
কিসাসের মধ্যে; -فِي- কিসাসের ; -الْقِصَاصِ- কিসাসের ; -)

হয় যে, আমাদের যদি একজন মারা যায় তবে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশজনের জীবন সংহার করবো। এ ধরনের অনেক কথাই আমরা শুনতে পাই যে, বিজিত জাতির আটককৃত বহু লোককেই হত্যা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর একটি সুসভ্য জাতি তাদের একজন লোকের হত্যার পরিবর্তে প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরবাসীর উপর। তাছাড়া তথাকথিত সুসভ্য জাতির বিধিবন্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায় যে, হত্যাকারী যদি শাসক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে হয়ে থাকে আর নিহত ব্যক্তি যদি শাসিতদের মধ্যকার হয়ে থাকে তাহলে বিচারালয়ের বিচারকও প্রাগদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে ইতস্তত করে থাকে। এসব অন্যায়-অবিচারের পথ বঙ্গ করার জন্য আল্লাহ তাআলা এ বিধান জারি করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, নিহতের পরিবর্তে শুধুমাত্র হত্যাকারীর জীবনই সংহার করা হবে। এটা দেখার প্রয়োজন নেই যে, হত্যাকারী কোনু পর্যায়ের আর নিহত ব্যক্তিই বা কোনু পর্যায়ের লোক।

২২৬. 'তাই' শব্দটি উল্লেখ করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল আচরণ করার পরামর্শ দান করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে এটাও জানা গেলো যে, ইসলামী দর্শনিধিতে মানুষ হত্যার মতো জঘন্য বিষয়টিও দিপক্ষীয় মর্জির উপর নির্ভরশীল। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের এ অধিকার আছে যে, তারা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে। এমতাবস্থায় হত্যাকারীর প্রাগদণ্ডের বিধান দেয়ার জন্য জোর দেয়া আদালতের পক্ষে বৈধ নয়।

حَيْوَةٌ يَأْوِي إِلَّا لَبَابٌ لَعَلَّكَ تَقُولَنَّ ۝ كُتْبَ عَلَيْكَ إِذَا حَضَرَ

জীবন, ২২৯ হে জ্ঞানীগণ ! সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে ।

১৮০. তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে—যখন উপস্থিত হয়

(ال+الباب)-**الْبَاب** ; -**يَأْوِي** ; -**حَيْوَة**—জীবন-
বুদ্ধি ; -**تَقُولَنَّ** ; -**لَعَلَّكَ** ; -**تَكَوَّنَ** ; -**عَلَيْكُمْ** ; -**كُتْبَ**-
বিধিবদ্ধ করা হয়েছে (على+كم)-**عَلَيْكُمْ**; -**حَضَرَ** ; -**يَخْنَ** ;
—**উপস্থিত হয়** ;

২২৭. কুরআন মাজীদে ‘মারফ’ শব্দটি অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা সেই সঠিক কর্মপদ্ধা বুঝানো হয়েছে যে সম্পর্কে গণমানুষ ওয়াকিফহাল। যা সম্পর্কে এমন নিরপেক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তিই—যাদের কোনো পক্ষের সাথে কোনো প্রকার স্বার্থ জড়িত নেই—বলতে পারে যে, হাঁ এটাই হক ও ইনসাফ এবং এটাই যথার্থ কর্মপদ্ধ। সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত কোনো উত্তম রীতিকেও ইসলামী পরিভাষায় ‘উরফ’ এবং ‘মারফ’ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর এমন সব ব্যাপারেই এটাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়েছে যেসব ব্যাপারে শরীয়ত কোনো বিশেষ নীতি নির্ধারণ করে দেয়নি।

২২৮. যেমন নিহতের উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ নেয়ার পরও প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় অথবা হত্যাকারী রক্তপণ দিতে গড়িমসি করে এবং/নিহতের উত্তরাধিকারীগণ তাদের প্রতি যে ইহসান করেছে তার বিনিময় অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে দেয়। এসব আচরণকেই সীমালংঘন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২২৯. এটা অপর একটি জাহিলিয়াতের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, যা অতীতেও অনেকের মন-মগ্নয়ে বিরাজমান ছিল, আর আজো অনেকের মন্তিক্ষে দানা বেঁধে আছে। জাহিলিয়াতপন্থীদের একটি দল প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন সীমালংঘনের পর্যায়ে চলে গেছে, তেমনি অপর একটি দল ক্ষমা করার ক্ষেত্রেও বিপরীত প্রাণিকতায় পৌছে গেছে। তারা প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে এমন প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে যে, অনেকে প্রাণদণ্ড দেয়াকে একটি শৃণ্য ব্যাপার মনে করতে শুরু করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে প্রাণদণ্ড দেয়ার বিধান রাখিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ বিবেকবান মানুষদের সম্বোধন করে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, ‘কিসাসের’ ঘধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যে সমাজে মানুষের জীবনকে মূল্যহীন সাব্যস্তকারীর জীবনকে মূল্যবান মনে করে, সে সমাজের লোকেরা আসলে নিজেদের জামার আঙ্গিনে কেউটে সাপ প্রতিপালন করে। তারা এক দোষী ব্যক্তির জীবন বাঁচিয়ে অগণিত নিরপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে।

أَهْلُكُرْ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا وَصِيَّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ
 তোমাদের কারো খুচু, যদি সে ধন-সম্পদ রেখে যায়—পিতা-মাতা ও
 নিকটাঞ্চীয়দের জন্য উসিয়াত

- سے رہئے یا یا؛ - ترک- یادی; ان- مُتّعٰث- الموت' (احد+کم)- توما دیر کارو؛ (ل+ال+والدین)- للوادلین- اوسیلیت کرارا؛ (ال+وصیة)- الوضیة؛ خیرا- سمساند؛ (ب+)- بالمعروف؛ نیکتا علیاً؛ (ال+اقربین)- الأقربین؛ و- پیاتاما تار جلن؛ (ال+متقین)- المتقین؛ علی- اپر را ساتھ؛ اٹا- اٹا کرتبا؛ حفنا- اینسا فرے (ال+معروف)؛ (بدل+ه)- بدلہ- اتے اور یہ؛ (ف+من)- فسن (۱۵)- پری بولن- مُتّعا کی دیر کارو؛ فائیما- تا شونا ر پر؛ (ما+سمع+ه)- ماسمعہ؛ پر- بعد؛ (اٹہ+ه)- اٹہ تا ر غناہ؛ اشہد-

২৩০. এ নির্দেশ তখন পর্যন্ত ফরয নির্দেশ হিসাবে বহাল ছিল যখন পর্যন্ত ওয়ারিসী সম্পদ বক্টনের কোনো বিধান নাযিল হয়নি। তখন প্রত্যেকের উপর তাদের ওয়ারিশদের অংশ নির্দিষ্ট করে ওসিয়াত করা বাধ্যতামূলক ছিল। যাতে তার মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মধ্যে পরম্পরাঘৰাদ-বিবাদ না হয় এবং কোনো হকদারের হক বিনষ্ট না হয়। অতপর যখন মীরাসী সম্পত্তি বক্টনের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি নীতিমালা নির্ধারণ করে দিলেন (যা সূরা নিসাতে আসবে) তখন ওসিয়াত ঐচ্ছিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রাসূলুল্লাহ (স) এ মূলনীতি নির্ধারণ করে দিলেন যে, ওয়ারিসদের যাদের মীরাস আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাতে ওসিয়াতের দ্বারা কম-বেশী করা যাবে না। আর ওয়ারিস ভিন্ন অন্যদের জন্যও সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত করা যাবে না। আর মুসলমান ও কাফির একে অপরের ওয়ারিস হতে পারবে না।

এ ব্যাখ্যামূলক নির্দেশনা দানের পর এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ট্রাই স্থির হয় যে, মানুষ তার সম্পদের কমপক্ষে দুই-ত্রুটীয়াৎ এজন্য রেখে দিবে যে, তার মৃত্যুর পর তা বিধান অনুযায়ী তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হতে পারে। আর তার সম্পদের সর্বাধিক এক-ত্রুটীয়াৎ সে তার ওয়ারিস ছাড়া অন্য এমন আস্তীয়-সংজনদের জন্য ওসিয়াত করতে পারবে যারা তার পরিবারভুক্ত বা বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরকে সাহায্য করাও প্রয়োজন এবং তারা তার ওয়ারিস হবে না। অথবা তার বংশের বাইরে

عَلَى الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصِ
তাদের উপর (বর্তাবে) যারা তা পরিবর্তন করে ; নিচয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ ।
১৮২. তবে যে ভয় করে ওসিয়াতকারীর দিক থেকে

جَنَفًا أَوْ إِنَّهَا فَاصْلَحٌ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْرٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
কোনো অনিষ্টাকৃত পক্ষপাতিত্বের অথবা অধিকার বিনষ্টের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার উপর
কোনো গুনাহ আরোপিত হবে না ; নিচয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ।

عَلَى (তাদের) উপর)- يَبْدِلُونَهُ - يَبْدِلُونَهُ ؛ - الْأَذْيَنَ - يَبْدِلُونَهُ ؛ -
(ف+من)- فَمَنْ - سَمِيعٌ ; - عَلَيْهِمْ - سَمِيعٌ ; - اللَّهُ - أَنَّ - نিচয় ;
তবে যে - দিক থেকে ; - মুঠো ; - ওসিয়াতকারীর ;
(ف+اصلح)- فَاصْلَحٌ - পক্ষপাতিত্বের ; অথবা ; অধিকার বিনষ্টের ;
(ف+لا+اثم)- فَلَا إِثْرٌ - তাদের মধ্যে ; (বিন+হম)- بَيْنَهُمْ -
তবে কোনো গুনাহ আরোপিত হবে না ; তার উপর - عَلَيْهِ - অন ;
- آلَّهُ - নিচয় ; অতীব - غَفُورٌ - অতীব দয়ালু ।
- رَّحِيمٌ - অতীব দয়ালু ।

যাদেরকে সে সাহায্য লাভের যোগ্য মনে করবে বা যেসব জনকল্যাণমূলক কাজে
সাহায্য করা সে প্রয়োজন মনে করবে— এমন সব ক্ষেত্রেও সে উল্লেখিত এক-
ত্তীয়াণ্শ সম্পদের আওতায় ওসিয়াত করতে পারবে ।

ওসিয়াতের এ বিধানটি যদি যথাযথ পালিত হতো, তবে মীরাস বটনের ব্যাপারে
অনেক প্রশ্নেরই সহজ সমাধান হয়ে যেতো । যেমন দাদা-নানার জীবদ্ধশায় যেসব
নাতি-নাতনীর পিতা বা মাতা ইন্তেকাল করে তাদেরকে এক-ত্তীয়াণ্শ সম্পদ থেকে
ওসিয়াতের মাধ্যমে সম্পদ দান করা যায় ।

২২ কৃকৃ' (আয়াত ১৭৭-১৮২)-এর শিক্ষা

১ / আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যেই হলো সৎকর্মের মূলকথা । কিবলার দিক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে
পড়াতে কোনো কল্যাণ নেই । আল্লাহর নির্দেশেই প্রথমত বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা হয়েছে, আবার
তাঁর নির্দেশেই কাবা কিবলায় পরিণত হয়েছে, আর কিয়ামত পর্যন্ত এটাই কিবলা ধাকবে । যেহেতু
নবী-রাসূলের আগমন ধারা চিরতরে রক্ষ হয়ে গেছে, তাই কিবলা পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গবন্ধাও আর
নেই ।

২ / আল্লাহর উপর ও আধিগ্রাতের উপর ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে ।

৩ / ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবী-রাসূলের উপর দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে ।

- ৪। নিজের সম্পদ থেকে সাধ্যমত আল্লাহ'র মহকতে আঘাতীয়-হজন, ইয়াতীয়, মিসকীন তথ্য।
নিঃসুল, মুসাফির, দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য দান করতে হবে।
- ৫। সালাত কায়েম করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।
- ৬। যাকাত ফরয হলে অবশ্যই তা কুরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।
- ৭। কারো সাথে প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণ করার জন্য আপ্রাপ্য চেষ্টা করতে হবে।
- ৮। রোগ-শোক, দৃঢ়ব-দৈন্য, বিপদ-মুসীবত এবং জিহাদের সংগীন মুহূর্তে আল্লাহ'র উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর উপরোক্তভিত্তি সত্কর্মই মুসাকী ইওয়ার একমাত্র পথ।
- ৯। যেহেতু আল্লাহ'র কালাম অনুযায়ী কিসাসের মধ্যে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিহিত, তাই কুরআনের এ বিধান-সহ সকল বিধানের বাস্তবায়নকল্পে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।
- ১০। নিজ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে গুসিয়াত করার বিধান কার্যকরী করতে হবে।
আল্লাহ'র এসব বিধান কোনো মতেই পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনোই অবকাশ নেই।

সূরা হিসেবে রুকু'-২৩
পারা হিসেবে রুকু'-৭
আয়াত সংখ্যা-৬

⑪ يَا يَهَا أَلَّذِينَ أَمْنَوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

১৮৩. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের উপর রোয়া ফরয করা হয়েছে, যেরূপ
ফরয করা হয়েছে তাদের উপর যারা

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ ⑫ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

তোমাদের পূর্বে ছিল ; সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে। ১৮৪. নির্দিষ্ট
কয়েক দিনের জন্য ; তবে কেউ তোমাদের মধ্যে

১৮৩. ⑪ يَا يَهَا - হে - যারা ; - আম্নো - ঈমান এনেছো ; - কৃত্ব - ফরয করা হয়েছে ;
- الَّذِينَ - যারা ; - কَمَا - ঈমান এনেছো ; - আল + চিয়াম - আল + কম - - عَلَيْكُمْ
- من +) - من قَبْلِكُمْ - তোমাদের পূর্বে ছিল ; - تَتَقَوَّنَ - তাদের যারা ; - عَلَى - উপর
- فَمَنْ - কয়েক দিনের জন্য ; - فَ+) - কয়েক দিনের জন্য ; - কেউ - তোমাদের মধ্যে ;
- নির্দিষ্ট - মَعْدُودَاتٍ - কয়েক দিনের জন্য ; - নির্দিষ্ট - আইমামা - আইমামা ;
- তবে - কেউ - তোমাদের মধ্যে ; - হলে - কান - কান ; - তোমাদের মধ্যে ;

২৩১. ইসলামের অধিকাংশ বিধানের মতো রোয়াও পর্যায়ক্রমে ফরয করা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমদিকে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোয়া রাখার নির্দেশ প্রদান
করেছিলেন। তবে এ রোয়া ফরয ছিলো না। অতপর হিজরী দ্বিতীয় সালে রম্যান
মাসে রোয়া রাখার বিধানসহ কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে; কিন্তু এতে
এতোটুকু সুযোগ রাখা হয় যে, যে ব্যক্তি রোয়া রাখতে শারীরিক দিক থেকে সমর্থ
হওয়া সত্ত্বেও রোয়া না রাখে, সে প্রত্যেক রোয়ার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে
খাদ্যদান করবে। তারপর এ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিধান অবর্তীর্ণ হয় এবং তাতে রোয়া না
রাখার সাধারণ সুযোগ বাতিল হয়ে যায়। তবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, মুসাফির, গর্ভবতী ও
দুঃখ দানকারী মহিলাদের জন্য রম্যান মাসে রোয়া না রাখার সুযোগটি যথারীতি বহাল
রেখে দেয়া হয়। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, পরবর্তী সময়ে ওজর বা অক্ষমতা
দূর হয়ে গেলে যে কয়টি রোয়া অক্ষমতার কারণে ছুটে গেছে সেগুলো কায়া আদায়
করে নেবে। আর বার্ধক্যের কারণে বা স্থায়ী রোগের কারণে যারা রোয়া রাখতে মোটেই
সক্ষম নয় তাদেরকে প্রতি রোয়ার জন্য একজন মিসকীনকে দুই বেলা আহার
করানোর বিধান দেয়া হয়েছে।

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَلَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

ଅସୁନ୍ଦର ହଲେ ଅଥବା ସଫରଗତ ଥାକଳେ ତବେ ମେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନଶ୍ଵଳୋତେ ; ଆର ଯାଦେର ଉପର ତା କଷ୍ଟକର ହବେ

فِلَيْهِ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطْوِعُ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ
 (সে) ফিল্ইয়া দিবে খাদ্য দিয়ে একজন মিসকীনকে ; তবে মে কেউ প্রেক্ষাগৃহ সরকর্ষ করে^{১০০} আ তার জন্য
 কল্যাণকর ; আর রোষা রাখা তোমাদের জন্য কল্যাণকর^{১০১}

ଏହା କେତର ଶମ୍ରାତିରୁ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ । ୧୮୫. ରମ୍ୟାନ ମାସ, ଏହାରେ ନାହିଁ କରାଯାଇଲା କୁରାଆନ

هُدًى لِلنَّاسِ وَبِنُبْيٍّ مِّنَ الْمُهْدِىٍ وَالْفَرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ
 যানুমের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নির্দর্শন ও (সত্য-মিথ্যার
 মাবে) পার্থক্যকারী ; কাজেই তোমাদের মধ্যে যে পাবে

২৩২. অর্থাৎ একের অধিক ব্যক্তিকে খাদ্যদান করবে অথবা রোয়াও রাখবে এবং মিসকীনকে খাদ্যও দান করবে।

الشَّهْرُ فِلِيصْمَهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فِعْلَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَهُ
মাসটি, সে যেন এতে রোয়া রাখে ; আর যে অসুস্থ অথবা সফররত (তার) গণনা
পূর্ণ হবে অন্য দিনগুলোতে ;^{১৪}

মাসটি ; (ف+ل+ي+ص)-الشهر-^أ-الشَّهْرُ
-আর ; -অসুস্থ-^أ-অসুস্থ-^أ-অথবা ; -مرি�ضاً-^أ-অথবা ;
-(তার)-^أ-গণনা পূর্ণ হবে ; -منْ أَيَّامٍ-^أ-অন্য ; -অন্য দিনগুলোতে ;^{১৪}

২৩৩. এ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বিতীয় হিজরী সালের
বদর যুদ্ধের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতদসংক্রান্ত পরবর্তী আয়াতের এক বছর পর
নাযিল হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার জন্য এর সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

২৩৪. সফর অবস্থায় রোয়া রাখা না রাখা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা ও বিবেচনার ওপর
ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নবী (স)-এর সাথে যেসব সাহাবা (রা) সফরে বের হতেন
তাদের মধ্যে কেউ কেউ রোয়া রাখতেন আবার কেউ কেউ রোয়া রাখতেন না ; তবে
উভয় দলের কেউ কারো ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তুলতেন না। ব্যয়ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-ও
সফরে কখনও রোয়া রাখতেন আবার কখনও রাখতেন না। কোনো এক সফরে এক
ব্যক্তি দুর্বলতা হেতু বেহঁশ হয়ে পড়লে, তার চারপাশে লোক জড়ে হয়ে গেলো ;
রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে রোয়াদার ছিল। তিনি ইরশাদ
করলেন, এটা নেকীর কাজ নয়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় তো তিনি রোয়া রাখতে বাধা
প্রদান করতেন যাতে শক্তির সাথে যুদ্ধে দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। হযরত ওমর (রা)
বলেন, আমরা দুবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রম্যানে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেছিলাম,
একবার বদর প্রান্তরে, দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের সময় এবং দুবারই রোয়া ছেড়ে
দিয়েছিলাম।

সাধারণ সফরের ব্যাপারে কথা হলো, কতোটুকু দূরত্বের সফরে রোয়া ছেড়ে দেয়া
যাবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো বাণী থেকে এটা পরিষ্কার নয়, আর এ ব্যাপারে
সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর কাজেও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক অত
হলো, যতোটুকু দূরত্ব সাধারণ প্রচলনে সফর হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যতোটুকু
দূরত্ব অতিক্রম করলে মুসাফিরীর অবস্থা অনুভব করা যায় তা-ই রোয়া ভাঙ্গার জন্য
যথেষ্ট।

এ ব্যাপারে একমত্য রয়েছে যে, যেদিন সফর শুরু করা হয় সেদিনের রোয়া রাখা
না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। মুসাফির ইচ্ছা করলে ঘর থেকে বেয়েও বের হতে পারে
আর ইচ্ছা করলে ঘর থেকে বের হওয়ার পরও বেয়ে নিতে পারে। সাহাবায়ে কিরাম
থেকে উভয় প্রকার আমলই প্রমাণিত।

بِرَيْلُ اللَّهِ بِكَرْ الْيَسِرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتَكُمْ وَالْعِلَّةُ
 আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্টকর কিছু চান
 না। আর তোমরা যেন পূর্ণ করো সংখ্যা

وَلِتَكْبِرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَلَّ بِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ০

আর মহিমা বর্ণনা করো আল্লাহর তোমাদের হিদায়াত করার জন্য এবং সভ্বত
 তোমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করবে। ۱۷۹

بُرِيْلُ - চান; -আল্লাহ; -بِكُمْ -তোমাদের জন্য; -الْيَسِرُ -সহজ করতে;
 لَأَيْرِيدُ - তিনি চান না; -بِكُمْ -তোমাদের জন্য; -الْعُسْرَ - এবং ; -
 لَتَكُلُوا ; -আর ; -الْعِدَّةُ - কিছু ; - আর ; -الْعَدْدَةُ - যেন পূর্ণ করো; -
 عَلَىٰ - আল্লাহ; -لَتَكْبِرُوا ; - (L+تكملى) - (L+تكملى) - এবং ; -
 مَا هَلَّ كُمْ ; -আর ; -জন্য (M+هدى+Km) - مَا هَلَّ كُمْ ; - এবং ; -
 لَعَلَّكُمْ ; - জন্য + Km) - (عل + Km) - তোমাদের হিদায়াত করার ; -
 لَعَلَّكُمْ - তোমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করবে।

২৩৫. অর্থাৎ যারা শরীয়ত অনুমোদিত কোনো অসুবিধার জন্য রম্যান মাসে রোগা
 রাখতে অসমর্থ, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা অন্য দিনগুলোতে রোগার কাষা আদায়
 করার সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাতে মহামূল্য নিয়ামত কুরআন মাজীদ
 তোমাদেরকে প্রদান করার উকরিয়া আদায় করা থেকে তোমরা বধিত না হও।

এখানে এ কথাটিও বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, রম্যানের রোগাকে শুধুমাত্র ইবাদাত
 এবং শুধুমাত্র ‘তাকওয়া’র প্রশিক্ষণই সাব্যস্ত করা হয়নি ; বরং কুরআন মাজীদের
 মতো বিরাট ও মহান হিদায়াতের যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন
 রোগাকে তার উকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। মূলকথা হলো,
 একজন বৃদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকের জন্য কোনো নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞানান্তর যদি
 কোনো উভয় পথ-পথ্বা থাকে তবে তা এই যে, সে নিজেকে সেই উদ্দেশ্য পূরণের
 জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুত করতে থাকবে, যার জন্য নিয়ামতদাতা তাকে উক্ত নিয়ামতের
 অধিকারী করেছেন। আমাদেরকে কুরআন মাজীদ এজন্য দান করা হয়েছে যে, আমরা
 এর মাধ্যমে আল্লাহর সত্ত্বটি অর্জনের রাস্তা জেনে নিয়ে নিজেরা সে পথে চলবো এবং
 অন্যদেরকেও চালাবো। এতদুদ্দেশ্যে আমাদেরকে প্রস্তুত করার সর্বোচ্চম মাধ্যম হলো
 রোগ। অতএব কুরআন নামিলের মাস রম্যানে আমাদের রোগা রাখা শুধুমাত্র ইবাদাত
 এবং শুধুমাত্র চারিত্রিক প্রশিক্ষণই নয় ; বরং তার সাথে সাথে কুরআন নামক
 নিয়ামতের যথার্থ উকরিয়া আদায় করাও বটে।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْنِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مَا جِئْتُ بِدُعْوَةِ الْمُدْعَى

১৮৬. আর আমার বান্দা যখন আপনাকে প্রশ্ন করে আমার স্মর্কে, আমি তো
নিকটেই আছি ; আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই

إِذَا دَعَانِ «فَلِيَسْتَجِيبُوا إِلَيْهِ وَلِيَؤْمِنُوا بِي» لعلهم يرثونَ

যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে ; অতএব তারাও আমার আহ্বানে সাড়া দিক
এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, ^{১০৬} সম্ভবত তারা সঠিক পথের অনুসারী হবে। ^{১০৭}

٤٦ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ

১৮৭. তোমাদের জন্য রোধার রাতে তোমাদের খীদের সাথে সহবাস বৈধ করা

হয়েছে ; তারা তোমাদের জন্য পোশাক

২৩৬. অর্থাৎ যদিও তোমরা আমাকে দেখতে পাও না এবং নিজেদের ইল্লিয়ের সাহায্যেও অনুভব করতে পারো না, তবুও আমি আমার বাস্তাহর এতো নিকটবর্তী যে, সে যখনই ইচ্ছা করে আমার নিকট তার আবেদন পেশ করতে পারে এবং নিজ আবেদনের জবাবও পেতে পারে। যেসব জড় ও অক্ষম সন্তানেরকে তোমরা নিজেদের মূর্খতাবশত উপাস্য ও প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছো তাদের নিকট তোমাদেরকে দৌড়ে যেতে হয়, কিন্তু তারপরও তারা তোমাদের আবেদন-নিবেদন শুনতে পায় না এবং কোনো সিদ্ধান্তও নিতে পারে না। অথচ আমি বিশ্লাল বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি,

وَأَنْتَ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلَيْهِ أَنْكَرُ كُنْتَ رَتَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক ;^{২৩} আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গেই প্রতারণা করছিলে

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَّا عَنْكُمْ فَالشَّيْءُ بَاشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

অতপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা করুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব এখন থেকে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পারো এবং আহরণ করো যাকিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন,^{২৪}

-আর তোমরা ; -عَلَمْ -أَنْ -لَبَاسٌ -পোশাক ; -لَهُنَّ -তাদের জন্য ; -أَنْ -لَهُنَّ -আল্লাহ ; -أَنْكُمْ -অবশ্যই তোমরা ; -أَنْ + كِمْ -অবশ্যই ; -أَنْ -কُنْتُمْ تَخْتَانُونَ -ক্ষমার করেছিলে ; -أَنْفُسَكُمْ -নিজেদের সঙ্গেই ; -أَنْفُسُكُمْ -নিজেদের সঙ্গে ; -أَنْ -তোমাদের ; -وَ -এবং ; -أَنْ -কُنْتُمْ تَخْتَانُونَ -তোমাদেরকে ; -عَفَا -ক্ষমা করে দিয়েছেন ; -فَالشَّيْءُ -অতপর তাওবা করুল করেছেন ; -بَاشْرُوهُنَّ -পাশ্রু+হন ; -بَاشْرُوهُنَّ -আহরণ করতে পারো ; -مَا -যাকিছু ; -كَتَبَ -নির্ধারণ করেছেন ; -اللَّهُ -আল্লাহ ; -لَكُمْ -তোমাদের জন্য ;

সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হয়েও তোমাদের এতোই নিকটবর্তী যে, তোমরা কোনো মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই সর্বদা সর্বস্থানে সরাসরি আমার নিকট আবেদন-নিবেদন পেশ করতে পারো। সুতরাং তোমরা নিজেদের কল্পিত অক্ষয় দেবতাদের ঘারে দ্বারে ঘূরে মরার মতো মূর্খাসুলভ কর্মকাণ্ড ছেড়ে দাও। আমি তোমাদেরকে যে দাওয়াত দিচ্ছি তাতে সাড়া দিয়ে আমার দিকেই ফিরে এসো।

২৩৭. অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে সঠিক অবস্থা জ্ঞানার পর তাদের দৃষ্টিশক্তি খুলে যাবে এবং তারা সঠিক কর্মপদ্ধা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে তাদেরই কল্যাণ নিহিত।

২৩৮. অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ ও শরীরের মাঝখানে যেমন কোনো পর্দা থাকে না এবং একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে হয়, তেমনিভাবে তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যকার সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য।

২৩৯. প্রথমদিকে যদিও এ ধরনের সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ ছিলো না যে, রম্যানের রাতে কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না ; কিন্তু লোকেরা মনে করতো যে, এরপ করা জায়েয় নেই। আবার অনেকে এটা নাজায়েয় মনে করা সন্দেশ স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিঙ্গ হতো। এটা এমন যেন নিজের বিবেকের সাথে প্রতারণা করা এবং এর দ্বারা তাদের অন্তরে অপরাধ ও পাপের মনোবৃত্তি দানা বেঁধে ওঠার আশংকা ছিল।

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيسُ مِنَ الْخَيْطِ
আর খাও ও পান করো ২৪০ যতোক্ষণ না তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় সাদা রেখা

الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ تَرَأَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الظَّلَلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
ফজরের কাল রেখা থেকে ; ২৪১ অতপর তোমরা পূর্ণ করো রোয়া রাত পর্যন্ত ; ২৪২
আর তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না

يَتَبَيَّنَ - আর ; - যতোক্ষণ না ; - এবং - শব্দ ; - কুলু ; - রেখা ;
- সুস্পষ্ট হয় ; - (ল+খিত)-**الْخَيْطُ** ; - (ل+কম)-**لَكُمُ** ;
(ال+اسود)-**الْأَسْوَدُ** ; - (ال+খিত)-**الْخَيْطُ** ; - (من+ال+فجر)-**مِنَ الْفَجْرِ** ;
কালো ; - অতপর ; - **تَرَأَتُوا** - তোমরা পূর্ণ করো ;
لَا تُبَاشِرُوهُنَّ ; - আর ; - **إِلَى** - রাতে ; - **الظَّلَلِ** -**الظَّلَلِ** ;
- তোমরা সহবাস করো না ;

আর এজন্য আল্লাহ তাআলা এ ধরনের প্রতারণার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেন যে, এটা তোমাদের জন্য বৈধ। সুতরাং এটাকে তোমরা মন্দ মনে করো না ; বরং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে মনের পবিত্রতা সহকারে করো।

২৪০. এ ব্যাপারেও প্রথম দিকে মানুষ ভুল ধারণায় লিপ্ত ছিল। কারো কারো ধারণা ছিল যে, ইশার নামাযের পরে পানাহার হারাম হয়ে যায়। আবার কারো কারো ধারণা ছিল যে, যতোক্ষণ মানুষ জেগে থাকে ততোক্ষণ পানাহার করা যেতে পারে, ঘুমিয়ে পড়লে পুনরায় জেগে আর কিছু পানাহার করা যায় না। অত্র আয়াতে এ ধরনের ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। এতে রোয়ার সীমা উষার সফেদ আভা প্রকাশের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে আর সূর্যাস্ত থেকে উষার আবির্ভাব পর্যন্ত রাতভর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২৪১. ইসলাম ইবাদাতের জন্য সময়ের এমন মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার ফলে পৃথিবীতে সর্বশুগে সকল তাহফীব-তমদুনের লোক সর্বদা সর্বস্থানে তাদের ইবাদাতের সময় জেনে নিতে পারে। ঘড়ির কাঁটায় সময় নির্ধারণ করার পরিবর্তে ইসলাম এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনাদির মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে যা আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু কর্তৃক মূর্খ এ সময় নির্ধারণ পদ্ধতির উপর সাধারণত এদিক থেকে আপত্তি উথাপন করে যে, মেরু 'অঞ্চলদ্বয়ে যেখানে রাত বা দিনের দৈর্ঘ কয়েক

وَأَنْتَرِ عِكْفُونَ عِيْفُونَ فِي الْمَسْجِلِ تِلْكَ حَلْ وَدَ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا^{۸۷}

এমতাবস্থায় যে, তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত ;^{۲۸۰} এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত
সীমারেখা ; সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না ;^{۲۸۱}

فِي الْمَسْجِدِ عِكْفُونَ -عِيْفُونَ (و+انت)- এমতাবস্থায় যে, তোমরা ; আল্লাহ -اللَّهُ -ইতিকাফরত ;
- মসজিদে (فِي)+ال+مسجد)- হুডু' - تِلْكَ ; এগুলো -সীমারেখা ; প্রদত্ত
প্রদত্ত (فَ+لا+تَقْرِبُوهَا)- সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না ;

মাস, সেখানে এ সময় নির্ধারণ পদ্ধতির উপর্যোগিতা কি ? মূলত ভূগোল শাস্ত্রে গভীর
জানের অভাবেই এ ধরনের প্রশ্নের উত্তব হয়েছে। আসলে আমরা যারা বিশ্বের রেখার
নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করি তারা রাত-দিন দ্বারা যা বুঝে থাকি সে অর্থে মেরু
অঞ্চলে ছয় মাস রাত বা ছয় মাস দিন-ব্যাপারটি এমন নয়। রাত বা দিন যা-ই
হোক না কেন সেখানকার লোকেরা যথানিয়মেই সকাল-সন্ধ্যার সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রত্যক্ষ
করে এবং নিজেদের পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, অন্যান্য কাজকর্ম করা বা বেড়াবার
সময় নিজেরাই নির্ধারণ করে নিতে পারে। সুতরাং সেখানে পরিদৃশ্য চিহ্নাদি দ্বারা
নামায, সাহরী ও ইফতার ইত্যাদির সময় নির্ধারণ করা যায়।

২৪২. রাত পর্যন্ত রোয়া পূর্ণ করার অর্থ হলো—যেখান থেকে রাতের সীমানা শুরু
সেখানেই রোয়ার সীমানা শেষ। আর এটা সুস্পষ্ট যে, রাতের সীমানা শুরু হয় সূর্যাস্ত
থেকেই। অতএব সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করে নেয়া উচিত। সাহরীর সঠিক
আলামত হলো—রাতের শেষ ভাগে পূর্ব দিগন্তে প্রভাতের সাদা ও সরু রেখা দৃশ্যমান
হয়ে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখনই সাহরীর সময় শেষ হয়ে যায়। আবার
যখন দিনের শেষে পূর্ব দিগন্ত থেকে যখন রাতের অন্ধকার উপরের দিকে উঠতে থাকে
তখনই ইফতারের সময় হয়।

২৪৩. ‘ইতিকাফরত’ থাকার অর্থ রম্যানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করা
এবং এ কয়টি দিন আল্লাহর যিকিরের জন্য খাস করে নেয়া। ইতিকাফ অবস্থায়
ইতিকাফকারী শুধুমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে
পারে, কিন্তু তার নিজেকে ঘোল ক্রিয়ার স্বাদ উপভোগ থেকে বিরত রাখা একান্ত
আবশ্যিক।

২৪৪. এখানে এটা বলা হয়নি যে, এ সীমা অতিক্রম করো না ; বরং বলা
হয়েছে—তার নিকটবর্তী হয়ো না। এর অর্থ হলো—যে স্থান থেকে শুনাহের সীমা
আরম্ভ, তার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করাও মানুষের জন্য বিপজ্জনক। নিরাপদ হলো
সীমানা থেকে দূরে থাকা, যাতে ভুলবশতও পা যেন সীমানা অতিক্রম না করে। এ
বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যাতে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন—

لَكُلَّ مَلِكٍ حِسَّى وَإِنْ حِسَى اللَّهِ مَحَارِمٌ فَمَنْ رَأَى حَوْلَ الْحِسَى بُوشَكُ أَنْ يُبَقَّعَ فِيهِ .

كَلِّكَ يَبْيَسْنُ اللَّهُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعْلَمُهُ يَتَقَوَّنُ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا

এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশনসমূহ শপ্টিভাবে বিবৃত করেন,
সম্ভবত তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। ১৮৮. আর তোমরা ভক্ষণ করো না

آمَوَالَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

অন্যায়ভাবে তোমাদের পরম্পরের সম্পদ

এবং তুলে দিও না বিচারকদের হাতে

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْرِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

যাতে জনগণের সম্পদের একাংশ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে পারো,

অথচ তোমরা তা জানো। ۱۸۹

(ইয়াত ۱۸)-**أَيْتَهُ** ; -**كَذَلِكَ** -**سু-স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন**; -**اللَّهُ**-**আল্লাহ** ; -**يَبْيَسْنُ** -**মানুষের জন্য**; -**لَعْلَمُهُ**-(**l+al+নাস**) -**لِلنَّاسِ** -**সম্ভবত তারা** ; -**يَتَقَوَّنُ** -**আর** -**তোমরা ভক্ষণ করো না** ; -**بَيْنَكُمْ** -**তোমাদের সম্পদ**; -**آمَوَالَ كُمْ** ; -**পরম্পরের**; -**بِالْبَاطِلِ** -**অন্যায়ভাবে** ; -**وَ** -**(b+al+বাত্তেল)** -**যে**,
-**تُدْلُو** -**(এমন করো না যে)**; -**تُدْلُو** ; -**এবং** -**(b+al+বাত্তেল)** -**বিচারকদের হাতে**; -**إِلَى الْحُكَمِ** -**তাঁ** -**তাকে**; -**بِهَا** -**যাতে ভক্ষণ করতে পারো**; -**فَرِيقًا** -**একাংশ**, কিয়দাংশ ; -**থেকে**; -**مَنْ** ; -**অন্যায়ভাবে**; -**أَمْوَال** -**(b+al+াথ)** -**বালাশ** ; -**মানুষের** -**النَّاس** ; -**সম্পদ**; -**آمَوَال** -**অন্যায়ভাবে**; -**أَنْتُمْ** ; -**তোমরা জানো** ; -**تَعْلَمُونَ** -**জানো**।

“প্রত্যেক বাদশাহর একটি ‘সংরক্ষিত চারণ ক্ষেত্র’ থাকে। আর ‘সংরক্ষিত চারণক্ষেত্র’ হলো তাঁর নির্ধারিত হারাম কাজগুলো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রের চতুর্সীমানায় ঘুরে বেড়ায় তার তাতে চুকে পড়ার আশংকা রয়েছে।”

আরবী ভাষায় ‘হিয়া’ বলা হয় কোনো রাজা-বাদশাহ বা ধনী ব্যক্তি কর্তৃক সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রেকে ; যাতে কোনো সাধারণ মানুষের পশ্চ চারণ নিষিদ্ধ। এ উপরা পেশ করে রাসূলুল্লাহ (স) বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলারও নিদিষ্ট সংরক্ষিত চারণক্ষেত্র রয়েছে ; আর তাঁর সে স্থানটি হলো সেই সীমানা যদ্বারা তিনি হারাম-হালাল, আনুগত্য-বিদ্রোহ ইত্যদির পার্থক্য সূচিত করেছেন। সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রের সন্নিকটে বিচরণশীল পশ্চ যেমন চরতে চরতে সীমানা অতিক্রম করে ফেলার আশংকা

রয়েছে, তেমনি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহের একেবারে নিকটবর্তী হওয়াতে বাদাহরও তেমনি সীমা অতিক্রম করে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

২৪৫. এ আয়াতের মর্মার্থ এও হতে পারে যে, বিচারকদের ঘূষ প্রদান করে নাজায়েয় পছায় উপকৃত হতে চেষ্টা করো না। এর আরেক মর্মার্থ হতে পারে যে, যখন তোমরা নিজেরাই অবগত যে, সম্পদ অন্যের তখন তার কাছে মালিকানার কোনো প্রমাণ না থাকার অজুহাতে ছল-চাতুরী করে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত নিয়ে যেও না। হতে পারে মামলার বিবরণী শোনার পর বিচারক তোমার পক্ষেই রায় দিবেন; কিন্তু বিচারকের এ রায় হবে মূলত সাজানো মামলার কৃত্রিম দলীল-পত্র দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ফল। কিন্তু আদালতের মাধ্যমে এ সম্পদের মালিক হয়ে গেলেও আসলে তুমি এ সম্পদের বৈধ মালিক নও।

নবী (স) ইরশাদ করেছেন, “আমি তো একজন মানুষই। হতে পারে তোমরা আমার নিকট কোনো মোকদ্দমা নিয়ে আসবে এবং তোমাদের মধ্যকার একটি পক্ষ তার বিপক্ষের চেয়ে কথায় পটু; তার প্রমাণাদি শোনার পর আমি হয়তো তার পক্ষেই রায় দিবো। কিন্তু মনে রেখো তোমরা যদি এ ধরনের কোনো জিনিস আমার রায় প্রদানের মাধ্যমে নিজের ভাইয়ের থেকে অধিকার আদায় করে থাকো, তবে তুমি জাহানামের একটি টুকরাই অধিকার করেছ।”

২৩ রকু' (আয়াত ১৮৩-১৮৮)-এর শিক্ষা

১। যমিনদের উপর রোয়া ফরয়। ইতিপূর্বেকার সকল জাতির উপরই রোয়া ফরয় ছিল। তাকওয়া অর্জনের জন্য রোয়া আল্লাহ প্রদত্ত উপায়।

২। অসুস্থ হলে অথবা মুসাফির হলে পরবর্তী সময়ে রোয়ার কাব্য আদায় করতে হবে।

৩। রম্যান মাস সর্বোত্তম মাস। তা এজন্য যে, এ মাসে কুরআন মাজীদ নামিল হয়েছে।

৪। কুরআন মাজীদ সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। সুতরাং সত্য পথে চলার জন্য একমাত্র দিকদর্শন হলো কুরআন মাজীদ।

৫। আল্লাহ তাআলা বাদাহর সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করেন এবং বাদাহর ডাকে সাড়া দেন। সুতরাং নিরাশ হয়ে আল্লাহর নিকট চাওয়া থেকে বিরত থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

৬। যেহেতু আল্লাহ বাদাহর সবকিছুই জানেন এবং প্রকাশ্য চাওয়া ও অন্তরের কামনা সবই শ্রবণ করেন, সুতরাং তার প্রতিই ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে।

৭। স্বামী ও স্ত্রী পরম্পরের জন্য পোশাকবৃক্ষ। পোশাক যেমন মানুষের আঙ্গিক ক্ষটি-বিচ্ছুতি দেকে রাখে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরম্পরের ক্ষটি-বিচ্ছুতি দেকে রাখবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

৮। সাহরীর শেষ সময় সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত; আর রোয়ার শেষ সীমানা সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৯। ইতিকাফকালে স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়। এমতাবস্থায় সহবাসের প্রতি উৎসুককারী কার্যবলী থেকেও দূরে থাকা উচিত।

১০। জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য কোনো প্রকার ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়া যাবে না। এসব কাজ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সুরা হিসেবে রূপক-২৪

ପାରା ହିସେବେ ରୁକ୍ତି'-୮

आमात संथ्या-८

٤٠ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجَنَّةِ

୧୮୯. ତାରା ଆପନାକେ ନୃତ୍ୟ ଚାନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କେ ଜିଞ୍ଜେସ କରେ । ଆପଣି ବଲେ ଦିନ, ଏଟା
ସମୟ ନିର୍ଧାରଣେର ମାଧ୍ୟମ ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟ ଓ ହଜ୍ଜେର ଜନ୍ୟ ।^{୧୫୬}

وَلَيْسَ الْبَرُّ بِأَنْ تَأْتِيَ الْبَيْوَاتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلِكَنَّ الْبَرَّ

ଆର ଏତେ ନେଇ କୋଣୋ ନେକୀ ଯେ, ତୋମରା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଘରସମୟରେ ତାର ପେଛନେର
ଦିକ୍ ଥିଲେ, ତବେ ନେକୀ ଆଛେ

مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبَيْوَاتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

যে তাকওয়া অর্জন করেছে তাতে ; আর তোমরা প্রবেশ করো ঘরসময়ে তার দরজা
সমূহ দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করো, সঞ্চত তোমরা

২৪৬. চাঁদের হ্রাস-বৃক্ষি এমন একটি দৃশ্য যা প্রত্যেক মুগেই মানুষের দ্রষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে অতীতে অনেক কল্প-কাহিনী, অস্পষ্ট ধারণা ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিল, আজও আছে। আরববাসীদের মধ্যে এসব কিছু ছিল। তারা নবী (স)-কে এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা

تَفْلِحُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَقَاٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۝^{১৪০}

সফলতা অর্জন করবে।^{১৪১} ১৯০. আর তোমরা যুদ্ধ করো আল্লাহর পথে (তাদের বিরুদ্ধে) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, ^{১৪২} তবে সীমালংঘন করো না,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ۝ وَأَقْتَلُوهُمْ حِيثُ شَفِقْتُمُوهُمْ^{১৪৩}

অবশ্যই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।^{১৪৪} ১৯১. আর তোমরা হত্যা করো তাদেরকে যেখানে তাদেরকে পাও,

فِي سَبِيلِ—تَفْلِحُونَ—সফলতা অর্জন করবে। (১৪৫) -আর; -قَاتِلُوا-তোমরা যুদ্ধ করো; (يَقَاٰتِلُونَ+কم)-আল্লাহর বিরুদ্ধে (الَّذِينَ ; -اللّٰه-আল্লাহর; যারা; -তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; -আর; -لَا تَعْتَدُوا-তোমরা সীমালংঘন করো না; (الْمُعْتَدِلِينَ)-অবশ্যই; -আল্লাহ-ভালোবাসেন না; -لَا يُحِبُّ-অবশ্যই; -إِنْ-অবশ্যই; -আল্লাহ-সীমালংঘনকারীদের। (১৪৬) -আর; -أَقْتَلُوهُمْ-তোমরা হত্যা করো তাদেরকে; حِيثُ-যেখানেই; -تَفَقَّصُوهُمْ-তাদেরকে তোমরা পাও;

ইরশাদ করেন যে, ক্রমহাসমান ও ক্রমবর্ধমান চাঁদ এছাড়া কিছুই নয় যে, এটা একটা প্রাকৃতিক পঞ্জিকা যা আকাশে উদ্দিত হয়ে দুনিয়াবাসীদেরকে দিন-তারিখের হিসাব জানাতে থাকে। এখানে হজ্জের উল্লেখ বিশেষভাবে করার কারণ হলো, আরবদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। বছরের চার-চারটি মাসের সম্পর্ক ছিল হজ্জ ও উমরার সাথে। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৃক্ষ থাকতো। রাস্তা-ঘাট নিরাপদ থাকতো এবং নিরাপত্তার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতো।

২৪৭. আরব দেশে যেসব কুসংস্কারজনিত প্রথার প্রচলন ছিল তন্মধ্যে একটি ছিল, কোনো ব্যক্তি যখন হজ্জের ইহরাম বাঁধতো তখন সে ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতো না ; বরং পেছন দিক থেকে দেয়াল টপকে বা দেয়ালে জানালার মতো করে বালিয়ে তার মধ্য দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতো। অত্র আয়াতে শুধুমাত্র এ প্রথার প্রতিবাদই করা হয়নি; বরং সব ধরনের কুসংস্কারজনিত প্রথার মূলে এ বলে কুঠারাঘাত হানা হয়েছে যে, নেকী বা পুণ্য মূলত আল্লাহজীতি এবং আল্লাহর বিধানসমূহের বিবৃক্ষাচরণ থেকে বিরত থাকাতে নিহিত। এসব অর্থহীন প্রথার সাথে সওয়াবের কোনো সম্পর্ক নেই, যা শুধুমাত্র বাপ-দাদার অঙ্গ অনুসরণের বশবর্তী হয়ে পালিত হচ্ছে।

২৪৮. অর্ধাঁ যারা আল্লাহর পথে তোমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায় এবং এ কারণে তোমাদের দুশ্মনে পরিণত হয়। কেননা তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করে তোমাদের জীবন গড়তে চাও, আর তারা তোমাদের এ সংক্ষার-সংশোধনের

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^{১৫০}
এবং বের করে দাও তাদেরকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে,
আর ফিতনা হত্যার চেয়েও শুরুতর।^{১৫০}

-এবং -অর্জুহুম ; -অর্জুহুম - (অর্জু+হুম) ; -থেকে ;
-যেখান (অর্জু+কম) ; -অর্জুকুম ;
-আর ফিতনা-ফাসাদ ; ^{১৫১} - শুরুতর (আল+ফিতনা) - অন্তিম ;
-আর হত্যার ;
-এবং (আল+ক্টল) ;

কার্যক্রমের প্রতিবক্ষকতায় যুলুম-অত্যাচার ও শক্তি প্রয়োগ করো, তাদের বিরুদ্ধে
তোমরা যুদ্ধ করো। যুসুলমানরা ইতিপূর্বে যখন দুর্বল ও বিশ্বিষ্ট ছিল তখন তাদেরকে
ওধুমাত্র ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, বিরুদ্ধবাদীদের যুলুম-নির্যাতনে সবর
করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতপর যখন মদীনায় তাদের একটি ছোট রাষ্ট্র
প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এ প্রথমবার তাদেরকে হকুম দেয়া হচ্ছে যে, যারাই এ
সংক্ষারমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাদের অঙ্গের জবাব
অঙ্গের মাধ্যমে দাও। এরপরই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং একের পর এক যুদ্ধ-বিশ্বাস
সংঘটিত হতে থাকে।

২৪৯. অর্থাৎ তোমাদের যুদ্ধ-বিশ্বাস তো পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে হবে না।
তোমরা এমন লোকের উপর হাত ওঠাবে না যারা দীনে হকের বিরোধিতা করে না।
আর তোমরা যুদ্ধ-বিশ্বাসে জাহিলী যুগের পদ্ধতির অনুসরণও করবে না। নারী, শিশু,
বৃক্ষ ও আহত ব্যক্তির ওপর হাত উঠানো, শক্তি পক্ষের নিহতদের লাশ বিকৃত করা,
ফসল ও গবাদি পশুকে নির্দৰ্শক ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় যুলুম-নির্যাতন ও
বর্বরতামূলক কর্মকাণ্ড, ‘সীমালংঘনের’ অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসব কার্যক্রমের বিরুদ্ধে
নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আয়াতের মর্মার্থও এই যে, শক্তি প্রয়োগ তখনই করা হবে যখন
তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, আর তাও তত্ত্বাত্ত্বকু করা হবে যতোটুকু সেখানে প্রয়োজন
হবে।

২৫০. এখানে ‘ফিতনা’ শব্দটির অর্থ তা-ই যা ইংরেজী Persecution শব্দ দ্বারা
বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা দলকে নিষ্কৃত এ কারণে নির্যাতনের
সঙ্গ্যবস্তু বানানো যে, সেই ব্যক্তি বা দলটি সমসাময়িক মতবাদ ও চিন্তা-চেতনার
পরিবর্তে অন্য মতবাদ ও চিন্তা-চেতনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে এবং আলোচনা-
সমালোচনা ও প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সমসাময়িক মতবাদ ও চিন্তা-চেতনাকে
পরিষেবক করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অত আয়াতের মূলকথা হলো, মানুষকে হত্যা করা
নিসন্দেহে একটি জঘন্য অপরাধ; কিন্তু কোনো গোষ্ঠী বা দল যখন জোরপূর্বক নিজস্ব
মতবাদ ও চিন্তা-চেতনাকে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয় এবং মানুষকে সত্য গ্রহণ করা

وَلَا تُقْتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ
আর তোমরা তাদের সাথে মসজিদুল হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যতোক্ষণ না
তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,

فَإِنْ قُتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كُلُّ لَكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ ⑯٦ فَإِنْ أَنْتُمْ
তবে তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে হত্যা করো তাদেরকে ;
একপই হয় কাফিরদের পরিণাম । ১৯২. অতপর তারা যদি বিরত হয়

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑯٧ وَقُتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً
তবে অবশ্যই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । ১৯৩. আর তোমরা তাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়

عند -আর -তোমরা যুদ্ধ করো না তাদের বিরুদ্ধে ;
-নিকটে -হত্যা -মসজিদুল হারামের ;
-যতোক্ষণ -المسجدالحرام -المسجدالحرام
না -فِيهِ -ক্ষমাশীল -ক্ষমাশীল
-যুদ্ধ -يُقْتَلُوكُمْ -يُقْتَلُوكُمْ
-নি +هـ -فـ+انـ -فـ+انـ -فـ+انـ -فـ+انـ -فـ+انـ -فـ+انـ -فـ+انـ
-সেখানে -তবে যদি ;
-ক্ষমাশীল -ক্ষমাশীল -ক্ষমাশীল
-যুদ্ধ -قَاتِلُوكُمْ -قَاتِلُوكُمْ -قَاتِلُوكُمْ
-তাহলে -هـ+هـ -তাহলে হত্যা করো তাদেরকে ;
-একপই হয় ;
-কাফিরদের -الْكُفَّارِ -কাফিরদের ;
-অতপর -أَنْتُمْ -অতপর
যদি -أَنْتُمْ -অতপর
-তারা -أَنْتُمْ -অতপর
-আল্লাহ -أَللَّهُ -আল্লাহ
-গুরুর -غَفُورٌ -গুরুর
-পরম -رَّحِيمٌ -পরম
ক্ষমাশীল -ক্ষমাশীল ;
-পরম দয়ালু -পরম দয়ালু । ১৯৭ -আর -ক্ষমাশীল
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো ;
-যতোক্ষণ -لَا تَكُونَ -না থাকে (নির্মূল হয়) ;
-ফিতনা :
-

থেকে জোরপূর্বক বাধা দেয়, তখন সেই দল বা গোষ্ঠী হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ সংঘটন করে। এ ধরনের গোষ্ঠী বা দলকে অঙ্গের যাধ্যমে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া নিসদ্দেহে বৈধ ও ন্যায়সংগত।

২৫১. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো তাঁর শুণ-বৈশিষ্ট্য তো একপ যে, তিনি নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর পাপীকেও ক্ষমা করে দেন— যখন সে তার বিদ্রোহমূলক আচরণ পরিহার করে। এ বৈশিষ্ট্যই তুমি তোমার নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে নাও। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দল বা গোষ্ঠী আল্লাহর পথের প্রতিবক্তক হয়ে দাঁড়ায় ততোক্ষণই তাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ-বিশ্ব থাকবে; আর যখন তারা তাদের বিরোধমূলক নীতি-আচরণ পরিহার করবে তখনই তোমরা তাদের উপর থেকে তোমাদের হাত শুটিয়ে নিবে।

وَيَكُونُ الَّذِينَ لَهُ فَانِ انتَهُوا فَلَا عَلَى وَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ٥٨٨

এবং দীন হয় শুধু আল্লাহর জন্য ;^{১২} অতপর তারা যদি বিরত হয় তবে কোনো জবরদস্তি নেই, যালিমদের উপর ব্যক্তিত।^{১৩}

٥٠) أَلْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرَمَتُ قِصَاصٌ فِيمَنْ اعْتَدَى

১৯৪. পৰিত্ব মাসের বদলে পৰিত্ব মাস ; আৱ পৰিত্ব বিষয়সমূহেৱ অবমাননা

সকলের জন্য সমান।^{১৫৪} বস্তুত যে ব্যক্তি আক্রমণ করেছে

ফান; শুধু আল্লাহর জন্য- (ل+الله) - لَهُ- (ال+دِين)- الدِّينُ- (ال+বিন)- يَكُونُ- هُوَ- و-
ত- (ف+لا+عدوان)- فَلَا عُدْوَانٌ- تাৱা বিৱত হয়; অতপৰ যদি; (ف+ان)-
নেই কোনো বাড়াবাড়ি ; উপর- عَلَى ; ব্যতীত, ছাড়া - إِلَّا-
(ال + ظلمين)- الظالمين ; علی- পরিত্বিত; (ال+حرام)- الحرام ;
যালিমদের । ١٥٤ ب+ بالشهر ; پরিত্বিত- (ال+حِرَمَة)- مَارِسٌ- (ال+شهر)- الشَّهْرُ ।
(ال+حرمت)- الْحُرْمَتُ- آরার ; پরিত্বিত- (ال+حرام)- الحرام ; (ال+شهر)- مাসের বদলে;
(ف+من)- فَمَنْ- কিসাস (অলজনীয়); فَصَاصٌ-
পরিত্বিত বিষয়সমূহেরও রয়েছে; -
বক্তৃত যে ব্যক্তি; -আক্রমণ করে, বাড়াবাড়ি করে, সীমালঞ্চন করে;

২৫২. এখানে ‘ফিতনা’ দ্বারা সেই অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা ‘দীন’ আল্লাহ
ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো উল্লেখিত
‘ফিতনা’র অবসান হওয়া এবং ‘দীন’ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া।
আরবী ভাষায় ‘দীন’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘আনুগত্য’; আর এর পারিভাষিক অর্থ
সেই জীবনব্যবস্থা যা কাউকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জেনে তাঁর বিধান ও
নীতিমালার আওতাধীন থেকে গ্রহণ করা হয়। অতএব সমাজের সেই অবস্থা যাতে
মানুষের উপর মানুষের প্রভৃতি ও সার্বভৌম কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহর
বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে, সমাজের একুশ অবস্থাকেই
‘ফিতনা’ বলা হয়। আর ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য হলো, সমাজে বিরাজমান
উপরোক্তভিত্তি ফিতনা নির্মূল করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ নির্বিচ্ছে
শুধুমাত্র আল্লাহর বিধানাবলীরই আনুগত্য করবে।

২৫৩. এখানে 'বিরত হওয়ার' অর্থ এটা নয় যে, কাফির-মুশরিকরা নিজেদের কুফর ও শিরক থেকে বিরত হবে; বরং এর অর্থ হলো 'ফিতনা' থেকে বিরত হওয়া। কাফির, মুশরিক ও নাস্তিক প্রত্যেকেরই এ অধিকার ইসলামে স্বীকৃত যে, তারা তাদের ইচ্ছানুসারে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে, তাদের ইচ্ছানুসারে ইবাদাত-উপাসনা করবে অথবা কারো ইবাদাত-উপাসনা করবে না। কিন্তু তাদের এ অধিকার নেই যে,

عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا وَعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

তোমাদের উপর তোমরাও তাকে আক্রমণ করো যেরূপ আক্রমণ সে করেছে
তোমাদের উপর ; আর আল্লাহকে ভয় করো

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿٥﴾ وَأَنِفْقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

এবং জেনে রেখো অবশ্যই আল্লাহ মুক্তাকীদের সাথে রয়েছেন । ১৯৫. আর তোমরা
আল্লাহর পথে ব্যয় করো

عَلَيْهِ فَاعْتَدُوا - তোমাদের উপর ; - তোমরাও আক্রমণ করো ; عَلَيْكُمْ
- সেরূপ যেরূপ ; - সে আক্রমণ করেছে ; اعْتَدُ - তার উপর ; مَا -
- তোমাদের উপর ; - আর ; وَ - তোমরা ভয় করো ; اللَّهُ - আল্লাহকে ;
- এবং - জেনে রেখো ; اعْلَمُوا - অবশ্যই ; اللَّهُ - আল্লাহ ; مَعَ - সাথে ;
الْمُتَقِينَ - (ال+মত্তিন) - আর - (ال+মত্তিন) - তোমরা ব্যয় করো ; وَ -
فِي سَبِيلِ - (ال+মত্তিন) - তোমরা ব্যয় করো ; - اللَّهُ - আল্লাহর ;
- পথে ; - আল্লাহর ;

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান চালু করবে এবং আল্লাহর
বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সন্তার বান্দাহ বানাবে । এ ধরনের ‘ফিতনা’
উচ্ছেদ করার জন্যই সংগ্রহ সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে ।

আর এখানে যে বলা হয়েছে, ‘যালিমদের ছাড়া অন্য কারো প্রতি হস্ত উত্তোলন বৈধ
নয়’, এতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, যখন ‘বাতিল’ বিধানের পরিবর্তে সত্য
বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন সাধারণ জনগণ তো সাধারণ ক্ষমার অধীনে ক্ষমা
পেয়ে যাবে ; কিন্তু যারা তাদের শাসনামলে সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকরে
যুলুম-নির্যাতনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে হকের
অনুসারীগণ কখনও পক্ষপাতিত্ব করবে না । তাই তো দেখা যায় যে, বদর যুক্তে বন্দী
উকবা ইবনে আবী মুয়াত এবং নয়র বিন হারিসকে হত্যার নির্দেশ প্রদান, আর মক্কা
বিজয়ের পর ১৭জন কাফিরকে সাধারণ ক্ষমার আওতাবহিন্ত রাখা হয়েছে । এদের
মধ্যে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানও আল্লাহ তাআলার উল্লেখিত নির্দেশেরই বাস্তবায়ন ।

২৫৪. আরববাসীদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকেই এ নিয়ম
চলে আসছিল যে, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম এ তিনটি মাস হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট
ছিল এবং রজব মাস ছিল উমরার জন্য নির্দিষ্ট । এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা, মৃষ্টন
ও রাহাজানি ইত্যাদি কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল, যাতে কাব্বার যিয়ারতকারীগণ নিরাপত্তার
সাথে নিশ্চিন্তে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছতে পারে এবং নিরাপদে নিজেদের বাসস্থানে

وَلَا تُلْقِوَا يَأْيُلَيْكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِذْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

এবং নিষ্কেপ করো না তোমরা নিজেদেরকে ধৰণ্সের মধ্যে তোমাদের নিজেদের
হাতে ;^{১০} আর (মানুষের প্রতি) দয়াপরবশ ; নিচয় আস্থাহ ভালবাসন

الْحَسِينَ وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرُ
অনুযায়ী আপনার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে। ১৯৬. আর তোমরা আল্লাহ'র জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো।
তবে যদি তোমরা বাধাপ্রাণী হও তাহলে যা সহজলভ্য হয়

ଫିରେ ଯେତେ ପାରେ । ଏଇ ଉପର ଭିତ୍ତି କରେଇ ଏ ମାସଗୁଲୋକେ ‘ହାରାମ ମାସ’ ବଳା ହେଲା
ଅର୍ଥାଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ । ଏଥାନେ ଆୟାତର ଅର୍ଥ ହେଲେ, ହାରାମ ମାସଗୁଲୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା
କାଫିରରାଓ ବୁଝେ ଏବଂ ମୁସଲମାନରାଓ ବୁଝେ । ସୁତରାଂ ଏତଦସତ୍ରେ କାଫିରରା ଏ
ମାସଗୁଲୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପରାଗ୍ୟା ନା କରେ ଯାଦି କୋଣୋ ହାରାମ ମାସେ ମୁସଲମାନଦେର ଉପର
ଆକ୍ରମଣ କରେ ବସେ ତାହଲେ ମୁସଲମାନରାଓ ନ୍ୟାୟସଂଗତଭାବେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରତେ
ପାରବେ ।

২৫৫. অত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা আল্লাহ'র দীনকে বিজয়ী করার জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে কুষ্ঠাবোধ করো এবং তার বিপরীতে নিজেদের পার্থিব স্বার্থকে বড়ো করে দেখো, তাহলে তোমাদের একপ ভূমিকা পৃথিবীতেও তোমাদের ধৰ্মসের কারণ হবে, আর আধিক্যাতে তো এ কাজের জন্য কঠোর পরিণতি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পৃথিবীতে তোমরা কাফিরদের পদানত হয়ে নিকৃষ্ট পরাধীন জীবনযাপন করবে, আর আধিক্যাতে আল্লাহ'র নিকট জবাবদিহির মুখেমুঘী হতে হবে।

২৫৬. মানুষের কাজের বিভিন্ন ধরন আছে। একটি ধরন এই যে, তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যথানিয়মে সমাধা করে দেয়া। আর তার দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে অর্পিত দায়িত্বকে সুচারুভাবে আনজাই দেয়া এবং তার সুসংলগ্নতার জন্য নিজের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনাকে কাজে লাগানো। প্রথম পর্যায় হলো শুধুমাত্র আনন্দগ্রহণের

**مِنَ الْمَدِيْهِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَدِيْهُ مَحْلَهُ فَمَنْ
كُرَبَانِيَّهُ پَوَّدَ خَلَقَهُ (তা-ই কুরবানী করো);^{১১} আর তোমরা মুসলিম করো না তোমাদের মাথা যতক্ষণ না
শৌচে কুরবানীর পও তার যবেহের স্থানে;^{১২} অতপর যে কেউ**

କାନ୍ ମିନ୍କର ମରିପା ଓ ବେ ଆଦି ମିନ୍ ରାସେ ଫିଳ ଯେ ମିନ୍ ଚିମା ଓ ଚଲ କେ
ଅସୁହ ହେଁ ପଡ଼େ ଅଥବା କୋନୋ କଟ୍ ଧାକେ ତାର ମାଧ୍ୟମ ତାହଲେ ଫିନିଯା ଦିବେ
ଗୋଯା କିଂବା ସଦାକା

أَوْنُسُكٌ فَإِذَا أَمْتَزِرْتَهُ فَمَنْ تَمْتَعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتِيَرْ
কিংবা কুরবানী ঘারা ;^{১০} অতগর যখন তোমরা নিপাপড হবে,^{১১} তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ হজ্জ পর্যন্ত
উমরার সুযোগ নিতে চায়, সে যাকিছু সহজলভ হয়

ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାର ଜନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ତାକାଗ୍ରୋ ଓ ଖାଓଫେ ଇଲାହୀଇ ଯଥେଷ୍ଟ । ଆର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଲୋ ଇହସାନେର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାର ଜନ୍ୟ ଭାଲୋବାସା ଓ ହଦ୍ୟର ଗଭୀର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରୋଜନ ।

২৫৭. অর্থাৎ পথিমধ্যে যদি এমন কোনো কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে যাত্রাডংগ করতে হয়, তাহলে উট, গরু বা ভেড়া-বকরীর মধ্য থেকে যে পশ্চই সহজে পাওয়া যায় তা-ই আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করো।

২৫৮. এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কুরবানীর পশ যবেহের স্থানে পৌছে যাওয়া ধারা কি বুবানো হয়েছে? হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে এর অর্থ 'হারাম

مِنَ الْهَدِيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَّامُ تَلْثِةٍ أَيَّامٍ فِي الْحِجَّةِ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَتْ
কুরবানীর পশুর (তা কুরবানী করবে)। তবে যদি কেউ তা না পায় তাহলে সে রোয়া
রাখবে হজ্জের মধ্যে তিনিদিন এবং সাতদিন যখন তোমরা ফিরে আসবে

تِلْكَ عَشْرَةَ كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
এ মোট দশদিন ; এটা তার জন্য, যে আশেপাশে বসবাসকারী না হয় মসজিদুল

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
হারামের ;^{১৩০} আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রেখো,
নিচয় আল্লাহর আয়ার অত্যন্ত কঠোর।

(ف+من)- فَمَنْ -কুরবানীর পশুর (তা কুরবানী করবে); (من+ال+هدى)- مِنَ الْهَدِيِّ - তবে যদি কেউ (ف+صيام)- فَصَيَّامُ - তবে রোয়া রাখবে ;
-এবং - وَ - দিন - تِلْكَ - হজ্জের মধ্যে ; - فِي الْحِجَّةِ - সপ্তাহ ;
-সাত (দিন) - أَيَّامٍ - যখন ; - رَجَعْتُمْ - তোমরা ফিরে আসবে ;
-দশদিন - مَوْتٍ - এটা ; - لَمْ يَكُنْ - তার জন্য যে ; - ذَلِكَ - কামিল ;
-মাসজিদে -الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ; -أَهْلَهُ - হাজার বসবাসকারী ; - حَاضِرِي - আল্লাহ
হারামের ; -أَنَّ - আল্লাহকে -اللَّهُ ; -أَتُّقُوا - ও ; -আর ;
-জেনে রেখো ; - شَدِيدُ - শদিদ ; -الْعِقَابِ - আল্লাহর ; -اللَّهُ - আল্লাহর
আয়ার অত্যন্ত কঠোর।

শরীফ'। অর্থাৎ হজ্জ্যাতী যদি পথিমধ্যে থেমে যেতে বাধ্য হয়ে পড়ে, তাহলে তার কুরবানীর পশু বা তার মূল্য পাঠিয়ে দেবে এবং তার পক্ষ থেকে হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। ইয়াম মালিক ও শাফিয়ী (র)-এর মতে, হজ্জ্যাতী যেখানে আটক হয়ে পড়ে সেখানে কুরবানী করে দেয়াই এর অর্থ। মাথা মুণ্ডাণো দ্বারা ক্ষৌরকর্ম বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কুরবানী করার পূর্বে ক্ষৌরকর্ম করবে না।

২৫৯. কা'ব ইবনে উজরা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) এমতাবস্থায় তিনটি রোয়া রাখার অথবা হয়জন মিসকীনকে খাদ্যদান করার অথবা অন্ততপক্ষে একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।-বুখারী উমরা অধ্যায়

২৬০. অর্থাৎ যখন সেই কারণটি বিদ্যুরীত হবে যার জন্য তোমাকে বাধ্য হয়েই পথিমধ্যে যাত্রাভঙ্গ করতে হয়েছে ; যেহেতু সেই আমলে হজ্জে যাওয়ার পথ বক্ষ

হওয়া এবং হাজীদের যাত্রাভঙ্গের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের শক্রদের অতক্রিত আক্রমণের কারণেই সংঘটিত হতো, এজন্যই আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতে ‘বাধাপ্রাণ’ শব্দ এবং তার বিপরীতে ‘যখন তোমরা নিরাপদ হবে’ কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ‘বাধাপ্রাণ’ শব্দের অর্থে শক্র দ্বারা বাধাপ্রাণ হওয়া ছাড়াও অন্যান্য কারণে বাধাপ্রাণ হওয়াও অস্তর্জু রয়েছে। তেমনিভাবে ‘নিরাপদ হওয়া’ কথার মধ্যেও সকল প্রকার বাধা দূরীভূত হওয়ার অর্থ অস্তর্জু রয়েছে।

২৬১. জাহিলী আরবে মনে করা হতো যে, উমরা ও হজ্জের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সফর করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের বাধ্যবাধকতা দূর করে দিয়েছেন এবং বহিরাগত হাজীদের জন্য এতটুকু সহজ করে দিয়েছেন যে, তারা একই সফরে হজ্জ ও উমরা দুটোই আদায় করতে পারবে। অবশ্য যারা মক্কার আশেপাশে তথা শীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়নি। কেননা তাদের পক্ষে উমরার জন্য ভিন্ন সফর এবং হজ্জের জন্য ভিন্ন সফর করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরা থেকে উপকৃত হওয়ার অর্থ এই যে, প্রথমে উমরা আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং সেসব বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে যা ইহরাম অবস্থায় আরোপিত হয়ে থাকে। অতপর যখন হজ্জের সময় এসে যাবে তখন নতুন করে ইহরাম বাঁধবে।

২৪ রকু' (আয়াত ১৮৯-১৯৬)-এর শিক্ষা

১। ইসলামের ইবাদাত-অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে রম্যান মাসের রোগা, হজ্জের মাস ও দিনসমূহ, মুহাররম, ঈদ, শবে বরাত ইত্যাদি বিষয়সমূহ চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। সেজন্য ইসলামী শরীয়তে চন্দ্র মাসের হিসাবই গ্রহণযোগ্য। অতএব মুসলমানদের জন্য চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হিজরী সনই অনুসরণীয়।

২। “ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে কোনো সওয়াব নেই” কথাটি থেকে প্রমাণিত যে, শরীয়ত যে বিষয়কে প্রয়োজনীয় বা ইবাদাত মনে করে না তাকে যনগড়াভাবে প্রয়োজনীয় বা ইবাদাত মনে করা জায়েয় নয়। অনুকূলভাবে যা শরীয়তে বৈধ তাকে অবৈধ মনে করাও শুনাই।

৩। অত রকু'তে উল্লেখিত ১৯০নং আয়াতই হিজরতের পর কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রথম আয়াত। হিজরতের পূর্বে জিহাদের অনুমতি ছিলো না।

৪। মক্কার হারামের এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা কোনো জীব-জন্মও হত্যা করা জায়েয় নয়। কিন্তু যদি কেউ অপরকে হত্যা করার জন্য প্রবৃত্ত হয় তবে তার প্রতিরোধ করার জন্য মুক্ত করা জায়েয়।

৫। প্রথম অভিযান বা আক্রমণাঞ্চক মুক্ত শুধুমাত্র হারাম শরীফের এলাকায়ই নিষিদ্ধ। অন্যান্য এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক মুক্ত অপরিহার্য তেমনি আক্রমণাঞ্চক মুক্তও জায়েয়।

৬। মুসলমানদের উপর যাকাত ছাড়াও অর্থ ব্যায়ের এমন কিছু খাত রয়েছে যেগুলোতে অর্থ ব্যয় করা ফরয। তবে তার জন্য কোনো নিসাব নির্দিষ্ট নেই। প্রয়োজন অনুসারে এসব খাতে ব্যয় করতে হবে, জিহাদ এক্ষে একটি খাত।

- ৭। নিজেদেরকে সহস্ত্র ধর্ষনের মধ্যে ঠেলে দেয়া হারা জিহাদ পরিত্যাগ করা বুকানো হয়েছে।
সুতরাং জীবনের কোনো অংশেই জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোনো অবকাশ নেই।
- ৮। পাপের কারণে আল্লাহর মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়াও ধর্ষনের মুখে ঠেলে দেয়ার
নামাঞ্চর। আর তাই মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়া হারাম।
- ৯। ইসলামের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হজ্জ একটি উল্লেখ্য ফরয়।
- ১০। উমরা আদায় করা ওয়াজিব না হলেও পালন করা উভয়, ইমাম আবু হানীফা ও মালেক
(র)-এর মতে উমরা পালন করা সুন্নত।
- ১১। বহিরাগত হাজীদের জন্য একই সফরে হজ্জের মাসে হজ্জ ও উমরা করা বৈধ। কিন্তু
মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য একই সফরে হজ্জ ও উমরা করা বৈধ নয়।

সূরা হিসেবে রুকু'-২৫

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-১৪

۱۴۱) أَكْبَرُ أَشْهُرٍ مَعْلُومٌ هِنْ فِرْضٌ فِيهِنْ الْحَيْرُ فَلَا رَفْتَ وَ

১৯৭. হজ্জের রায়েছে সর্বজনবিদিত কয়েক মাস, অতএব যে কেউ এগুলোতে হজ্জ করার নির্বাচন করবে (তার জন্য) বৈধ নয় স্তৰী সহবাস ১৪

لَا فَسُوقٌ وَلَا جِلَالٌ فِي الْحَيْرِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ مُ

অন্যায় আচরণ ১৪ এবং ঝগড়া-বিবাদ ১৫ হজ্জের মধ্যে। আর তোমরা যাকিছু উত্তম কাজ করো তা আল্লাহ অবগত আছেন।

وَتَزُودُ وَإِنَّ خَيْرَ الرِّزَادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ يَأْوِلِي الْأَلْبَابِ ০

আর তোমরা পাথের সাথে নাও, তবে অবশ্যই উত্তম পাথের হলো তাকওয়া। আর হে বিবেকবানরা ! তোমরা আমাকে ভয় করো। ১৫

(১৪১) مَعْلُومٌ - مَعْلُومٌ - هِنْ - কয়েক মাস; - أَكْبَرُ - হজ্জের রায়েছে; - أَشْهُرٍ - (আল+حج)- আল হজ; - سَرْجَنَةَ - সর্বজনবিদিত; - فِرْضٌ - নিয়ত করবে; - فِيهِنْ - এ (দিন) গুলোতে; - أَنْ - অতএব যে কেউ; - مِنْ - (ফ+من)- ফেন; - الْحَيْرُ - হজ্জের রুকু'; - فَلَا رَفْتَ - (তার জন্য বৈধ)- (ফ+লা+رفث)- ফ্লা রফ্ত; - وَ - আল হজ; - لَا فَسُوقٌ - (নয়) অন্যায় আচরণ ; - لَاجْدَالٌ - এবং ; - وَ ; - (নয়) ঝগড়া - বিবাদ; - مَدْهِي - মধ্যে; - هِلَالٌ - হজ্জের; - وَ - আর; - مَّا - যাকিছু - তَفْعَلُوا ; - تَوْلِي - তোমরা করো; - الْحَيْرِ - হজ্জের; - وَ - আল হজ; - عَلَمَهُ - (যুলম+ه)- যুলমে; - الْأَلْبَابِ - উত্তম কাজ ; - وَ - আল্লাহ; - تَزُودُ - তোমরা পাথের সাথে নাও ; - فَانَّ - তবে অবশ্যই ; - خَيْرٌ - খীর ; - الرِّزَادِ - উত্তম ; - تَقْوَىٰ - তাকওয়া ; - وَ - আর ; - اتَّقُونَ - অবগত আছেন ; - يَأْوِلِي - (আল+ال+বাব)- পাথের হলো ; - الْأَلْبَابِ - তাকওয়া আমাকেই ভয় করো ; - يَأْوِلِي الْأَلْبَابِ - (যাও+ল+আল+বাব)- হে বিবেকবানরা।

২৬২. ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সহবাসই শুধু নিষিদ্ধ নয় ; বরং তাদের মধ্যে এমন কথাবার্তাও নিষিদ্ধ যা সহবাসে প্রলুক করে।

২৬৩. সকল গুনাহের কাজ যদিও সবস্থানেই নাজায়েয, কিন্তু ইহরাম অবস্থায় এসব কাজের গুনাহ অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে।

২৬৪. অর্থাৎ নিজের খাদেমকে ধর্মক দিয়ে কথা বলা জায়েয নেই।

٦٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ

১৯৮. তোমাদের কোনো শুনাহ নেই এতে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার
অনুশৃঙ্খলা তালাশ করবে; ^{১৬৬} অতপর যখন তোমরা ফিরে আসবে

مِنْ عَرَفْتُ فَإذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هُلِّبَكُمْ

ଆରାଫାତ ଥେକେ ତଥନ ମାଶ୍ୟାରଙ୍ଗଳ ହିରାମେର ନିକଟ ଆଦ୍ୟାହକେ ଚରଣ କରୋ ଏବଂ
ତାକେ ସେଭାବେ ଚରଣ କରୋ ଯେଭାବେ ତୋମାଦେଇରକେ ତିନି ନିର୍ଦେଶ ଦିଲ୍ଲେଛେ ;

١٦٦ - کونو گناہ - جنحاءً ; توما دے را اپر (علی+کم) - علیکمْ ; نئے - لیسْ (من+رب+کم) - مَنْ رَسِّکُمْ - انسانہ - فضلاً ; تومرا تالاش کرو ; تبتغوا ; می - توما دے را پتی پال کرے ; ادا - فاذَا - اقتضمْ - تومرا فیرے آس بے ; تکھن تومرا سرگ کرو ; اارافات - فاذکروا - عرفت - من - خدکے ; ال - الحرام ; ماشیا رے - ال شعر - نیک تے - عند - اللہ - آللہ حکمکے ; ادا - ذکرہ - اذکرہ - اور - وہ - حرام کما ; تومرا تاکے سرگ کرو ; هارا میر ; سے بآبے، یہ بآبے (هدی+کم) - هدکمْ ; تینی نیردش توما دے را دیوئے ہنے ;

২৬৫. জাহিলী যুগে হজ্জে যাওয়ার সময় পাথেয় সাথে নিয়ে যাওয়াকে আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী মনে করা হতো। অতি আয়াতে তাদের এ ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, পাথেয় না নিয়ে যাওয়া কোনো ভালো কাজ নয়। মূলত ভালো কাজ হলো আল্লাহর ভয় এবং তাঁর আহকামের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকা ও জীবনকে পবিত্র রাখা। যে হাজী মুসাফির নিজের চরিত্রকে পরিশুল্ক রাখে না এবং আল্লাহ থেকে নির্ভয় হয়ে অসৎকাজ করতে থাকে, সে যদি পাথেয় না নিয়ে বাহ্যিক ফকীরি বেশ দেখিয়ে বেড়ায়, এতে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের দৃষ্টিতেই সে লাঞ্ছিত হবে। যে ধর্মীয় কাজ করার জন্য যে সফর করেছে সে ধর্মীয় কাজটিকেও হয় করা হবে। কিন্তু তার মনে যদি আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে এবং তার চরিত্র নির্মল হয় তাহলে সে আল্লাহর কাছে মর্যাদার অধিকারী হবে এবং মানুষও তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে। তার খাদ্যের ভাণ্ডার খাদ্য দ্বারা পূর্ণ হলেও এ মর্যাদায় কমবেশী হবে না।

২৬৬. এটা ও জাহিলী আরবের একটি মূর্খতাসূলভ ধারণা যে, হজ্জের সফরে গিয়ে জীবিকা অর্জনের অন্য কোনো কাজকর্ম করা দুনিয়াদারি, আর হজ্জের মতো দীনী কাজের সফরে এসব দুনিয়াদারি কাজকে নিষ্পত্তি খারাপ ভাবা হতো। কুরআন মাজীদ এ ধরনের অমূলক ধারণা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে ইরশাদ করছে যে, একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে, আল্লাহর দেয়া আইন-কানুনের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَيْنَ الضَّالِّينَ ۝ ۱۵۵ نُرُّ أَفِيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
আর যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে । ১৬৭ ১৯৯. অতপর
তোমরা ফিরে আসো যেভাবে লোকেরা ফিরে এসেছে ;

وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۱۵۶ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
এবং আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো, ১৬৮ নিচয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল অতীব
দয়ালু । ২০০. অতপর যখন তোমরা তোমাদের হজ্জ সমাপ্ত করবে

-আর ; এন ; -যদিও ; -তোমরা ছিলে ; -অন্তর্ভুক্ত ;
-লেন ; -মনْ قَبْلِهِ ; -কُنْتُمْ ; -ইতিপূর্বে ;
মনْ ; -أَبْيَضُوا ; -তোমরা ফিরে আসো ; -الضَّالِّينَ । ১৫৫ -অতপর
এবং ; -أَفِيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ । (ال+নাস)- লোকেরা ; -এবং ;
-ফিরে এসেছে ; -যেভাবে ; -এবং ; -এবং ;
-اللَّهُ ۚ -নিচয় ; -আল্লাহর কাছে ; -انَّ -আল্লাহ ;
-استَغْفِرُوا -ক্ষমা প্রার্থনা করো ; -اللَّهُ ۚ -আল্লাহ ; -রَّحِيمٌ ۝ ১৫৬ -পরম দয়ালু । ২০০ -অতপর যখন ;
-তোমরা সমাপ্ত করবে ; -مَنَاسِكَكُمْ । -مَنَاسِك+কم)- তোমাদের হজ্জ ;
-قَضَيْتُمْ

করে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তখন সে মূলত আল্লাহর
অনুগ্রহেরই সন্ধান করে। অতএব সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সফর
ব্যাপদেশে তাঁর অনুগ্রহেরও সন্ধান করে তাতে তার কোনো গুনাহ হবে না।

২৬৭. জাহিলী যুগে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্যান্য যেসব মুশরিকী ও জাহিলী
কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ ঘটেছিল সেসব ছেড়ে দাও। এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে
হিদায়াত দান করেছেন, খালেসভাবে তোমরা তারই অনুসরণ করো।

২৬৮. হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকেই হজ্জের প্রসিদ্ধ নিয়ম এটাই ছিল যে,
৯ই যিলহজ্জ মিনা থেকে হাজীগণ আরাফাতে যেতেন এবং সেখান থেকে রাতে
প্রত্যাবর্তন করে মুয়দালিফাতে রাতে অবস্থান করতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন
ক্রমান্বয়ে কুরাইশদের পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, তখন তারা বলতে লাগলো,
আমরা হারাম শরীফের বাসিন্দা, আমাদের জন্য এটা মর্যাদা হানিকর যে, সাধারণ
আরবদের সাথে আমরা আরাফাত পর্যন্ত যাবো। সুতরাং তারা নিজেদের জন্য পৃথক
আভিজ্ঞাত্য সূচক স্থান নির্ধারণ করলো। তারা মুয়দালিফা পর্যন্ত গিয়েই প্রত্যাবর্তন
করতো এবং সাধারণ লোকদেরকে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিতো।
অতপর বনী খুয়াআ, বনী কিনানা ও অন্যান্য গোত্র যারা বৈবাহিক সূত্রে কুরাইশদের
সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল তারাও একই আভিজ্ঞাত্যের অধিকারী হয়ে বসলো। অত্র আয়াতে
এসব গর্ব-অহঙ্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে
যে, অন্যসব লোক যেখানে যাচ্ছে তোমরাও সেখানে সেখানে যাও, তাদের

فَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَذِيرًا كَمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا مَفِينَ النَّاسِ

তথন স্বরূপ করো আল্লাহকে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে স্বরূপ করার মতো অথবা
তার চেয়েও অধিক স্বরূপ করবে; ^{১৫} আর মানুষের মধ্যে (এমনও আছে)

٠ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

যে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এ পৃথিবীতে আমাদেরকে দাও ; তার জন্য আধিরাতে কোনো অংশ নেই ।

٤٥٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا أَتَنَافِي الْأَنْوَافِ الْأَنْوَافِ حَسَنَةٌ وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّ قَنَا

২০১. আর তাদের মধ্যে (এমন লোক রয়েছে) বে বলে, হে আমাদের প্রতিগালক ! দুনিয়াতে আমাদেরকে

କଲ୍ୟାଣ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିଗାଠେ କଲ୍ୟାଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ଆର ଆମାଦେଇକେ ବ୍ରକ୍ଷା କରନ୍ତି

সাথেই অবস্থান করো, তাদের সাথেই প্রত্যাবর্তন করো এবং জাহেলিয়াতের গর্ব-অহঙ্কারের ভিত্তিতে সুন্নতে ইবরাহীমীর খেলাফ যা যা করেছো তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

২৬৯. আরববাসীরা হজ্জ থেকে ফিরে এসে মিনাতে কবিতা ও গল্পের আসর জমাতে এবং প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা গর্ব-অহঙ্কারের সাথে নিজেদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব যাহির করতো এবং নিজেদের বড়াইয়ের ঢেল পিটাতো। এজন্য ইরশাদ হচ্ছে যে, এসব জাহিলী আচরণ পরিত্যাগ করো। ইতিপূর্বে এসব বাজে কাজে তোমরা যে সময়

عَلَّابَ النَّارِ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۝ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

জাহানামের আয়াৰ থেকে। ২০২. এরাই (তারা) তাদের জন্য রয়েছে সেই অংশ যা তারা অর্জন করেছে; আৱ আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্ৰহণকাৰী।

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مُعْلَى وَدِيْنٍ تَعْجَلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ ۝

২০৩. আৱ স্বরণ কৰো আল্লাহকে গণা শুণতিৰ কয়েকটি দিন। তবে যে কেউ তাড়াতাড়ি কৰে দুদিনেৰ মধ্যে ফিরলে তাৱ কোনো শুনাই নৈই,

وَمَنْ تَأْخِرَ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ ۝

আৱ যে বিলম্ব কৰে তাৱও কোনো শুনাই নৈই^{১০}-এটা তাৱ জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন কৰে।

তোমৰা আল্লাহকে ভয় কৰো এবং জেনে রেখো, অবশ্যই তোমাদেৱকে

- أولئك - آداب - آয়াৰ থেকে ; - النَّارِ - (ال+نَّارِ) - جাহানামেৰ। ২০২- أَلَّابَ - (آل+نَّارِ) - আল কুরআন। - مَنِ اتَّقَىٰ - (مَنْ +تَّقَىٰ) - সেই অংশ ; - نَصِيبٌ - (نَصِيبٌ +هُ) - তাদেৱ জন্য রয়েছে; - لَهُمْ - (لَهُمْ +هُ) - তারা ; - أَنَّكُمْ - (أَنَّكُمْ +هُ) - তাড়াতাড়ি কৰে ; - أَنَّكُمْ - (أَنَّكُمْ +هُ) - আল্লাহ দ্রুত গ্ৰহণকাৰী ; - سَرِيعٌ - (سَرِيعٌ +هُ) - স্বৰণ ; - وَ - (وَ +هُ) - আৱ ; - فَلَا إِثْرَ - (فَلَا إِثْرَ +هُ) - দুদিনেৰ মধ্যে ; - فِي يَوْمَيْنِ - (فِي يَوْمَيْنِ +هُ) - দুদিনেৰ মধ্যে ; - تَعْجَلُ - (تَعْجَلُ +هُ) - কয়েক দিন ; - فِي أَيَّامٍ - (فِي أَيَّامٍ +هُ) - কয়েক দিন ; - مُعْلَى وَدِيْنٍ - (مُعْلَى وَدِيْنٍ +هُ) - দুদিনেৰ মধ্যে ; - فَلَا إِثْرَ - (فَلَا إِثْرَ +هُ) - দুদিনেৰ মধ্যে ; - عَلَيْهِ ۝ - (عَلَيْهِ ۝ +هُ) - তাৱে ; - فِي لَيْلَةٍ - (فِي لَيْلَةٍ +هُ) - বিলম্ব কৰে ; - تَأْخِرَ - (تَأْخِرَ +هُ) - পৰে ; - مَنِ اتَّقَىٰ - (مَنِ اتَّقَىٰ +هُ) - সেই অংশ ; - وَ - (وَ +হ) - আৱ ; - لَسَنَ - (لَسَنَ +هُ) - তাৱ জন্য যে ; - تَأْكُونَ - (تَأْكُونَ +هُ) - তাকওয়া অবলম্বন কৰে ; - وَ - (وَ +হ) - আৱ ; - أَعْلَمُوا - (أَعْلَمُوا +هُ) - জেনে রেখো ; - أَتَّقُوا - (أَتَّقُوا +هُ) - অভিমত ; - أَنَّكُمْ - (أَنَّكُمْ +هُ) - অবশ্যই তোমাদেৱকে ;

অপচয় কৰেছো তা আল্লাহৰ স্বৰণে ও যিকিৱ আয়কাৱে কাজে লাগাও। এখানে যিকিৱ দ্বাৰা মিনায় অবস্থানকাৰীন যিকিৱ বুৰানো হয়েছে।

২৭০. অর্থাৎ আইয়ামে তাশৰীকে মিলা থেকে মুক্তিৰ দিকে প্ৰত্যাবৰ্তন ১২ই যিলহজ্জ হোক বা ১৩ই যিলহজ্জ তাতে কোনো শুনাই নৈই। মূল শুৰুত্ব এটা নয় যে, তুমি কতো দিন সেখানে অবস্থান কৰেছো ; বৰং মূল শুৰুত্ব হলো তুমি যতোদিনই সেখানে অবস্থান কৰো, সেখানে আল্লাহৰ সাথে তোমাৰ সম্পর্ক কিৰাপ ছিল ? সেই দিনগুলোতে তোমৰা আল্লাহৰ যিকিৱে মশগুল ছিলে, না-কি মেলা দেখে আনন্দ স্ফূর্তি কৰে দিন কাটিয়ে দিয়েছিলে।

إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ وَمَنَ النَّاسُ مِنْ يَعْجِبُكَ قُولَهُ فِي الْحَيَاةِ الْأَنْيَا وَيَسْهُلُ

ତୀର ନିକଟେ ସମବେତ କରା ହବେ । ୨୦୪. ଆର ମାନୁମେର ମଧ୍ୟେ (ଏମନ ଲୋକଙ୍କ) ରାଯେଛେ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ସଂପର୍କେ ଯାର କଥା ତୋମାକେ ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷୀ ରାଖେ

اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ أَكْبَرُ النَّحَاسِ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيَ فِي الْأَرْضِ

ଆମ୍ବାହକେ ଯା ତାର ଅନ୍ତରେ ଆହେ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ; ୧୧ ଅଥଚ ସେ (ସତ୍ୟେର) ନିକୃଷ୍ଟତମ ଶକ୍ତି ୧୧୨ ୨୦୫. ଆର ଯଥନ ସେ କ୍ଷମତା ହାତେ ପାଯ ୧୧୦ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯାତେ ପୃଥିବୀରେ

لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَمْلِكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْفَسَادَ

বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং যাতে ধৰ্মস করতে পারে ক্ষেত-ধামার, প্রাণী বৎশ ;

অন্থে আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টি পসন্দ করেন না।

২৭১. অর্ধাং সে বলে, আশ্চাহ সৃষ্টী, আমি মঙ্গলাকাঞ্জী, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বলছি না, ন্যায় ও সত্যের জন্য এবং মানবের মঙ্গলের জন্য আমি কাজ করছি।

২৭২.-এর অর্থ সেই শক্ত যে সবচেয়ে চৱম। অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সে সার্বাঙ্গ সকল প্রকার অন্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্যা, বেঙ্গিমানী, জালিয়াতি ও বিশ্঵াসযাত্তকতা প্রভৃতি যে কোনো ধরনের কপটতার আশ্রয় নিতে সে একটুও ইতস্তত করে না।

২৭৩. -**ଶ୍ରୀ** ଏକଟି ଅର୍ଥ ହତେ ପାରେ, “ସଖନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ” ଅର୍ଥାତ୍

٤٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقْ أَخْلَقَ اللَّهُ الْعِزَّةَ بِالْأَثْرِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمُ

২০৬. আর যখন বলা হয় তাকে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন আঘ-আহকার তাকে পাপে উদ্বৃজ্জ করে; অতএব জাহানামই তার যথাযোগ্য স্থান;

وَلِبَسَ الْمَهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاٰتِ اللَّهِ[ۚ]

ଆର ଅବଶ୍ୟକ ତା ନିକଷ୍ଟ ବାସନ୍ତାନ । ୨୦୭. ଆର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଏଥିନ ଲୋକଙ୍କ ରହେଛେ,
ଯେ ବିକିତ କରେ ଦେଇ ନିଜେକେ ଆପ୍ନାହର ସମ୍ମତିର ସନ୍ଧାନେ ;

وَالله رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوهُ فِي السَّلَامِ كَافَةً مِّنْ

ଆର ଆଦ୍ଧାହ ତାର ବାନ୍ଦାରେ ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟନ୍ତ ମେହେରବାନ । ୨୦୮. ହେ ଯାରା ଈମାନ ଏନେହୋ !
ତୋମରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଇସ୍ଲାମେ ଥବେଶ କରୋ, ୨୫

এসব কথা বলে সে যখন প্রত্যাবর্তন করে তখন সে বাস্তবে এসব অপকর্ম করতে থাকে।

২৭৪. অর্থাৎ ইসলামের কোনো অংশকে বাদ না দিয়ে আর কোনো অংশকে সংরক্ষণ না করে নিজের জীবনের পূর্ণ অংশকে ইসলামের আওতাধীন করে নাও। তোমাদের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তোমাদের ব্যবহারিক জীবন, মুয়ামালাত তথা লেনদেন এবং তোমাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টা ও পরিসর পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অধীনে নিয়ে এসো। এমন যেন না হয় যে, তোমরা নিজেদের জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার কতক অংশে ইসলামের আনুগত্য করবে আর কতক অংশকে ইসলামের আনুগত্য থেকে বাদ রাখবে।

وَلَا تَتَبَعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَّتْ رِسْتَرْ

এবং তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না ; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ
শক্তি । ২০৯. অতপর যদি তোমরা পদব্লিত হও

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَكُرُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পরও, তাহলে জেনে রেখো ! আপ্তাহ
অবশ্যই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।^{১৫}

٥٥ هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَلٍ مِّنَ الْغَمَاءِ

২১০. তারা^৩ কি শুধু এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘের আড়ালে
তাদের নিকট আসবেন

وَالْمَلِئَةَ وَقِضَى الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجُعُ الْأُمُورُ

ତୁମ୍ଭେ ଫେରେଶତାଓ ; ଆର ସମାଧାନ ହେଁ ଯାବେ ସବ ବିଷୟ । ୧୭୬ ଆର ଆଶ୍ରାହର
ନିକଟି ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହବେ ।

২৭৫. অর্থাৎ তিনি জবরদস্ত শক্তি রাখেন। আর তিনি এটাও জানেন যে, কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হয়।

২৭৬. এখানে উল্লেখিত শব্দাবলীতে গভীর চিঞ্চা-ভাবনার বিষয় রয়েছে। একটি শুরুত্বপূর্ণ সত্য এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পৃথিবীতে মানুষের সকল পরীক্ষা শুধু একথার উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে যে, সে মূল বিষয় না দেখেই বিশ্বাস করে কিনা। আর যদি

বিশ্বাস করে, তাহলে তার নৈতিক শক্তি এতোটুকু জোরালো কিনা যে, নাফরমানা^১ করার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করে। এর ভিত্তিতেই এখানে ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা সেই সময়ের প্রতীক্ষা করো না, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাজত্বের কর্মী ফেরেশতাগণ সামনে এসে পড়বেন; কেননা তখন তো সিদ্ধান্ত চূড়ান্তই হয়ে যাবে। ইমান আনা এবং আল্লাহর আনুগত্যে মাথা নত করে দেয়ার মূল্য ও মর্যাদা সেই সময় পর্যন্তই আছে, যখন পর্যন্ত প্রকৃত সত্য তোমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে থাকবে। আর তোমরা শুধুমাত্র দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে মেনে নিয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও মেধার পরিচয় দিবে এবং নিছক সত্য উপরিকৰি মাধ্যমে তার আনুগত্যে মন্তক অবনত করে নিজের নৈতিক শক্তির পরিচয় দিবে। নচেৎ সত্য যখন সকল প্রকার যবনিকামূল্য হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে এবং তোমরা ব্রহ্মকে দেখে বুঝতে পারবে যে, এতো মহান আল্লাহ, আর এইতো তাঁর সিংহাসন, অসীম বিশ্বচরাচরের বিশাল রাজত্ব তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত। তোমরা আরও দেখবে ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থা যা প্রতি মুহূর্তে সংক্রিয়; মানুষের সত্তা আল্লাহর প্রচও শক্তি বাঁধনে নিতান্ত অসহায়-এতো কিছু প্রত্যক্ষ করে যদি কেউ ইমান আনে এবং আনুগত্যের পথে চলতে উদ্যত হয়, তখন তার এ ইমান আনার ও সত্যকে মেনে নেয়ার আকাঙ্ক্ষার কোনোই মূল্য নেই। এমনি সময়ে তো চরম কাফির ও নিকৃষ্টতম নাস্তিক অপরাধীও আল্লাহকে অবীকার ও নাফরমানী করার সাহস পাবে না। প্রকৃত সত্য যতোক্ষণ পর্যন্ত আবরণে ঢাকা আছে ততোক্ষণ পর্যন্ত ইমান ও আনুগত্যের সুযোগ আছে; আর যখনই আবরণ উন্মোচিত হয়ে যাবে, তখনই পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যাবে। তখন হবে চূড়ান্ত ফায়সালার সময়।

২৫ কৃকৃ (আয়াত ১৯৭-২১০)-এর শিক্ষা

১। ইজ্জের ইহরায় বাঁধা অবস্থায় পবিত্র হানসমূহে শ্রীসহবাস ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী, ইহরায় অবস্থায় নিষিদ্ধ যাবতীয় মন্দ কাজসমূহ এবং সকল প্রকার বিবাদ-বিস্বাদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২। ইহরায় অবস্থায় শুধুমাত্র উপরোক্ত কার্যাবলী থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সর্বদা আল্লাহর যিকির ও ইবাদাতে আস্তানিয়োগ করতে হবে।

৩। নিঃসংল অবস্থায় ইজ্জের সফর করা অনুচিত। ইজ্জের সফরে বের হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় পথ খরচ সংগ্রহ করে নিতে হবে। এটা তাওয়াক্তুল তথা আল্লাহর উপর ভরসার অঙ্গরায় নয়।

৪। আল্লাহর নিকট দোয়া করার সময় দুনিয়া ও আধিগ্রাম উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করতে হবে এবং জাহানামের আয়াব থেকে রক্ষা করার জন্যও আল্লাহর দরবারে আবেদন জানাতে হবে।

৫। ইসলাম একটি পূর্ণসংজ্ঞ জীবনবিধান। ইসলামে পালনযোগ্য নয় এমন কোনো বিষয়কে পালনযোগ্য মনে করে অনুসরণ করা যাবে না। কারণ এতে ইসলামের পূর্ণসংজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ক্ষণ হবে।

৬। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগেই ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তখনই 'ইসলামে পূর্ণস্তাবে প্রবেশ' করা হবে। মুখে ইসলাম, অঙ্গে তার বিপরীত অথবা অঙ্গের ইসলাম বাহ্যিক তার বিপরীত করা, অথবা জীবনের কোনো অংশে ইসলাম মেনে চলা আর কিছু কিছু দিক ও বিভাগকে ইসলামের বাইরে রাখা ও ইসলামে পূর্ণস্ত প্রবেশের সাথে সাংঘর্ষিক।

৭। ইসলামে পূর্ণস্তাবে প্রবেশ না করাই হলো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা; আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে বাঁচতে হলে জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে ইসলামে পরিপূর্ণস্তাবে প্রবেশ করতে হবে।

সূরা হিসেবে ঝক্কু'-২৬

পারা হিসেবে ঝক্কু'-১০

আয়াত সংখ্যা-৬

১১১) سَلْ بْنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَيْنَهُ مِنْ أَيَّةٍ بَيْنَهُ وَمِنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ

২১১. বনী ইসরাইলকে জিজেস করো যে, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নির্দশনাবলী দান করেছি ; আর যে পরিবর্তন করে আল্লাহর নিয়ামত

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِّيدُ الْعِقَابِ ১১১) زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

তার কাছে আসার পর, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আয়াব দানে অত্যন্ত কঠোর। ১১১

২১২. যারা কুফরী করে তাদের জন্য সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا

পার্থিব জীবনকে, তারা মুমিনদেরকে উপহাস করে ; অথচ যারা

তাকওয়া অবলম্বন করে

ابنা (+)-أَتَيْنَهُمْ -জিজেস করো; -বনী ইসরাইলকে; -ক্রম -কর্ত; -বনী এস্রাইল -মন ; -আর -و ; -সুস্পষ্ট -بَيْنَهُ ; -নির্দশনাবলী -মَنْ أَيَّةٍ ; -মন ; -আল্লাহ -اللَّهُ ; -নিয়ামত -يَبْدِلْ ; -যে -এর (-) ; -মন بَعْد -فَإِنَّ ; -তাহলে -الْعِقَاب -عِقَاب ; -অত্যন্ত -شَدِّيد -আল্লাহ -آللَّهُ ; -আয়াব -أَيَّةٍ ; -কঠোর -كَفَرُوا ; -সুশোভিত -زَيْنَ ; -তাদের -لِلَّذِينَ ; -অবশ্য -لِلَّذِينَ -যারা -الدُّنْيَا -الْحَيَاة -জীবনকে ; -আর -و ; -কুফরী -كُفَّارٌ ; -পার্থিব -الدُّنْيَا -আল্লাহ -اللَّهُ ; -আমন -أَمْنَوْا ; -মন -مِنَ الَّذِينَ ; -আন্দোলন -يَسْخَرُونَ -তারা -উপহাস করে ; -তাদেরকে -যারা ; -তাকওয়া -اتَّقَوْا ; -যারা -أَتَقَوْا ; -আর -و ; -অথচ -الَّذِينَ ; -

২৭৭. বনী ইসরাইলকে দুই কারণে এ প্রশ্ন করার জন্য বাছাই করা হয়েছে। প্রথমত, শিক্ষা গ্রহণের উপাদান হিসেবে একটি জীবিত জাতি প্রাচীন নির্বাক ধর্মসম্প্রে চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত, বনী ইসরাইল এমন একটি জাতি যাকে কিতাব ও নবুওয়াতের মশাল প্রদান করে বিশ্বনেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা দুনিয়া পূজা, মুনাফিকী এবং

فَوْقَهُمْ يوْمٌ الْقِيَمَةُ وَاللَّهُ يُرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑤٥ كَانَ النَّاسُ

তারা কিয়ামতের দিন উক মর্যাদায় আসীন থাকবে ; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন
সীমাহীন রিযিক দান করেন । ২১৩. মানুষ তো ছিল

أَمْهَدَ وَأَحِلَّةَ تَفَبَّعَتِ اللَّهُ النَّبِيُّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعْمَرٍ

একই উচ্চত । ২৭৮ অতপর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও
তরুণদর্শনকারী ক্লপে এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করলেন

الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ

কিতাব সত্য সহকারে যাতে মীমাংসা করতে পারেন মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে তারা
মতভেদ করেছিল । আর কেউ মতভেদ করেনি

ال (+)-القيمة ; -يوم- (فوق+هم) -فوقهم
من- -আর- (الله)- رিযিক দান করেন ; -আল্লাহ- (ب+غير+حساب)- بغير حساب ; -يشاء- (ي-إيج-)
-যাকে (ب+غير+حساب)- بغير حساب, পর্যাণ
-آمَهَدَ وَأَحِلَّةَ تَفَبَّعَتِ (ال+بنين)- (النبيين)- (الله)- (ف+بعث)-
অতপর পাঠালেন (ال+بنين)- (النبيين)- (الله)- (অ+بعث)-
-مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (ক্লপে)- (মুন্ডুরিন)- (ও)- (অ+বং)-
সুসংবাদদাতা (ক্লপে)- (অ+বাদ)- (মুসবিদ)- (আল+নাস)- (الناس)- (আল+كتاب)- (الكتاب)-
-مَانُুষ- (ম+هم)- (মানুষ)- (আল+كتاب)- (كتاب)-
-الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ (ب+ال+حق)- (ب+حكم)- (ال+حكم)-
কিতাব ; -সত্য সহকারে ; -যাতে মীমাংসা
করতে পারেন ; -মানুষের- (ال+ناس)- (الناس)- (ي-بن)- (মধ্যে)-
(ي+ما)- (যে)- বিষয়ে ; -مَا اخْتَلَفُوا- (م+ف)- (তাতে)- (আর)- (و)- (তাতে)-
-مَا اخْتَلَفَ- (ম+ف)- (তাতে)- (আর)- (আর)- (তাতে)- (কেউ)-
মতভেদ করেনি ;

শিক্ষা ও কর্মের ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে সেই নিয়ামত থেকে নিজেদেরকে মাহৰম
করেছিল । অতএব তাদের পরে যে জাতিকে বিশ্বনেতৃত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত করা
হয়েছে তাদের শিক্ষাগ্রহণ যদি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে তাহলে তা বনী ইসরাইলের
পরিণাম থেকেই সর্বোত্তমভাবে হবে ।

২৭৮. অতীতের কোনো এক সময় বিশ্বের সকল মানুষই একই মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত
ছিল । সকলে একই আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতো । কালজন্মে তাদের আকীদা-
বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে পার্থক্য দেখা দেয়, যার ফলে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা
অসম্ভব হয়ে পড়ে । তাই আল্লাহ তাআলা: সঠিক মতাদর্শ ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে

فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بِغَيْرِ أَبْيَانٍ
 তাতে, তারা ছাড়া যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট সুল্পষ্ট নির্দর্শন আসার
 পরও পারম্পরিক বিদ্বেষবশত তারা (একেপ) করেছিল।^{১৩}

فَهُمْ يَأْتِيُونَ اللَّهَ الَّذِينَ أَمْنَوْا لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَأْذِنُهُ
অতপৰ যারা ঈমান এনেছিল, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সেই সত্য বিষয় সম্পর্কে
হিদায়াত দান করলেন যে বিষয়ে তারা অভিভূত করেছিল।

মানুষকে অবহিত করার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবী-রাসূলগণের প্রচার-প্রচেষ্টা ও তাবলীগের ফলে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল নবী-রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলে যুমিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং অপর দল তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে অঙ্গীকার করে কাফির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে সকল মানুষ যে মতাদর্শগতভাবে একতা বজ্জ ছিল সে সময়টি কখন ছিল সে ব্যাপারে মুফাস্সিরদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে আজ্ঞার উপরে মানুষ একই মতাদর্শে ছিল; আবার কারো মতে, আদম (আ)-এর সময়ে মানুষ একই মতাদর্শে ছিল। তখন একমাত্র কাবিল ছাড়া অন্য সকলেই তাওহীদের উপর ছিল।

୨୭୯. ଅଞ୍ଚଳୀକରା ନିଜେଦେର ଧାରଣା ଅନୁମାନେର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ସଥିନ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ରଚନା କରେ ତଥନ ବଲେ ଯେ, ମାନବ ଜୀବନେର ସୂଚନା ଶିରକେର ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ଇହସେହେ । ତାରପର କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନ ଓ କ୍ରମୋନ୍ତତିର ମାଧ୍ୟମେ ଅନ୍ଧକାର ବିଦୂରୀତ ହେଯେ ଆଶୋକୋଜ୍ଞଳ ହେଯେ ଉଠେ । ଏମନିଭାବେ ମାନୁଷ ତାଓହୀଦେର ଛାଯାତଳେ ପୌଛେହେ । କୁରାନ ମାଜୀଦ ଏର ବିପରୀତ ମତ ପୋଷଣ କରେ । କୁରାନ ମାଜୀଦେର ଭାଷ୍ୟ ଅନୁୟାୟୀ ମାନବ ଜୀବନେର ସୂଚନାଲଗ୍ନ ଆଶୋକୋଜ୍ଞଳ ଛିଲ । ଆହ୍ଵାହ ତାଆଳା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯେ ମାନୁଷଟି ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ତାକେ ଏକଥାଟିଓ ବଲେ ଦିଯେଛେ । ଯେ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କି ? ଆର ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସରଳ ପଥ କୋନଟି ? ଅତପର ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦମ ବନ୍ଧ ସଠିକ ପଥେର

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ۱۱۸ حِسْبَرَانْ تَدْخُلُوا

আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ২১৪. তোমরা কি মনে
করেছো যে, ২০ তোমরা প্রবেশ করবে

الجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءُ

জানাতে; অথচ তোমাদের পূর্বে যান্না অতীত হয়েছে তাদের অবস্থা তোমাদের উপর
এখনও নেমে আসেনি; তাদের উপর নেমে এসেছিল অর্থ সংকট

-আর -আল্লাহ ; -যাকে ; -যে ; -ইচ্ছা
করেন ; -মন ; -বেদ্য ; -পরিচালনা করেন ; -اللَّهُ ;
করেন - ۱۱۸ حِسْبَرَانْ -সঠিক ; -পথে - مُسْتَقِيم ; -إِلَى صِرَاطٍ
করেছো ; -আল+জন্ম) -الجَنَّةُ - تَدْخُلُوا ; - অন ; -যে ;
-অথচ ; -অবস্থা ; -মুক্ত ; -الَّذِينَ - অতীত ;
-তাদের , যারা ; -অবস্থা - خَلَوْا ; - মুক্ত ; - قَبْلِكُمْ
পূর্বে ; (মন+قبل+কم)- অবস্থা - (ال+بسا) - أَبَاسَاءُ - (মست+হم)- مَسْتَهْمُ
অর্থ সংকট ;

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তখন তারা একই উচ্চত তথা দলভূক্ত ছিল। তারপর মানুষ
নতুন নতুন পথ বের করে নিল এবং বিভিন্ন মত ও পথ আবিষ্কার করে নিল। প্রকৃত
সত্য সম্পর্কে তাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়নি বলেই তারা সত্যচূর্ণত হয়ে গেছে,
ব্যাপার একেপ নয় ; বরং এজন্য যে, তাদের মধ্যকার কিছু লোক প্রকৃত সত্য জানা
সম্বেদ নিজেদের বৈধ অধিকারের অতিরিক্ত মর্যাদা, স্বার্থ ও মুনাফা অর্জন করতে
চাইতো ; আর নিজেদের পরম্পরার উপর যুলম-নির্যাতন ও বাঢ়াবাঢ়ি করার ইচ্ছা
পোষণ করতো। এ ক্রটি দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ তাআলা আবিয়ায়ে কিরামকে
প্রেরণ করলেন। নবীদেরকে এজন্য প্রেরণ করা হয়নি যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ
নামে পৃথক পৃথক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করবেন এবং এক একটি নতুন নতুন জাতি গড়ে
তুলবেন ; বরং তাদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, তারা মানুষের সামনে
হারিয়ে যাওয়া প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরে তাদেরকে পুনরায় একই জাতির অঙ্গভূক্ত
করবেন।

২৮০. উপরোক্ত আয়াত ও অত্র আয়াতের মাঝে একটি কাহিনী উহ্য রয়েছে যে
সম্পর্কে এ আয়াতে ইঁগিত রয়েছে এবং কুরআন মাজীদের মক্কী সূরাসমূহে (সূরা-
আল বাকারার পূর্বে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে) সেই কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা
করা হয়েছে। নবীগণ পৃথিবীতে যখন আগমন করেছেন, তখন তাদের এবং তাদের
অনুসারী ব্যক্তিগণকে আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে কঠোর মুকাবিলা করতে হয়েছে।

وَالضَّرَاءُ وَزِلْزَلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ مُتَّبِعِي نَصْرَاللهِ

ও দুঃখ-কষ্ট এবং তারা ভীত-শিহরিত হয়ে উঠেছিল, এমনকি রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল তারা বলে উঠেছিল, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ?

الْأَنْ نَصْرَاللهِ قَرِيبٌ ⑪ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ ۝ قُلْ مَا آنفَقْتُ
হঁ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। ২১৫. তারা জিজেস করে আপনার নিকট, তারা কি ব্যয় করবে ১১৫ আপনি বলে দিন, তোমরা যা-ই ব্যয় করবে

হ্যাঁ - প্রকল্পিত হয়েছিল; -
- দুঃখ-কষ্ট; -
- এবং -
- এমনকি; -
- বলে উঠেছিল; -
- (ال+রসূল) -
- রাসূল; -
- এবং -
- যারা; -
- সাথে; -
- মুন্না -
- আল্লাহ; -
- আল্লাহর; -
- হ্যাঁ; -
- অবশ্যই; -
- ন্যুর; -
- সাহায্য; -
- আল্লাহ; -
- আল্লাহর; -
- অর্তি নিকটে। ১১৫ -
- (যারা আপনাকে জিজেস করে; -
- কি ; -
- তারা ব্যয় করবে ; -
- আপনি বলে দিন ; -
- মাদ্বা -
- কি ; -
- তারা ব্যয় করবে ; -
- আপনি বলে দিন ; -
- মাদ্বা -
- তোমরা ব্যয় করবে ;

তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাতিল মত ও পথের বিরুদ্ধে সত্ত্বের মশাল উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এরপরেই তাঁরা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আল্লাহর 'জান্নাত' এতোই সন্তা নয় যে, তুমি তাঁর দীনের জন্য এতোটুকু কষ্ট করতেও চাইবে না, আর তিনি তাঁর জান্নাত তোমাকে দিয়ে দিবেন।

২৮১. সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নের বিষয়টি এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, "তারা কি ব্যয় করবে তা আপনাকে জিজেস করবে।" প্রবর্তী দুই আয়াত পরে একই বাক্য পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে। উভয় প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার বোৰা যায় যে, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, কি ব্যয় করবে। অথচ প্রশ্ন দুটোর ভাষা একই। এটা এজন্য যে, তাদের প্রশ্নের ভাষা একই হলেও তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এরপ উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্নে মূলত জিজ্ঞাস্য ছিল, আমরা যা ব্যয় করবো, তা কাকে দিবো। এর উত্তরে দানের 'মাসরাফ' তথা ব্যয়ের খাত উল্লেখ করেই উত্তর প্রদান করা হয়েছে। প্রবর্তী প্রশ্নে মূলত জিজ্ঞাস্য ছিল, আমরা কি খরচ করবো। এর উত্তরে বলা হয়েছে, "আপনি বলে দিন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা-ই খরচ করো।" এতে বুঝা যায় যে, নফল সদাকার ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা-ই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানদেরকে কষ্টে

مِنْ خَيْرٍ فِي لِلْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ وَالْيَتَمِّي وَالْمَسْكِيْنِ
উত্তম কাজে, তা হবে পিতা-মাতা, আঞ্চীয়-স্বজন, ইয়াতীয়, নিঃশ্ব

وَأَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ۝ كُتْبَ
ও মুসাফিরের জন্য ; আর তোমরা যে উত্তম কাজই করো, আল্লাহ অবশ্যই সে
সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । ২১৬. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْبَةٌ لِكُمْ وَعَسِيَ أَنْ تَكْرِهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
যুদ্ধ, ۲۸۲ অথচ তা তোমাদের কাছে অধিয় ; হয়তো কোনো একটি বিষয় তোমরা
অপসন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর

مِنْ خَيْرٍ - উত্তম কাজে - (ف+ل+ال+الدين) - فِي لِلْوَالَّدَيْنِ ; وَأَبِنِ السَّبِيلِ - (و+ال+يتَمِّي) ; وَأَلْيَتَمِّي ; - (و+ال+اقْرَبَيْنَ) ; وَالْأَقْرَبَيْنَ ;
ও মুসাফিরের জন্য ; - وَأَبِنِ السَّبِيلِ ; (و+ال+مسَكِيْنِ) ; وَالْمَسْكِيْنِ ;
জন্য ; - উত্তম কাজ ; - تَفْعَلُوا ; - যা - مَا ; - وَ ; - آর - (ف+ان) -
অবশ্যই ; - سবিশেষ অবহিত ।
ال+)-الْقِتَالُ ; - (علি+كم)-عَلَيْكُمُ ; - ফরয করা হয়েছে
১৬ - (عَلِي+كم)-عَلَيْكُمُ ; - তোমাদের উপর ফরয ; - تَكْرِهُوْا شَيْئًا ;
- তা ; - কুর্বা ; - হুঁ ; - অথচ ; - لَكُمْ ; - তোমাদের কাছে
- এবং ; - হতে পারে যে ; - তোমরা অপসন্দ করো ; - কোনো
একটি বিষয় ; - শَيْئًا ; - تَكْرِهُوْا شَيْئًا ; - তা ; - خَيْرٌ - কল্যাণকর ; - لَكُمْ - তোমাদের জন্য ;

ফেলে তাদের অধিকার বক্ষিষ্ঠ করে দান-খয়রাত করার কোনো বিধান নেই । এতে
সাওয়াব পাওয়া যাবে না । অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি খণ্ডন্ত তার পক্ষে খণ পরিশোধ
না করে নফল সনাকা করাও আল্লাহর পসন্দ নয় ।

২৮২. অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরয ; তবে কুরআন
মাজীদের কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, জিহাদ
সার্বক্ষণিকভাবে ফরযে আইন নয় । অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা ফরযে কিফায়াও হতে
পারে । রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে ।”
এর মর্য হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল থাকা আবশ্যক যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন
করবে । অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

فَضْلَ اللَّهِ السُّجْهَدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِيْنَ دَرَجَةٌ وَكُلُّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَى (النساء : ৭৫)

وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর হয়তো তোমরা কোনো একটি বিষয় ভালোবাস অথচ তা তোমাদের জন্য
অকল্যাণকর ; বহুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না ।

-আর -হয়তো ; আন -যে -شَبَّيْهَا ; -شَعْبَيْهَا ; -তোমরা ভালোবাস ;
একটি বিষয় ; -অথচ ; তা -শَرٌ ; -অকল্যাণকর ; لَكُمْ -তোমাদের জন্য ;
-আর ; -আল্লাহ ; -জানেন ; -এবং -يَعْلَمُ -তোমরা ; -اللَّهُ ; -لَا تَعْلَمُونَ
-জানো না ।

“আল্লাহ জান-মাল ধারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা
দান করেছেন এবং উভয়কে পুরকার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ।”

এ আয়াতে যারা কোনো সংগত কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন,
তাদেরকেও পুরকারদানের ঘোষণা দিয়েছেন । তবে মর্যাদার পার্থক্য তো থাকবেই ।
আর যদি জিহাদ ফরযে আইন হতো তাহলে তার বর্জনকারীদের জন্য পুরকারের
প্রতিশ্রুতির প্রশ্নই অবাস্তুর হতো । অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

“তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে কেন একটি ছোট দল দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে
বের হয়ে পড়ে না ।”-(সূরা আত তাওবা : ১২২)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কিছু লোক জিহাদের ফরয আদায় করবে, আর কিছু
লোক দীনী জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে ফিরে এসে লোকদেরকে দীনী ইলমের তালীম
দানে নিয়োজিত থাকবে ।

এমনিভাবে হাদীসের ধারাও স্থান-কাল-পাত্রভেদে জিহাদ যে ফরযে কিফায়া তার
প্রমাণ পাওয়া যায় । মুসলমানদের একটি দল যখন জিহাদের ফরয আদায় করবে,
তখন অন্যান্য মুসলমান অন্য খেদমতে নিয়োজিত থাকবে । তবে মুসলিম বাহিনীর
নেতা যদি সকলকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান তখন জিহাদ ফরযে
আইন হয়ে যায় ।

২৬ কর্কু' (আয়াত ২১১-২১৬)-এর শিক্ষা

১ / আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের লোকরণ্যারী না করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে ।

২ / পার্থিব জীবনে দীনদার মুমিন লোকদেরকে যারা উপহাস করে তাদের চেয়ে মুমিনরা
কিয়ামতের দিন অনেক উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকবে ।

৩। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কাউকে সচ্ছলতা দান করেন আবার কাউকে অসচ্ছল ও দরিদ্র করে রাখেন। তবে দুনিয়ার সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা দ্বারা আবিরাতের বিচারকার্য প্রভাবাবিত হবে না।

৪। পৃথিবীর সকল মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্নে একই দ্রুমান আকীদা তথা প্রাকৃতিক দীন তাওহীদের উপর ছিল। অতপর তাদের একটি অংশের আকীদা-বিশ্বাসে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটলে নবী-রাসূলের আগমন ঘটে এবং তাদেরকে তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নবী-রাসূলগণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন।

৫। যারা নবী-রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা মু'মিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর যারা নবীগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তারা কাফির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

৬। নবীগণের সংগ্রামী কার্যক্রমে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের উপর সীমাইন দৃঢ়খ-দুর্ভোগ নেমে এসেছিল। কিন্তু তারা আল্লাহর পথে দৃঢ় ও অবিচল থেকে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরিণামে তারা জাল্লাতের অধিকারী হন।

৭। আল্লাহর নিকট ঈমানের মৌখিক দাবি গ্রহণযোগ্য নয়; ভৃত-ভবিষ্যত সর্বকালেই ঈমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং তাতে সফলতা লাভ করতে পারলেই জাল্লাতের অধিকারী হওয়া যাবে।

৮। ঈমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে দৃঢ়খ-কষ্ট অবধারিত, তাতে অধৈর্য হয়ে নিরাশ হওয়া যাবে না। কারণ তখন আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে; আর আল্লাহর সাহায্য আসা অবধারিত।

৯। সফল দান-সদাকার উত্তম খাত পিতামাতা, আজীয়-বজ্জন, ইয়াতীম, নিঃস্ব ও মুসাফির।

১০। সকল সৎকর্মই আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় এবং তার প্রতিদান অবশ্যই তিনি দিবেন। কোনো সৎকর্মই আল্লাহর দৃষ্টি এড়ায় না।

১১। জিহাদ ফরয, তবে হান-কাল-পাত্র বিশেষে তা ফরযে কিফায়া। আর মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন প্রয়োজনে জনগণকে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তখন তা আর ফরযে কিফায়া থাকে না, ফরযে আইন হয়ে যায়।

১২। বাহিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর নির্দেশিত কোনো বিষয় আমাদের নিকট অপ্রিয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কল্যাণ নিহিত। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিষেধকৃত কোনো বিষয় আমাদের নিকট কল্যাণকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের জন্য অকল্যাণকর।

সূরা হিসেবে রুকু'-২৭
পারা হিসেবে রুকু'-১১
আয়াত সংখ্যা-৫

١١) يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
২১৭. তারা আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তাতে যুদ্ধ করা বড়ো গুনাহ;

وَصَلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرِيهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ
আর আল্লাহ'র রাজ্য বাধা সৃষ্টি করা এবং তার সাথে কুফরী করা ও মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়া আর সেখানকার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বের করে দেয়া

أَكْبَرُ عَنْ أَنَّ اللَّهَ وَالْفِتْنَةَ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرِزَّ الْوَنْ يُقَاتِلُونَكُمْ
আল্লাহ'র কাছে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়ো গুনাহ; ২৩০
আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে কখনো বিরত হবে না

(১) الشَّهْرُ - عن ; তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; -সম্পর্কে - يَسْتَلُونَكَ -
فُلْ ; -তাতে - فِيهِ ; -যুদ্ধ করা ; -قِتَالٌ ; -الْحَرَام - (ال+حرام) -
-আপনি বলে দিন ; -آর ; -وَ ; -বড়ো গুনাহ ; -كَبِيرٌ ; -তাতে - فِيهِ ;
-কُفُرٌ ; -এবং ; -আল্লাহ'র ; -সَبِيلٌ ; -রাজ্য ; -أَهْلِهِ -عَنْ -থেকে ;
-কুফরী করা ; -بَ ; -তার সাথে ; -وَ ; -مِنْهُ -সেখান থেকে ; -أَكْبَرُ
-الْحَرَام (ال+مسجد) -الْمَسْجِد ; -وَ -أَهْلَهِ -আর ; -অ- -হারামে (প্রবেশে বাধা দেয়া) -
-آর ; -وَ -আর ; -অ- -হারাম - (ال+حرام) -
-أَهْلِهِ -স- -স- -أَكْبَرُ -স-
(ال+فتنة) -الْفِتْنَةَ ; -آর ; -আল্লাহ'র ; -أَهْلِهِ -عَنْ -কাছে ; -آর ; -আল্লাহ'র ;
-ফিতনা-ফাসাদ ; -وَ -হত্যার ; -চেয়েও ; -منْ ; -أَكْبَرٌ ; -বড়ো গুনাহ ;
-আর -কখনো বিরত হবে না ; -يُقَاتِلُونَكُمْ -লাইরালুন ; -তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা
থেকে ;

২৮৩. এখানে বর্ণিত বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে আটজনের একটি বাহিনী পাঠান। তদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন কুরাইশদের

যতোক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে যদি তারা
সক্ষম হয় : আর তোমাদের মধ্যে যে ফিরে যাবে

عَنْ دِينِهِ فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

তার দীন থেকে এবং সে কাফির অবস্থায় মরবে তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম
বিনষ্ট হয়ে যাবে দুনিয়া

وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُنْ فِيهَا خَلِّونَ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ও আধিরাতে ; আর তারাই হবে জাহানামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল

থাকবে।^{২৪} ২১৮. নিশ্চয়ই যারা

তৎপরতা ও পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। তাদেরকে যুদ্ধ করার কোনো অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু পথিমধ্যে তাদের সাথে কুরাইশদের একটি ছোট দলের সাক্ষাত ঘটে। তারা কাফেলাটির উপর হামলা করে তাদের একজনকে হত্যা করে এবং বাকী লোকদেরকে ঘ্রেফতার করে তাদের মাল-সামানসহ মদীনায় নিয়ে আসে। ঘটনাটি এমন সময় ঘটে যখন রজব মাস শেষ হয়ে শাবান মাসের সূচনা হয়। এতে সন্দেহ রয়েছে এটা রজব (হারাম) মাসের মধ্যেই ঘটেছে, না শাবান মাসের মধ্যে। কিন্তু কুরাইশরা এবং পর্দার অন্তরালে ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ঘটনাটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে এবং কঠিন বাদানুবাদে লিখে হয়। তারা বলতে থাকে যে, এরা নিজেদেরকে বড়ো আল্লাহওয়ালা বলে জাহির করে অথচ দেখো হারাম মাসেও রক্ষণাত্মক থেকে বিরত থাকে না। এসব

أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا أُولَئِكَ يَرْجُونَ
ইমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে, ১৫৯
তারাই আশা করে

رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (১৫৯) يَسْتَلِونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
আল্লাহর রহমত; আর আল্লাহ অঙ্গীর ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ২১৯. তারা আপনাকে
মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজেস করে;

امْنَا—ঈমান এনেছে ; -এবং -যারা : -হাজরো—হিজরত করেছে ; -ও;
يَرْجُونَ—জিহাদ করেছে; -اللَّهُ—আল্লাহর ; -فِي سَبِيلِ—জেহাদো
—প্রত্যাশা করে; -رَحْمَتٌ—আল্লাহর রহমত; -اللَّهُ—আল্লাহর ; -وَ—আর
—غَفُورٌ—আল্লাহর ; -يَسْتَلِونَكَ—(যিস্টেলুন+ك); -رَّحِيمٌ—তারা আপনাকে
জিজেস করে; -عَنِ—সম্পর্কে; -و—(ال+খন)-الْخَمْرِ—জুয়া;
-الْمَيْسِرِ—(ال+মিসির); -ও—(ال+খন)-الْخَمْر—জুয়া;

বাদানুবাদের প্রতিউত্তরই অত্র আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। বলা হয় যে, হারাম মাসে
যুদ্ধ-বিথহ নিসন্দেহে মন্দ তৎপরতা, কিন্তু এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো ও বাদানুবাদ
করা তাদের সাথে শোভা পায় না যারা ক্রমাগত তেরো বছর পর্যন্ত নিজেদের অসংখ্য
ভাইয়ের উপর শুধুমাত্র এ কারণে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে যে, তারা এক আল্লাহর
উপর ঈশ্বর এনেছে।

২৮৪. সততা ও সংপ্রবণতা সম্পর্কে ভুল ধারণায় মন-মগজ আচ্ছন্ন এমন কতক
সরলপ্রাণ মুসলমান ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের অপপ্রচারে প্রভাবাবিত হয়ে পড়েছিল।
আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, তোমরা এমন আশা করো না যে,
তোমাদের এসব কথায় তোমাদের ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের আপোষ মীমাংসা
হয়ে যাবে। তাদের এসব অপপ্রচার ও বাদানুবাদ আপোষ মীমাংসার জন্য নয়, তারা
মূলত তোমাদের প্রতি কাদা ছুড়তে চায়। তাদের অন্তরে এটা কঁটার মতো বিধে আছে
যে, তোমরা কেন এ দীনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং দুনিয়াবাসীকেই বা কেন এর
প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো। অতএব যতোদিন তারা তাদের কুফরীর উপর অটল থাকবে
এবং তোমরাও তোমাদের দীনের উপর অবিচল থাকবে ততোদিন তোমাদের ও তাদের
মধ্যে আপোষ-মীমাংসার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তাদের থেকে সতর্ক থাকো, তারা
তোমাদের নিকৃষ্ট শক্তি। কেননা তারা তোমাদেরকে সত্য দীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে
আবিরাতের অন্তহীন আয়াবে নিপতিত করে দিতে সর্বদা সচেষ্ট।

২৮৫. ‘জিহাদ’-এর অর্থ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানো।

قُلْ فِيهِمَا إِثْرَ كَبِيرٍ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ زَوْ أَثْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

আপনি বলুন, এ দুটোর মধ্যে রয়েছে মারাত্মক গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকারিতাও; আর এ দুটোর গুনাহ এ দুটোর উপকারিতার চেয়ে ভয়ংকর। ১৪৬

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ هُنَّ قُلْ الْعَفْوَ كُلُّ لِكَ يَبْيَسِنَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ

আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? আপনি বলুন, প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে তা। ১৪৭ এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দশনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন,

كَبِيرٌ -আপনি বলুন ; এ দুটোর মধ্যে রয়েছে ; অথ=গুনাহ ; فِيهِمَا = (ফি+হেমা)- ফিহেমা ; قُلْ -আপনি বলুন ; مَنَافِعُ - (ل+ال+নাস)- মানুষের জন্য ; وَ -এবং ; لِكَ -উপকারিতা ; زَوْ - এ দুটোর গুনাহ ; أَكْبَرُ - আর ; من= চেয়ে ; أَثْمَهُمَا = (আথ+হেমা)- অনুভূমিমাত্র ; وَ -আর ; (بِسْأَلُونَ+كَ) - বিস্তুলুন্ক ; يَسْأَلُونَ - দুটোর উপকারিতার ; وَ -আর ; مَذَى - কি ; يَنْفِقُونَ - তারা ব্যয় করবে ; قُلْ -আপনি বলুন ; الْعَفْوَ - প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে ; كُلُّ -এভাবেই ; يَبْيَسِنَ - (ال+عفuo)- উপকারিতার প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে ; اللَّهُ -আল্লাহ ; لَكُمُ -তোমাদের জন্য ; تِلْكُمْ - (ل+কম)- আল্লাহর জন্য ; تِلْكُمْ - (ل+কম)- তোমাদের জন্য ; لَكُمْ - (ل+ক)- আল+আইত ; نِيرْدَشْনِسْমَعْ - নির্দশনসমূহ ;

এটা শুধুমাত্র ‘যুদ্ধ’ শব্দের সমার্থক নয়। ‘যুদ্ধ’ শব্দ বুঝানোর জন্য তো ‘কিতাল’ বা ‘হারব’ শব্দই ব্যবহৃত হয়। ‘জিহাদ’ শব্দটি ‘কিতাল’ বা ‘হারব’-এর চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। এতে সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা শামিল। মুজাহিদ এমন ব্যক্তি, যে সদা-সর্বদা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকে। তার মন-মান্ত্রিক সদা-সর্বদা সে চিন্তায়ই আচ্ছন্ন থাকে। কথা ও লেখনী দ্বারা তারই তাবলীগ করতে থাকে। তার হস্তপদ সেই উদ্দেশ্যের জন্যই সর্বদা দৌড়-বাঁপ ও পরিশ্রম করে। নিজের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ একই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে সর্বশক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করে; এমনকি অবশেষে যদি প্রাণ বিসর্জন দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাতেও কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ করে না। এর নামই হলো ‘জিহাদ’। আর এসব কিছু শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তেই করা এবং আল্লাহর যথীনে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যেই করা ও সকল বাতিল দীনের উপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে করাই হলো ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’। মুজাহিদের সামনে এ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

২৮৬. মদ ও জুয়া সম্পর্কিত এটা প্রথম নির্দেশ যাতে শুধুমাত্র অপসন্দের কথা ব্যক্ত করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যেন এটার নিষিদ্ধতা ঘৃহণ করার মন-মানসিকতা গড়ে উঠে। অতপর মদ পান করে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা নায়িল হয়।

لَعْلُكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُسْتَلِونَكُمْ عَنِ الْيَتْمَىٰ

সম্বত তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে। ২২০. দুনিয়া ও আধিরাতে; আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে,

قُلْ إِصْلَاحٌ لِّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ

আপনি বলে দিন, তাদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে দেয়া উচ্চম; ৩৩ আর যদি তাদেরকে তোমাদের সাথে একত্রে রাখো, তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই; আর আল্লাহ তো

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - تَسْفَكُرُونَ - (عل+كم)-لعلكم -সম্বত তোমরা ; -আর;-ও- (ال+آخرة)-আধিরাতে; -ও- (في+ال+دنيا)-الدُّنْيَا ; -আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ; -عَنِ الْيَتْمَىٰ ; -সম্পর্কে ; -يُسْتَلِونَكَ - (يُسْتَلِونَ+ك)- তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; -أَصْلَاحٌ -সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে দেয়া ; -أَنْ -তُخَالِطُوهُمْ ; -আর ; -و- (ل+هم)-لَهُمْ ; -آর-খাদি ; -أَنْ -عَلَيْهِمْ - (ف+إخوان+كم)- فَإِخْوَانُكُمْ -তাদেরকে মিশিয়ে নাও ; - (تُخَالِطُوهُمْ+هم)- তারা তো তোমাদের ভাই ; ; -আর ; -الله-আল্লাহ ;

সবশেষে মদ ও জুয়া এবং এমনি ধরনের অন্য সকল বস্তুই অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

২৮৭. এ আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মানুষ নিজ সম্পদের মালিক ছিল। এখানে তাদের প্রশ্ন ছিল এতটুকু যে, আল্লাহর রাস্তায় তারা কি ব্যয় করবে। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যা অতিরিক্ত থাকবে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে। এটা হলো স্বেচ্ছায় দান করা। যা বাস্তাই নিজ প্রতিপালকের রাস্তায় নিজ খুশীতে দান করবে।

২৮৮. এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কুরআন মাজীদে ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বারবার কঠোর বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, “ইয়াতীমদের মাল-সম্পদের নিকটেও যেও না” এবং এও বলা হয়েছে যে, “যারা ইয়াতীমদের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে ধাস করে তারা নিজেদের পেট আগুন দ্বারা পূর্ণ করে।” এরপ কঠোর বিধান নাযিল হওয়ার পর সেসব লোক অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে যাদের তত্ত্বাবধানে কোনো ইয়াতীম ছিল। তখন তারা ইয়াতীমদের পানাহার পর্যন্ত নিজেদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এতোখানি সতর্কতা অবলম্বনের পরও তাদের ভয় ছিল যে, কোথাও ইয়াতীমদের কোনো সম্পদ তাদের সম্পদের সাথে মিলে-মিশে গিয়েছে কিনা! আর এজন্যই তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জানতে চেয়েছে যে, ইয়াতীমদের সাথে আমাদের আচরণের সঠিক পদ্ধতি কি?

يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَعْتَكِرُ إِنَّ اللَّهَ

କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କେ ଜାନେନ ; ଆର ଆଲ୍ଲାହ ସଦି ଚାନ ଅବଶ୍ୟାଇ
ତୋମାଦେରକେ କଠିନ ଅବଶ୍ୟାକ୍ ଫେଲତେ ପାରେନ ; ନିଷ୍ଠୟ ଆଲ୍ଲାହ

عزیز حکیم^(۱) ولا تنسِحوا المشرکت حتی یؤمِن و لامة مؤمنة
প্রবল পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ। ২২১. আর তোমরা মুশর্রিক নারীদেরকে বিবাহ করো
না যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে: ^(۲) আর মুমিন ক্রীতদাসী অবশ্যই

خِيرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا عَجَبٌ لَّا تُنِكُّوْا الْمُشْرِكِينَ
মুশ্রিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। আর তোমরা
বিবাহ দিও না মুশ্রিক পক্ষদের সাথে

ହତି ଯେମନ୍ତାଙ୍କ ଲୁଗିଲା ମୌଳି ଖିରି ମଶିକ ଲୋଅଜିକର୍ଟ
ଯତୋକ୍ଷଣ ନା ତାରା ଈମାନ ଆନେ ;^{୩୦} ଆର ଏକଜନ ମୁଖିମିନ ହୀତଦାସ ଏକଜନ
ମଶରିକରେ ଚରେ ଅବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ . ଯଦିଓ ସେ ତୋମାଦେଇରକେ ମୋହିତ କରେ ।

২৮৯. খুঁটান জাতি 'আহলে কিতাব' হলেও তাদের কোনো কোনো আকীদা বা বিশ্বাস মুশর্রিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহকে স্বীকার করেন না এবং ইস্মা

أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ

তারা ডাকে জাহানামের দিকে ১০ আর আল্লাহ আশ্বান করেন জানাত

وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ وَيَبْسُنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعْمَرٍ يَتَلَكَّرُونَ
ও ক্ষমার দিকে স্বেচ্ছায় এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর নির্দশনসমূহ মানুষের জন্য তুলে
ধরেন, সম্ভবত তাঁরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

ମସୀହ (ଆ)-କେଓ ନରୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକେ ଆଶ୍ଵାହର କିତାବ ବଲେଓ ମାନେ ନା । ଆବାର ଯାରା ଏଣୁଳେ ମାନେ ତାରାଓ ତ୍ରିତୁବାଦେ ବିଶ୍වାସୀ ମୁଖ୍ୟିକ ।

২৯০. যাকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিম মনে করা হয় কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে, তার সাথে কোনো মুসলিম নারী যার আকীদা-বিশ্বাস যথার্থ মুসলমানের আকীদার অনুরূপ, এমন নারীর বিবাহ বৈধ হতে পারে না। আজকাল অনেক মুসলমানই নিজেদের দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এবং সামান্য কিছু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করেই স্বীয় দীনী আকীদা নষ্ট করে দেয়। তাই বিয়ে দেয়ার পূর্বে ছেলের সঠিক দীনী আকীদা আছে কিনা তার খোজ-খবর নেয়া পাত্রীর অভিভাবকদের উপর অবশ্যই কৃতর্ব।

২৯১. এটাই হলো মুশরিকদের সাথে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে কারণ ও যুক্তি। নর-নারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক শুধুমাত্র যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নয় ; বরং এটা একটা গভীর তামাঙ্গুনিক বা সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক ও হৃদয়তার সম্পর্কও বটে। মু'মিন ও মুশরিকদের মধ্যে যেখানে একাপ সম্পর্ক বিদ্যমান স্থিতানে একাপ সম্ভাবনা যেমনি রয়েছে যে, মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর উপর বা তার বংশ ও পরবর্তী বংশধরদের উপর ইসলামী আকীদা-বিশ্঵াস এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রভাব পড়তে পারে, তেমনি এমন আকাংখাও রয়েছে যে, মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর আকীদা-বিশ্বাসে

প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু এতোটুকুই নয় ; মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর পরিবার-খানান, পরবর্তী বংশধরও এতে প্রভাবাবিত হতে পারে। আর এক্ষেপ সম্ভাবনাই বেশী যে, এক্ষেপ দাস্পত্য জীবনের ফলে সেসব পরিবারে ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে এক অস্তুত ধরনের জীবনধারা প্রতিপালিত হবে যাকে অমুসলিমগণ যতোই পদ্ধনীয় মনে করুক না কেন, ইসলাম এটাকে এক মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

২৭ রুকু' (আয়াত ২১৭-২২১)-এর শিক্ষা

১। হিজরী সনের রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম-এ চার মাসে মৃদ্ধ-বিঘ্নে লিঙ্গ হওয়া মুসলমানদের জন্য বৈধ ছিলো না। তবে ইসলাম বিরোধীরা যদি উল্লেখিত মাসসমূহের মধ্যে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতো তাহলে প্রতি আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যও বৈধ হতো।

২। 'মুরতাদ' তথা ইসলাম ত্যাগকারীর সকল আমল ইহকাল ও পরকালের জন্য বরবাদ হয়ে যায়। ইহকালে তার স্ত্রী তার বিবাহ বঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ; সে কোনো ব্যক্তির উত্তরাধিকার তথা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় ; মুসলমান থাকাকালীন নামায-রোয়া যাকিছু করেছে তা সবই বাতিল বলে গণ্য হয়। মৃত্যুর পর তার জানায়া নামায পড়া হয় না এবং তাকে মুসলমানের কবরস্থানেও দাফন করা যায় না।

৩। মুরতাদ যদি পুনরায় মুসলমান হয়, তাহলে সে পরকালে জাহানাম থেকে মুক্তি পাবে এবং তার উপর দুনিয়াতে পুনরায় শরয়ী হৃকুম-আহকাম জারী হবে।

৪। কোনো ব্যক্তি যদি জীবনের প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে এবং সেই অবস্থায় কোনো সৎকাজ করে থাকে, সে ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বে কৃত সকল সৎকর্মের সাওয়াব পাবে। আর যদি সে কাফের অবস্থায় মারা যায় তার সকল সৎকাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৫। মুরতাদের অবস্থা কাফিরদের অবস্থা থেকেও নিকৃষ্ট। মুরতাদ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মুরতাদ স্ত্রীলোক হলে তাকে যাবজ্জীবন করাদণ্ড দেয়া হয়। কেননা মুরতাদের কার্যকলাপ দ্বারা সরাসরি ইসলামের অবস্থানা করা হয় ; কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

৬। কুরআন মাজীদে মদকে তিন পর্যায়ে হারাম করা হয়েছে। এ রূপকৃতে বর্ণিত আয়াতটি তার প্রথম পর্যায়। এতে শুধুমাত্র মদের অকল্যাণ সম্পর্কে আভাস দেয়া হয়েছে। বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে :

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَقْرِبُوا الصُّلُوةَ وَأَنْتُمْ سُكْرٌ -

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নেশগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না।”

-(সূরা আন নিসা ৪৩)

তৃতীয় পর্যায়ে সূরা মায়েদায় মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করে বলা হয়েছে :

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَبَسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَمُكُمْ تُفْلِحُونَ - اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَبَسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصُّلُوةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ -

“হে ঈমানদারগণ ! অবশ্যই মদ, জুয়া, মৃত্তি ও তীর নিষ্কেপ (করে ভাগ্য নির্ধারণ) এসবই ঘৃণ্য শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব থেকে তোমরা সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকো, সত্ত্বত তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পারো। অবশ্য শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি ও তিক্তি সৃষ্টি করতে তৎপর; আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকেও বিরত রাখতে চায়; তবুও কি তোমরা (এসব থেকে) বিরত থাকবে না ?”-(সূরা মায়েদা : ৯০-৯১)

৭। সকল প্রকার জুয়াই মাইসির-এর অঙ্গুর্ভুজ এবং হারাম, লটারীও মাইসির-এর অঙ্গুর্ভুজ।

৮। নফল সদাকার ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা থেকেই ব্যয় করতে হবে।

৯। ইয়াতীমদের ব্যাপারে বন্ধশীল হতে হবে। তাদের সম্পদ কারো তত্ত্বাবধানে থাকলে তার যথাযথ হিফায়ত করতে হবে! কোনোক্রমেই ইয়াতীমের সম্পদের যেন ধিয়ানত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১০। মু'মিন নারী-পুরুষের সাথে মুশারিক নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে না ; তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও বেশভূষা যতোই মনোমুগ্ধকর ও চমৎকার হোক না কেন। কারণ মুশারিকদের পরিণাম জাহান্নাম, আর মুমিনদের পরিণাম হলো জান্নাত।

১১। অত ঝুক্ত'তে যেসব বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা সুস্পষ্টিভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব বিধি-বিধানে পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা কোনো অঙ্গুহাতে এসব বিধান অমান্য বা এর বিপরীত কিছু করার কোনোই অবকাশ নেই।

সুরা হিসেবে রুক্ক'-২৮

ପାରା ହିସେବେ କ୍ଷମ୍ତ୍ତ' - ୧୨

ଆମ୍ବାତ ସଂଖ୍ୟା-୧

وَيُسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضَرْ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضَرْ

২২২. তারা আপনাকে ঝটপ্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ; আপনি বলুন ; এটা

ଅଶ୍ଵଚ୍ଛି: ୧୨ ଅତେବ ତୋମରା ଝତୁପ୍ରାବ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଥେକେ ଦୂରେ ଥେକୋ

وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرُنَّ فَإِذَا تَظْهَرُنَّ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

এবং যতক্ষণ না তারা পরিত্র হবে তাদের নিকটবর্তী হয়ে না।^{১৩৩} অতএব যখন তারা ভালভাবে পরিত্র-পরিচ্ছন্ন হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে

٤٤- عن سپرکے جیسے کرئے؛ آر- (بِسْلُونٌك)- بِسْلُونٌك- آر- وَ (فَاعْتَزَلُوا)- اذی- قُلَّ- آپنی بُلُون- تا- هُوَ- خاتمہ- (الْمَحِيط)- الْمَحِيط- (الْمَسَاء)- ناریوں کے خیکے؛ انتہا- (النِّسَاء)- (ف+اعتزلوا)- لَا تَقْرُبُوهُنْ- وَ- آر- (فی+الْمَحِيط)- فی الْمَحِيط- خاتمہ- (يَطْهَرُون)- تا- پیغامبر نما؛ حستی- (يَابَتْ نَا)- انتہا- (تَخْنَن)- تا- پیغامبر نما تا- (ف+اتو+هن)- فائٹو+هن- تا- (تَطْهَرُون)- تطہر- کرولے؛ من حیث- (ثِكَة) سے بآپے؛

২৯২. কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত ‘আয়া’ শব্দটি অশুচিতা, অপরিচ্ছন্নতা ও রোগ-ন্যাধি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হায়েয বা ঝুতুস্বাব শুধুমাত্র অশুচিতাই নয় ; বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মহিলাদের জন্য এটা এমন এক অবস্থা যা সুস্থিতার চেয়ে অসুস্থিতারই নিকটবর্তী।

২৯৩. 'দূরে থেকে' এবং 'নিকটবর্তী হয়ো না' শব্দাবলী দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি যে, মহিলাদের ঝত্নস্বাব অবস্থায় তাদের সাথে এক বিছানায় বসা এবং এক জায়গায় পানাহার করা যাবে না ; আর তাকে একেবারেই অচুত-অশৃঙ্খ বানিয়ে রাখা হবে। যেমন ইয়াছন্দী, হিন্দু ও অন্যান্য কিছু কিছু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স) এ নির্দেশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মহিলাদের এ অবস্থায় শুধুমাত্র সহবাস ছাড়া অন্য সব সম্পর্কই তাদের সাথে বজায় থাকবে।

أَمْ كِرْمَلَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ; ২১৪ নিচ্যই আল্লাহ তাওবাকারীদের
ভালবাসেন ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ভালবাসেন ।

١٥) نِسَاءٌ كَمْ حَرَثْ لَكُمْ فَاتَوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ نَوْقِلْ مَوْا لِإِنْفِسِكُمْ

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র ; ২১৫ অতএব তোমরা যেভাবে চাও
তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে গমন করো, তবে নিজেদের জন্য অগ্রে কিছু প্রেরণ করো ২১৬

امْرُكُمْ - যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ; এ-الله-আল্লাহ-নিচ্য ;
وَ ; তাওবাকারীদের ; (ال+تَوَابِين)-الْمُتَطَهِّرِين- (ال+مُتَطَهِّرِين)- পবিত্রতা অর্জনকারীদের ।
- ও- ভালবাসেন ; (ال+تَوَابِين)-الْمُتَطَهِّرِين)- পবিত্রতা অর্জনকারীদের ।
১১৩) ১-لَكُمْ -তোমাদের স্ত্রীরা ; শস্যক্ষেত্র ; - حَرَثْ - (حرث+كم)- তোমাদের জন্য ;
- অতএব তোমরা গমন করো ; - حَرَثَكُمْ - (حرث+كم)- তোমাদের শস্যক্ষেত্রে ;
- অ- যেভাবে ; - آر- তোমরা চাও ; - قَدِمُوا - (قدِمُوا+كم)- তোমরা অগ্রে কিছু প্রেরণ
করো ; - لِإِنْفِسِكُمْ - (ل+إنْفِسِكُمْ)- তোমাদের নিজেদের জন্য ;

২১৪. এখানে ‘নির্দেশ’ দ্বারা শরয়ী নির্দেশ নয় ; বরং প্রকৃতিগত নির্দেশই এর দ্বারা
উদ্দেশ্য, যা মানুষ ও জীব-জন্মের প্রকৃতির মধ্যে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল রাখা হয়েছে
এবং যে সম্পর্কে জগতের সকল প্রাণীই স্বত্বাবগতভাবে সচেতন ।

২১৫. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতি নারীকে উধূমাত্র পুরুষের বিচরণক্ষেত্রেই করেনি ;
বরং এ দুই প্রজাতির মধ্যে কৃষক ও শস্যক্ষেত্রের মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায়ই সম্পর্ক
বিদ্যমান । কৃষক উধূমাত্র বিনোদনের জন্যই তার কৃষি আমারে গমন করে না ; বরং
এজন্য গমন করে যে, সে তাতে ফসল উৎপন্ন করবে । মানব বংশের কৃষককে তার
শস্য ক্ষেত্রে এজন্যই যেতে হবে যে, সে তা থেকে মানব বংশরূপ ফসল উৎপন্ন
করবে । আল্লাহর শরীয়াতে এ ব্যাপারে বক্তব্য নেই যে, মানব বংশধারার এ কৃষক
তার জমি কিভাবে চাষ করবে । অবশ্য শরীয়াতের দাবি হলো, তাকে জমিতে যেতে
হবে এবং সে তার স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করবে ।

২১৬. এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । এর দুটো অর্থ হতে পারে
এবং দুটোরই সমান গুরুত্ব রয়েছে : (১) তোমাদের বংশধারাকে প্রবহমান রেখে
যাওয়ার চেষ্টা করো, যাতে তোমাদের দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় তোমাদের স্থলে
তোমাদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো লোক তৈরি হয় ।

(২) আগত বংশধর, যাদেরকে তোমরা তোমাদের স্থান ছেড়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ وَبِشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ

ଆବୁ ଆଲାହକେ ଭୟ କରୋ. ଆବୁ ଜେନେ ବୈଶେ. ଅବଶ୍ୟକ ତୋମାଦେବକେ ଆଲାହର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ;

ଆର ମୁଖିନଦେରକେ ସୁସଂବାଦ ଦାଓ । ୨୨୪. ଆର ତୋମରା ବାନିଓ ନା ଆଲ୍ଲାହକେ

عرضة لا يهانكم أن تبروا وتقروا وتصلحوا بين الناس

ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ ତୋମାଦେର କସମେର ଜନ୍ୟ ଯେ, ତୋମରୀ ସଂକାଳ କରବେ, ତାକୁଓୟା ଅବଲମ୍ବନ

କରିବେ ଏବଂ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଶୀଘ୍ରମାତ୍ର କରେ ଦିବେ ; ୨୫୭

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ لَا يَرَاخِلُ كُرَّالَهُ بِاللَّغْوِ فِي آيَةِ أَنْكَرَ

ଆଜୁ ଆମ୍ବାତୁ ସର୍ବଶୋଭା ସର୍ବଜ୍ଞ । ୨୨୫. ଆମ୍ବାତୁ ତୋମାଦେର ନିରଥକ ଶପଥେର ଜନ୍ୟ

তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না ; ১১৮

বিদায় নিবে, তাদেরকে দীন, ঈমান, চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা ও অন্যান্য মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করে যাওয়ার চেষ্টা করো। পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা এ দুটো দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে গড়িমসি বা ভুল করো তাহলে তোমাদেরকে আপ্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

২৯৭. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ে শপথ করে এবং পরে সে জানতে পারে যে, এ শপথ ভেঙ্গে দেয়ার মধ্যেই কল্পাণ রয়েছে, তবে সে শপথ ভেঙ্গে ফেলা এবং তার জন্য কাফ্ফারা দেয়া তার কর্তব্য। শপথের কাফ্ফারা হলো দশজন মিসকীন তথা নিঃস্বকে খাদ্য দ্রব্য দেয়া অথবা তাদেরকে

وَلِكُنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
কিন্তু তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন
; আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম ধৈর্যশীল ।

۴۳۵ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تُرْبَصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا مِنْهُمْ
২২৬. যারা শপথ করে তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে (মেলামেশা করবে না বলে) তারা অপেক্ষা করবে

চার মাস ;^{১১} অতপর তারা যদি আপোষ করে নেয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ

ব- কস্ব- (যোাখ্ড+ক্ম)- তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন: -
কিন্তু ; যোাখ্ডক্ম ; -
কিন্তু- (ক্লোব+ক্ম)- তোমাদের
মন ; -
কিন্তু- (ব+মা+কস্ব)-
মন ; -
আর ; -
আল্লাহ ; -
অতীব ক্ষমাশীল ; -
পরম ধৈর্যশীল ।
২২৬. (ل+الذين)-
তাদের জন্য যারা ; -
যোৱুলুন- শপথ করে (মেলামেশা করবে না
বলে) ;
হতে ;
-
তাদের স্ত্রীদের ;
-
ন-
সান্থ- (ন-+হম)-
ন-
তারা অপেক্ষা
করবে ;
চার ;
-
অতপর যদি ;
-
আপোষ করে
নেয় ;
তবে অবশ্যই ;
আল্লাহ ;

পরিচ্ছদ প্রদান করা অথবা একজন দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা অথবা তিনি দিন
রোয়া রাখা ।

২৯৮. অর্থাৎ কথাবার্তায় অসাবধানতাবশত মুখ ফস্কে কোনো শপথ বাক্য বের
হয়ে গেলে তার কোনো কাফ্ফারাও নেই আর না তার জন্য কোনো পাকড়াও হবে ।

২৯৯. কোনো লোক তার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা (সহবাস) করবে না বলে শপথ
করলে এটাকে শরীয়াতের পরিভাষায় ‘ইলা’ বলে । এটাও তালাক দেয়ার একটি
পদ্ধতি । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক সবসময়ই মধুর থাকবে—এটা বাস্তব নয় । বিভিন্ন
সময় এ সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মতো অনেক কারণই সৃষ্টি হয়ে যায় । শরীয়াত এটা
চায় না যে, উভয়ে আইনগতভাবে দাস্পত্য বাঁধনে আটকে থাকুক কিন্তু বাস্তবে তারা
এমনভাবে আলাদা থাকুক যেন তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কোনো সম্পর্কই নেই । এ
ধরনের ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা চার মাসের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ হিঁড়ে করে
দিয়েছেন যে, এ সময়ের মধ্যে হয়ত তারা তাদের দাস্পত্য সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে
নিবে নচেৎ এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবে । অতপর উভয়ে স্বাধীনভাবে নিজ পসন্দ
অনুসারে বিয়ে করবে ।

আলোচ্য আয়াতে যেহেতু ‘শপথ করা’ শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, সেজন্য হানাফী ও
শাফিয়ী ফিক্‌হবিদগণ এ আয়াতের অর্থ প্রাণ করেছেন ‘যেখানে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে
দাস্পত্য সম্পর্ক না রাখার লক্ষ্যে সহবাস না করার শপথ করে শুধুমাত্র সেখানেই এ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ
অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ।^{১০০} ২২৭. আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়^{১০১}
তবে নিচয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।^{১০২}

৪৪) وَالْمُطْلَقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قَرُوْءٌ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ
 ২২৮. আর তালাকপ্রাণী নারীরা নিজেদেরকে তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষায রাখবে ;
 আর তাদের জন্য বৈধ নয়

ଅନ୍ ଯକ୍ତମ୍ ମା ଖଲ୍କୁ ହେଲୁ ଅରହାମିନ୍ ଏନ୍ କୁ ଯୋମି ପାଲେ
ଗୋପନ ରାଖୁ ଯା ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେର ଜରାୟତେ ସୃଷ୍ଟି କରେହେଲ
ଯଦି ତାରା ଈମାନ ଏନେ ଥାକେ ଆଜ୍ଞାହ

বিধান কার্যকর হবে।” মালিকী ফিক্‌হবিদগণের মতানুসারে শপথ কর্তৃক বা না কর্তৃক উভয় অবস্থায়ই দাস্ত্য সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে এ চার মাস সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। ইমাম আহমদ (র)-এর একটি ঘতও এর সমর্থনে রয়েছে।

৩০০. কোনো কোনো ফিক্হবিদ এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, যদি সে এ চার মাস সময়ের মধ্যে নিজের শপথ ভঙ্গে ফেলে এবং পুনরায় দাস্ত্য সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে না, আল্লাহ তাকে এমনিতেই ক্ষমা করে দিবেন। তবে অধিকাংশ ফিক্হবিদের মত এই যে, তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা অবশ্যই দিতে হবে। ‘গাফুরুন্ন রহীম’-এর অর্থ এ নয় যে, তার উপর ধার্য কাফ্ফারা যাফ করে দেয়া হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ তোমার কাফ্ফারা গ্রহণ করে নিবেন এবং সম্পর্ক পরিত্যাগ করাকালীন তোমরা একে অপরের উপর যে বাড়াবাড়ি করেছে তা ক্ষমা করে দিবেন।

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
এবং আবিরাত দিবসের উপর। আর তাদের স্বামীরা এ ব্যাপারে তাদেরকে ফিরিয়ে
নেয়ার অধিক হকদার যদি তারা ইচ্ছা করে

إِصْلَاحًا ، وَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
আপোষ-মীমাংসার ;^{৩০০} আর ত্রীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন
রয়েছে ত্রীদের উপর পুরুষের ;

بِعُولَتِهِنَّ - এবং- আবিরাত; - আর (ال+آخر)- الآخر (ال+يوم)- اليوم ; -
- তাদেরকে (ب+رد+هن)- بـردـهـنـ ; - أـحـقـ -অঞ্চগণ ; - بـعـولـةـ+ـهـنـ)-
ফিরিয়ে নেয়ার ; - فـيـ ذـلـكـ -এ ব্যাপারে ; - إـنـ -যদি ; - تـাـرـাـ ইـচـ্ছـাـ কـরـেـ ;
- آـلـهـنـ -আর (الـ+ـهـنـ) ; - تـাـدـেـরـ (নـাـরـীـদـেـরـ) জـনـ র~য~ে~ছ~ে~ ;
- مـثـلـ -ত~দ~ে~র~ (অধিকার) ; - الـذـيـ -য~ে~ম~ন~ র~য~ে~ছ~ে~ প~ু~র~ু~ষ~ে~র~ ;
- تـেـمـনـ (অধিকার) ; - عـلـيـ+ـهـنـ) - عـلـيـهـنـ -ত~দ~ে~র~ (ন~া~র~ী~দ~ে~র~) উ~প~র~ ;
- نـ্যـা�~য~স~ং~গ~ত~ভ~া~ব~ে~ ;
- بـعـلـمـوـفـ - পـالـمـعـরـুـفـ ;

৩০১. হ্যরত উসমান (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও হ্যরত
যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর মতে শপথ ভঙ্গ করা ও সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার
সুযোগ উল্লেখিত চার মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া একথারই
প্রমাণ বহন করে যে, স্বামী তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব মেয়াদ শেষ
হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং এতে এক তালাক বায়েন
পতিত হবে। অর্থাৎ ইদ্দত চলাকালে স্বামীর স্ত্রীকে গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না।
অবশ্য তারা উভয়ে যদি চায় তাহলে বিবাহ নবায়ন করে নিতে পারবে। হানাফী
ফিক্হবিদগণ অবশ্য এ মত গ্রহণ করে নিয়েছেন।

সাইদ ইবনে মুসাইয়াব, মাকহুল ও মুহুরী প্রমুখ ফিক্হবিদগণের মতেও চার মাস
অতীত হওয়ার পর আপনা আপনিই তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে এটা রিজারী
তথা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হবে, তালাকে বায়েন হবে না।

হ্যরত আয়েশা (রা), হ্যরত আবু দারদা (রা) এবং অধিকাংশ মদীনাবাসী
ফিক্হবিদের মতে চার মাস অতীত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আদালতে পেশ করা হবে,
আর বিচারক স্বামীকে নির্দেশ দেবেন যে, স্ত্রীকে গ্রহণ করে নাও নচেৎ তালাক দাও।
ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফিয়া (র) এ মত গ্রহণ করেছেন।

৩০২. অর্থাৎ তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়ে থাকো তাহলে
আল্লাহ থেকে নির্ভয় হয়ো না, তিনি তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বেখবর নন।

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর পুরুষদের রয়েছে তাদের (নারীদের) উপর এ বিশেষ মর্যাদা।
আল্লাহ পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ।

(على+هن)-عليهمَّ ; পুরুষদের জন্য রয়েছে - (L+Al+Rجال)- لـلـرـجـالـ ; و-
তাদের (নারীদের) উপর ; - درجَةٌ -এক বিশেষ মর্যাদা ; و-আর ; اللـمـ-আল্লـاـ ;
”عَزِيزٌ“- পরাক্রমশালী ; حـكـيمـ-সুবিজ্ঞ।

৩০৩. এ হৃকুম শুধুমাত্র সেই অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ যখন স্বামী তার ছাঁকে এক অথবা দুই তালাক দিয়ে থাকে। এ অবস্থায় ইন্দতকালের মধ্যে স্বামী তার ছাঁকে নির্বিঘ্নে দাস্পত্য বন্ধনে ফিরিয়ে নিতে পারে। তিন তালাক প্রদত্ত হলে স্বামীর জন্য তালাক প্রত্যাহার করে নেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

২৮ রুকু' (আয়াত ২২২-২২৮)-এর শিক্ষা

১ / তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইন্দতকাল তিন হয়ে।

২ / রিজয়ী অথবা এক বা দুই বায়েন তালাকের ইন্দতকালীন সময়ের মধ্যে স্বামী ইচ্ছা করলে তার ছাঁকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

৩ / ছাঁকের উপর স্বামীর যেকোন অধিকার রয়েছে স্বামীর উপরও ছাঁকের অনুকূল অধিকার রয়েছে।

৪ / নারী ও পুরুষের একের উপর অন্যের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা পুরুষকে নারীর উপর এক স্তর মর্যাদা বেশী প্রদান করেছেন। তাই পুরুষকে সতর্কতা ও ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে।

৫ / ছাঁকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনে যদি কিছুটা ঝটি-বিচ্ছুতি হয়েও যায়, তাহলে পুরুষকে তা সহ্য করে নিতে হবে এবং ছাঁকের প্রতি কর্তব্য পালনে মোটেই অবহেলা করবে না।

সুরা হিসেবে রঞ্জু'—২৯
পারা হিসেবে রঞ্জু'—১৩
আয়ত সংখ্যা—৩

④ ﺍٰطَّلاقُ مَرْتَنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيرٍ بِإِحْسَانٍ
 ۲۲۹. تالاک দুবার ; অতপর (ধাকে) বিধি অনুসারে রেখে দেয়া অথবা সদয়ভাবে
 বিদায় করে দেয়া : ۳۰۸

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُلُوا مِمَّا أُتْيَتُمُوهُنْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافُوا
আর তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা থেকে কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের পক্ষে
হালাল নয় ৩০৪ তবে তারা উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা

৩০৪. জাহিলী আরবে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অসংখ্যবার তালাক দিতো। যে স্ত্রীর
প্রতি তার স্বামী বিগড়ে যেতো তাকে সে বারবার তালাক দিতো আবার ফিরিয়ে
নিতো। এভাবে বেচাঁৰী না তার স্বামীর সাথে ঘরসংসার করতে পারতো, আর না তার
থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারতো। কুরআন মাজীদের আলোচ্য
আয়াতটি এ ধরনের অত্যাচার-অবিচারের মূলোৎপাটন করেছে। এ আয়াত অনুযায়ী
কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সর্বোচ্চ দুই তালাক দিতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের বিবাহিতা
স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর পুনরায় তাকে ফেরত নিয়েছে, সে তার স্ত্রীকে তৃতীয়বার
তালাক প্রদান করলে তার স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যাবে। কুরআন ও
হাদীস অনুসারে তালাকের সঠিক পদ্ধতি হলো, স্ত্রীকে তার “তৃতীয়” তথা পবিত্র
অবস্থায় এক তালাক প্রদান করতে হবে। অতপর স্বামী যদি চায় তাহলে স্ত্রীর পরবর্তী
‘তৃতীয়’ তথা পবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয়বার এক তালাক প্রদান করবে। তবে উত্তম হলো
প্রথমবার এক তালাক প্রদান করার পর থেমে যাওয়া। এমতাবস্থায় স্বামীর এ অধিকার
থাকে যে, ইন্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে যখনই চাইবে বিনা ঝামেলায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে
নিতে পারবে। আর ইন্দত শেষ হয়ে গেলেও উভয়ের জন্য এ সুযোগ থাকে যে,

الَّا يُقِيمَا حَلْوَدَ اللَّهِ فَإِنْ خَفَتْرَ الْأَيْقِيمَا حَلْوَدَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না ; অতপর তোমরা যদি আশংকা করো যে, তারা উভয়ে আল্লাহর
সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না তাহলে কোনো শুনাহ নেই

عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حَلْوَدَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

তাদের যে স্তৰী বিনিময় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিবে ;^{৩০৫} এগুলো হলো আল্লাহর
নির্ধারিত সীমা, সুতরাং এটা অতিক্রম করো না ।

اللَّهُ - حَلْوَدَ ; - سীমারেখা ;
- أَلَا يُقِيمَا - أَلَا يُقِيمَا (الله + يقيما) -
- أَلَا يُقِيمَا - অতপর যদি ; - خَفْتُمْ - তোমরা আশংকা করো ;
- أَلَا يُقِيمَا - যে, তারা উভয়ে রক্ষা করতে পারবে না ;
- أَلَا يُقِيمَا - সীমারেখা ;
- أَلَا يُقِيمَا - আল্লাহর ;
- عَلَى (+) - عَلَيْهِمَا (ف+لا+جاح) - فَلَا جُنَاحَ ;
- تَادِرَ - افْتَدَتْ بِهِ - বিনিময় দিয়ে মুক্ত
করে নিবে ;
- تِلْكَ - حَلْوَدَ ; - নির্ধারিত সীমারেখা ;
- اللَّهِ - আল্লাহর ;
فَلَا - تَعْتَدُوهَا (ف+لا+تعتدوا+ها) - تَعْتَدُوهَا ;
সুতরাং এটা তোমরা অতিক্রম করো না ;

উভয়ে পরম্পর সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ নবায়ন করে নিবে । কিন্তু স্তৰীর তৃতীয় 'তুহুর' অবস্থায় তাকে তৃতীয় তালাক প্রদান করা হয়ে গেলে না স্বামীর স্তৰীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে, আর না তার কোনো সুযোগ থাকে যে, উভয়ে সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ নবায়ন করে নিবে । তবে আজকালকার মূর্খ লোকেরা যেভাবে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কঠিন শুনাহ । রাসূলুল্লাহ (স) কঠোরভাবে এর নিন্দা করেছেন এবং হযরত উমর (বা) থেকে এতটুকু পর্যন্ত প্রমাণিত আছে যে, যে ব্যক্তি একই সাথে স্তৰীকে তিন তালাক দিয়ে দিতো তিনি তাকে বেআঘাত করতেন ।

৩০৫. অর্থাৎ মোহরানা, অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যা স্বামী তার স্তৰীকে দিয়েছে, এসব জিনিসের কোনোটাই স্তৰীর নিকট থেকে ফেরত নেয়ার কোনো অধিকার স্বামীর নেই । কাউকে কিছু দান, উপহার, উপটোকন ইত্যাদি প্রদান করার পর তা ফেরত চাওয়া এমনিতেই ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ । এ ধরনের ঘৃণ্য তৎপরতাকে হাদীসে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে । বিশেষ করে নিজের স্তৰীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় ইতিপূর্বে তাকে প্রদত্ত জিনিসগুলি কেড়ে রেখে দেয়া একজন স্বামীর জন্য নিতান্ত লজ্জাজনক । অপরপক্ষে দীন ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, স্তৰীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে তাকে বিদায় দাও । যেমন সামনে গিয়ে ২৪১নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ।

৩০৬. স্বামীকে কিছু দিয়ে স্তৰীর নিজেকে মুক্ত করে নেয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'খোলা' বলে । এ সম্পর্কে কথা হলো, স্বামী-স্তৰীর মধ্যে ঘরোয়াভাবে যাকিছু নির্ধারিত

وَمَن يَتَعَدَّ حُلُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٠﴾ فَإِنْ طَلَقَهَا

ଆର ଯାରା ଆଶ୍ରମ ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରବେ ତାରାଇ ଯାଲେମ । ୨୩୦. ଆର ସେ
(ସ୍ଵାମୀ) ଯଦି ତାକେ (ଶ୍ରୀକେ) ତାଳାକ ଦେଇ (ତୃତୀୟବାର)

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتِّيٍّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا

তাহলে তার জন্য (সেই স্ত্রী) বৈধ হবে না যতক্ষণ না তাকে ছাড়া সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে ; অতপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয়^{০৭}

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يَقِيمَا حِلْوَدَ اللَّهِ

তাহলে পুনরায় বিয়ে করাতে তাদের উভয়ের কোনো গুনাহ নেই, যদি তারা মনে
করে যে, তারা আপ্লাহুর সীমারেখা যথাযথভাবে মেনে চলতে পারবে

হবে, তা-ই কার্যকরী হবে। তবে ব্যাপার যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে আদালত শুধু দেখবে যে, জী সত্যিই স্বামীর প্রতি এতোই বিরূপ কিনা যে, তাদের একজ্যে ঘরসংস্থার করা সম্ভব নয়। এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো বিনিময় নির্ধারণ করে দেয়ার একত্যার আদালতের থাকবে। আর আদালতের নির্ধারিত বিনিময় গ্রহণ করে জীকে তালাক প্রদান করতে স্বামী বাধ্য। সাধারণভাবে ফিক্‌হবিদগণ এটা পসন্দ করেননি যে, স্বামী যে পরিমাণ মাল-সম্পদ ইতিপূর্বে জীকে দিয়েছিল তার বেশী পরিমাণ বিনিময় হিসেবে ধার্য করা হবে। ‘খোলা’র মাধ্যমে যে তালাক প্রদান করা হয় তা ‘রাজয়ী’ তথা প্রত্যাহারযোগ্য নয়; বরং তা ‘বায়েনা’।

৩০৭. অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী যদি কখনো স্বেচ্ছায় তালাক দেয় তাহলেই ইন্দত পূর্ণ

وَتِلْكَ حَلْ وَدَ اللَّهِ يَبْيِنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤٥ وَإِذَا طَلَقْتُ النِّسَاءَ

আর এটাই হলো আল্লাহর সীমারেখা, তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন—যারা জানে
তাদের জন্য। ২৩১. আর যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও

فَبَلْغَنَ أَجْلَهُنَ فَامْسِكُوهُنِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرْحُونِ بِمَعْرُوفٍ مِّنْ
অতপর তাদের মেয়াদকাল (ইন্দত) পৃতির নিকটে পৌছে যায় তখন ন্যায়সংগতভাবে
তাদের রেখে দাও অথবা ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও ; ৩০৮

وَلَا تَمْسِكُوهُنِ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

আর কষ্ট দিয়ে বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে
এরপ করে অবশ্যই সে যুলুম করে

يَبْيِنُهَا ; -আর ; -এটাই হলো ; -হ্যাদুর ; -তাক ; -নির্ধারিত সীমারেখা ;
اللَّهُ -আল্লাহর ; -لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ; -যারা -জানে (বিন+হা)-
তাদের জন্য। ২৩১-আর ; -যখন -ত্বেত্তম ; -ও -إِذَا طَلَقْتُمْ ; -فَبَلْغَنَ ;
নারীদের পৌছে যায় পৃতির নিকট ; -ف+ব্লগন)- নَبِلْغَنِ ; -أَجْلَهُنَ
-(ف+াম্সকু+হেন)- قَامْسِكُوهُنِ ; -أَسْرَحُونِ -(ব+মুরুফ)- بِمَعْرُوفٍ
তাদেরকে রেখে দাও ; -أَوْ -অথবা ; -ন্যায়সংগতভাবে ; -সِرْحُونِ
-(ব+মুরুফ)- بِمَعْرُوفٍ ; -بِمَعْرُوفٍ - (ব+মুরুফ)- بِمَعْرُوفٍ (সর্হো+হেন)-
-তখন তাদের মেয়াদকাল -তেমসিকু+হেন)- لَاتَمْسِكُوهُنِ ; -أَرَأَيْتَ
আর ; -তোমরা তাদেরকে আটকে রেখো না ; -و- আর ; -ল+তুন্দু-
মَنْ ; -র- আর ; -ل+তুন্দু- লَتَعْتَدُوا- لَتَعْتَدُوا- ضِرَارًا-
-য়ে ; -করে ; -করে ; -এরপ ; -فَقَدْ ظَلَمَ- সে নিচয় যুলুম করে ;

হওয়ার পর প্রথম স্বামী ইচ্ছা করলে আর স্ত্রীও রাজী হলে তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে
আবদ্ধ হতে পারবে—এতে কোনো শুনাহ হবে না।

৩০৮. তালাকপাণ্ডা স্ত্রী তার ইন্দত অতিক্রমের কাছাকাছি সময়ে পৌছলে স্বামীর
তখন দুটো অধিকার বজায় থাকে : (১) ন্যায়সংগতভাবে তাকে ফিরিয়ে নেয়া, (২)
ন্যায়সংগতভাবে তাকে বিদায় করা। স্ত্রীকে রাখা বা বিদায় করা উভয় ক্ষেত্রে কিছু শর্ত
ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। শুধু সাময়িক খেয়াল-ধূশী বা আবেগ তাড়িত হয়ে কিছু করা
চলবে না। তাকে রাখতে হলে অন্তর থেকে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা
যাবে না এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উভয়ে সচেতন থেকে সুন্দর ও

نَفْسَهُ وَلَا تَتَخَلُّ وَاٰيٰتُ اللّٰهِ هُزُوا زَوَادْكُرُوا نِعْمَتُ اللّٰهِ
তার নিজের প্রতি ।^{১০০} আর তোমরা বানিয়ো না আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাশার
বিষয় এবং স্বরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةَ يَعْظِمُ
(যা বর্ষিত) তোমাদের উপর এবং (স্বরণ করো) যা তিনি নাখিল করেছেন তোমাদের
উপর কিতাব ও হিকমত থেকে, তিনি শিক্ষা দেন তোমাদেরকে^{১০}

نَفْسَهُ -তার নিজের প্রতি; -আর ; -ও-তোমরা বানিয়ো না;
أَذْكُرُوا -আল্লাহকে; -হুৰুর -খেল-তামাশার বিষয়; -ও-এবং; -আল-
-তোমরা স্বরণ করো ; -অনুগ্রহকে; -اللّٰه-আল্লাহর ; -নعْمَتَ
(যা বর্ষিত) তোমাদের উপর; -ও-أَنْزَل-যা ; -তিনি নাখিল করেছেন; عَلَيْكُمْ
-ও-তোমাদের উপর ; -ম-থেকে ; -مَنْ-কিতাব ; -ও-কিতাব ; -ও-
(যা+কম)-عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত থেকে, তিনি শিক্ষা দেন
তোমাদেরকে ;

সুধী জীবনযাপন করার মনোভাব নিয়ে তাকে রাখতে হবে। তাকে যন্ত্রণা দেয়ার
মানসে রাখা চলবে না। আর যদি তাকে বিদায় করার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলেও তার
শরীয়াত নির্ধারিত হক আদায় করে বিদায় করতে হবে। ইতিপূর্বে তাকে প্রদত্ত মাল-
সম্পদ তার নিকট থেকে রেখে দেয়া চলবে না।

৩০৯. অর্থাৎ এক্সপ করা বৈধ নয় যে, কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিলো, তারপর
ইন্দিতকাল শেষ হওয়ার পূর্বে ঝুঁজু করে নিলো যাতে, তাকে নির্যাতন-নিপীড়ন করার
সুযোগ হাতে এসে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রীকে গ্রহণ করার
ইচ্ছা থাকলে শুধু এজন্য গ্রহণ করো যে, এখন থেকে তার সাথে সঙ্গাব বজায় রেখে
জীবনযাপন করবে। নচেৎ ভদ্রভাবে তাকে বিদায় করে দেয়াই উত্তম।

৩১০. অর্থাৎ তোমরা এ সত্যকে ভুলে যেও না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে
কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদান করে সারা পৃথিবীর পথপ্রদর্শনের মহান দায়িত্ব পালনের
নির্দেশ দান করেছেন। তোমাদেরকে ‘উচ্চতে ওয়াসাত’ তথা মধ্যপদ্ধী জাতি হিসেবে
গঠন করা হয়েছে। তোমাদেরকে সারা পৃথিবীর সামনে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্যদানকারী
হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। তোমাদের কাজ তো এটা নয় যে, কৃট-কৌশলের
আশ্রয় নিয়ে তোমরা আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাশার বিষয়ে পরিণত করবে।
আইনের আক্ষরিক মারপ্যাচের মাধ্যমে আইনের প্রাণসন্তার বিরুদ্ধে অবৈধ সুযোগ-
সুবিধা লাভ করা তো তোমাদের সাজে না। পৃথিবীর তাৎক্ষণ্য মানুষকে পথপ্রদর্শনের

بِهِ وَأَتْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ
তার দ্বারা ; আর ভয় করো আল্লাহকে ; আর জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ সব
বিষয়ে সর্বজ্ঞ ।

-তার দ্বারা ; -আর ; -ও-আল্লাহকে ; -আর ; -তোমরা ভয় করো ; -আল্লাহ-আল্লাহকে ; -আর ;
(ব+ক্ল+শি)-জেনে রেখো ; -আল্লাহ-আল্লাহ ; -অবশ্যই ; -আল্লাহ ; -সর্ব
বিষয়ে ; -সর্বজ্ঞ ; -সর্বজ্ঞ ।

পরিবর্তে তোমরা নিজেদের পরিমগ্নেই যালিম ও পথভৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকার জন্য তো
তোমাদের সৃষ্টি নয় ।

২৯ কুকু' (আয়াত ২২৯-২৩১)-এর শিক্ষা

১ / তালাক দেয়া ছাড়া গত্যত্ত্ব না থাকলে তখন তালাক দেয়ার উভয় পক্ষতি হলো :

যে 'তুহর' তথা পবিত্রাবস্থায় ঝীর সাথে সহবাস করা হয়নি সেই 'তুহরে' ঝীকে এক তালাক
প্রদান করবে । এভাবে ইন্দ্রত (তিনি হায়েয কাল) শেষ হয়ে গেলে এমনিতেই বিবাহ সম্পর্ক ছিল
হয়ে যাবে । ফিক্হবিদগণ একে সর্বোত্তম তালাক বলেছেন । সাহাবারে কিরামও এটাকে তালাকের
সর্বোত্তম পদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন । এ অবস্থায় দামী-ঝী পুনর্বার একত্র হতে চাইলে দু'জনে
ইজাব-কর্তৃল করে নিলেই সহজে বিবাহ বঙ্গন পুনর্স্থাপিত হয় ।

২ / প্রতি তুহরে এক তালাক প্রদান করা । ফিক্হবিদগণ এটাকে হাসান (উভয়) পক্ষতি বলে
অভিহিত করেছেন । এর নিয়ম হলো—ঝীকে প্রথম পবিত্র অবস্থায় এক তালাক প্রদান করবে এবং
দ্বিতীয় পবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয় তালাক প্রদান করবে । এখানে এটাও বুঝা যায় যে, কুরআনের
দৃষ্টিতে তৃতীয় তালাক উভয় নয় । আর হাদীসে রাসূলের মাধ্যমেও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও
অপসন্দনীয় হওয়ার কথা জানা যায় ।

৩ / বিবাহ ও তালাককে হালকা বিষয়ে পরিণত করা যাবে না । 'আল্লাহর আয়াতকে
খেল-তামাশার বিষয়ে পরিণত করা যাবে না' দ্বারা এ দিকেই ইঁগিত করা হয়েছে ।

৪ / ঝীকে নির্যাতন-নিপীড়ন করার জন্য নিজ বিবাহ বঙ্গনে আবক্ষ করে রাখা বৈধ নয় ।

৫ / বিবাহ, তালাক ও দাসমুক্তি এ তিনটি বিষয় বেছ্যায় সজ্ঞানে বলা ও হাস্য-তামাশাচ্ছলে
বলার ফলাফল একই ।

৬ / তালাকপ্রাপ্ত ঝীকে অন্যত্র বিবাহ বসতে বাধা প্রদান করা অবৈধ ।

সুরা হিসেবে রঞ্জু'-৩০

ପାଇଁ ହିସେବେ ରଙ୍କୁ' - ୧୫

ଆମ୍ବାତ ସଂଖ୍ୟା-୪

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
২৭২. আর মধ্যে তোমরা শারীদের তালাক দাও, অতপর তারা সমাজ করে তাদের নির্ধারিত ইচ্ছা, তখন তাদের পূর্ব শারীদের বিবাহ করতে তোমরা বাধা প্রদান করো না

إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 যদি তারা নিয়মানুযায়ী পরম্পর সম্মত হয়। ॥
 এটা তাকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে,
 তোমাদের মধ্যে যে

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْتَ الْآخِرَ ، ذِكْرَ آزْكِيٍّ لَكُرُونَ أَطْهَرَ .
ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি। এতে তোমরা হবে অধিকতর
পরিষদ্ধ ও অধিকতর পবিত্র।

৩১১. অর্থাৎ যদি কোনো স্ত্রীলোককে তার স্বামী তালাক দেয় এবং ইন্দতের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইন্দত পূর্ণ হওয়ার পর উভয়ে বিবাহ নবায়ন করতে পরম্পর সম্মত হয়, তখন তার আঞ্চীয়দের তার প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রী ইন্দত অন্তে মুক্ত

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٣﴾ وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ

আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না । ২৩৩. আর মাঝেরা তাদের
সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে

حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَسْرِي الرَّضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ

পূর্ণ দুই বছর যে পূর্ণ করতে চায় দুধপান করানোর মেয়াদ । ১১২ আর পিতার উপর

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلُفْ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا

কর্তব্য হলো বিধিসম্মতভাবে তার আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা । কোনো
ব্যক্তিকে তার সামর্থের অধিক দায়িত্বভার দেয়া হয় না ;

لَا تُضْرِبُ الْأَنْوَارَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ

কোনো মাতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না তার সন্তানের কারণে, আর না কোনো
পিতাকে তার সন্তানের কারণে, আর উত্তরাধিকারীদের উপরও

- لَا تَعْلَمُونَ - آরাহ; - جানেন ; - এবং - بَعْلُمُ - জানো
- و - آর; - جানেন ; - و - এবং - بَعْلُمُ - জানেন ; - دُুধ পান করাবে;
- يُرْضِعُنَ - দুধ পান করাবে; - مَوْلُودَ - মাঝেরা; - الْوَالِدَاتِ - (ال+والدات)-
- لِمَنْ - কামলীন; - دُুই - দুই বছর; - حَوَلَيْنِ - পূর্ণ; - أَوْلَادَهُنَّ -
- أَوْلَادَهُنَّ - পূর্ণ করতে; - الرَّضَاعَةً - দুধপান করানোর মেয়াদ; -
- تَأْرِيدَ - আরাইড; - أَنْ يُتَسْرِي - পূর্ণ করতে; - الْمَوْلُودِ - পিতার;
- لَهُ - তার (ال+মুলুদ)-المولود; - عَلَى - আর; - و - আর -
(কসো+হেন)-كِسْوَتُهُنَّ - ক্ষতিগ্রস্ত করা; - و - ও - আর আহার্য প্রদান করা;
- لَا تَكْلُفْ - বিধি সম্মতভাবে; - نَفْسًا - (ب+ال+معروف)-بِالْمَعْرُوفِ -
(وَسْعَهَا) - وَسْعَهَا - দায়িত্বভার দেয়া হয় না; - كِسْوَتُهُنَّ - কোনো ব্যক্তিকে;
- لَا تُضْرِبُ - আর আহার্য প্রদান করা; - وَلَدَهُ - প্রাচুর্য প্রদান করা;
- وَلَدَهُ - কোনো মাতাকে; - لَا تُضْرِبُ - আর আহার্য প্রদান করা;
- وَلَدَهُ - কোনো মাতাকে; - لَا تُضْرِبُ - আর আহার্য প্রদান করা;
- وَلَدَهُ - আর আহার্য প্রদান করা; - وَلَدَهُ - আর আহার্য প্রদান করা;
- وَلَدَهُ - আর আহার্য প্রদান করা; - وَلَدَهُ - আর আহার্য প্রদান করা;

হয়ে অন্য স্বামী অহং করতে চায় তাহলে তার পূর্ব স্বামীর এ বিবাহে বাধা সৃষ্টি করার
মতো নোরা তৎপরতা চালানো উচিত নয় এবং এরপ প্রচেষ্টাও করা উচিত নয় যে,
যে স্ত্রীকে সে ছেড়ে দিয়েছে তাকে যেন অন্য কেউ বিবাহ না করে ।

مِثْلُ ذِلِكَ هُنَّ أَرَادُوا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٌ
অনুরূপ কর্তব্য । ১৩০ আর তারা উভয়ে যদি দুধ পান বন্ধ করাতে পরম্পর পরামর্শ ও
সম্মতির ভিত্তিতে রাজী হয়

فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُوهُ أَوْلَادَكُمْ
তাহলে তাদের উপর কোনো গুনাহ নেই ; আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের
দুধ পান করাতে চাও

فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
তাহলে তোমাদের উপর কোনো গুনাহ নেই যদি তোমরা আদায় করে দাও তা, যা
তোমরা প্রচলিত নিয়মে নির্ধারণ কর ; আর আল্লাহকে ভয় করো

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④৪৪ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
আর জেনে রেখো, তোমরা যা করো অবশ্যই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা । ২৩৪. আর
তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে

-অনুরূপ কর্তব্য - মিল জল - আর যদি ; ফান ; আর এড়া ; উভয়ে ইচ্ছা করে ;
মিন্হামা - দুধপান বন্ধ করাতে - পরম্পর সম্মতির ভিত্তিতে ;
- উভয়ের তাহলে (ফ+لا+جنাহ) - ফَلَا جَنَاحَ ; - পরম্পর পরামর্শ ; - تَشَاءُرٌ ; - و ; -
কোনো গুনাহ নেই - আর ; - যদি ; - এন ; - আর ; - যদি ; - (على+هم) - عَلَيْهِمَا ;
- তোমরা চাও ; - দুধ পান করাতে ; - أَوْلَادُكُمْ - أَوْلَادُكُمْ - أَنْ تَسْتَرِضُوهُ أَوْلَادَكُمْ
গুলিকুম ; - তাহলে কোনো গুনাহ নেই ; - فَلَا جَنَاحَ ;
- তোমাদের উপর ; - إِذَا - যদি - سَلَمْتُمْ ; - তোমরা আদায় করে দাও তা ;
- যা তোমরা নির্ধারণ করো ; - بِالْمَعْرُوفِ ; - بِالْمَعْرُوفِ -
- আর ; - اعْلَمُوا ; - و ; - آللَّهَ - اتَّقُوا ; - ভয় করো ;
- অবশ্যই ; - آللَّهَ ; - سে সম্পর্কে ; - بِمَا - آللَّهَ ;
- সম্যক দ্রষ্টা ; - مিন্কুম - مিন্কুম - مিন্কুম - مিন্কুম - مিন্কুম - مিন্কুম -
- সম্যক দ্রষ্টা ; - مَنْ +) - مَنْ - يَتَوَفَّوْنَ - مَنْ - يَتَوَفَّوْنَ - مَنْ - يَتَوَفَّوْنَ - مَنْ -
মিন্কুম - তোমাদের মধ্যে ;

৩১২. এ নির্দেশ সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন
হয়ে গেছে এবং এ বিচ্ছিন্নতা তালাকের মাধ্যমে হোক অথবা ‘খোলা’ তালাকের

وَيَنْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
এবং রেখে যায় স্ত্রীদের, তারা প্রতীক্ষায় রাখবে নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন। ৩১৪

فَإِذَا بَلَغَنَ أَجْلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنِ فِي أَنفُسِهِنَ
অতপর যখন তারা পৌছে যাবে তাদের নির্ধারিত মেয়াদে, তখন তোমাদের উপর
গুনাহ নেই তাতে যা তারা নিজেদের সম্পর্কে করবে

-এবং - রেখে যায় ; - আরও ; - নিজেদেরকে ; - অর্থে ; - মাস ; - এ ;
- পৌছে ; - চার ; - অর্বে ; - পৌছে ; - অর্বে ; - পৌছে ; - অর্বে ;
- দশ (দিন) ; - তারা পৌছে যায় ; - বলুন ; - ফাই ; - অতপর যখন ;
- তাদের নির্ধারিত মেয়াদে ; - ফলাগ্নাহ ; - তখন কোনো
গুনাহ নেই ; - তোমাদের উপর ; - ফিমা ; - ফিমা ; - তাতে যা ;
- তাদের নিজেদের ; - ফিমা ; - ফিমা ; - ফিমা ; - তাদের নিজেদের ;

মাধ্যমে অথবা আদালত কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে হোক এবং স্ত্রীর কোলে
দুঃখপোষ্য সন্তান থাকে।

৩১৩. অর্থাৎ যদি পিতার মৃত্যু হয়, তাহলে তার স্ত্রী অন্য যে কেউ পিতার
পরিবর্তে শিশুর অভিভাবক হবে তাকেও অনুরূপ কর্তব্য পালন করতে হবে।

৩১৪. স্বামীর মৃত্যুজনিত এ ইন্দিত সেসব নারীদের জন্যও প্রযোজ্য যাদের সাথে
স্বামীর নিভৃতবাস হয়নি ; অবশ্য গর্ভবতী নারীরা এর ব্যতিক্রম। তাদের ইন্দিতকাল
গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ; হোক তা স্বামীর মৃত্যুর পরপরই অথবা কয়েক মাস।

“নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখা” অর্থ শুধু এ নয় যে, সে এ সময়ের মধ্যে বিবাহ করবে
না ; বরং তার অর্থ এটাও যে, সে নিজেকে রূপচর্চা থেকেও বিরত রাখবে। যেহেতু
হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, ইন্দিত পালনরত অবস্থায় নারীরা
নিজেদেরকে রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা, অলঙ্কারে ভূষিত করা, মেহেদী রঞ্জিত করা,
সুরমা লাগানো, সুগন্ধী ও খেয়াব লাগানো এবং কেশ বিন্যাস করা থেকে বিরত
রাখবে। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তারা এ সময় বহিগমন করতে পারবে
কিনা। ইয়রত উসমান (রা), ইবনে উমর (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), ইবনে
মাসউদ (রা), উম্মে সালমা (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রা), ইবরাহীম নাখরী,
মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং ইমাম চতুর্টয় একথার প্রবক্তা যে, ইন্দিতপালনকালে স্ত্রী

بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿٢٨﴾ وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ

নীতিগতভাবে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

২৩৫. আর তোমাদের কোনো গুনাহ নেই

فِيْمَا عَرَضْتُ لَهُ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْهُ فِي الْفِسْكُمْ
 এতে যে, তোমরা আকার-ইংগিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম পাঠাও অথবা গোপন
 করে রাখো নিজেদের অন্তরে

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُرْ سَتْلَ كَرْ وَنَهْنَ وَلِكِنْ لَا تُوَاعِدُ وَهُنَّ سِرَا
আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদের কথা উল্লেখ করবে; কিন্তু কোনো
প্রতিশ্রুতি তাদের দিও না গোপনে

যথারীতি কথাবার্তা ছাড়া। আর তোমরা দৃঢ় সংকল্প করো না বিবাহ বন্ধনের

সেই ঘরেই বসবাস করবে যে ঘরে তার স্বামী ইতিকাল করেছে। দিনের বেলায় কোনো প্রয়োজনবশত ঘরের বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু তার অবস্থান সেই ঘরেই হতে হবে। অপরদিকে হ্যরত আয়েশা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), হ্যরত আলী (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা), আতা, তাউস, হাসান বসরী, উমর ইবনে আবদুল আয়ীয় এবং সকল আহলে যাহেরের মতে স্তু। তার ইন্দিপালনকালে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে এবং সে সময়ে সে সফরও করতে পারবে।

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
যতোক্ষণ না তার নির্ধারিত ইদত পূর্ণত্বে পৌছে। আর জেনে রেখো অবশ্যই
আল্লাহ তা জানেন যা

فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذِرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
তোমাদের অন্তরে আছে। অতএব তাঁকে ভয় করো; আর জেনে রেখো, নিচয়
আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

- أَجْلَهُ - যতোক্ষণ না ; - پূর্ণত্বে পৌছে ; - يَبْلُغَ ; - حَتَّىٰ - নির্ধারিত ; - الْكِتَبُ - (ال+كتب) ; - آل - (أ+ل) ; - آلَهُ - (آل+ه) ; - آর - (أ+أ) ; - جেনে - (ج+ئ+ن+إ) ; - نিচয় - (ن+ي+ص+ي) ; - آল্লাহ - (ال+ل+ل+ه) ; - آল্লাহ - (ال+ل+ل+ه) ; - آعْلَمُوا - (أ+ع+ل+م+و+ا) ; - آعْلَمُ - (أ+ع+ل+م) ; - مَا - (م+أ) ; - تা, যা - (ت+أ) ; - جানেন - (ج+ان+إ+ن) ; - تোমাদের - (ت+و+م+أ+د+ر+إ) ; - فِي أَنفُسِكُمْ - (ف+ي+أ+ن+ف+س+ك+م) ; - (ف+ي+أ+ن+ف+س+ك+م)- (ف+احذر+و+ه) ; - فَاحْذِرُوهُ - (ف+احذر+و+ه) ; - آتএব - (أ+ت+إ+ব) ; - آর - (أ+أ) ; - আল্লাহ - (ال+ل+ل+ه) ; - আল্লাহ - (ال+ل+ل+হ) ; - গَفُورٌ - (গ+ف+ু+ৰ) ; - পরম - (প+র+ম) ; - ক্ষমাশীল - (ক+শ+ম+াশ+ী+ল) ; - পরম ধৈর্যশীল।

৩০ ঝুকু' (আয়াত ২৩২-২৩৫)-এর শিক্ষা

১ / তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার পসন্দ অনুসারে কোনো লোকের সাথে অথবা তার পূর্ব স্বামীর সাথে শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ বক্ষনে আবক্ষ হতে বাধা প্রদান করা বৈধ নয়।

২ / যতোক্ষণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বক্ষন আটুট ধাকবে ততোক্ষণ স্ত্রীর উপর তার সন্তানকে দুখপান করানো ওয়াজিব। কেননা এটা তাঁরই দায়িত্ব।

৩ / কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই দুই বছর পর্যন্ত দুখ পান করার শিখন অধিকার রয়েছে।

৪ / শিখন দুখপান করানোর এ সময়কালে মাতার খোরপোষ প্রদান করার দায়িত্ব শিখন পিতার।

৫ / স্ত্রীর খোরপোষ প্রত্তি স্বামীর আর্থিক সামর্থ অনুসারে নির্ধারিত হবে, স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে হবে না।

৬ / কোনো কারণে শিখন মাতা যদি দুখ পান করাতে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে শিখন পিতা তাকে দুখ পান করানোর জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করতে পারবে না। তবে শিখন যদি অন্য কোনো নারীর দুখ পান করতে না চায় তাহলে মাতাকে বাধ্য করা যাবে।

সুরা হিসেবে রঞ্জু'-৩১
পারা হিসেবে রঞ্জু'-১৫
আয়ত সংখ্যা-৭

⑩ لا جناح علىكم أن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضواهن فريضة

২৩৬. তোমাদের কোনো শুনাহ নেই যদি তোমরা জীবের তালাক দাও যতোক্ষণ
তাদের স্পর্শ না করো অথবা তাদের ঘোহরানা ধার্য না করো ;

وَمِتْعَوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَةٍ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَلْرَةٍ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ^٤
 এবং তাদেরকে তোমরা দিও কিছু খরচপত্র^{১০}—সম্পদশালীর উপর তার সাধ্যমত ও
 সম্পদহীনের উপর তার সাধ্যমত প্রচলিত বিধি অনুসারে খরচ দেয়া।

حَقَّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
 সংকরণশীলদের কর্তব্য। ২৩৭. আর যদি তোমরা তাদের তালাক দাও
 শ্পর্শ করার পর্বে,

৩১৫. এভাবে কোনো নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার পর ডেঙ্গে দিলে শ্রীলোকের অবশ্য কিছু না কিছু ক্ষতি তো হয়-ই। এজন্য আপ্নাহ তাদের ক্ষতি পুরণার্থে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

وَقُدْ فَرِضَ لَهُنَّ فَرِيَضَةً فَنِصْفٌ مَا فَرِضَتْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

অথচ তোমরা ধার্য করে নিয়েছো তাদের জন্য মোহুরানা তাহলে তোমরা যা ধার্য করেছো তার অর্ধেক দিতে হবে, অবশ্য তা ছাড়া যা ক্ষমা করে দেয় তারা (ক্ষীরা)

أو يعفوا اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِ النَّاسِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

ଅଥବା ଯାର ହାତେ ବିମ୍ବେଲ ବକ୍ଷନ ରମ୍ଭେହେ ସେ ଯଦି କ୍ଷମା କରେ ଦେଇ ; ଆର ଯଦି ତୋମରା କ୍ଷମା କରେ ଦାଓ ତା ହବେ ତାକୁଖୁଗାର ଅଧିକତର ନିକଟବତୀ ।

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٨﴾ حِفْظُوا

ଆର ତୋମରା ପରମ୍ପର ସହାନୁଭୂତିର କଥା ଭୁଲେ ଯେଓ ନା ;^{୧୩} ନିଶ୍ଚଯ ଆଦ୍ଵାହ ତୋମରା ଯା
କରୋ ତାର ସମ୍ୟକ ଦୁଷ୍ଟୀ । ୨୩୮. ତୋମରା ସଂରକ୍ଷଣ କରୋ

عَلَى الصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمًا لِّهُ قَنْتَيْنَ ﴿١٨﴾ فَإِنْ خَفْتَر

ନାମାବସ୍ଥରେ, ୩୧ ବିଶେଷଭାବେ ଯଧୁବତୀ ନାମାବ୍ୟେର ୩୨ ଏବଂ ଦଂଡାଓ ଆଶ୍ରମ ସାଥନେ ଏକାକ୍ରମ ବିନୀତଭାବେ ।

২৩৯. অতপৰ তোমরা যদি আশংকা করো (গোলযোগের)

فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُرْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلِمْتُكُمْ
 তাহলে হেঁটে চলা অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ো) ; অতপর যদি তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও
 তখন আল্লাহকে স্বরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন

৩১৫. -আরোহী অবস্থায় (রুক্বান)-**فَرِجَالًا**-(f+رجالا)-**أَرْجَالًا**-**آخِرَة**-(آخِرَة+آخِرَة)-**فَأَذْكُرُوا**-(ف+أذْكُرُوا)-**أَمِنْتُمْ**-**তোমরা** নিরাপদ হয়ে যাও ;
فَأَذْكُرُوا-(ف+أذْكُرُوا)-**তখন** স্বরণ করো ;**أَلْلَهُ**-**আল্লাহ**কে ;**كَمَا**-**যেভাবে** ;**عَلِمْتُكُمْ**-**তিনি** তোমাদেরকে শিখিয়েছেন ;

৩১৬. মানবিক সম্পর্ককে সুমধুর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলার জন্য মানুষকে পরম্পরের মধ্যে উদার ও সহদয় আচরণের প্রচলন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র নিজের আইনগত অধিকারের উপর জোর দিতে থাকে তাহলে কখনও সুখী ও সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

৩১৭. সমাজ ও সংস্কৃতির বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা নামাযের তাকীদের মধ্যে দিয়ে এ বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানছেন। কেননা নামাযই হলো সেই জিনিস যা মানুষের মধ্যে আল্লাহর তয়, সংকর্ম ও পরিত্রাতা-পরিচ্ছন্নতার স্পৃহা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যের মূল উপাদান সৃষ্টি করে এবং মানুষকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। এটা না হলে মানুষ কখনও আল্লাহর আইনের উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না এবং অবশেষে তারা আল্লাহর নাফরমানীর স্বাতে গা ভাসিয়ে দিতে থাকে, যেমন ইহুদীরা নাফরমানীর স্বাতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল।

৩১৮. এখানে **صَلْوةُ الْوَسْطَى** ব্যবহৃত হয়েছে। কতক মুফাসিসির এর দ্বারা ফজরের নামায অর্থ নিয়েছেন ; কেউ কেউ যোহর, কেউ আসর, কেউ মাগরিব, কেউ ইশা অর্থ গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু এসব অর্থের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো ইরশাদ পাওয়া যায়নি। এগুলো শুধুমাত্র ব্যাখ্যাকারদের নিজস্ব মত। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বক্তব্য আসর নামাযের পক্ষে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) আসর নামাযকেই সালাতুল উস্তা তথা 'মধ্যবর্তী নামায' বলে অভিহিত করেছেন। 'আহ্যাব যুক্তে মুশরিকদের আক্রমণ মুসলমানদেরকে এতেই ব্যস্ত রেখেছে যে, সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছিল অথচ তাদের পক্ষে তখনও আসর নামায আদায় করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ এসব লোকের ঘর ও কবরকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দিক, এরা আমাদের মধ্যবর্তী নামাযকে আদায় করতে দেয়নি।"

-(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর)

'উস্তা' অর্থ 'মধ্যবর্তী' হতে পারে, হতে পারে এমন জিনিস যা উন্নত ও উৎকৃষ্ট। 'সালাতুল উস্তা' দ্বারা 'মধ্যবর্তী নামায' হতে পারে, হতে পারে এমন নামায যা সঠিক সময়ে পূর্ণ বিনয়, নিষ্ঠা ও আল্লাহর প্রতি একাগ্রতার সাথে আদায় করা হয়ে

مَا لَرْتَ كُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيُلَدِّرونَ

যা তোমরা জানতে না। ২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা^{৭১} মৃত্যুবরণ করে
এবং রেখে যায়

ازَّوَاجًا هُوَ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجٍ مُّتَّابِعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ^٤
 স্তৰীদেরকে, ওসিয়াত (করবে) তাদের স্তৰীদের জন্য এক বছরের খোরপোমের—
 বহিকার ব্যুত্তিৎ ।

فَإِنْ خَرَجَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ
 তবে যদি তারা বের হয়ে যায়, তাহলে তারা বিধিসম্ভূতভাবে নিজেদের ব্যাপারে যা
 করবে তাতে তোমাদের কোনো শুনাই নেই,

وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيرٌ وَلِلْمُطْلَقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًا
আর আম্বাই পুরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ। ২৪। আর তালাকপ্রাণা নারীদের জন্য প্রচলিত
নিয়ম অন্যায়ী খোরপোষ প্রদান কর্তব্য

থাকে এবং যাতে নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্য বর্তমান থাকে। পরবর্তী বাক্য “আল্লাহর সামনে অনুগত বাদ্দাহদের ন্যায় দণ্ডযামান হও” বাক্যটি একথারই সাক্ষ বহন করে।

৩১৯. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ইতিপূর্বেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখানে তার পরিশিষ্ট ও উপসংহার হিসেবে বক্তব্যটি উন্মোক্ষিত হয়েছে।

عَلَى الْمُتَقِّينَ ⑯ كُلُّ لِكَ يَبْيَنَ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ
মুত্তাকীদের উপর । ২৪২. এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দর্শনসমূহ বর্ণনা
করেন ; সম্ভবত তোমরা বুঝতে পারবে ।

- عَلَى - উপর ; ১৪২: - كُلُّ - এভাবেই ; يَبْيَنَ - মুত্তাকীদের ; الْمُتَقِّينَ - (ال+متقين) ; الْمُتَقِّينَ - (ال+متقين) ;
বর্ণনা করেন ; - آللَّهُ - (আল্লাহ) ; - أَيْتَهُ - (আইতে) ; - لَعْلَكُمْ - তোমাদের জন্য ; - تَعْقِلُونَ - (তু+কুম) ; - تَعْقِلُونَ - সম্ভবত তোমরা ; - لَعْلَكُمْ - তোমরা বুঝতে পারবে ।

৩১ কৃকৃ' (আরাত ২৩৬-২৪২)-এর শিক্ষা

১। মোহরানা, শ্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের পরিপ্রেক্ষিতে তালাকের মাসয়ালা এখানে
বর্ণিত হয়েছে-শ্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাস না হয়ে থাকলে এবং ইতিপূর্বে মোহরানা নির্ধারিত
না হয়ে থাকলে স্বামীর উপর মোহরানা দেয়া ওয়াজিব নয় । তবে সামর্থ অনুসারে নিজের পক্ষ
থেকে শ্রীকে কিছু দেয়া স্বামীর কর্তব্য ।

২। আর যদি বিয়ের সময় মোহরানা ধার্য হয়ে থাকে তবে নির্জনবাস ও সহবাসের পূর্বে তালাক
দিলে স্বামীর উপর অর্ধেক মোহরানা প্রদান করা ওয়াজিব । তবে শ্রী যদি ক্ষমা করে দেয় বা স্বামী
পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয় তা ঐচ্ছিক ব্যাপার ।

৩। বিবাহ বক্ষনের মালিক স্বামী । বিবাহ সমাধা হয়ে যাওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করা
স্বামীর একত্তিয়ারে । সে-ই তালাক দিতে পারে । শ্রীর জন্য তালাক দেয়ার সুযোগ সীমিত ।

৪। কতিপয় হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে، صلوة الوسطي، দ্বারা অর্থ হচ্ছে আসরের নামায ।
কেননা এর একদিকে দিনের দুটি নামায-ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দুটি নামায
মাগরিব ও ইশা । এ নামাযের প্রতি এজন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ এ
সময় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে ।

৫। নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ । ইতিপূর্বে নামাযের মধ্যে কথা বলা বৈধ ছিল ।

৬। জাহিলিয়াতের যুগে স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে শ্রীর ইন্দত ছিল এক বছর, ইসলামে তার চার
মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ।

সূরা হিসেবে রুকু'-৩২

পারা হিসেবে রুকু'-১৬

আয়াত সংখ্যা-৬

٤٥) الْمَرْتَأَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُوَ الْوَفْ حَذَرَ الْمَوْتُ
২৪৩. তুমি^{১০} কি দেখোনি তাদেরকে যারা বের হয়ে গিয়েছিল তাদের আবাস ভূমি
থেকে মৃত্যুর ভয়ে, অর্থ তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার ?

فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتَوْا فَتَمَرَأُوا حَيَا هُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

অতপর আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা মরে যাও। তারপর আল্লাহ তাদেরকে
জীবিত করলেন ;^{১১} নিচয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল ;

(৪৫) -**الذِينَ** - (আলি) ; -**الَّذِينَ** - (তাদের) প্রতি ; -**يَأْرِهَا** ;
-**تَعْرِيْف** - (আলি+ত্র)-**الْمَرْتَأَى** - (আলি+ম+ত্র)-**الْمَرْتَأَى** -
-**دِيَارِهِمْ** - (দীয়ার+হম)-**خَرَجُوا** - (খরজুও)-**هُوَ** - (হুও)-**الْوَفْ** - (ওফ)-
-**حَذَرَ** - (হাজুর)-**الْمَوْتُ** ; -**مَوْتُ** ; -**هُمْ** ; -**وَ** -**أَلْ** -**أَلْ**-
-**لَهُمْ** ; -**تَعْرِيْف** - (আলি+হম)-**فَقَالَ** ; -**فَقَالَ** ; -**مَوْت** -
-**مَوْت** ; -**آلَّهُ** ; -**آلَّهُ**-**لَهُمْ** ; -**آلَّهُ**-**تَعْرِيْف** - (আলি+হম)-**أَحْيَا** -
-**أَحْيَا** ; -**مَوْتُ** ; -**مَوْتُ**-**تَعْرِيْف** - (আলি+হম)-**لَذُو فَضْلٍ** -**لَذُو فَضْلٍ**-
-**أَبْشِرَ** ; -**أَبْشِر** - (আলি+বশির)-**إِنْ** ; -**إِنْ**-**নিচয়** ; -**نَّ**-**আল্লাহ** ;
-**مَانُومের** ; -**مَانُومের** ; -**عَلَى** -**النَّاسِ** - (আলি+নাস)-**النَّاسِ** ; -**عَلَى** -**প্রতি** ;

৩২০. এখান থেকে এক ভিন্ন বক্তব্য আরম্ভ হয়েছে। এ বক্তব্যে মুসলমানদেরকে
আল্লাহর রাহে জিহাদ করা এবং আর্থিক কুরবানী দানের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে।
তাদেরকে সেসব দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য হিদায়াত দান করা হয়েছে যেসব
দুর্বলতার কারণে বনী ইসরাইল অধঃপতিত হয়েছে। এটা বুঝার জন্য একথাটি
সামনে থাকা প্রয়োজন যে, এ সময় মুসলমানরা একে থেকে বহিষ্ঠত হয়েছিল। এক
থেকে দেড় বছর পর্যন্ত তারা মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করে আছে এবং কাফিরদের
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কাফিরদের সাথে লড়াই করার জন্য তারা উপর্যুক্তি অনুমতি
চাচ্ছে। কিন্তু যখন তাদেরকে লড়াই করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হলো তখন
তাদের মধ্যে কিছু লোক ইতস্তত করতে থাকে; যেমন ২৬ রুকু'র শেষ অংশে বর্ণিত
হয়েছে। সেজন্য এখানে বনী ইসরাইলের ইতিহাসের দুটো ঘটনা উল্লেখ করে তা
থেকে মুসলমানদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩২১. এখানে বনী ইসরাইলের মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনার দিকে ইংগিত
করা হয়েছে। সূরা মায়দার চতুর্থ রুকু'তে আল্লাহ তাআলা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

وَلِكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা পেশ করে না।

২৪৪. আর তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرُضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً

এবং জেনে রেখো! অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২৪৫. এমন কে আছে যে
আল্লাহকে উত্তম খণ্ড দিবে, ৩২

-কৃতজ্ঞতা-শক্রুন-ক্ষেত্র; -ক্ষেত্র-অধিকাংশ; -মানুষ; (ال+ناس)-الناس; (فـ+سبـيل)-فـي سـبـيل; -আর-তـোমـরـা লـডـাই কـরـো; -فـاتـلـوـا ; -وـ- (১৪৪) পـথে ; -الـلـهـ-আলـ্লـাহـরـ ; -وـ-এবـং-أعـلـمـواـ ; -জـেـনـেـ রـেـখـোـ; -الـلـهـ-আলـ্লـাহـ; -أـنـ-অـবـশـ্যـইـ; -আـলـ্লـাহـ ; -الـذـيـ-সـরـবـশـ্রـোـতـাـ ; -سـمـيـعـ- সـরـবـজـ্ঞـ ; (من+ذا)- مـنـ ذـاـ (১৪৫) - কـেـ আـছـেـ এـমـন~ ; -عـلـيـمـ- উـলـি�~ ; -যـেـ-আـলـ্লـাহـকـেـ উـতـ্তـমـ ; -খـণـ্ডـ দـিـবـেـ ; -قـرـضاـ- খـণـ্ডـ ; -حـسـنـ- খـণـ্ডـ ;

প্রদান করেছেন। বনী ইসরাইলের এক বিরাট দল মিসর থেকে বের হয়ে সহায়-সহল ও বাসস্থানহীন অবস্থায় মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘুরে ফিরছিল। তারা একটি স্থায়ী আবাসস্থলের জন্য অঙ্গুলি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইংগিতে মূসা (আ) তাদেরকে নির্দেশ দান করলেন যে, অত্যাচারী কেনানীয়দেরকে ফিলিস্তীন থেকে বের করে দাও এবং সে এলাকাটি তোমরা জয় করে নাও। তখন তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করলো এবং সামনে এগিসর হতে অবৈকার করে বসলো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চাপ্পিশ বছর ধরে হয়রান-পেরেশান হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে কাটাবার জন্য ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদের এক পুরুষই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের পরবর্তী বংশধররা মরুচারী হিসেবে লালিত-পালিত হয়ে বড়ো হলো। অতপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কেনানীয়দের উপর বিজয় দান করলেন। সম্ভবত এ ব্যাপারটিকেই ‘মৃত্যুবরণ করা’ ‘পুনর্জীবন দান করা’ দ্বারা বিবৃত করা হয়েছে।

৩২২. ‘করযে হাসানা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘উত্তম খণ্ড’। এর দ্বারা খাটি নিয়তে শুধুমাত্র নেকী অর্জনের আশা নিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে স্বার্থহীনভাবে বিনা লাভে খণ্ড দেয়া বুকানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটাকে নিজের জন্য খণ্ড গণ্য করেছেন এবং এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি শুধু এর আসলই পরিশোধ করবেন না; বরং আসলের কয়েক গুণ বেশীই পরিশোধ করবেন।

‘কর্য ও ‘দায়ন’ দুটি শব্দের অর্থই ‘খণ্ড’। দায়ন-এর সাথে লাভ জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু কর্যের সাথে একপ কোনো লাভ যোগ হতে পারে না। তাছাড়া দায়ন তোলার জন্য তাগাদা দেয়া যায়। কিন্তু কর্যে হাসানার ক্ষেত্রে তাগাদা দেয়া যায় না।

فَإِنْ شِئْتَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ مَا وَأَلَيْهِ تَرْجُونَ ○

অতপৰ তিনি তা বহু শুণ বৃক্ষি করে দিবেন ? আৱ আল্লাহই সংকুচিত কৱেন এবং
প্ৰশস্ত কৱেন। আৱ তোমাদেৱকে তাৱই দিকে ফিৱে যেতে হবে।

٢٣) الْمَرْتَلُ الْمَلَّا مِنْ بَنِي آسَرَاءَ يُلَّ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مِإِذْ قَالُوا

২৪৬. তুমি কি দেখেনি মুসার পরে বনী ইসরাইলের দলপতিদেরকে ;

যখন তারা বলেছিল,

لِنَبِيٍّ لَمْ رَأَيْتُ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ[ۚ] قَالَ هَلْ عَسِيَتْر

তাদের নবীকে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে সড়াই করতে পারি? ১৩ তিনি বললেন, এমন সম্ভাবনা তো নেই যে,

৩২৩. এ ঘটনা আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বের। সে সময় আমালিকাগণ বনী ইসরাইলের উপর চরম যুদ্ধ-নির্যাতন চালাছিল। তারা বনী ইসরাইল থেকে ফিলিস্তীনের অধিকাংশ এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। বনী ইসরাইলের তৎকালীন শাসক ছিলেন সামুয়েল নবী। কিন্তু তিনি তখন খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, এজন্য বনী ইসরাইলের দলপতিরা তাঁর স্থলে অন্য কোনো ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে কামনা করছিল, যার নেতৃত্বে তারা লড়াই করতে পারে। সে সময় বনী ইসরাইলের মধ্যে অঙ্গতা-মূর্খতা এতোবেশী প্রসার লাভ করেছিল যে, তারা অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠানে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এতে তারা খিলাফত ও রাজত্বের পার্থক্য বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। আর এজন্যই তারা একজন খ্রীফা

إِنَّ كِتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِلَّا تُقَاتِلُوا هُوَ الَّذِي أَنْهَا عَنِ الْمُجْرِمِينَ

তোমাদের প্রতি লড়াইয়ের বিধান যদি দেয়া হয় তখন আর তোমরা লড়াই করবে
নাৎ তারা বললো, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা লড়াই করবো না

নির্বাচনের আবেদন না করে একজন বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন করেছিল। এ প্রসংগে বাইবেলের শয়তানের প্রথম পুস্তকে নিম্নোক্ত বর্ণনা রয়েছে :

“শমুয়েল যাবজ্জীবন ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়া রাখাতে শমুয়েলের নিকটে আসিলেন; আর তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং আপনার পুত্রের আপনার পথে চলে না; এখন অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করিতে আপনি আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন। কিন্তু, ‘আমাদের বিচার করিতে আমাদিগকে একজন রাজা দিউন;’ তাঁহাদের এই কথা শমুয়েলের মন্দ বোধ হইল; তাহাতে শমুয়েল সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন। তখন সদাপ্রভু শমুয়েলকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা যাহা বলিতেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর; কেননা তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য করিল, এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করিল, যেন আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব না করি। পরে যে লোকেরা শমুয়েলের কাছে রাজা যাঞ্চা করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সদাপ্রভুর ঐ সমস্ত কথা কহিলেন। আরও কহিলেন, তোমাদের উপর রাজত্বকারী রাজার এইরূপ নিয়ম হইবে; তিনি তোমাদের পুনৰ্গণকে লইয়া আপনার রথের ও অশ্বের উপরে নিযুক্ত করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার রথের অগ্রে অগ্রে দৌড়িবে। আর তিনি তাহাদিগকে আপনার সহস্রপতি ও পঞ্চাশাঃপতি নিযুক্ত করিবেন এবং কাহাকে কাহাকে তাঁহার ভূমি চাষ ও শস্য দেন করিতে এবং যুক্তে অন্ত ও রথের সজ্জা নির্মাণ করিতে নিযুক্ত করিবেন। আর তিনি তোমাদের কন্যাগণকে লইয়া সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতকারী পাচিকা ও ঝুটিওয়ালী করিবেন। আর তিনি তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ সকল লইয়া আপন দাসদিগকে দিবেন। আর তোমাদের শস্যেরও দ্রাক্ষার দশমাংশ লইয়া আপন কর্মচারীদিগকে ও দাসদিগকে দিবেন। আর তিনি তোমাদের দাস দাসী ও সর্বোত্তম যুবা পুরুষদিগকে ও তোমাদের গর্দন্ড সকল লইয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। তিনি তোমাদের ঘেষগণের দশমাংশ লইবেন ও তোমরা তাঁহার দাস হইবে। সেই দিন তোমরা আপনাদের মনোনীত রাজা হেতু দ্রুতন করিবে; কিন্তু সদাপ্রভু সেই দিন তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না। তথাপি লোকেরা শমুয়েলের বাক্যে কর্ণপাত করিতে

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُلْ أَخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ^۱
 আল্লাহর পথে, অথচ আমরা বহিকৃত হয়েছি আমাদের আবাসভূমি থেকে ও আমাদের
 সন্তান-সন্ততি থেকে ? অতপর যখন বিধান দেয়া হলো তাদের প্রতি

الْقِتَالُ تَوْلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّالِمِينَ^۲
 যুদ্ধের, তখন তাদের মধ্যে সামান্য কিছু লোক ছাড়া সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো ;
 আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا^۳

২৪৭. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, নিচয় আল্লাহ তোমাদের জন্য
 তালুতকে^{১২৪} বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন । তারা বললো,

আল্লাহ-আল্লাহর; -অবশ্যই; -পথে; -অথচ; -ক্ষ-অবশ্যই; -ফি সীবিল
 হয়েছি; -এবং; -আমাদের আবাস ভূমি; -মন; -থেকে; -বিধান
 -কৃত; -অতপর যখন (ফ+লা)- ফলিনা; -আমাদের সন্তান-সন্ততি (অ+লা)-
 দেয়া হলো; -যুদ্ধের; -অন্তাল(অ+قتال)-অন্তাল; -তাদের প্রতি; -
 (মন+হম)-মনহম; -সামান্য কিছু লোক; -লা-ছাড়া; -কিছু; -
 তাদের মধ্যে; -আর; -আল্লাহ-আল্লাহ; -সবিশেষ অবহিত; -
 ب(+)-بالظالِمِينَ-বালিমদের সম্পর্কে । ১৪৭-আর; -ও-
 (ل+هم)-لهم-
 -তাদেরকে; -
 -তাদের নবী ; -নিচয়; -আল্লাহ-আল্লাহ; -নবী+হম)-
 -পাঠিয়েছেন; -
 -ক্ষ-অবশ্যই; -
 -তালুতকে ; -
 -ক্ষ-বাদশাহ করে ; -
 -তারা বললো ;

অসম্ভব হইয়া কহিল, না, আমাদের উপরে একজন রাজা চাই ; তাহাতে আমরাও আর
 সকল জাতির সমান হইব, এবং আমাদের রাজা আমাদের বিচার করিবেন ও আমাদের
 অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন । সদাগ্রভু শমুয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের
 বাক্যে কর্ণপাত কর, তাহাদের নিমিত্ত এক জনকে রাজা কর ।”-(অধ্যায়-৭
 শ্লোক-১৫) থেকে (অধ্যায়-৮, শ্লোক-২২) পর্যন্ত ।

৩২৪. বাইবেলে তার নাম ‘শৌল’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি ছিলেন বনী
 ইয়ামীন গোত্রের ত্রিশ বছরের এক যুবক । বনী ইসরাইলের মধ্যে তাঁর চেয়ে সুদর্শন
 কোনো ব্যক্তি ছিলো না । তিনি এতোই সুস্থাম ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন যে,
 লোকেরা দৈর্ঘ্যে তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পৌছতো-(১-শমুয়েল ৯ ও ১০ অধ্যায়) ।

أَنِّي يَكُونُ لِلَّهِ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقَاقٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ

তার রাজত্ব আমাদের উপর কিরণে হবে, অথচ আমরাই তার চেয়ে রাজত্বের অধিক
হকদার ; আর তাকে দেয়াও হয়নি

سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَرِزْقًا بِسْطَةً

সম্পদের প্রার্থ ! নবী বললো, অবশ্যই আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মর্যাদা দান
করেছেন এবং তাকে প্রসারতা দান করেছেন

فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْرِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ○

দৈহিক শক্তি ও জ্ঞানে । আর আল্লাহ নিজ রাজত্ব যাকে চান তাকেই দান করেন ;

এবং আল্লাহ প্রার্থময় সর্বজ্ঞ ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّةً مُلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ

২৪৮. আর তাদের নবী তাদেরকে বললো, তার রাজত্বের নির্দর্শন হলো, তোমাদের

নিকট আসবে একটি সিন্দুর যাতে থাকবে প্রশান্তি

-আমাদের-(علی+ه)- علینا ; -الملك-المملک ; -لهم-يَكُونُ ; -হবে-يَكُونَ ;
(ب+ال+ملك)-بِالْمُلْكِ) ; -أَحْقَقُ-أَحْقَقَ ; -আমরা-أَنْ-نَحْنُ ;
রাজত্বে-لَمْ يُؤْتَ-و-দেয়াও হয়নি ; -منه-(من+ه)-مِنْهُ ;
অবশ্যই-أَنْ-يَأْتِيَكُمُ-তাকে ; -তিনি-(নবী) বললেন ; -الله-أَللَّهُ ;
على+(+) ; -عَلَيْكُمْ ; তাকে মর্যাদাদান করেছেন ; -اصطف+(+) ; -أَصْطَفَهُ-الله-أَللَّهُ ;
بسْطَةً-بِسْطَةً ; -তাকে দান করেছেন ; -এবং-رِزْقًا-و- ;
-دৈহিক শক্তিতে-و- ; -এবং-الْجِسْرِ-فِي الْعِلْمِ- ;
-আর-أَنَّ- ; -দান করেন-مُلْكَهُ- ; -الله-أَللَّهُ- ;
-যাকে-يَأْتِيَكُمُ- ; -আল্লাহ-أَللَّهُ- ; -و-يَشَاءُ- ;
-সর্বজ্ঞ-عَلَيْهِ- ; -প্রার্থময়-وَاسِعٌ- ;
(২৪৮) -আর-(নবী+হم)-نَبِيُّهُمْ-لَهُمْ- ; -আর-قَالَ- ;
নবী-أَنْ- ; -অবশ্যই-أَنْ- ; -মুল্কে-مُلْكَهُ- ; -আর-আল্লাহ-أَللَّهُ- ;
-যে-أَنْ- ; -নির্দর্শন হলো-(মুল্ক+ه)-مُلْكَهُ- ; -আর-আল্লাহ-أَللَّهُ- ;
-একটি-أَنْ- ; -তাদের-(ال+تابوت)-الثَّابُوتُ- ; -তোমাদের নিকট আসবে-يَأْتِي+কم)-يَأْتِي+কم)-

সিন্দুর-সِنْدُور- ; -যাতে থাকবে-سَكِينَةً-سَكِينَةً- ; -প্রশান্তি-سَكِينَةً-

مِنْ رِبِّكُمْ وَبِقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ أَلْ مُوسَى وَآلُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং মূসার বংশধর ও হারুনের বংশধরদের
কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী, তা বহন করে আনবে

الْمَلِئَكَةُ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَا يَةَ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
ফেরেশতাগণ ; ৩২৫ অবশ্যই তাতে তোমাদের জন্য নির্দেশন বিদ্যমান, যদি তোমরা
প্রকৃতই মু'মিন হয়ে থাকো ।

-নিকট থেকে ; -এবং : - মন - (رب+كم) - ربكم ; - মূসার
-কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী ; - যা ; (من+ما) - مَمَّا ; -রেখে গেছে ;
- অল মুসী - (من+ما) - مَمَّا ; - রেখে গেছে ; - রেখে গেছে ;
- এবং - হারুনের বংশধর ; - এবং - আল হরুন - (تحمل+ه) - تَحْمِلُهُ ; তা বহন
আনবে ; - অবশ্যই ; - অন ; - অন ; - অবশ্যই ; - অন ; - অবশ্যই ; -
বিদ্যমান ; - (ل+ي+م) - لِيَمْ ; তোমাদের জন্য ; - যার্দি ; - যার্দি ;
কন্ত ; - অন ; - অন ; - প্রকৃতই মু'মিন ; - প্রকৃতই মু'মিন ।

৩২৫. এ ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে কিছুটা ভিন্নতর । তবুও তা
থেকে মূল ঘটনা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা লাভ করা যায় । বাইবেলের বর্ণনা
থেকে জানা যায় যে, এ সিন্দুকটি যাকে বনী ইসরাইল 'প্রতিশ্রূতির সিন্দুক' বলে
থাকে, এক লড়াইয়ে ফিলিস্তীনী মুশরিকরা বনী ইসরাইল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ।
কিন্তু মুশরিকরা এটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যে শহর ও যে লোকালয়ে রেখেছিল, সেখানে
মহামারী দেখা দেয় । ফলে তারা ভীত হয়ে সিন্দুকটিকে একটি গরুর গাড়িতে রেখে
গাড়িটি হাঁকিয়ে দেয় । সম্ভবত এ ঘটনার দিকেই কুরআন মাজীদ নিম্নোক্ত ভাষায়
ইংগিত করেছে যে, সে সময় সিন্দুকটি ফেরেশতাদের সংরক্ষণাধীনে ছিল ; কেননা
গাড়িটিকে চালকবিহীনভাবেই হাঁকিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর নির্দেশে
ফেরেশতাদেরই এ কাজ ছিল যে, তারা গাড়িটিকে হাঁকিয়ে বনী ইসরাইলের জনপদে
নিয়ে এসেছিল । কুরআনের বর্ণনা "এ সিন্দুকে তোমাদের অন্তরের প্রশাস্তির সামগ্রী
রয়েছে"-বাইবেলের বর্ণনায় এর মূলত এটাই বোধগম্য হয় যে, বনী ইসরাইল
এটাকে নিজেদের জন্য অত্যন্ত বরকতময় এবং নিজেদের বিজয় ও সাফল্যের প্রতীক
মনে করতো । যখন সিন্দুকটি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো তখন পুরো জাতিটাই
হীনবল হয়ে পড়লো এবং প্রত্যেক ইসরাইলী মনে করতে থাকলো যে, আল্লাহর
রহমত তাদের নিকট থেকে ফিরে গেছে ; এখন থেকে তাদের দুর্দিন এসে গেছে ।
সুতরাং সিন্দুকটি ফিরে পাওয়া ছিল তাদের অন্তরের প্রশাস্তির কারণ, যার বদৌলতে
তারা হারানো সাহস ফিরে পায় ।

“মূসা ও হারুন পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতময় সামগ্রী” যা সিন্দুকে রাখিত ছিল— এর অর্থ সেই ফলকসমূহ যেগুলো আল্লাহ তাআলা তৃতীয়-ই সাইনা তথা সিনাই পর্বতে মূসা (আ)-কে দিয়েছিলেন। এছাড়া তাওরাতের সেই মূল কপিটি ও ছিল যা মূসা (আ) নিজে লিখিয়ে নিয়ে বনী লাভীকে সমর্পণ করেছিলেন। একটি বোতলে কিছু ‘মান্না’-ও রাখিত ছিল যাতে পরবর্তী বৎসরধরে আল্লাহ তাআলার সেই মহান রহমতকে স্মরণ করতে পারে, যা সেই উষর মরুভূমি তাদের পিতা-পিতামহের উপর বর্ষিত হয়েছিল। সম্ভবত মূসা (আ)-এর সেই লাঠিটিও সেই সিন্দুকে রাখিত ছিল যার মাধ্যমে তাঁর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুজিয়া তথা অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেছিল।

(৩২ রকু’ (আয়াত ২৪৩-২৪৮)-এর শিক্ষা

- ১। পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু অবশ্যজাবী। কোনো প্রাণীর পক্ষেই মৃত্যুকে এড়ানো সম্ভব নয়। মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই সংঘটিত হবে। তাই মৃত্যু থেকে পলায়ন করার প্রচেষ্টা অর্থহীন, আর তা আল্লাহর অসম্ভুষ্টিরও কারণ।
- ২। প্রেগ-মহামারী কোথাও দেখা দিলে সে এলকায় যাওয়া থেকে বিরত থাকতে আল্লাহর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন। আবার মহামারী কবলিত এলকা থেকে পলায়ন করাও বৈধ নয়।
- ৩। জিহাদ থেকে যারা পলায়ন করবে তারা আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে যালিম।
- ৪। আল্লাহর পথে জীবনপথ লড়াই করে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।
- ৫। আল্লাহর পথে ব্যয় করলে আল্লাহ তা বহু গুণে বৃক্ষি করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে প্রতিদান দেবেন।
- ৬। মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। আর এ প্রতিদান হবে জান্নাত।
- ৭। নেতৃত্বের যোগ্য সেই ব্যক্তি যার নিকট অহীর যথাযোগ্য জ্ঞান রয়েছে এবং তৎসঙ্গে রয়েছে শারীরিক সামর্থ্যতা। এ ক্ষেত্রে সম্পদের প্রাচুর্যতা শর্ত নয়।

সূরা হিসেবে রঞ্জু'-৩৩

পারা হিসেবে রঞ্জু'-১

আয়াত সংখ্যা-৫

فَلَمَّا فَصَلَ طَلْوُتٌ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ

২৪৯. অতপর যখন সেনাদল সহ অগ্রসর হলো তালুত তখন বললো, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন।

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ

সুতরাং যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার নয়, আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে অবশ্যই আমার; তবে যে কেউ

أَغْرَفَ غُرْفَةً بِيَلٍ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَا جَاءَ زَوْزَهُ هُوَ

তার হাতের সাহায্যে এক আঁজলা পান করবে (তার কোনো দোষ হবে না)। অতপর তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেই তা থেকে পান করলো।^{৩৩} পরে যখন তিনি তা অতিক্রম করলেন

(৩৩) - طَلْوُت : - অতপর যখন ; - فَصَلٌ : - অগ্রসর হলো ; (ف+لما) - فَلَمَّا : - তালুত ; - أَنْ : - অবশ্যই ; - قَالَ : - তিনি বললেন ; (ب+ال+جندو) - سেনাদলসহ ; - بِالْجُنُودِ : - অবশ্যই ; - بِنَهَرٍ : - নদী ; - مُبْتَلِيكُمْ : - পরীক্ষা করবেন ; - مِنِّي : - আমার ; - فَلَيْسَ مِنِّي : - নয় ; - مِنِّي إِلَّا : - আমার ; - وَ : - ; - مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ : - যে কেউ তা থেকে পান করবে ; - (من+ي)- مَنِّي : - আমার ; - فَإِنَّهُ مِنِّي : - আমার ; - مَنْ : - যে ; - مَنِّي : - আমার ; - (ان+ه)- سে অবশ্যই ; - أَغْرَفَ : - অগ্রসর হতে ; - غُرْفَةً : - গুরুত্বপূর্ণ ঘৰ্য্যা ; - بِيَلٍ : - এক আঁজলা ; - فَشَرَبُوا : - পান করবে ; - (ف+شربوا)- فَشَرَبُوا : - অতপর তারা সকলেই পান করলো ; - مِنْهُ : - তার হাতের সাহায্যে (তার কোনো দোষ হবে না) ; - (من+ه)- مِنْهُمْ : - তাদের মধ্যে ; - إِلَّا : - অল্প ; - بِيَلٍ : - এক আঁজলা ; - (جاوزه+ه)- جَاءَ زَوْزَهُ : - তার হাতের সাহায্যে এক আঁজলা পান করলেন ; - هُوَ : - তিনি ;

৩২৬. সম্ভবত এটা জর্ডান নদী অথবা অন্য কোনো নদী, উপনদী বা শাখা নদী হতে পারে। তালুত বনী ইসরাইল বাহিনী নিয়ে এ নদীর পারে উপনীত হতে চাঞ্চিলন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন যে, তাঁর জাতির লোকদের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়ত হ্রাস

وَاللَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ "قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجَنُودَهُ،

এবং যারা ঈমান এনেছিল তার সাথে তারাও, তারা বললো, আজ জালুত ও তার সৈন্য-সামগ্রের সাথে যুদ্ধ করার আর কোনো শক্তি আয়াদের নেই।^{৭২১}

قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ ۝ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٌ ۝
 যারা দৃঢ় ধারণা পোষণ করতো যে, অবশ্যই আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে,
 তারা বললো, কতো ক্ষুদ্র দল

غَلَبَتْ فِئَةَ كَثِيرَةً يَأْذِنُ اللَّهُ بِهَا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
 ○
 বিজয়ী হয়েছে কতো বৃহৎ দলের উপর আল্লাহর হস্তমে। আর আল্লাহ তো
 ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

১৪০ ﴿وَلَمَّا بَرَزَوا بِجَالُوتَ وَجَنْدُوهَ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا ۚ﴾
২৫০. অতপর যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যদলের মুখোমুখি হলো, তারা বললো,
হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি দৈর্ঘ্যদান করুণ

পেয়েছে, সেজন্য তিনি কর্মসূলি ও অকর্মণ্য লোকদের বাছাই করার জন্য এ পদ্ধতির আশ্রয় নেন। এতে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যারা সামান্য পানির পিপাসায় সংযম প্রদর্শন করতে পারলো না, তাদের উপর কিভাবে এ ভরসা করা যায় যে, তারা শক্তির মোকাবিলায় দচ্চা প্রদর্শন করবে, যে শক্তির নিকট তারা ইতিপৰ্বেও পরাজিত হয়েছে।

وَتَبِّعَتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ

এবং আমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখুন, এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে
সাহায্য করুন।

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تُّوقَتَلَ دَاؤُدْ جَالُوتَ وَأَتَسْهَدَ اللَّهُ

২৫১. অতপর তারা (জালুত বাহিনী) তাদেরকে (জালুত বাহিনীকে) আল্লাহর হৃষে পরাজিত করলো এবং
দাউদ[ؑ] জালুতকে হত্যা করলো আর আল্লাহ দান করলেন তাকে (দাউদকে)

الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلْمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ

রাজ্য ও হিকমত এবং তিনি যা ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ যদি
মানুষকে প্রতিহত না করতেন

الصَّرْبُ - এবং - দৃঢ় রাখুন; - آفَادَمْ (آفَادَمْ + ن) - آفَادَمْ - تَبَتْ -
- এবং ; - سَمْسَدَ - আমাদের পদসমূহ; - أَقْدَامَنَا - (آقْدَامَنَا) -
- أَنْصَرَنَا - (آنْصَرَنَا) - سম্প্রদায়ের; - الْقَوْمِ - (الْقَوْمِ) - أَنْصَرَنَا -
- فَهَزَمُوهُمْ - (ف+হেزمু+হম) - فَهَزَمُوهُمْ - (ف+হেزمু+হম) - أَتَسْهَدَ - (أَتَسْهَدَ)
অতপর তারা (জালুত বাহিনী) তাদেরকে (জালুত বাহিনীকে) আল্লাহর হৃষে পরাজিত করলো; - بَذْنَ - (ب+বাজন) -
- آلَلَهِ - (آل+লাহ) - آلَلَهِ - আল্লাহর; - وَ - دَاؤُدْ - (د+আওড়) - دَاؤُدْ -
- جَالُوتَ - (ج+গালুট) - جَالُوتَ - জালুতকে; - وَ - آরَ - (آ+আর) - آরَ -
- تَبَتْ - (ت+বত) - تَبَتْ - বতুকে; - وَ - دَآইْدَ - (د+ডাইদ) - دَآইْدَ - দাউদকে;
- وَ - الْمُلْكَ - (الْمُلْكَ) - الْمُلْكَ - রাজ্য; - وَ - الْحِكْمَةَ - (الْحِكْمَةَ) -
- الْحِكْمَةَ - হিকমত; - وَ - عِلْمَهُ - (عِلْمَهُ) - عِلْمَهُ - জ্ঞান; - وَ -
- مِمَّا - (م+মাম) - مِمَّا - মামা; - وَ - أَنْصَرَنَا - (آنْصَرَنَا) - أَنْصَرَنَا -
- دَفَعَ - (د+ফাউ) - دَفَعَ - প্রতিহত; - وَ - لَوْلَا - (ل+লোলা) - لَوْلَا -
- يَشَاءُ - (ي+যাইশে) - يَشَاءُ - যদি না; - وَ - مَنْ - (ম+মান) - مَنْ -
- مَا - (ম+মাম) - مَا - মামাকে; - وَ - الْنَّاسَ - (الْنَّاسَ) - الْنَّاسَ - মানুষকে;

৩২৭. সম্ভবত এ বক্তব্য তাদের যারা ইতিপূর্বেই নদীর তীরে নিজেদের অধির্ঘের
পরিচয় দিয়েছে।

৩২৮. দাউদ আলাইহিস সালাম সে সময় অল্প বয়সী যুবক ছিলেন। ঘটনাক্রমে
তিনি এমন এক সময়ে তালুতের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেন যখন ফিলিস্তীনী
বাহিনীর জরুরদণ্ড পাহলোয়ান জুলিয়েট (জালুত) বনী ইসরাইল বাহিনীকে দুর্যুক্তে
আহ্বান জানাচ্ছিল কিন্তু তাদের একজনও তার সাথে মুকাবিলায় অগ্রসর হচ্ছিল না।
এ অবস্থা দর্শনে হ্যরত দাউদ (আ) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ময়দানে ঝাপিয়ে
পড়লেন এবং জালুতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনা তাঁকে সকল ইসরাইলদের নিকট
অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বানিয়ে দিল। তালুত তাঁর সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন।

بَعْضُهُمْ بِعِصْرٍ لِفَسَدٍ أَلْأَرْضُ وَلِكَنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

তাদের কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা, তাহলে অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেতো
পৃথিবী; ১১ কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল।

○ تِلْكَ أَيْتُ اللَّهُ نَتَلَوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

২৫২. এগুলো হলো আল্লাহর নির্দর্শন যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি
যথাযথভাবে; আর তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্গত।

○ تِلْكَ الرَّسُولُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَفِعَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ

২৫৩. এই রাসূলগণ, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তাদের কাউকে কারো উপর, তাদের
মধ্যে রয়েছে এমন যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং উর্ধে উঠিয়েছেন

কিছু লোক (ব+ بعض)- بِعِصْرٍ ; কিছু লোক দ্বারা; (بعض+هم)- بِعِصْرِهِمْ ;
অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেতো; (ال+أَرْضُ)- أَلْأَرْضُ ; অবশ্যই- لِفَسَدٍ
পৃথিবী; (ال+فَضْلٍ)- دُوْ فَضْلٍ ; অতীব অনুগ্রহশীল; -اللَّهُ ; -لِكَنَّ
আল্লাহর নির্দর্শন যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি; -أَيْتُ ;
আল্লাহ; -أَلْكَ ; এগুলো হলো; -أَنَّكَ ; এবং তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্গত;
আবৃত্তি করছি; -عَلَيْكَ ; আমি তা আবৃত্তি করছি; -تَلَوْهَا ;
আল্লাহর নির্দর্শন যা আমি তোমার নিকট; -أَنْتُ ; -أَنَّكَ ;
যথাযথভাবে; (ب+ال+حق)- بِالْحَقِّ ; এবং তুমি; -وَ ;
(ال+رسُول)- الرُّسُولُ ; এ- تِلْكَ ; (ال+مرسلين)- الْمُرْسَلِينَ ;
রাসূলগণের এগুলো হলো; -أَنَّكَ ; আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; -بِعِصْرِهِمْ ;
আল্লাহর নির্দর্শন যা আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; -فَصَلَّى ; কাউকে; -عَلَى
মন; -منْهُمْ ; তাদের মধ্যে রয়েছে এমন; -يَارَ ; কথা বলেছেন; -كَلَّمَ ;
সাথে; -أَلْلَهُ ; এবং -وَ ; -رَفِعَ ; উর্ধে উঠিয়েছেন ;

অবশেষে তিনিই ইসরাইলীদের শাসক হয়ে গেলেন। বিজ্ঞারিত জানার জন্য পড়ুন ইসলামিক ফাউনেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত “সীরাত বিশ্বকোষ” দ্বিতীয় খণ্ডে শামুইল (আ) এবং তৃতীয় খণ্ডে দাউদ (আ)।

৩২৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অঙ্কুণ্ড রাখার জন্য এ
স্থায়ী নিয়ম করে রেখেছেন যে, মানবজাতির বিভিন্ন দল উপদলকে তিনি একটি
নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে বিজয় ও কর্তৃত্ব দান করেন। কিন্তু সে দল বা
উপদলটি যখন সীমা অতিক্রম করে তখন অন্য দলের দ্বারা সেই দলের কর্তৃত্বকে
মিটিয়ে দেন। আর যদি একটি দল বা জাতির মধ্যেই কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকতো,

بعضهم درجىٰ وَاتِّيَنا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيْنَ نَهُ بِرُوحِ الْقُلُسِ
তাদের কাউকে মর্যাদার দিক দিয়ে। আমি ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে
সুস্পষ্ট নির্দেশন এবং তাকে শক্তিদান করেছি পবিত্র আল্লার (জিবরাজ্ল) মাধ্যমে,

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ مَا جَاءَهُمْ
আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তাদের পরবর্তীগণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিঙ্গ হতো না,
তাদের কাছে আসার পর

الْبَيْتُ وَلِكِنَّ أَخْتَلَفُوا فِيمَنْهُمْ مِنْ أَمْنٍ وَمِنْهُمْ مِنْ كُفَّارًا
সুস্পষ্ট নির্দেশনসমূহ, কিন্তু তারা মতপার্থক্যে লিঙ্গ হলো। অতপর তাদের কতক
ঈমান আনলো আর তাদের কতক কুফরী করলো।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلِكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ
আর যদি আল্লাহ চাইতেন তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিঙ্গ হতো না ; কিন্তু আল্লাহ তো তা-ই
করেন, যা তিনি চান। ۱۰۰

أَنْتَنَا -، -এবং; -মর্যাদার দিক দিয়ে; - بعضهم
الْبَيْتُ ; -আমি দান করেছি ; -إِبْنَ مَرْيَمَ ; -ঈসা ; -عِيسَىٰ ;
- تَاهَـةـ (ـاـيـدـيـنـاـ+ـهـ)-أَيْدِيْـنـةـ ; -وـ-এবং; -أَيْدِيْـنـةـ (ـاـلـ+ـبـيـتـ)-
করেছি; -وـ-(ـاـلـ+ـقـدـسـ)-الْقُدْسُ ; -আর; -بـ+ـরـوـحـ)-بِرُوحِـ ;
الَّذِينَ هـمـ مـاـ أـقـتـلـ ; -যুদ্ধـ-বিগ্রহে লিঙ্গ হতো না; -اللَّهُ-আল্লাহـ ; -شـاءـ-যـদـিـ ;
-مـاـ جـاءـ هـمـ ; -پـর~هـ)-مـنـ بـعـدـ+ـهـ)-مـنـ بـعـدـ+ـهـ)-مـنـ بـعـدـ+ـهـ)-
-যـাـর~هـ ; -مـاـ جـاءـ هـمـ ; -آـتـিـ(ـاـلـ+ـبـيـتـ)-الْبَيْتُ ; -سـুـসـপـষـটـ(ـاـلـ+ـبـيـتـ)-
নـিـরـেـশـنـسـمـূـহـ ; -কـি�~نـ ; -অـতـপـরـ(ـفـ+ـمـ+ـهـ)-فـمـنـهـمـ ; -وـ-লـكـنـ-
তـাـদـেـরـ মـধـ্যـেـ ; -তـাـরـাـ মـতـপـাـরـকـ্যـেـ লিঙـগـ হـলـোـ ; -অـতـপـরـ
তـাـদـেـরـ মـধـ্যـেـ ; -(ـمـنـ+ـهـ)-مـنـهـمـ ; -أـمـنـ(ـمـنـهـمـ)-
-আـلـلـهـ ; -আـلـلـهـ ; -شـاءـ ; -যـদـিـ ; -لـوـ ; -আـরـ ; -কـুـফـরـীـ
কـরـলـোـ ; -আـরـ ; -الـلـهـ ; -আـلـلـهـ ; -কـيـনـ ; -وـ-لـكـنـ-
আـلـلـهـ ; -আـلـلـهـ ; -আـلـلـهـ ; -আـلـلـهـ ; -আـلـلـهـ ; -আـلـلـهـ ; -আـلـلـهـ ;
তـোـ ; -তـাইـ কـরـেـنـ ; -যـাـ ; -مـاـ يـرـيـدـ(ـتـি�~নـ)-তـি�~নـ চـানـ।

তাহলে তাদের ক্ষমতার দাপট ও যুদ্ধ-নির্যাতন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতো, তখন
নিসন্দেহে আল্লাহর এ যমীন বিধ্বন্ত হয়ে যেতো।

৩৩০. এর অর্থ হলো, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান অর্জিত হবার পরও মানুষের যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তার চেয়েও বেড়ে গিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত পৌছেছে, তার কারণ এই ছিলো না যে, (নাউয়ুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলা অক্ষম ছিলেন এবং এসব মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করার তাঁর কোনো শক্তি ছিল না। বরং তিনি যদি চাইতেন তাহলে কারও এমন শক্তি ছিলো না যে, নবীদের দাওয়াতের বিপরীত চলে এবং কুফর ও নাফরমানীর পথে অগ্রসর হয়। তিনি যদি চাইতেন তাহলে তাঁর এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা কারও পক্ষেই সম্ভব হতো না। কিন্তু তাঁর এ ধরনের ইচ্ছাই ছিলো না যে, তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা কেড়ে নিবেন এবং তাদের সকলকে একই পথে চলতে বাধ্য করবেন। তিনি তো মানুষকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য তিনি মানুষকে বিশ্বাস ও কর্মের পথ ও পন্থা বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। তিনি নবীদেরকে মানুষের উপর দারোগা করে পাঠাননি যে, তাঁরা বলপূর্বক মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে আসবেন, বরং দলীল-প্রমাণ ও নির্দর্শনাদির মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান জানানোর চেষ্টা করবেন। সুতরাং যতো মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে তার পিছনে এ একটি মাত্র কারণ কাজ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, মানুষ তা ব্যবহার করে বিভিন্ন মত ও পথ বেছে নিয়েছে—এজন্য নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্যের পথে চালাতে চেয়েছেন, কিন্তু (নাউয়ুবিল্লাহ) তিনি সফলকাম হননি।

৩৩ কুকু' (আয়াত ২৪৯-২৫৩)-এর শিক্ষা

১। ধৈর্যশীল, দৃঢ়চেতা ও পরিপূর্ণ মুমিন বান্দাহগণ আল্লাহদ্বারাই বাতিল শক্তির সাথে মুকাবিলায় বিরোধী শক্তির সংখ্যাধিক্য ও বৈশ্যায়িক শক্তি-সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে মুকাবিলায় পিছপা হয় না; বরং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ময়দানে বাঁপিয়ে পড়ে। ফলে তাঁরাই আল্লাহর হৃত্তমে বিজয় লাভ করে।

২। মানব সৃষ্টির উভালপ্র থেকে আল্লাহ তাআলার হায়ী নিয়ম হলো, পৃথিবীতে সীমালংঘনকারী ব্যক্তি, দল, জাতি নির্বিশেষে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির দ্বারা, একদলকে অপর দল দ্বারা, এক জাতিকে অপর জাতি দ্বারা প্রতিহত করে পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় রাখেন। নচেৎ পৃথিবী মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তো।

৩। পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, তাঁরা মর্যাদার দিক থেকে একেবারে এক সমান ছিলেন না, যদিও নবী ও রাসূল হিসাবে সমানভাবে তাদের উপর ঈমান আনতে হবে। তাঁদের কারো সকল উপর ঈমানদার হয়নি। এতে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা আমাদের বুঝে না আসলেও এতোটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এতে মহান আল্লাহ কোনো হিকমত নিহিত রেখেছেন।

৪। পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা ছাড়া পরীক্ষার অর্থই হয় না। আল্লাহ তাআলা চাইলে সবাইকে মুমিন বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা নিজেন।

সূরা হিসেবে রক্তু'-৩৪

পারা হিসেবে রক্তু'-২

আয়াত সংখ্যা-৪

٤٤٠ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ يَوْمًا

২৫৪. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা ব্যয় করো তা থেকে যে রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, ^{৩১} সেদিন আসার পূর্বে

لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خَلْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكُفَّارُونَ هُرَّ الظَّالِمُونَ
যেদিন থাকবে না কোনো ক্রয়-বিক্রয়, না কোনো বঙ্গুত্ত, আর না কোনো সুপারিশ ;
আর কাফিররাই প্রকৃত যালিম। ^{৩২}

٤٤١ ﴿أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُلْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

২৫৫. আল্লাহহ, নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, ^{৩৩} তিনি চিরজীব, চিরস্থায়ী ; তাঁকে স্পর্শ করে না তন্ত্র, ^{৩৪} আর না নিদ্রা ;

৪৪) ১-যারা ;-ঈমান এনেছো ;-আমুৰা ;-الَّذِينَ ;-يَا يَهুা
আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি (রزقا+কم)- رَزْقَنَّكُمْ ; (من+মা)- مَمْ
না কোনো ক্রয়-বিক্রয় ;-আর ;- পূর্বে - يَوْمٌ ;-মন পূর্বে - مَنْ قَبْلٍ ;
না কোনো ক্রয়-বিক্রয় ;-তাতে - فِيهِ ;- না কোনো বঙ্গুত্ত ;
আর ;- ও - وَ ;- না কোনো সুপারিশ ;-আর ;- وَ شَفَاعَةٌ ;- وَ
কাফিররা ;- কفরون - الْكُفَّارُونَ ;- প্রাপ্তি - الظَّالِمُونَ - مُمْ
তারাই ;- লাল্লাহ ;- নেই - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ;- তিনি - الْحَقُّ ;- অস্তি - الْقَيُومُ
কোনো ইলাহ ;- প্রাপ্তি - الْحَقُّ ;- হুৰু ;- ছাড়া - لَا تَأْخُلْهُ ;- লাল্লাহ ;- আর ;
স্পর্শ করে না ;- তন্ত্র ;- আর ;- নান্দন ;- নিদ্রা ;- লাল্লাহ ;- আর ;
না কোনো নিদ্রা ;

৩৩১. অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, তারা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈমান এনেছে, তার জন্য আর্থিক কুরবানী স্বীকার করতে হবে।

৩৩২. এখানে কাফির দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং নিজের মাল-সম্পদকে আল্লাহর সম্মতির চেয়ে অধিক ধিয়ে মনে করে। অথবা যারা কিয়ামত বা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না এখানে তাদেরকে

لَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَاذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
 যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু আছে যদীনে সবই তাঁর, ৩৩ এমন কে আছে
 যে সুপারিশ করবে তার নিকট

‘-সবই তার: -যাকিছু আছে -সমত-’ -**السَّمَوَاتِ** ; -**مَا فِي** ; -**لَمَّا** ;
 -এবং; -**مَنْ ذَا** ; -**يَشْفَعُ عِنْدَهُ** ; -**أَذْنِي** ; -**مَا فِي** ;
 -**يَ** ; -**سُوْپَارِিশ** করবে ; -**عِنْدَهُ** ; -**يَشْفَعُ** -**تَّأْرِিখ** নিকট ;

বুধানো হয়েছে তারা এমন ভিত্তিহীন ধারণা পোষণ করে আছে যে, আখিরাতে তারা
 কোনো না কোনোভাবে মৃক্ষি ও সফলতা ক্রয় করে নিতে সক্ষম হবে এবং বস্তুত ও
 সুপারিশের সাহায্যে নিজের কর্মোদ্ধার করে নিতে সক্ষম হবে।

৩৩৩. অর্থাৎ অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা যতো অসংখ্য ইলাহ, উপাস্য বা মাঝুদই তৈরি করে
 নিক, মূল ঘটনা তো এই যে, সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব ছাড়াই
 সেই অবিনশ্বর সন্তার করায়ত্তে যাঁর জীবন কারো দানের ফল নয় ; বরং যিনি নিজস্ব
 সন্তায় চিরঙ্গীব ও চিরস্থায়ী এবং এ বিশ্বজাহানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা তাঁর দ্যায়ের
 উপর নির্ভরশীল। নিজের এ বিশাল রাজত্বের যাবতীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের
 একচ্ছত্র মালিক তিনিই। অন্য কেউ তাঁর কোনো শুণ-বৈশিষ্ট্যে না অংশীদার আর না
 অংশীদার তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা ও অধিকারে। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে
 অংশীদার ধারণা করে আসমান-যদীনে যেখানেই কোনো ‘ইলাহ’ বানিয়ে নেয়া হচ্ছে
 তা নিষ্ঠক অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩৩৪. এ হচ্ছে সেসব লোকের ধারণা-অনুমানের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ যারা সর্বশক্তিমান
 আল্লাহর সন্তাকে নিজেদের দুর্বল অস্তিত্বের সদৃশ মনে করে এবং যেসব দুর্বলতা
 মানুষের সাথে সম্পৃক্ষ সেগুলোকে সেই মহান সন্তার সাথেও সম্পর্কিত মনে করে।
 যেমন বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে আসমান-যদীন সৃষ্টি
 করেছেন এবং তাতে ঝুন্ট-শ্রান্ত হয়ে সন্তুষ্ট দিনে আরাম করেছেন (নাউয়ুবিন্নাহ)।
 অথচ ঝুন্ট-শ্রান্তি তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না।

৩৩৫. অর্থাৎ এ আসমান-যদীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে, সবকিছুর
 মালিক তিনিই। তাঁর রাজত্বে, তাঁর যাবতীয় কার্যক্রমে এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও শাসন
 পরিচালনায় কারো এক বিন্দু-বিসর্গও অংশীদারিত্ব নেই। অতপর এ বিশ্বজাহানের
 যেখানেই দিতীয় কোনো সন্তার কথাই তোমরা চিন্তা করো তা অবশ্যই এ বিশ্বজগতের
 সৃষ্টির একটি অংশ বৈ কিছুই নয়। আর যা এ বিশ্বজগতের সৃষ্টির অংশ তা আল্লাহরই
 মালিকানাধীন ও তাঁর দাস তা তাঁর অংশীদার বা সমকক্ষ কোনোভাবেই হতে পারে
 না।

إِلَّا بِذِنِهِ دَيْعُلَمْ رَمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

তাঁর অনুমতি ছাড়া ;^{৩৪} তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা আয়ত্ত করতে পারে না

بِشَفَقٍ مِّنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيَهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই তাছাড়া, যা তিনি চান ;^{৩৫} তাঁর সিংহাসন^{৩৬}

প্রসারিত আছে আসমানসমূহ ও যমীনে

১।-ছাড়া, ব্যাতৌত : তাঁর অনুমতি : (ب+اذن+ه)-بাধনে : م-علم-তিনি জানেন ; م-যা ; م-এবং ; م-তাদের সামনে আছে ; م-যাই+যদি+হম)-বিন+বিন্দি+হম)-বিন আবিদিহম ; م-কিছুই তাছাড়া আয়ত্ত করতে পারে না ; م-খল্ফের পেছনে আছে ; م-এবং ; م-তারা আয়ত্ত করতে পারে না ; م-কিছুই-থেকে ; م-বিশ্বী-বিশ্বী ; م-কিছুই-তাছাড়া ; م-প্রসারিত, পরিব্যাঙ্গ ; م-আসমানসমূহ ; م-ও ; م-কুর্সিয়ে-সমূত) (ل+সমূত)-السموت ; م-আসমানসমূহ ; م-ও ; م-আর্দ্র) (ل+ارض)-الأرض-যমীনে ;

৩৩৬. এখানে সেসব মুশরিকের ধারণা-অনুমানের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যারা বুর্যগ ব্যক্তি, ফেরেশতা অথবা অন্য কোনো সত্তা সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর দরবারে তাদের বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। তারা যে কথার উপর অটল থাকে তা তারা আল্লাহর নিকট থেকে আদায় করে ছাড়ে এবং তারা ইচ্ছা করলে যে কোনো কাজই আল্লাহর নিকট থেকে উদ্ধার করে ছাড়ে। এসব লোককে এখানে কলে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানো তো দূরের কথা, বড়ো বড়ো পয়ঃসন্ধিরগণ এবং নৈকট্যপ্রাণ ফেরেশতাগণ পর্যন্ত আসমান-যমীনের মহামহিম বাদশাহ আল্লাহ জাল্লা শা-নুহুর দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না।

৩৩৭. এখানে প্রকাশিত সত্যের দ্বারা শিরকের মূল ভিত্তির উপর আর একটি আঘাত পড়ে। ইতিপূর্বেকার বক্তব্যে আল্লাহর অসীম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে কেউ শরীক তো নেইই, আর না তাঁর দরবারে কারো আধিপত্য চলে যে, সে নিজ সুপারিশ দ্বারা তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। অতপর এখানে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হচ্ছে যে, অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যখন অন্য কারো কাছে এ জ্ঞানই নেই যাদ্বারা সে বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থা এবং তার কার্যকরণ ও ফলাফলসমূহ বুঝতে সক্ষম হবে ? মানুষ হোক বা জিন, ফেরেশতা হোক বা অন্য কোনো সৃষ্টি, সকলের জ্ঞানই অসম্পূর্ণ

وَلَا يَشُودُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٤٨﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

আর এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সর্বোচ্চ সর্বাপেক্ষা
মহান^{৩০} ২৫৬. ধীন অহন করার ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই ;^{৩০}

(حفظ+هما) - حفظهمَا ; لَا يَشُودُه ; لَا يَشُودُه (ل+شُود+ه) -
এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ; و - এবং - تিনি - الْعَلِيُّ ; سর্বোচ্চ ;
الْعَظِيمُ - سর্বাপেক্ষা মহান । (﴿٤٨﴾ - নেই ; لَا إِكْرَاهَ - কোনো জবরদস্তি ;
- ব্যাপারে (ل+دِين) - الدِّينِ - ধীনের ;

ও একাঞ্জই সীমিত । বিশ্বজাহানের মূল সত্য ও মূল রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার আওতাভুক্ত
নয় । অতপর কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি মানুষের বাধীন হস্তক্ষেপ বা
অটল সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে সমগ্র বিশ্ব ব্যবহ্যাপনাই লঙ্ঘণ হয়ে যাবে ।
ব্যবহ্যাপনা তো দূরের কথা মানুষ তার স্থীয় কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝতেও সক্ষম নয় ।
তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কেও একমাত্র আল্লাহ তাআলারই পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে ।

৩০৮. মূলত এখানে 'কুরসী' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে । সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত বুঝানোর
জন্য ইত্তেকাত্তে 'কুরসী' শব্দ ব্যবহৃত হয় । উদূর ভাষায়ও 'কুরসী' শব্দটি দ্বারা ক্ষমতা
ও রাষ্ট্রসংকল্প বুঝানো হয়ে থাকে । বাংলা ভাষায় এ শব্দটি 'গদি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ।

৩০৯. এ আয়াতটি 'আয়াতুল কুরসী' নামে মশहুর । আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলার
যে পরিপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যার নথীর অন্য কোনো আয়াতে পাওয়া যায়
না । তাই হাদীস শরীফে আয়াতটিকে কুরআন মাজীদের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত বলে
অভিহিত করা হয়েছে ।

এ আয়াতটি কুরআন এর সর্ববৃহত আয়াত । হাদীসেও এ আয়াতের অনেক ফয়লিত
ও বরকত বর্ণিত হয়েছে । রাসূল (স) উবাই ইবনে কাবকে জিজেস করেছিলেন,
কুরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ? উবাই ইবনে কাব
আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী । রাসূল (স) তা সমর্থন করে বললেন—হে
আবু মান্যার ! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ ।

হযরত আবু যুবর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে জ্ঞানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)
কুরআনের বৃহত্তম আয়াত কোনুটি ? রাসূল (স) বললেন, 'আয়াতুল কুরসী ।'
(ইবনে কাসির)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেছেন, সূরা
বাকারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কুরআনের অন্য সব আয়াতের সরদার বা
নেতা, সে আয়াতটি যে ঘরে পড়া হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বেরিয়ে যায় ।

নামায়ী শরীফে এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল (স) এরশাদ করেছেন যে লোক প্রত্যহ ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরআনী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথ একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অস্তরায় থাকে না, অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল আরাম-আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়াদেগার আল্লাহ জাল্লা-শা-নুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণবলীর বর্ণনা এক অত্যাচর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। যাতে আল্লাহর অস্তিত্বাবল হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহর সন্তার অপরিহার্যতা, তার অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্মৃষ্টি ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন প্রের্তি ও মহত্বের অধিকারী হওয়া, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথা বলতে না পারা, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তাঁর যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোনো ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কোনো প্রকাশ্য কিংবা গোপন বন্ধ কিংবা কোনো অণু-পরমাণু বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে পারে না, এটাই সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু।—(মা'আরেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৭৬)

এখানে প্রশ্ন উঠাপিত হয় যে, এখানে কোনু প্রসংগে আল্লাহ তাআলার মূল সন্তা ও গুণবলীর আলোচনা এসেছে ? বিষয়টি বুঝার জন্য ৩২ কুরুক্তি থেকে বক্তব্যের যে ধারা চলে আসছে, তার উপর দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। প্রথমে মুসলমানদেরকে সত্য ধীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার জন্য উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে এবং সেসব দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকতে তাকীদ করা হয়েছে, যেসব দুর্বলতার শিকার হয়েছিল বনী ইসরাইল। অতপর এ মূল সত্যটি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বিজয় ও সাফল্য জনশক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্যের উপর নির্ভরযীল নয় ; বরং ঈমান, ধৈর্য, সংযম ও দৃঢ় সংকলনের উপর নির্ভরযীল। অতপর জিহাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে হিকমত নিহিত রয়েছে তার প্রতি ইঁগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অঙ্গুল রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের একটি দলকে অপর দলের সাহায্যে প্রতিহত করতে থাকেন। আর যদি একটি দলই স্থায়ীভাবে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকতো তাহলে অন্যান্য মানুষের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়তো।

অতপর সেই সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা সর্বদা অজ্ঞ লোকদের অন্তরে দানা বেঁধে থাকে। তাহলো—আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যকার মতভেদ, মতপার্থক্য ও ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্যই যদি নবী-রাসূল পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে দেখা যায় নবী-রাসূলদের আগমনের পরও মতভেদ ও বিবাদ-বিসন্দাদ মেটে না। তাহলে (নাউয়ুবিল্লাহ) আল্লাহ কি এতই দুর্বল যে, তিনি এগুলো দূর করতে চেয়েও দূর করতে পারেননি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, বলপূর্বক মতভেদ-মতপার্থক্য দূর করা

قَلْ تَبَيَّنَ الرَّشْلُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ

অবশ্যই হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে গোমরাহী থেকে। সুতরাং যে কেউ তাগৃতকে
অঙ্গীকার করবে ৩৪১ এবং ঈমান আনবে আল্লাহর উপর

মন ; অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে (ال+رشد)- الرُّشْدُ : - فَدَّ تَبَيَّنَ
-থেকে; সুতরাং (ف+من)- فَمَنْ ; الْغَيِّ (ال+غى)- الْغَيِّ
যে কেউ ; অঙ্গীকার করবে ; - (ب+ال+ঝাগুত)- بِالظَّاغُوتِ - يَكْفُرُ ;
-এবং ; -ঈমান আনবে ; (ب+الله)- بِاللَّهِ - يُؤْمِنُ ; আল্লাহর প্রতি ;

এবং মানুষকে বলপ্রয়োগে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা আল্লাহর ইচ্ছা নয় ;
যদি আল্লাহর এরপ ইচ্ছা হতো তাহলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার কারো কোনো ক্ষমতাই
থাকতো না। অতপর একটি বাক্যের মাধ্যমে সেদিকেও ইংরীত করা হয়েছে, যে মূল
বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল।

তারপর এখানে ইরশাদ হচ্ছে যে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যতোই
পার্থক্য থাক না কেন, আসল ও প্রকৃত সত্য যার উপর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয়
ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে, যা অত্র আয়াতেই বিবৃত হয়েছে, মানুষের মতপার্থক্য
সেই প্রকৃত সত্যে এক বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটা
নয় যে, তা মেনে নেয়ার জন্য মানুষের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে এবং তাদেরকে
এজন্য বাধ্য করা হবে। যে সেই প্রকৃত সত্যকে মেনে নেবে সে নিজেই উপকৃত হবে,
আর যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৪০. অর্থাৎ কাউকে ঈমান আনার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এখানে ‘দীন’ শব্দ
দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কিত সেই আকীদাকে বুঝানো হয়েছে যা ইতিপূর্বে ‘আয়াতুল
কুরসী’তে বর্ণিত হয়েছে এবং উল্লেখিত আকীদার উপর যে পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা
প্রতিষ্ঠিত তাও বুঝানো হয়েছে। অত্র আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের বিশ্বাসগত,
নৈতিক ও কর্মগত যে ব্যবস্থা রয়েছে তা কোনো অমুসলিম ব্যক্তির উপর জোর করে
চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এটা এমন কোনো বিষয়ই নয় যেমন কারো মাথায় বোঝা
চাপিয়ে দেয়া যায়।

৩৪১. ‘তাগৃত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজ বৈধতার
সীমালংঘন করেছে। কুরআন মাজীদের পরিভাষায় ‘তাগৃত’ বলা হয় সেই বান্দাহকে
যে স্বীয় দাসত্বের সীমালংঘন করে নিজেই প্রভু বা মনিব হওয়ার দাবি করে এবং
প্রভুর অন্যান্য দাসকে নিজের দাসত্বে নিয়োজিত করে। আল্লাহর মুকাবিলায় তাঁর
একজন দাসের নাফরমানী ও বিদ্রোহের তিনটি পর্যায় রয়েছে, প্রথম পর্যায় হলো,
বান্দাহ নীতিগতভাবে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করাকে সত্য বলে স্বীকার করে;

فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا إِنْفَصَامَ لَهَاٰ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ
 সে এমন মজবুত রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করলো যা ছিল হওয়ার নয় ;
 আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী ।

۴۴۰ ﴿۱۷﴾ إِلَّا نُرْسَلُ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَأَنَّمَا يُخَرِّجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ ۚ
২৫৭. আল্লাহ-ই তাদের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে, তিনি তাদেরকে অস্কার
থেকে আলোতে বের করে আনেন, ৩৪২

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَيَهُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ
 آরায়া কুফরী করে 'তাগৃত' তাদের অভিভাবক।^{১৪৩} এরা তাদেরকে বের করে
 নেয় আলো থেকে

କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟତ ତାର ବିପରୀତ କରେ, ଏଟାକେ ବଲା ହ୍ୟ ଫିସ୍‌କ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଲୋ, ସେ ଆନ୍ଦ୍ରାହର ଆନୁଗ୍ରତ୍ୟ ଥେକେ ନୀତିଗତଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହ୍ୟେ ନିଜେଇ ସେଞ୍ଚାଚାରୀ ହ୍ୟେ ବସେ ଅଥବା ଆନ୍ଦ୍ରାହ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ ବନ୍ଦେଗୀ କରା ଶୁଳ୍କ କରେ, ଏଟା ହଲୋ କୁଫରୀ । ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଲୋ, ସେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଓ ପ୍ରଭୁ ବିରଳଙ୍କେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ ଅଥବା ତାର ଅନ୍ତିତ୍କେଇ ଅସ୍ଵିକାର କରେ (ନାନ୍ତିକ ହ୍ୟେ) ତାର ରାଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜାଦେର ଉପର ନିଜେର ନିର୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରତେ ଥାକେ । ଏ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଯେ ବାନ୍ଦାହ ପୌଛେ ଯାଯ, ତାକେଇ ତାଗ୍ରତ ବଲା ହ୍ୟ । କୋନୋ ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ ଅର୍ଥେ ମୁ'ମିନ ହୁଓଯାର ଦାବି କରତେ ପାରେ ନା, ଯତୋକ୍ଷଣ ନା ସେ ଏ 'ତାଗ୍ରତର' ଅସ୍ଵିକାରକାରୀ ହବେ ।

৩৪২. 'যুলুমাত' তথা অঙ্ককার দ্বারা অভিভাৱ ও মূৰ্খতাৰ অঙ্ককার উদ্দেশ্য যাৰ কাৰণে মানুষ পথভৰ্ত হয়ে স্বীয় কল্যাণ ও সাফল্যেৰ পথ থেকে দূৰে চলে যায় এবং মূল

إِلَى الظَّمْنِ ، أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

অঙ্কারের দিকে ; তারাই জাহানামের অধিবাসী, তাতেই তারা চিরদিন থাকবে।

إِلَيْ-দিকে ; তারাই -অঙ্কারের ; অ-ঠ-ঠমত- (ال+ঠমত)-الঠমত ; অঠ-ঠমত ; অধিবাসী ; তাতে - জাহানামের ; তারা ; ফিহা ; তাতে ; খল্দুন - (ال+না)- না- চিরদিন থাকবে, স্থায়ী হবে।

সত্যের বিপরীত চলে নিজের সমস্ত শক্তি-প্রচেষ্টাকে ভুল পথে ব্যয় করতে থাকে। আর 'নূর' তথা আলো ধারা সেই সত্যের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে, যে আলোতে মানুষ নিজের স্মৃতি, নিজের ও বিশ্বজাহানের মূল সত্য এবং নিজ জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করে সে অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

৩৪৩. 'তাগৃত' শব্দটিকে এখানে তার বহুবচন 'তাওয়াগীত' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র একটি তাগৃতের জিজীরেই আবক্ষ হয় না ; বরং অনেক 'তাগৃত'-ই তার উপর চেপে বসে। এক তাগৃত হলো শয়তান। সে মিথ্যা ও নিত্য নতুন প্রলোভনকে মনোরম মোড়কে তার সামনে পেশ করে। দ্বিতীয় 'তাগৃত' হলো মানুষের স্বীয় নফস, যা মানুষকে আবেগ ও লালসার গোলাম বানিয়ে নিয়ে তাকে জীবনের বক্র পথসমূহে টেনে নিয়ে ফেরে। এভাবে অসংখ্য 'তাগৃত' জগতে ছড়িয়ে আছে—আল্লাহর বিধানের অবাধ্য স্তু ও সন্তান, আঞ্চীয়-স্বজন, তাই-বেরাদার ও বংশ, বন্ধু-বাঙ্কুব সমাজ-জাতি, নেতা-দেশ, শাসক ইত্যাকার সবই মানুষের জন্য এক একটি 'তাগৃত'। এ তাগৃতসমূহের প্রত্যেকটিই মানুষকে নিজ উদ্দেশ্যের দাসত্ব করাতে থাকে। মানুষ এ অসংখ্য মালিকের দাস হয়ে কোন্ প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে এবং কোন্ প্রভুর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এ ধার্ষায় ব্যস্ত থাকে।

৩৪ কুকু' (আয়াত ২৫৪-২৫৭)-এর শিক্ষা

১ / আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদাত ও মূয়ামালাত নির্জরশীল। তাই গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার এখনই সময়, পরকালে কোনো ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, তাই তখন সম্পদও কোনো কাজে আসবে না।

২ / আধিরাতের সেই কঠিন দিনে বহুত্বও কোনো কাজে আসবে না। কারো সুপারিশও কোনো কাজে লাগবে না ; তবে আল্লাহ যদি কাউকে সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেন, সেই একমাত্র সুপারিশ করতে পারবে।

৩ / 'আয়াতুল কুরসী' থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষা পাওয়া যায়।

(ক) আল্লাহই একমাত্র ইলাহ ইওয়ার যোগ্য সত্তা।

- (৷) তিনি সদা-সর্বাঙ্গ জীবিত চিরস্থায়ী, চিরজীব !
- (গ) তিনি নিজে নিজেই বিদ্যমান !
- (ঘ) আল্লাহ তাআলা শ্রান্তি-ক্রান্তি, তন্ত্রা, নির্দা ইত্যাদি সৃষ্টিগত সুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র !
- (ঙ) আকাশ ও যমীনের মধ্যকার সবকিছুর তিনিই একমাত্র অধিকারী !
- (চ) আবিরাতের বিচার দিনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউই কোনো ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে না !
- (ছ) অভীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সম্পর্কে একমাত্র তিনিই অবগত !
- (জ) আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের কোনো অংশবিশেষ কেউ আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি কাউকে যদি কিছু জ্ঞান দান করেন কেবল সে-ই তত্ত্বকু জ্ঞান পেতে পারে !
- (ঝ) আল্লাহ তাআলার কর্তৃত ও ক্ষমতা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে !
- (ঝঁ) আল্লাহ তাআলার পক্ষে আসমান-যমীনের হিফায়ত বা রক্ষণাবেক্ষণ কোনো প্রকার কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ নয় !
- (ট) তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও অতিশয় মহান !
- ৪। (ক) ধীন গ্রহণের ব্যাপারে কারো উপর কোনোক্ষণ জোর-জবরদস্তি করা যাবে না ; তবে যারা ধীনকে গ্রহণ করে নিয়েছে তাদেরকে তা পালন করার জন্য অবশ্যই তাকীদ দিতে হবে !
- (খ) ধীন ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ তার বিধি-নিষেধ মান্য করতে অনীহা প্রকাশ করলে সরকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তা মান্য করতে তাকে বাধ্য করবে !
- ৫। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়াত ও গোমরাহীর পথকে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।
- ৬। যারা তাগুতকে অঙ্গীকার করে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে চলবে, তাদের কোনো প্রকার সত্ত্ব বিচ্ছিন্নির ভয় নেই।
- ৭। মুমিনদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অক্ষকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন।
- ৮। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হলো ‘তাগুত’। তারা তাদেরকে আলো থেকে অক্ষকারে নিয়ে যায়।

সূরা হিসেবে রঞ্জু'-৩৫
পারা হিসেবে রঞ্জু'-৩
আয়ত সংখ্যা-৩

٤٧) الْمَرْتَلُ الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتِهِ اللَّهُ الْمَلْكُ

২৫৮. তুমি কি দেখেনি^{৩৪} তাকে, যে বাদানবাদে লিঙ্গ হয়েছিস ইবরাহীমের সাথে^{৩৫} তার প্রতিপালকের
ব্যাপারে? এজন্য যে, তাকে আল্লাহ ব্রাজ্ঞ দিয়েছিলেন।^{৩৬}

৩৪৪. উপরে দাবি করা হয়েছিল যে, মুমিনের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি তাকে অঙ্ককার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের সাহায্যকারী হলো তাগৃত। তারা তাকে আলো থেকে অঙ্ককারে টেনে নিয়ে যায়। এখানে তা সুস্পষ্ট করার জন্য উপমাব্রহণ তিনটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম উপমা এমন এক ব্যক্তির যার সামনে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে মূল সত্য পেশ করা হয়েছে এবং সে এ যুক্তি-প্রমাণের মুকাবিলায় নির্বাক (নিরুন্নৰ) হয়ে গেছে। কিন্তু সে যেহেতু “তাগৃত”-এর হাতে তার লাগাম দিয়ে রেখেছে সেহেতু সত্য তার সামনে প্রতিভাত হয়ে যাওয়ার পরও আলোতে না এসে বরং অঙ্ককারেই ঘুরে মরতে থাকলো।

ପରବତୀ ଦୁଟୋ ଉପମା ଏମନ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାରା ଆଲ୍ଲାହର ସାହାଯ୍ୟେର ଦିକେ ହାତ ବାଡ଼ିଯେଛେ, ତାହି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ତାଦେରକେ ଅନ୍ଧକାର ଥିକେ ଆଲୋତେ ବେର କରେ ଏଣେଛେନ ଏବଂ ପଦ୍ମର ଅନ୍ତରାଳେ ଗୋପନ ସତ୍ୟକେଓ ତାଦେରକେ ଚାକ୍ଷୁଭାବେ ଦେଖିଯେ ଦିଯେଛେନ ।

৩৪৫. বাদানুবাদে লিখ্ত ব্যক্তিটি 'নমরুদ', যে হ্যারত ইবরাহীম (আ)-এর মাত্তুমি ইরাকের বাদশাহ ছিল। এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, বাইবেলে তার প্রতি কোনো ইঙ্গীত নেই, তবে তালমূদে এর পূর্ণ বিবরণ উল্লেখিত আছে এবং তার সাথে কুরআন মাজীদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হ্যারত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা নমরুদের রাজ-দরবারের প্রধান কর্মকর্তা (Chief Officer of the State) ছিলো। হ্যারত ইবরাহীম (আ) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার আরম্ভ করলেন এবং মন্দিরে চুকে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। তখন তাঁর পিতা স্বয়ং বাদশাহর দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো, তারপরই নমরুদের সাথে এখানে উল্লেখিত কথোপকথন হয়েছিল।

৩৪৬. অর্থাৎ এ বিবাদের কারণ ছিল—ইবরাহীম (আ) কাকে নিজের প্রতিপালক হিসেবে মানেন। আর এ বিবাদের সূত্রপাত এজন্য হয়েছে যে, নমরদকে আল্লাহ তাআলা শাসন কর্তৃত্বান করেছিলেন। এখানে উল্লেখিত বাক্য দুটোতে ঝগড়ার যে ধরন-প্রকৃতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তা বুঝার জন্য নিম্নোক্ত মূল বিষয়গুলো দৃষ্টির সামনে থাকা প্রয়োজন :

এক : অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুশরিক সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে 'রবুল আরবাব' তথা সকল প্রতিপালকের প্রতিপালক ও সকল খোদার খোদা, পরমেশ্বর হিসেবে মানতো ; কিন্তু তাঁকেই একমাত্র প্রতিপালক, একমাত্র খোদা বা একমাত্র উপাস্য মানতো না।

দুই : আল্লাহ তাআলার কর্তৃত-সার্বভৌমত্বকে মুশরিকরা দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এর একটি হলো আল্লাহর অতিথাকৃতিক তথা Super natural ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, যার কর্তৃত কার্য্যকারণ পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত। মুশরিকরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও সংকট উত্তরণের জন্য এই পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে পুন্যাদ্যা, ফেরেশতা, জিন, নক্ষত্র এবং অন্যান্য অগণিত সত্তাকে শরীক করে। তাদের নিকট প্রার্থনা করে। তাদের সামনেই আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ সম্পাদন করে। তাদের আন্তর্নায় নজর-নেয়াজ পেশ করে।

আর তার অপরটি হলো, তামাদুনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষমতা কর্তৃত্ব। জীবন বিধান নির্ধারণ ও নির্দেশের আনুগত্য লাভের অধিকার এ ধরনের ক্ষমতা কর্তৃত্বের অধীনে থাকে পার্থিব যাবতীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে নির্দেশ জারী করার পূর্ণ এখতিয়ার। এ দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়ী কর্তৃত্বকে দুনিয়ার সকল মুশরিক আল্লাহর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অথবা তার সাথে রাজ-পরিবার, ধর্মীয় পুরোহিত এবং সমাজের পূর্বাপর নেতৃদের মধ্যে বল্টন করে দিয়েছে। অধিকাংশ রাজ-পরিবার এ দৃষ্টিকোণ থেকে খোদায়ীর দাবিদার হয়েছে। তাদের এ দাবিকে শক্তিশালী করার জন্য এরা নিজেদেরকে প্রথম অর্থে খোদায়ীর দাবিদারদের সন্তান বলে দাবি করেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছে।

তিনি : নমরদের খোদায়ী দাবি ও উপরোক্ষিত দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্বের অঙ্গীকারকারী ছিলো না। সে তো এমন দাবি করেনি যে, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ব ব্যবস্থাপক সে। তার বক্তব্য এও ছিলো না যে, বিশ্বের যাবতীয় কার্য্যকারণ পরম্পরার উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। বরং তার দাবি ছিল—ইরাক রাজ্য ও তার অধিবাসীদের একমাত্র অধিপতি ও শাসক আমি, আমার মুখের কথাই আইন, আমার উপর এমন কারো ক্ষমতা কর্তৃত্ব নেই, যার সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ইরাকের এমন প্রত্যেক বাসিন্দাই দেশদ্বোধী ও গান্দার বলে বিবেচিত হবে, যে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে 'রব' মেনে না নিবে অথবা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে রব মানবে।

إذ قَالَ إِبْرَهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا أَنَا أُحِبُّ وَأُمِيَتُ
يَখন ইবরাহীম বলেছিল, আমার প্রতিপালক তো তিনি যিনি জীবনদান করেন এবং
মৃত্যু ঘটান। সে বললো, আমিও জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই।

قَالَ إِبْرَهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا
ইবরাহীম বললো, আল্লাহ তো নিচিতভাবে সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন,
সুতরাং তুমি তা উদিত করো

مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
পশ্চিম দিক থেকে ! তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো যে কুফরী করেছিল ।^{৩৪১} আর
আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

إذ—যখন ;—বলেছিল ;—ইবরাহীম ;—رَبِّي—(রব+ي)—আমার প্রতিপালক;
—الَّذِي—তিনি যিনি;—يَعْلَمُ—জীবনদান করেন ;—وَ—এবং—مُبْتَدَأ—মৃত্যু ঘটান ;
—يَأْتِي—আমি;—أَحِبُّ—জীবন দান করি;—وَ—এবং—مُمِيت—মৃত্যু ঘটাই;—বললো;
—الَّذِي—ইবরাহীম;—فَإِنَّ—আল্লাহ;—عَلَيْهِ—উদিত করেন, আনেন;
—فَأَتَ—(ال+মধ্যে) —الْمَشْرِقِ—মূর্যকে;—مِنَ—থেকে;—بِالشَّمْسِ—(ব+ال+শম্স)-
—الْمَغْرِبِ—(ال+পশ্চিম) —فَبِهِتَ—(ব+হেত)-—فَبِهِتَ—(ব+হেত)-
—الَّذِي—তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো;—يَهْدِي—(মগ্রিব পশ্চিম দিক)
—كَفَرَ—কুফরী করেছিল ;—وَ—আর ;—الَّهُ—আল্লাহ ;—لَا—লায়েহী ;—হিদায়াত দান করেন না;
—الْقَوْمُ—সম্প্রদায়কে ;—الْظَّالِمِينَ—যালিম ।

চার : ইবরাহীম (আ) যখন বললেন, আমি একমাত্র বিশ্঵প্রতিপালক আল্লাহ
তাআলাকেই মাঝুদ ও রব মানি, আর তাঁকে ছাড়া অন্য সকল প্রভু ও উপাস্যের
অঙ্গীকারকারী, তখন শুধু এ প্রশ্নাই দেখা দেয়নি যে, জাতীয় ধর্ম ও ধর্মীয় উপাস্যদের
ব্যাপারে ইবরাহীম (আ)-এর নতুন আকীদা-বিশ্বাস কতোটুকু সহজ করার মতো ; বরং
এ প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, নমরাদের রাষ্ট্র ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা-কর্তৃত্বের উপর
ইবরাহীম (আ)-এর নতুন আকীদার দ্বারা যে আঘাত আসবে তাকে কি করে পাশ
কাটানো যায়। আর এজন্যই ইবরাহীম (আ)-কে দেশদ্রোহিতার অপরাধে নমরাদের
সামনে আনয়ন করা হয়।

৩৪৭. নমরাদের সাথে বাদানুবাদে ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম বাক্যে একথা যদিও
সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রব নেই, তারপরও নমরাদের

④) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيبٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يَحْيِي

২৫৯. অথবা (তুমি কি দেখোনি) এমন ব্যক্তিকে, যে এমন এক জনপদ অভিক্রম করছিল এমন অবস্থায় যে, তার বাড়ি-ঘরগুলো খৎস হয়ে ছাদের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল ?^{১৪৪} সে বললো, কিভাবে জীবিত করবেন

هُنَّا اللَّهُ بَعْلَ مَوْتَهَا فَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ

আল্লাহ একে এর মৃত্যুর পর !^{১৪৫} অতপর আল্লাহ তাকে এক শত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন ; তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন ; বললেন-

(১৫) ও-অথবা ; কালান্তি (أ.ك.الآن)- এমন ব্যক্তিকে যে ; মর-অভিক্রম করছিল ;
 -خَاوِيَةٌ ; -হী-সেগুলো ; -এবং -و' ; -এক জনপদ ; -عَلَى قَرِيبٍ)-
 হয়ে উপুড় হয়ে পড়েছিল ; -عَلَى-উপর ; -এগুলোর ছাদের উপর ; ত-সে
 বলগুলো ; -أَنِّي-কিভাবে ; -هُنَّا-একে ; -اللَّهُ-আল্লাহ ; -بَعْدَ-পর ;
 (ف+أَمَاتُهَا)-অতপর তিনি তাকে মৃত
 অবস্থায় রাখলেন ; -مَائَةَ (مৃত+হা)- মৃত্যুর পর ; -عَامٍ-এক শত ;
 -بَعْثَهُ-তারপর ; -اللَّهُ-আল্লাহ ; -مَائَةَ-এক শত ; -عَامٍ-বছর ;
 -ثُمَّ-তারপর ; -بَعْثَهُ-তাকে পুনর্জীবিত করলেন ; -لَتْ-তিনি বললেন ;

হঠকারী ও নির্জন জবাবের কারণে ইবরাহীম (আ) যখন দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করলেন তখন আর তার হঠকারিতার কোনো সুযোগই রইলো না। নমরুদ নিজেও জানতো যে, চন্দ-সূর্য সেই মহান আল্লাহরই নির্দেশের অধীন যাকে ইবরাহীম (আ) রব বলে মেনে নিয়েছেন ; এরপর তার বলার আর কি থাকতে পারে ? কিন্তু এভাবে যে অমোদ সত্য তার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল তাকে এহণ করে নেয়ার অর্থ তার স্বাধীন-ব্রেছাচারী ক্ষমতা-কর্তৃত থেকে সরে দাঁড়ানো, যার জন্য তার সীমালংঘনকারী মানসিকতা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। কাজেই তার পক্ষে নির্বাক-নির্মতুর হওয়াই ব্রাতাবিক ছিল। আত্মপূজার অঙ্গকার ডিঙিয়ে সত্য পূজার আলোতে আসা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। সে যদি তাগুতের পরিবর্তে আল্লাহকে নিজের অভিভাবক ও সাহায্যকারী বানিয়ে নিতো, তাহলে হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর এ তাবলীগের পর তার জন্য সঠিক পথটি উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

তালমুদে বর্ণিত আছে যে, তারপর নমরুদের নির্দেশে ইবরাহীম (আ)-কে কারারুদ্ধ করা হলো। দশ দিন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। অতপর বাদশাহর পরামর্শ পরিষদ তাঁকে জীবিত অগ্নিদণ্ড করার সিদ্ধান্ত পেশ করলো। এরপরই তাঁকে জলন্ত অগ্নি গহ্বরে নিক্ষেপ করার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা কুরআন মাজিদের সূরা আল আবিয়ার ৫ম রূক্ত ; সূরা আল আনকাবুতের ২-৩ রূক্ত এবং সূরা আস সাফকাতের ৪৮ রূক্ত তে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৮. খৎসপ্রাণ বসতি এলাকা কোনটি ছিলো এবং লোকটিই কে ছিলো—তা জানার প্রয়োজন নেই। এখানে জানার বিষয় হলো ঘটনা উল্লেখের উদ্দেশ্য। তাহলো,

كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ
তুমি কতোকাল অবস্থান করলে ? সে বললো, একদিন বা এক দিনের অংশবিশেষ
তিনি বললেন, তুমি বরং অবস্থান করেছো

مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۖ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ
এক শত বছর। অতএব তুমি দৃষ্টিপাত করো তোমার খাদ্যের প্রতি এবং তোমার
পানীয়ের প্রতি, যা পঁচে যায়নি ; আর দেখো তোমার গাধার প্রতি

وَلَنْجَعِلَكَ أَيَّةً لِلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُ هَاشِرَنَكُسوهَا
আর (এটা এজন্য করেছি) যাতে তোমাকে মানুষের জন্য নির্দশন বানাতে পারি ;^{৩০} তারপর দেখো হাড়গুলোর
প্রতি, কিভাবে আমি এগুলোকে সংযোজিত করি অতপর আবরণ পরাই

- ক-কতোকাল ; - তুমি অবস্থান করেছিলে; - কল- লিষ্ট ; - আমি
 অবস্থান করেছিলাম ; - একদিন ; - অথবা ; - দিনের অংশবিশেষ ;
 عَامٌ - مائة - এক শত ; - তুমি অবস্থান করেছো ; - بَلْ - لَبِثْتَ ; - বরং -
 - বছর ; - অতএব তুমি দৃষ্টিপাত করো ; - অ- - প্রতি ; - طَعَامِكَ - فَانظُرْ
 তোমার খাদ্যের ; - শরاب+ك)- - শ্রাব+ك)- - শ্রাব+ك)- - শ্রাব+ك)- -
 - এবং - তোমার পানীয়ের ; - ও - অ- - প্রতি ; - و - অ- - প্রতি ; - ও -
 - তা পঁচে যায়নি ; - হিমার+ক)- - হিমার+ক)- - হিমার+ক)- -
 আর ; - আর ; - দেখো ; - অ- - প্রতি ; - ও - অ- - প্রতি ; - ও -
 গাধার ; - আর বানাতে পারি তোমাকে ; - ل+جعل+ك)- - لَنْجَعِلَكَ ; - و -
 - নির্দশন ; - أَنْظُرْ - মানুষের জন্য ; - و - دেখো ; - أَنْظُرْ - لِلنَّاسِ -
 - প্রতি ; - نُنْشِرُ - নেশের হাতে ; - هَاشِرَنَ - হাশের হাতে ; - كিভাবে ; -
 তা সংযোজিত করি ; - هَا - অতপর ; - هَا - আবরণ পরাই ; - نَكْسُوهَا -

যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্বীয় অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তাকে আল্লাহ কিভাবে আলো
 দান করেছেন। ব্যক্তি ও স্থান নির্ণয় করার না আমাদের নিকট কোনো মাধ্যম রয়েছে
 আর না এতে আছে কোনো উপকারিতা। অবশ্য পরবর্তী বর্ণনায় এটা প্রকাশ পেয়েছে
 যে, যার কথা উল্লেখিত হয়েছে তিনি নিশ্চয় কোনো নবী ছিলেন।

৩৪৯. এ প্রশ্নের দ্বারা এটা বুঝায় না যে, সে বুর্গ ব্যক্তি মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার
 ব্যাপারটি অঙ্গীকার করেন বা তাঁর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল। বরং তিনি মূল
 সত্যকে চাকুরভাবে উপলব্ধি করতে চাছিলেন, যেমনি আংশিয়া (আ)-কে প্রত্যক্ষ
 করানো হয়ে থাকে।

لَهَا فَلِمَا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
গোশতের ; অতপর তার নিকট যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো (সত্য) সে বললো, “আমি
জানি, আল্লাহ অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান ।”

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْكِي الْمَوْتَىٰ قَالَ
২৬০. আর (স্বরণ করো) যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে
দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন ? তিনি বললেন,

أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلِي وَلِكِنْ لِيَطْمِئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُلِّ
তুমি কি বিশ্বাস করো না ? সে বললো, হাঁ, তবে যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ
করে ; ^{৩০} তিনি বললেন, তাহলে ধরে আনো

أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَفْنَ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْتَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ
চারটি পাখি ; তারপর তোমার বশীভূত করে নাও সেগুলোকে,
এরপর রেখে দাও বিভিন্ন পাহাড়ের উপর

ل : - গোশতের - তুমি কি বিশ্বাস করো না ? - সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো -
- অতপর যখন - تَبَيَّنَ (f+لسا) - فَلِمَا ; - (অতপর যখন) ;
- তার নিকট - قَالَ ; - سে বললো ; - أَعْلَمُ - آর্নি ; - أَنْ - অবশ্যই ;
- أَنَّ - اللَّهَ - আল্লাহ ; - كুলি - قَدِيرٌ ; - সর্বশক্তিমান । ^{২৬০}
- وَ - আর ; - أَذْ - উপর ; - شَيْءٍ - যখন ; - قَالَ - বললো ; - رَبِّ - ইবরাহীম ;
- أَرْنِي - আপনি ; - لِيَطْمِئِنَ - প্রতিপালক ; - قَلْبِي - কিভাবে ; - كَيْفَ - জীবিত
- الْمَوْتَىٰ - মৃতকে ; - تَبَيَّنَ - বিশ্বাস করো না ; - أَوْ - তুমন ; - لِمْ - তুমন -
- تَوْمَن - তিনি বললেন ; - وَ - তবে ; - لِكِنْ - বললো ; - بَلِي - হাঁ ;
- لِيَطْمِئِنَ - প্রতিপালক ; - قَلْبِي - কিভাবে ; - قَالَ - তিনি বললেন ;
- يাতে প্রশান্তি লাভ করে ; - أَجْعَلْتَ - আমার অন্তর ; - قَلْبِي - পাখি ;
- أَرْبَعَةَ - চারটি ; - مِنَ - থেকে ; - جَبَلٍ - তাহলে ধরে আনো, ধরো লও ;
- الطَّيْرِ - পাখ ; - فَخُذْ - (f+خذ) - ধর ; - قَلْبِي - আমার অন্তর ;
- فَصَرَفْنَ - তারপর বশীভূত করো ; - هَنْ - পাখি ; - قَصْرُهُنْ - তোমার প্রতি ;
- إِلَيْكَ - তোমার প্রতি ; - عَلَى - কুলি ; - أَجْعَلْ - এরপর ; - دَأْ - রেখে দাও ;
- بَلِي - বিভিন্ন ; - جَبَلٍ - পাহাড়ের ;

৩৫০. শত বছর পূর্বে যার মৃত্যু ঘটেছিল তার জীবিত ফিরে আসাটা তার
সমকালীন লোকদের নিকট একটি নির্দশনই বটে ।

৩৫১. অর্থাৎ সেই প্রশান্তি যা প্রত্যক্ষ দর্শনের ধারা লাভ হয় ।

مِنْهُ جَزْءٌ أَثْرَادُهُنَّ يَا تَيْنَكَ سَعِيًّا دَوَاعِلَرَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

সেগুলোকে খও খও করে ; তারপর তাদের ডাকো সেগুলো তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে । আর জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ ।^{৭১}

—মেন্হـ—সেগুলোকে ; —খও খও করে ; —জـ—তারপর ; —أـ—তাদের ডাকো ; —مـ—তোমার নিকট চলে আসবে ; —سـ—দৌড়ে ; —أـ—জেনে রাখো ; —أـ—অবশ্যই ; —الـ—আল্লাহ ; —عـ—পরাক্রমশালী ; —حـ—মহাবিজ্ঞ ।

৩৫২. কেউ কেউ এ ঘটনা এবং পূর্বোক্ত ঘটনাটির অভূত অভূত ব্যাখ্যা করেছে । কিন্তু আবিয়া (আ)-এর সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্কের যে ধরন তা ভালোভাবে হৃদয়ে বক্ষমূল করে নিতে পারলে এ সম্পর্কে কোনো গোঁজায়িলপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন হয় না । সাধারণ মু'মিনদের দুনিয়ার জীবনে ইমানের যে দাবি পূরণ করতে হয়, সেজন্য দুনিয়ার জীবনে তথা অদৃশ্যে ইমান আনাই যথেষ্ট । কিন্তু আবিয়া আলাইহিমুস সালামকে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য সেসব মূল সত্যসমূহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন যে সত্যের প্রতি ইমান আনার জন্য তাঁরা দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দিতে আদিষ্ট হয়েছেন । তাঁদেরকে তো দুনিয়াবাসীকে সর্বশক্তি দিয়ে একথা বলতে হয় যে, তোমরা তো আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে বলছো ; কিন্তু আমরা তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেই বলছি । তোমাদের নিকট রয়েছে অনুমান আর আমাদের নিকট রয়েছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ; তোমরা অক, আর আমরা চক্ষুস্থান । এজন্যই আবিয়ায়ে কিরামের সামনে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে আসতেন । নবীদেরকে আসমান-যমীনে পরিচালন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে । তাঁদেরকে জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখানো হয়েছে এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনও প্রদর্শনী করে দেখানো হয়েছে । নবীগণ নবুওয়াতের দায়িত্ব আসার পূর্বেই ইমান বিল গায়েবের পর্যায় অতিক্রম করে থাকেন ; নবুওয়াতের দায়িত্ব আসার পর তাঁরা ইমান বিশ শাহাদাত তথা চাকুর জ্ঞানের মাধ্যমে ইমানের নিয়ামত প্রাপ্ত হন । আর এ নিয়ামত শুধুমাত্র তাঁদের জন্য নির্ধারিত । (বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা হৃদের টীকা ১৭, ১৮, ১৯ ও ৩৪ দ্রষ্টব্য ।)

৩৫ ঝুক' (আল্লাত ২৫৮-২৬০)-এর শিক্ষা

- ১ / ইসলাম মানব জাতির জন্য সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত ; আর কুফর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ।
- ২ / কাফির-মুশন্নিকদের সাথে বক্তৃত করার সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তারা মানুষকে আলো থেকে অক্ষকারের দিকে নিয়ে যাও ।
- ৩ / ইসলামের সত্যতা প্রকাশের বার্তা প্রয়োজনবোধে বিকল্প শক্তির সাথে বিতর্ক করা বৈধ ।

৪। মৃতকে জীবিত করার প্রতিম্যা দেখতে চাওয়ার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা ছিল তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য—অবিশ্বাসের জন্য নয় ।

৫। ঈমান ও এতমীনান-এ পার্থক্য রয়েছে । ঈমান সেই ইচ্ছাধীন দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে যা মানুষ রাসূল (স)-এর কথায় কোনো অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে । আর ‘এতমীনান’ অন্তরের সেই দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে যা প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয় ।

৬। আল্লাহ তাআলা ‘পরাক্রমশালী’ বলে আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তা বুঝানো হয়েছে ।

৭। ‘হাকীম’ তথা প্রজ্ঞাময় বলে বুঝানো হয়েছে যে, কোনো বিশেষ হিকমতের কারণে মানুষকে এ পৃথিবীতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করে তা প্রত্যক্ষ করানো হয় না ; নচেৎ তা মানুষকে প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন কিছু নয় ।

সূরা হিসেবে রুকু'-৩৬
পারা হিসেবে রুকু'-৪
আয়াত সংখ্যা-৬

মَثْلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلٍ حَبَةٌ

২৬। যারা^{১০০} নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে^{১০১}

তার দৃষ্টান্ত একটি শস্যদানার মতো

(اموال+هم)- مَثَلُ -دৃষ্টান্ত ; -الذينَ -يَنْفِقُونَ ; -যারা ব্যয় করে; تাদের^{১০২} -أَمْوَالُهُمْ ; -آتَاهُمْ ; -مَثَلٌ -حَبَةٌ ; -آتَاهُمْ ; -فِي سَبِيلِ -اللَّهِ ; -পথে ; -آتَاهُمْ ; -مَتো ; -একটি
শস্যদানার ;

৩৫৩. এখানে আলোচনার ধারাবাহিকতা সেদিকেই অব্যাহত রয়েছে যা ৩২ রুকু'তে আলোচনা চলছিল। উক্ত আলোচনার প্রারম্ভেই ইমানদারদের আহ্বান জানানো হয়েছিল যে, যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তোমরা ইমান এনেছো, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই তোমাদের জীবন ও সম্পদের কুরবানী স্বীকার করো। তবে যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দলের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিজ দলীয় বা জাতীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে নিছক উন্নত পর্যায়ের একটি নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধিধায় অর্থ ব্যয় করতে উদ্বৃদ্ধ করা যেতে পারে না। অর্থ পূজারী লোকেরা অর্থেপার্জনের জন্যই বেঁচে থাকে এবং অর্থ অর্থ করেই জীবনপাত করে এবং যাদের দৃষ্টি সদা-সর্বদা লাভ-লোকসানের দাঢ়ীপাল্লার উপর নিবন্ধ থাকে তারা কখনো কোনো মহান উদ্দেশ্যের জন্য কিছু করতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে কিছু ব্যয় করতে দেখা গেলেও প্রথমে তারা নিজের পরিবারের, বংশের বা জাতীয় স্বার্থের হিসাব করে নেয়। এরপ মানসিকতা সম্পন্ন লোক সেই দীনের পথে এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না, যে দীনের চাহিদা হলো—পার্থিব লাভ-ক্ষতি উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য নিজের সময়, শক্তি-সামর্থ্য ও অর্জিত অর্থ ব্যয় করা। এ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক ভিন্নতর নৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। এজন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, বিরাট মনোবল, উদার মন-মানস, সর্বোপরি আল্লাহর সত্ত্বটি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন। আর সামষ্টিক জীবনের বিধি-বিধানেও এমন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন যাতে ব্যক্তির চরিত্রে অর্থ পূজার পরিবর্তে উল্লেখিত নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিক্রিয় লাভ করে। এজন্যই এখান থেকে ক্রমাগত তিন রুকু' পর্যন্ত এ মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্য হিদায়াত দান করা হয়েছে।

৩৫৪. সম্পদ ব্যয় নিজ প্রয়োজন পূরণে হোক বা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণে হোক অথবা তা আঞ্চলিক-স্বজনের দেখা শুনায় ব্যয় হোক, হোক তা অভাবী-দরিদ্রদের

ଅନ୍ତରେ ଶୁଭାବଳୀ କିମ୍ବା ପରିମାଣରେ ଦେଖିବା
ଯା ଆହୁରିତ କରେ ସାତଟି ଶୀର୍ଷ, ପ୍ରତି ଶୀର୍ଷେ ଏକ ଶତ ଶସ୍ତରାନ୍ତା;
ଆର ଆହୁରିତ ବହୁ ଶୁଣେ ବନ୍ଦି କରେ ଦେନ

لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ^{۱۴۷} الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ
যাকে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ অভ্যন্ত মুক্তহস্ত^{১৪৮} সর্বজ্ঞ। ২৬২. যারা নিজেদের
সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে

ثُرَّا يَتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَا وَلَا أَذْىٰ لَهُ أَجْرٌ هُوَ عِنْدَ رَبِّهِ
 অতপর তারা যা ব্যয় করেছে তার পেছনে থাকে না কোনো ঝোঁটা আর না কোনো
 যত্ন ; তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রতিদান।

সাহায্যার্থে বা জনকল্যাণমূলক কাজে অথবা দীনের প্রচারে ও জিহাদে, যে কোনোভাবেই তা ব্যয় করা হোক না কেন তা যদি আল্লাহর কানুন মোতাবেক হয় এবং নিচক আল্লাহর সত্ত্বাটি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩৫৫. অর্ধাং যতোটুকু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মানুষ আল্পাহর পথে সম্পদ ব্যয় করবে, ঠিক ততোটুকু অধিক প্রতিদান সে আল্পাহর পক্ষ থেকে পাবে। যে আল্পাহ একটি শস্যদানাতে এতো বরকত দান করেন যে, তা থেকে সাত শত দানার উদগম হতে পারে, তাঁর জন্য এটা ঘোটেই কঠিন নয় যে, তোমাদের দান-খয়রাতকে একইভাবে বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের দানের একটি টাকাকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে তোমাদেরকে ফেরত দেবেন। এ মূল সত্যকে বর্ণনা করার পর আল্পাহ

وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرِيْعَزْنُونَ ﴿٤﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَبِيرٌ

আর তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দৃঢ়খিতও হবে না।^{৩৫৪}

২৬৩. বিন্দ্র কথা বলা এবং ক্ষমা করা উভয়

مِنْ صَلَقَةٍ يَتَبَعَّهَا أَذْىٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٥﴾ يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا

সেই দানের চেয়ে, যার পেছনে থাকে যত্ননা ; আর আল্লাহ সম্পদশালী পরম

সহিষ্ণু।^{৩৫৫} ২৬৪. হে যারা ঈমান এনেছো

—আর ; আর ; নেই কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ (على+هم) — لَا خُوفٌ ; وَ—
 —না তারা ; بَلْ —হবে দৃঢ়খিত। ﴿৫﴾ —কথা, বঙ্গব্য ; مَعْرُوفٌ —বিন্দ্র ;
 —এবং ; — ক্ষমা ; حَلِيمٌ —উভয় ; — চেয়ে ; صَدَقَةٌ —সেই দানের ; يَتَبَعَّهَا ;
 — আর — اللَّهُ ; — আর — أَذْىٌ ; — যত্ননা ; — আর — أَذْىٌ ; — আল্লাহ ;
 — সম্পদশালী ; — পরম সহিষ্ণু। ﴿৫﴾ يَا يَاهَا (يَا+أَي+هَا) — حَلِيمٌ ;
 —ঈমান এনেছো ;

তাআলার দুটি শুণবাচক নামের উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হলো, তিনি ‘ওয়াসিউন’ তথা মুক্তহস্ত ; তাঁর হাত সংকীর্ণ নয় যে, তোমাদের বাস্তব কাজ যতোটুকু বৃদ্ধি ও প্রতিদান পাবার যোগ্য, তা তিনি দিতে সক্ষম হবেন না। উল্লেখিত দ্বিতীয় শুণ হলো, ‘আলীম’ তথা সর্বজ্ঞ অর্থাৎ তিনি এমন উদাসীন নন যে, যাকিছু তোমরা ব্যয় করছো এবং যে ধরনের আন্তরিকতার সাথে করছো সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত থেকে যাবেন আর তোমরা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

৩৫৬. অর্থাৎ তাদের জন্য না কোনো বিপদ রয়েছে, আর না তাদের প্রতিদান বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর কখনও এমন কোনো অবস্থাও সৃষ্টি হবে না যে, তাদের এ দান-খয়রাতের জন্য লজ্জিত হতে হবে।

৩৫৭. এই একটি বাক্যে দুটো বিষয় বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো, আল্লাহ তোমাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী নন। দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহ তাআলা যেহেতু অতীব সহনশীল, তাই তিনি এমন লোকদেরকেই পদন্দ করেন যারা নীচ ও সংকীর্ণমূল্য নয় ; বরং প্রশংস্ত হৃদয় ও সহনশীল। যে আল্লাহ তোমাদেরকে অফুরণ্ত জীবনোপকরণ দান করেন এবং বারবার অপরাধ করা সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তিনি এমন লোককে কিভাবে পদন্দ করতে পারেন যে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে থেতে দিলো আর খোঁটা দিতে দিতে তার সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিলো। এ প্রসংগেই হাদীস শরীফে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সাথে কথা

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنَّ وَالْأَذْى «كَالَّذِي يَنْفِقُ مَا لَهُ رَئَاءُ النَّاسِ

ତୋମରା ବରବାଦ କରୋ ନା ତୋମାଦେର ଦାନ-ଖୟରାତ ଖୌଟା ଓ ଯଜ୍ଞନା ଦିଲ୍ଲେ, ସେଇ
ଲୋକେର ଯତ, ଯେ ତାର ସମ୍ପଦ ମାନୁଷକେ ଦେଖାନ୍ତୋର ଜଳ୍ଯ ବ୍ୟପ୍ତ କରେ

وَلَا يُؤْمِنُ بِاٰسِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ইমান রাখে না ;^{৩৮} সুতরাং তার উদাহরণ

একটি মসৃণ পাথরের মতো তার উপর কিছু মাটি,

فَاصَابَهُ وَأَبْلَغَ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْلِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا إِنَّمَا

তারপর তার উপর বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি, অতপর তাকে রেখে দিলো পরিষ্কার

କରେ;^{୩୨} ତାରା ଯା ଉପାର୍ଜନ କରେଛି ତାର କିଛୁବିରେ ତାରା ଅଧିକାରୀ ହଲୋ ନା

ବଲା ଓ ଅନୁଧାରେ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଉପର ପ୍ରଦାନ କରା ଥିଲେ ତାକେ ବନ୍ଧିତ ରାଖିବେଳେ ଯେ ନିଜେର ଦାନେର ପରେ ଝୋଟା ଦିଲେ ଥାକେ ।

৩৫৮. তার রিয়াকারী তথা লোক দেখানো কর্মই একথার প্রমাণ যে, সে আল্লাহ ও আবিরাতের প্রতি ইমান রাখে না। তার লোক দেখানো কাজ সুস্পষ্টভাবে এ অর্থই প্রকাশ করে যে, সৃষ্টিই তার উপাস্য যার কাছে সে প্রতিদান চায়। আল্লাহর নিকট সে প্রতিদান পাওয়ার আশাও করে না, আর না তার কোনো বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসে তার কাজের হিসাব-নিকাশ হবে এবং তাকে প্রতিদান দেয়া হবে।

৩৫৯. উল্লেখিত উদাহরণে বৃষ্টি দ্বারা দান-খয়রাত বুঝানো হয়েছে ; মস্ত পাথর দ্বারা সেই মন্দ নিয়ত ও প্রেরণাকে বুঝানো হয়েছে যা-সহ দান-খয়রাত করা হয়েছে।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ^{۱۵۷} وَمَثْلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ

আর আল্লাহহ কাফির সম্পদায়কে হিদায়াত দান করেন না।^{১০০} ২৬৫. আর তাদের
উদাহরণ যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে-

أَبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثْلٍ جَنَّةٌ بِرَبْوَةٍ

আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে এবং নিজেদের অন্তর সুদৃঢ় করার জন্য উচ্চ ভূমিতে
অবস্থিত বাগানের মতো

أَصَابَهَا وَأَبْلَى فَأَتَتْ أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ^{۱۵۸} فَإِنَّ لَمْ يُصْبِهَا وَأَبْلَى فَطَلْ

যার উপর বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি; ফলে সেখানে জন্মে দিশুণ ফলমূল। আর যদি
প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ নাও হয় তাহলে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট।^{১০১}

(ال+قوم)-الْقَوْمَ -আর;-الله'-আল্লাহ; -লা-যেহী; -الله'-আল্লাহহ;
সম্পদায়কে; -কাফির (ال+কর্ফুর)-الْكُفَّارِ।^{۱۵۷} -আর;-মَثْلُ -উদাহরণ;
-তাদের;-أَمْوَالُهُمْ -নিজেদের সম্পদ; -يَنْفَقُونَ -যারা ব্যয় করে; -أَنفُسِهِمْ
-সন্ধানে; -সন্তুষ্টি; -أَكْلَهَا -আল্লাহহ; -এবং;-تَشْبِيتًا -সুদৃঢ় করার জন্য;
-সন্তুষ্টির সন্ধানে এবং নিজেদের অন্তর ; -কَمَثْلٍ -মতো ; -جَنَّةٌ -বাগানের;
-بِرَبْوَةٍ -উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ; -أَصَابَهَا -আচাব+হা) ; -أَبْلَى -ব্রবো
হলো ; -أَكْلَهَا -প্রবল বৃষ্টি; -فَأَتَتْ -ফলে জন্মে, আসে ; -فَطَلْ -প্রবল বৃষ্টি
(ف+أَتَت)-فَأَتَتْ ফলে জন্মে, আসে ; -أَكْلَهَا -প্রবল বৃষ্টি; -أَبْلَى -ব্রবো
সেখানে ফলমূল; -لَمْ يُصْبِهَا -আর যদি; -فَإِنَّ -দিশুণ; -أَصَابَهَا -বর্ষণ
নাও হয় ; -أَبْلَى -প্রবল বৃষ্টি-(ف+টল)-فَطَلْ ; -فَطَلْ ; -أَبْلَى -প্রবল বৃষ্টি
-তাহলে হালকা বৃষ্টিও যথেষ্ট ;

আর মাটির হালকা আন্তরণ দ্বারা দান-খয়রাতের বাহ্যিক অবয়বকে বুঝানো হয়েছে
যার নিচে নিয়তের খারাবী ঢাকা পড়ে আছে। এ ব্যাখ্যার পর উপমাটি সহজ ও
বোধগম্য হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি হলো তার দ্বারা ভূমি সতেজ ও সরস হয়
এবং ফসল জন্মায়। কিন্তু সেই সরস মাটির আন্তরণ যদি অত্যন্ত হালকা হয় এবং
তার নিচেই কঠিন পাথর থাকে তাহলে বৃষ্টিপাত উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অপকারী
প্রমাণিত হয়। একইভাবে দান-খয়রাত যদিও সৎকর্ম বিকাশের উপকরণ, তা উপকারী
হওয়ার জন্য নিয়তের সততা ও নিষ্ঠা শর্ত। নিয়ত যদি মহৎ না হয় তাহলে করুণার
বারি সিদ্ধিন শুধুমাত্র ধন-সম্পদের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়।

৩৬০. 'কাফির' শব্দ দ্বারা এখানে অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহর নিয়ামতের অঙ্গীকারকারীকে
বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে তাঁর পথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য

وَاللَّهُ يِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ ﴿٤﴾ أَيُودُ أَهْلَ كِرَأْنَ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ
আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক প্রত্যক্ষকারী। ২৬৬. তোমাদের
মধ্যে কেউ কি চায় যে, তার থাকবে একটি খেজুর বাগান

وَأَنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَبِ
ও একটি আঙুর বাগান যার নিচ থেকে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে থাকবে তার
জন্য প্রত্যেক প্রকার ফল-ফলাদি;

وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذِرِيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
এবং তার উপর আপত্তি হবে বার্ধক্য, আর থাকবে তার দুর্বল সন্তান-সন্ততি;
অতপর বয়ে যাবে তাতে প্রবল ঘূর্ণিঝড় যাতে থাকবে আগুন,

—আর; —আল্লাহ; —যা; —গুলুন; —ব্যাস; —ব্যাস-সম্যক প্রত্যক্ষকারী।
২৬৬—(ا+ب) কেউ কি চায় ; —أَهْدُ كُمْ (أحد+كم)- —أَيُودُ (أيود)-
—যে ; —تَكُونَ (تكون)- —ثَانِيَةً (ثانية)- —جَنَّةً (জন্ম)- —أَنَابِ (أনাব)-
—(من+تحت+ها)- من تختها ; —تَجْرِي (تجري)- —أَنْهَرٌ (انهر)- —أَنَابِ (অনাব)-
নিচ দিয়ে ; —لَهُ (ল)- —تَارِ (তার)- —جَنَّةً (জন্ম)- —فِيهَا (ফিহা)-
—তাতে থাকবে ; —(ال+ثمر)- —فَلَهُ (ফল-ফলাদি)- —أَنْهَرٌ (অনহর)-
—এবং ; —(ال+ثمر)- —فَلَهُ (ফল-ফলাদি)- —أَنَابِ (অনাব)-
—আর; —(ال+কبر)- —أَكْبَرُ (বার্ধক্য)- —أَصَابَهُ (অস্তুষ্টি)- —أَصَابَهُ
—(ف+-)+ (أ+ه)- —فَلَهُ (ফল-ফলাদি)- —دُرْبَل (দুর্বল), অসহায় ; —لَهُ
—(ف+-)+ (أ+ه)- —فَلَهُ (ফল-ফলাদি)- —أَصَابَهَا (অস্তুষ্টি)- —أَصَابَهَا
—অতপর বয়ে যাবে তাতে ; —فِيهِ (ফিহে)- —إِعْصَارٌ (অস্তুষ্টি)- —إِعْصَارٌ
—যাতে থাকবে ; —نَار (নার)- —أَنَابِ (অনাব) ; —نَار (নার)- —أَنَابِ (অনাব) ;

ব্যয় না করে তাঁর সৃষ্টির মনোবাস্তুর জন্য ব্যয় করে অথবা আল্লাহর রাস্তায় যদি
কিছু ব্যয় করেও তার সাথে থাকে খোটা ও যত্ননা। এমন ব্যক্তি মূলত অকৃতজ্ঞ ও
আল্লাহর নিয়ামতের অবীকারকারী। আর সে নিজেই যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী
নয় তখন আল্লাহ তাকে স্বীয় সন্তুষ্টির পথ দেখিয়ে দিতে বাধ্য নন।

৩৬১. ‘প্রবল বৃষ্টিপাত’ দ্বারা এমন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে, যার অন্তরালে
থাকে পূর্ণ কল্যাণকাঙ্ক্ষা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর ‘হালকা বৃষ্টি’ দ্বারা এমন দান-
খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার অন্তরালে কল্যাণকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নেই।

فَاحْتَرِقُوا كُلَّكُمْ يَبْيَنَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

ফলে তা ভস্মীভূত হয়ে যাবে ?^{১৩২} আল্লাহ এরূপেই তাঁর নির্দর্শনাবলী তোমাদের জন্য সুষ্ঠিভাবে বর্ণনা করেন, সম্ভবত তোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে।

(f+احترق)-ফলে তা ভস্মীভূত হয়ে যাবে; (كـ+ذلك)-কـذلـكـ (এরূপেই); (لـ+كم)-لـكـمـ ; (لـ+آيات)-آياتـ (সুষ্ঠিভাবে বর্ণনা করেন); (لـ+كلـ)-لـكـلـ (তোমাদের জন্য); (لـ+آيات)-آياتـ (নির্দর্শনাবলী) ; (لـ+كلـ)-لـكـلـ (সম্ভবত তোমরা); -شـفـكـرـونـ (গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে)।

৩৬২. অর্থাৎ তোমরা যখন এটা পদ্ধতি করো না যে, তোমাদের সারা জীবনের উপার্জন এমন এক সময় ধ্রংস হয়ে যাক, যখন তোমরা তা থেকে উপকার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী মূখাপেক্ষী এবং নতুন করে উপার্জনের কোনো সুযোগও আর না থাকে তাহলে তোমরা এটা কিভাবে পদ্ধতি করছো যে, পার্থিব কর্মজীবন সমাপ্তির পর তোমরা যখন পরজীবনে প্রবেশ করবে তখন হঠাতে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমাদের পার্থিব জীবনের পূর্ণ কর্মকাণ্ডের খালে কোনো মূল্যই নেই। তুমি যাকিছু দুনিয়ার জন্য উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গেছে। আধিরাতের জন্য তুমি এমন কিছু উপার্জনই করোনি যার ফল তুমি এখানে ভোগ করতে পারো। সেখানে তোমাদের এমন কোনো সুযোগ আসবে না যে, নতুন করে তোমরা আধিরাতের জন্য উপার্জন করবে। আধিরাতের জন্য উপার্জনের সুযোগ যাকিছু আছে তা শুধু এখানেই আছে। এখানে তোমরা যদি আধিরাত সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে পূর্ণ জীবনটা পৃথিবীর ধ্যানেই ব্যয় করে ফেলো এবং নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য দুনিয়ার স্বার্থ লাভের জন্য নিয়োজিত রাখো, তাহলে যখন তোমার জীবন-সূর্য অস্তিত্ব হবে, তখন তোমার অবস্থা হবে ঠিক সেই বৃক্ষের মতো করুণ, যার সারা জীবনের উপার্জন ও সারা জীবনের সম্পূর্ণ ছিল একটিমাত্র বাগান যা তার বৃক্ষ বয়সে এমন এক সময় জুলে ছাই হয়ে গেলো যখন তার নতুন করে বাগান তৈরি করার সামর্থ্য ছিলো না ; আর তার সন্তান-সন্ততিও এমন যোগ্য হয়ে উঠেনি।

৩৬ রুকু' (আয়াত ২৬১-২৬৬)-এর শিক্ষা

১ / প্রযোজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিঃবেশ ও অভাবহস্তদের মধ্যে দান করতে হবে। এটা যাকাতের অর্থের অতিরিক্ত।

২ / এ দানকৃত অর্থ-সম্পদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা বহু উপে বৃক্ষ করে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে দাতার সামনে উপস্থিত করবেন।

৩ / উল্লেখিত প্রতিদান পাওয়ার জন্য শর্ত তিনটি : (১) দানকৃত অর্থ-সম্পদ পবিত্র ও হালাল হতে হবে। (২) দাতার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কোনো প্রকার নাম-যশ বা

খ্যাতি লাভের সক্ষ্য থাকলে উল্লেখিত প্রতিদান পাওয়া যাবে না। (৩) যাকে দান করা হবে সেও দান-সাদকা লাভের যোগ্য হতে হবে।

৪। দান-সাদকা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় ইউয়ার জন্য দুটো শর্ত আরোপিত হয়েছে : (১) দান করে খোঁটা বা কষ্ট দেয়া যাবে না। (২) দান গ্রহীতাকে চৃণা করা যাবে না।

৫। দান করে গ্রহীতাকে খোঁটা দিলে অথবা আচার-আচরণের মাধ্যমে তাকে কষ্ট দিলে আধিকারিতে তার প্রতিদান পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।

৬। দান-ধর্মরাত করার সময় এদিকেও সক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো ইকদারের ইক যাতে এর দ্বারা বিনষ্ট না হয়।

৭। নিজ খেয়াল-খুশীমতো কোনো কাজকে সংকাজ মনে করে দান করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না, শরীরাতের দৃষ্টিতে তা সংকাজ হিসেবে বীকৃত হতে হবে।

সুরা হিসেবে ক্রকু'-৩
পারা হিসেবে ক্রকু'-৫
আয়াত সংখ্যা-৭

٤٤) آتُوكُمْ أَنْفَقُوا مِنْ طِبِيعِ مَا كَسَبُتمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

২৬৭. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা ব্যয় করো সেসব পরিত্র বস্তু থেকে যা
তোমরা উপার্জন করেছো এবং আমি তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি

مِنَ الْأَرْضِ مَوْلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْلِيَّهِ إِلَّا آنَّ
যমীন থেকে ; আর তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যব করতে চেয়ে না ; কেননা
তোমরা তা ধ্রুণ করার নও , তবে যদি

تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ الْحَمْدِ لَا يَعْلَمُ كُمُّ الْفَقْرِ
তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাকো । আর জেনে রেখো ! অবশ্যই আগ্নাহ অভিবয়ত
প্রশংসিত । ৩৩ ১৪৮ শায়তান তোমাদেরকে দ্বারিদর্তার জয় দেখায়

৩৬৩. প্রকাশ থাকে যে, যিনি উচ্চতর শুণাবলীতে বিভূষিত তিনি কখনও নিকৃষ্ট শুণাবলীর অধিকারীদের পসন্দ করতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং পরম দাতা এবং তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি দান-অনুগ্রহের ধারা প্রবাহিত রেখেছেন। কাজেই এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টি, কাপুরুষ ও নীচ প্রকতির লোকদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবেন?

وَيَأْمُرُ كُلَّاً بِالْفَحْشَاءِ وَالله يعْلَمُ كُلَّ مُغْرِبٍ مِنْهُ وَفَضْلًا لِوَالله وأسْعَمْ عَلَيْهِ

এবং নির্দেশ দেয় তোমাদেরকে অশ্বীলতার, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ
থেকে প্রতিশ্রুতি দেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের ; আর আল্লাহ অতীব উদারহস্ত সর্বজ্ঞ ।

يَوْمَ يُعَلَّمُ الْجِنَّةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةً فَقُلْ أَوْتَى خَيْرًا كَثِيرًا

୨୬୯. ତିନି ଯାକେ ଇଚ୍ଛା କରେନ ହିକୟତ ଦାନ କରେନ ; ଆର ଯାକେ ହିକୟତ ଦାନ କରା ହେଁବେ, ନିସନ୍ଦେହେ ତାକେ ପ୍ରଭୃତ କଲ୍ୟାଣ ଦାନ କରା ହେଁବେ ।^{୩୫}

৩৬৪. ‘হিকমত’-এর অর্থ হলো যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা। এখানে এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তির নিকট হিকমতের মতো সম্পদ রয়েছে সে কখনও শয়তানের প্রদর্শিত পথে তো চলতেই পারে না ; বরং সে সেই প্রশংসন্ত পথেই চলবে যে পথ আস্তাহ তাজালা দেখিয়েছেন। শয়তানের সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অনুসারীদের নিকট এটা যদিও সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক যে, মানুষ নিজেদের ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখবে এবং অধিক সম্পদ উপার্জনের নিত্য নতুন ফন্ডিফিকেশনে মগ্ন ধাকবে। কিন্তু যারা আস্তাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির আলো পেয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে এটা নেহাত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের মতে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা তো এই যে, মানুষ যা কিছুই উপার্জন করবে তা থেকে মধ্যম মানে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর বাকীটা প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করবে। হতে পারে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দুনিয়াতে সীমিত দিন কয়টিতে তুলনামূলক অন্যদের চেয়ে প্রাচুর্যময় জীবনযাপন করবে। কিন্তু মানুষের এ জীবনটাই তো পূর্ণাঙ্গ জীবন নয় ; বরং এটা তো তার মূল জীবনের নেহাত ক্ষুদ্র অংশমাত্র। পূর্ণ জীবনের এ ক্ষুদ্র অংশের স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে ব্যক্তি বৃহত্তর ও অসীম জীবনের দারিদ্য ও দৈনন্যতা কিনে নেয় সে মূলতই নিরেট বোকা ছাড়া কিছুই নয়। মূলত বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে এ সংক্ষিপ্ত জীবনের অবকাশ থেকে উপকার লাভ করে সামান্য পুঁজি বিনিয়োগে আবিরাতের চিরস্মৃত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে।

وَمَا يَنْكِرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ^{٦٥} وَمَا أَنْفَقُتُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْنَدَ رَتْمَنْ نَذْرٌ

ଆର ଜାନେର ଅଧିକାରୀରାଇ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ । ୨୭୦. ଆର ତୋମରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ
ଖର୍ଚ୍ଚ ଯା କରେଛୋ ଅଥବା ମାନନ୍ତ କରାର ବସ୍ତୁ ଥେକେ ଯା ମାନନ୍ତ କରେଛୋ

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٠﴾ إِنْ تَبْدِّلُوا الصَّلَوةَ فَتَعِمَّا هُنَّ

অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন। আর যালিমদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী।^{৩৫}

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো তবে তা কতোই না উত্তম !

وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ

ଆର ସନ୍ଦି ତୋମରା ତା ପୋପନେ କରୋ ଏବଂ ତା ଅଭାବୀଦେବରକେ ଦାଓ, ତବେ ତା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅଧିକ

କଲ୍ୟାଣକର ।^{୧୦} ଆବ ତିନି ମିଟିରେ ଦିବେନ ତୋଷାଦେର ଥେକେ ତୋଷାଦେର ପାପସମ୍ମହେର କିଛୁ କିଛୁ ।^{୧୧}

৩৬৫. তোমাদের ব্যয় আল্লাহর পথে হোক বা শয়তানের পথে এবং মানতও আল্লাহর জন্য হোক বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হোক, উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ মানুষের নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে এবং তাঁর জন্যই মানত করেছে তারা তার প্রতিদান পাবে। আর যে যালিমরা শয়তানের পথে ব্যয় করেছে এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের জন্য মানত করেছে তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। মনের কোনো

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^{১১} لَيْسَ عَلَيْكَ هُنَّ بِهِمْ وَلَكَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ يُشَاءُ
আর তোমরা যা করছো আল্লাহ তা সম্যক অবহিত । ২৭২. তাদেরকে সৎপথে নিয়ে
আসা তোমার দায়িত্ব নয় ; বরং আল্লাহ যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন ।

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسٌ كُرُوْمًا تَنْفِقُونَ إِلَّا بِتَفَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
আর তোমরা উৎকৃষ্ট জিনিস থেকে যা ব্যয় করো তা তোমাদের নিজের জন্যই এবং
তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসন্ধানেই ব্যয় করো

খবির^{১১}-আর ; -আল্লাহ ; -তোমরা করছো তা ; -বিছু ; -তুম্লুন ; -তোমরা করছো তা ;
-সম্যক অবহিত । ১১-নয় ; -عَلَيْكَ-তোমার উপর (দায়িত্ব) ; (হে+হম)-هُنُّهم
তাদেরকে সৎপথে নিয়ে আসা -يَهْدِي-বরং ; -اللَّهُ-যেকে ; -আল্লাহই ; -সৎপথে
পরিচালিত করেন ; -مَنْ-যাকে ; -أَرَى-চান ; -وَ-আর ; -مَا-যা ; -وَ-يُشَاءُ
ব্যয় করো ; -مِنْ-থেকে ; -خَبِيرٌ-উৎকৃষ্ট মাল ; -فَلَا نَفْسٌ كُرُوْمًا-তা
তোমাদের জন্যই ; -এবং -তোমরা তো ব্যয়ই করো না ; -لَا-ছাড়া ;
অনুসন্ধান করা ; -وَجْهِ-সন্তুষ্টির ; -আল্লাহই ; -অনুসন্ধান করা ; -বিছু-অনুসন্ধান করা ;

আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলে মানুষ নিজের উপর কোনো নেক কাজ করা বা অর্থ ব্যয় করার
যে ওয়াদা করে যা তার উপর ফরয নয় তাকে 'ন্যর' বা মানত বলে । মানুষের এ
আকাঙ্ক্ষা যদি হালাল ও জায়েয বিষয়ে হয় এবং কামনা আল্লাহর নিকটেই হয়
তাহলে এ ধরনের ন্যর আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার অঙ্গুরুক্ত এবং এ ধরনের ন্যর
বা মানত পূর্ণ করা সওয়াব বা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য । আর যদি ন্যর এ প্রক্রিয়ায়
না হয় তাহলে তা পূর্ণ করা শুনাই এবং শাস্তিযোগ্য ।

৩৬৬. যেসব সদাকা (দান-বয়রাত) ফরয সেগুলো প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম । আর
যেসব সদাকা ফরয নয়, সেগুলো গোপনে দান করা উত্তম । সকল নেক কাজেই এ
বিধি প্রযোজ্য যে, ফরযসমূহ প্রকাশ্যে আদায় করা অধিক ফলপ্রসূ এবং নফলসমূহ
গোপনে করাই উত্তম ।

৩৬৭. অর্থাৎ সৎকাজসমূহ গোপনে করলে মানুষের আস্থা ও নৈতিক বৃত্তি ক্রমাগত
সংশোধিত হতে থাকে এবং বিকাশ লাভ করতে থাকে তার সদগুণাবলী । পর্যায়ক্রমে
তার অসৎ বৃত্তিগুলো দূর হয়ে যেতে থাকে । আর এটাই তাকে আল্লাহর দরবারে
এতেই গ্রহণীয় করে তোলে যে, তার আমলনামায় কমবেশী কোনো শুনাই যদি
থেকেও থাকে, আল্লাহ তাআলা তার সদগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই শুনাহগুলো
ক্ষমা করে দেন ।

وَمَا تِنْقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفِي أَلِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلِمُونَ ﴿٢﴾ لِلْفَقَرَاءِ

আর তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে যা ব্যয় করবে তা তোমাদেরকে পুরোপুরিই দেয়া হবে এবং তোমার প্রতি যুদ্ধম
করা হবে না। ۲۷۳. (এ ব্যয়) এমন অভাবগ্রস্তদের জন্য

الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبَافِ الْأَرْضِ رَ

যাদেরকে আল্লাহর পথে (এমনভাবে) আবক্ষ করা হয়েছে যে, তারা যমীনে
ঘোরাফিরা করতে পারে না (জীবিকার সম্বাদে)।

بَخْسِبِهِمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفِفِ ۝ تَعْرُفُهُمْ بِسِيمِهِمْ

না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে তাদের লক্ষণেই
তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে।

-আর; م-যা; م-থেকে; تُنْقُوا -তোমরা ব্যয় করবে; خير-উৎকৃষ্ট মাল; يُوفِي-
-পুরোপুরিই দেয়া হবে; الْيُكْمُ-(الি+ক)-তোমাদেরকে; إ-এবং; و-
তোমাদেরকে; ل-لْفَقَرَاءِ-ل-তোমাদের প্রতি যুদ্ধম করা হবে না। ۲۷۳
-আবক্ষ করা হয়েছে যে; الَّذِينَ-যাদেরকে; أَحْصِرُوا-(এ ব্যয়); الْجَاهِلُ-
করতে পারে না (শক্তি রাখে না); ضَرَبَافِ-ঘোরাফিরা করার; الْأَرْضِ-
في+ال-ফি আল-অর্জ-অভাবমুক্ত; ضَرَبَافِ-যমীনে; الْجَاهِلُ-
(ال+জাহেل)-الْجَاهِلُ-(অজ্ঞ)-তাদেরকে মনে করে; بَخْسِبِهِمُ-
অজ্ঞ লোকেরা; أَغْنِيَاءَ-অভাবমুক্ত, ধনী; مِنَ-কারণে; التَّعْفِفِ-
চাওয়ার; تَعْرُفُهُمْ-তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে; بِسِيمِهِمْ-
ব+(সিমা+হম)-তাদের লক্ষণেই;

৩৬৮. মুসলমানরা প্রথমদিকে নিজেদের অমুসলিম আল্লাহ-ব্রজন এবং সাধারণ
অমুসলিম অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতে কৃষ্টাবোধ করতো। তারা মনে করতো যে,
গুরুমাত্র মুসলমান অভাবগ্রস্তদের সাহায্য দান করাই ‘আল্লাহর পথে ব্যয়’ হবে। অতি
আয়াতে সেই ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, এসব
লোকের অস্তরে হিদায়াতের আলো প্রবেশ করিয়ে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। তুমি
সত্যের বাণী পৌছে দিয়েই দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। এখন এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন,
তিনি তাকে হিদায়াত দান করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। বাকী রইলো পার্থির
ধন-সম্পদ দান করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপার। এ ব্যাপারে তোমরা
এতেটুকু চিন্তা করো না যে, এসব লোক হিদায়াত গ্রহণ করেনি, আল্লাহর সন্তোষ

لَا يَسْتَلِونَ النَّاسَ إِحْنَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْهِ

তারা মানুষের নিকট মিনতি সহকারে চায় না ; আর তোমরা (এদের জন্য) যে
উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। ۱۰۰

- الحَافَ - মিনতি
সহকারে; - أَرَأَ - আর; مَا - যা; تُنْفِقُوا - থেকে; خَيْرٍ - উৎকৃষ্ট
বস্তু ; - أَبْشِرْ - অবশ্যই ; - آلَلَّهِ - আল্লাহ ; - سِنْ - সম্পর্কে ; عَلِيهِ - সবিশেষ অবহিত।

অর্জনের লক্ষ্যে যে কোনো অভাবগ্রস্ত লোককেই তোমরা সাহায্য করবে। তার
প্রতিদান অবশ্যই তোমরা পাবে।

৩৬৯. এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে তারা হলেন এমন লোক যারা
আল্লাহর দীনের খেদমতে নিজেদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন এবং
নিজেদের সময়কে পূর্ণগ্রস্তভাবে আল্লাহর দীনের কাজে ব্যয় করে দেয়ার কারণে
নিজেদের জীবিকার্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করার সুযোগই তাদের নেই। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবকদের একটি পূর্ণপ্রদ দলই
ছিল যারা ইতিহাসে ‘আসহাবুস সুফফা’ নামে খ্যাত। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনি/চার
শত। তাঁরা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও পরিবার-পরিভ্রজন ছেড়ে মদীনায় এসে পড়েছিলেন।
তাঁরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাথে থাকতেন এবং সার্বক্ষণিক খেদমতের
জন্য প্রস্তুত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখনই কোনো জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি
হতেন তাঁদেরকে পাঠাতেন। আর যখন মদীনার বাইরে কোনো কাজ থাকতো না তখন
তাঁরা মদীনায় অবস্থান করে দীনের জ্ঞান অর্জন করতেন এবং অন্যদের দীনী
শিক্ষাদান করতেন। যেহেতু তাঁরা দীনের সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন এবং নিজেদের
পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করার সময় পেতেন না,
সেজন্য আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত
বাড়িয়ে দেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং বলছেন যে, ‘আল্লাহর পথে ব্যয়ের’
এটাই উত্তম খাত।

৩৭ কুরুক্ষেত্র (আয়াত ২৬৭-২৭৩)-এর শিক্ষা

১ / আল্লাহর পথে উত্তম সম্পদই দান করতে হবে।

২ / উত্তম সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে দরিদ্রতার ভয় দেখানো এবং অশ্রীলতার অতি প্রলুক করা ইত্যাদি
শয়তানী কুমক্রগা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আর তা হলেই আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত প্রতিশ্রূতি
অনুযায়ী ক্ষমা ও অনুহাত লাভ করা যাবে।

৩। দীনের জ্ঞান অর্জনে যতোবেশী সভ্য সময় দিতে হবে। মনে রাখতে হবে এতেই রয়েছে দুনিয়া ও আবিরাতের কল্যাণ। কারণ আল্লাহ তাজালা ইরশাদ করেছেন, যাকে দীনী জ্ঞানে পারদর্শিতা দান করা হয়েছে, তাকেই প্রতৃত কল্যাণদান করা হয়েছে।

৪। 'হিকমত' শব্দটি বাবা কুরআন, হাদীস ও দীনের বিভিন্ন জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে। এছাড়া সৎকর্ম, সত্য কথা, সুস্থ বৃক্ষ, দীনী অনুভূতি, নির্ভুল মতামত, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ক্ষমতাকেও হিকমত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তবে 'আল্লাহর ভয়'-ই প্রতৃত হিকমত।

৫। ফরয তথা অবশ্য পালনীয় সৎকর্ম ও দান-খয়রাত প্রকাশ্যে করা উচ্চম; আর নম্বু বা অতিরিক্ত সৎকর্ম ও দান-খয়রাত গোপনে করা কল্যাণকর।

৬। অমুসলিমদেরকে দীনের দাওয়াত পৌছানো কর্তব্য। দীন এহণে তাদেরকে বাধ্য করার কোনো অবকাশ নেই।

৭। সকল প্রকার সৎকর্মের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।

৮। দান-সদাকা মুসলিম অভাবীদের জন্য করা হোক অথবা অমুসলিম অভাবীদের জন্য, সকল দানের প্রতিদানই সমানভাবে পাওয়া যাবে, এতে কোনো প্রকার কমবেশী হবে না।

৯। যেসব লোক দীনি কাজের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কারণে জীবিকার সঞ্চাল করার সুযোগ পায় না এবং তারা কারও কাছে চাইতেও পারে না, দানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সুন্মা হিসেবে রঞ্জকু'-৩৮
পারা হিসেবে রঞ্জকু'-৬
আয়াত সংখ্যা-৮

٢٧٤. যারা নিজেদের স্পন্দন ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশে, তাদের
জন্য ব্যয়েছে তাদের প্রতিদান

عَنْ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُرِيْخُونُ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
তাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তাদের থাকবে না কোনো জয় আৱ না তাৱা
দৃঢ়ৰ্থিত হবে। ২৭৫. যাৱা সুদ খায় ১০

بِالْأَلْيَلِ - نِيجَدِيْرِ سَمْبَدِ - (أَموَالُهُمْ - أَمْوَالُهُمْ - يَنْفَقُونَ ; يَا رَا - الَّذِينَ ۝ ٢٩٨)
وَ - سَرِيْ - (الَّدِيْنَ دِيْنِ) دِيْنِ - النَّهَارِ - وَ - (بِالْأَلْلِيلِ -
- تَادِيْرِ - (أَجْرُهُمْ - أَجْرُهُمْ - فَلَهُمْ) تَادِيْرِ جَنَّةِ رَأَيَّهُنَّ - عَلَيْهِ
أَنْتِيْدَانِ - وَ - (إِبْرَاهِيمْ - رَبِّهِمْ) تَادِيْرِ أَنْتِيْدَانِ - عَنْدَ
لَا حَوْفٌ ; - نِيكَاتِ - (لَا هُمْ - لَا هُمْ - عَلَيْهِمْ) تَادِيْرِ أَنْتِيْدَانِ -
- ثَاقَبَهُ نَاهِيْ كُونَمِيْ - (عَلَى هُمْ - عَلَيْهِمْ) تَادِيْرِ أَنْتِيْدَانِ -
(لَا رِبُوا - الِرِبَوَا - خَارِيْ - يَأْكُلُونَ - يَأْكُلُونَ - يَحْزُنُونَ -
تَارَا - سُدِيْ) ۝ ٢٩٩

৩৭০. মূলত ‘রিবা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ; আরবী ভাষায় যার অর্থ প্রবৃক্ষ। পরিভাষাগতভাবে আরবরা শব্দটিকে এমন অতিরিক্ত অংকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা একজন ঝণদাতা তার ঝণগ্রহীতার নিকট থেকে একটি পূর্ব নির্ধারিত হার অনুসারে মূল অর্ধের অতিরিক্ত আদায় করে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সমকালে সুন্নী সেন-দেনের যে ধরন প্রচলিত ছিল যেটাকে আরবরা ‘রিবা’ শব্দ দ্বারা বুঝাতো তা এ রকম ছিল-যেমন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট কোনো দ্রব্য বিক্রয় করতো এবং মূল্য পরিশোধের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিতো, যদি নির্ধারিত সময় পার হয়ে যেতো এবং মূল্য অপরিশোধিত থাকতো তখন সময় বাড়িয়ে দিয়ে মূল্যের সাথে অতিরিক্ত অংক যোগ করে দিতো। অথবা এক ব্যক্তি অন্যকে এ শর্তে ঝণ দিতো যে, এ সময়ের মধ্যে এতো পরিমাণ অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে। অথবা ঝণদাতা ও ঝণ গ্রহীতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য একটি বিশেষ হার নির্ধারিত হতো যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত-সহ মূল অর্থ আদায় না

لَا يَقُومُنَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخْبِطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ
তারা সেই ব্যক্তির ন্যায়ই দাঢ়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা
মোহাবিষ্ট করে দেয় । ১১

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا
এটা এজন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদেরই মতো । ১১২ অর্থ আল্লাহ বেচা-
কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম । ১১৩

يَقُومُنَ لَا يَقْرُمُنَ -তারা দাঢ়ায় না; ১১১-(সেই ব্যক্তির মতো) ছাড়া; كَمَا-যেমন;
الشَّيْطَنُ -দাঢ়ায়; أَنِّي بَخْبِطُهُ -যাকে মোহাবিষ্ট করে দেয়; الَّذِي -যাকে মোহাবিষ্ট করে দেয়;
بَأْتُهُمْ -এটা; ذَلِكَ -এটা; شَيْطَانٌ (من+ال+مس)- منَ الْمَسِّ (ال+شিয়তন)-
(ال+بيع)-الْبَيْعُ ; এজন্য যে, তারা ; ১১২-বলে -أَنَّمَا ; বৈ তো নয় ; (ب+ان+هم)-
-বেচা-কেনা; أَحَلُّ -মতো; وَ-অর্থ রিভা ; -সুদেরই; -الْبَيْعَ -হালাল
করেছেন; -আল্লাহ; -বেচা-কেনাকে; -এবং; -হারাম করেছেন;
-اللَّهُ -রِبَا ; -সুদকে ;

হলে আরও বর্ধিত হারে সময় বাড়িয়ে দেয়া হতো । এখানে এ ধরনের সুন্নী লেনদেনের বিধানই বর্ণিত হয়েছে ।

৩৭১. আরবরা পাগলকে বলতো ‘মাজ্নুন’ অর্থাৎ জিনগন্ত । আর যখন কোনো লোক সম্পর্কে বলতে চাইতো যে, ‘সে পাগল হয়ে গেছে’ তখন বলতো, ‘তাকে জিনে ধরেছে’ । এ পরিভাষাটিকে ব্যবহার করে কুরআন মাজীদ সুদখোরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করে তাকে ‘মোহাবিষ্ট’ বা ‘মোহাচ্ছন্ন’ বলেছে । অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি যেমন জান-বুঝি হারিয়ে ভারসাম্যহীন কথা বলে বা কাজ করে তেমনি সুদখোরও অর্থের পিছনে মোহাচ্ছন্ন হয়ে দৌড়াতে শুরু করে এবং নিজের স্বার্থে অঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো পরওয়াই করে না যে, সুদখোরীর মতো ঘৃণিত কাজের ফলে কিভাবে মানবিক ভালোবাসা, ভাস্তু ও পারম্পরিক সহানুভূতি প্রভৃতি সদগুণের শিকড় সে কেটে দিষ্টে ; সামষ্টিক কল্যাণের উপর তার ভূমিকার কারণে কিভাবে ধৰ্মসের প্রভাব পড়ছে ; আর কতো লোকেরই বা দূরবহুর বিনিয়য়ে সে নিজের প্রাচুর্যের আয়োজন করছে । এটা হলো পার্থিব জীবনে তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা এবং যেহেতু আধিরাতে মানুষকে সেই অবস্থায়ই উঠানো হবে যেই অবস্থায় সে পৃথিবীতে মারা যায়, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর পাগল ও বুদ্ধিভূষিত লোকের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে ।

৩৭২. অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির গলদ এই যে, ব্যবসায়ে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তার ওপর যে লাভ হয় তাতে এবং সুদের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করতে পারে না । তারা সুদ ও লভ্যাংশকে একই ধরনের মনে করে প্রমাণ করতে চায় যে, ব্যবসায়ে

স্বিনিয়োগকৃত মূলধনের লভ্যাংশ বৈধ হলে প্রদত্ত ঝণের উপর প্রাপ্ত অর্থ কেন অবৈধ? হবে? আজকালকার সুদোরোরাও এ ধরনের কথাই বলে। তাদের মতে এক ব্যক্তি যে অর্থ দ্বারা নিজে উপকৃত হতে পারে, সেই অর্থ সে অন্যকে প্রদান করে, সেই ব্যক্তিও এ অর্থ দ্বারা উপকৃতই হয়ে থাকে। অতএব ঝণদাতার অর্থ দ্বারা ঝণগ্রহীতা যে উপকার পেয়ে থাকে তার একটা অংশ ঝণদাতাকে দিলে তা ঝণদাতার জন্য অবৈধ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? কিন্তু এ লোকগুলো একথা ভেবে দেখে না যে, পৃথিবীতে যতো ধরনের কারবার রয়েছে, তা ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী ও কৃষি যা-ই হোক না কেন এবং মানুষ সেখানে শুধু শ্রম নিয়োজিত করুক বা শ্রম ও অর্থ উভয়ই বিনিয়োগ করুক, সেখানে এমন একটি কারবারও নেই যেখানে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে না হয়। আর সেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ হিসেবে অর্জিত হবারও কোনো নিচয়তা নেই। সুতরাং পুরো ব্যবসা জগতে একজন ঝণদাতা পুঁজির মালিকই বা কেন কোনো প্রকার ক্ষতির ঝুঁকি বহন না করে একটি নির্দিষ্ট হারে নিশ্চিত লাভ পাওয়ার অধিকারী হবে? অলাভজনক উদ্দেশ্যে গৃহীত ঝণের ব্যাপারটি না হয় কিছুক্ষণের জন্য বাদ-ই দিন এবং সুদের হারের কমবেশীর বিষয়টিও না হয় আপাতত স্থগিত রাখুন; লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঝণের কথাই ধরা যাক এবং এ ঝণের হারও ধরা যাক নিতান্ত কম। পশ্চ হলো, এক ব্যক্তি নিজের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের চেষ্টা-সাধনার উপর এ কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে, তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট লাভের কোনোই নিচয়তা নেই; বরং ঝুঁকির সম্পূর্ণটাই তাদের মাথার উপর রয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু নিজের অর্থ তাকে দিয়ে রেখেছে সে নিরাপদে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ শুণতে থাকবে—এটা কোনু বুদ্ধিসংগত ও কোনু যুক্তিসংগত কথা? ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও অধিনীতির কোনু ঘানদণ্ডের বিচারে এটাকে সঠিক বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি কোনো কারখানার মালিককে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের ঝণ দিলো এবং আজই এটা নির্ধারণ করে নিলো যে, আগামী বিশটি বছর বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হারে লাভ পাওয়ার সে অধিকারী। অথচ সেই কারখানার যে পণ্য তৈরি হবে সে ব্যাপারে কেউই বলতে পারে না যে, বাজারে উক্ত পণ্যের মূল্যে আগামী বিশ বছর কি পরিমাণ উর্ধ ও নিম্নগতি দেখা দিতে পারে। এটাকে কিভাবে সঠিক বলে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, একটি জাতির সর্বস্তরের লোক যুদ্ধ-বিশ্ব, বিপদ-আপদ, ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষা বরদান্ত করবে, আর জাতির শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী ঝণদাতা পুঁজিপতি এমন হবে যারা তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধ ঝণের সুদ শত শত বছর পর্যন্ত উস্তু করতে থাকবে?

৩৭৩. ব্যবসা ও সুদের মধ্যে এমন নীতিগত পার্থক্য রয়েছে যার জন্য এতদুভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদায় সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। এ পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

একঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সমতার ভিত্তিতে লাভের বিনিয়য় হয়। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্যটি ক্রয় করে লাভের মালিক হয়। আর বিক্রেতা ক্রেতার জন্য পণ্যটির যোগান দিয়ে স্বীয় যে শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার মূল্য গ্রহণ করে। অপরপক্ষে সুদী লেনদেন লাভের বিনিয়য় সমতার ভিত্তিতে হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে নেয় যা তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু সুদদাতা শুধুমাত্র ‘সময়ের অবকাশ’ পায়, যার লাভজনক হওয়া

فَمِنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرَةً إِلَى اللَّهِ وَمِنْ عَادَ

অতএব যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, অতপর সে বিরত থেকেছে, তবে যা অতীতে হয়ে গেছে তা তার এবং তার বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ; ১৩ আর যে পুনরাবৃত্তি করবে

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ⑭ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا

তারাই জাহানামের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে ।

২৭৬. আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেন সুদকে

মেন - অতএব যার এসেছে তার নিকট (জা+ه)- جَاءَهُ - মَوْعِظَةً - উপদেশ ;
 - পক্ষ থেকে ; فَأَنْتَهُ - অতীতে ; তার প্রতিপালকের (রব+ه)- رَبِّهِ -
 সে বিরত থেকেছে ; تَবَে - তবে তা তার ; مَا - যা ; سَلَفَ - (ফ+ل)- فَلَهُ -
 এবং ; وَ - আল্লাহ ; অম্রে - (امر+ه)- إِلَى - নিকট সোপর্দ ;
 - আর ; أَصْحَبُ - (ف+أولئك)- فَأُولَئِكَ - তারাই ; هُمْ - (ال+نار)- النَّارِ -
 - অধিবাসী (في+ها)- فِيهَا ; তারা - জাহানামের সেখানে ;
 থাকবে ; ১৬ - يَمْحَقُ - নিশ্চিহ্ন করে দেন ; اللَّهُ - আল্লাহ ; الرِّبُوا -
 - (ال+ربوا) সুদকে ;

নিশ্চিত নয় । আর যদি সে পুঁজি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যয় করে, তাহলে তো এটা সুস্পষ্ট যে, 'সময়ের অবকাশ' নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল । আর যদি সে গৃহীত ঋণ ব্যবসা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি কাজে বিনিয়োগ করে, তাহলেও 'সময়ের অবকাশ' তার জন্য যেমন লাভজনক হওয়ার সত্ত্বাবন্ন থাকে তদ্দুপ তা ক্ষতিকর হওয়ার আশংকাও থাকে । সুতরাং দেখা যায় এক পক্ষের উপকার, অপর পক্ষের অপকার, এক পক্ষের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ, অপর পক্ষের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের উপর সুদী ব্যবস্থা স্থাপিত ।

দুই ৪ ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যতোবেশী লাভই নিক না কেন, সে তা একবারই নেয় । অপরদিকে সুদী ব্যবস্থায় ঝণদাতা স্বীয় অর্থের উপর ক্রমাগত সুদ আদায় করতেই থাকে এবং সময়ের গতির সাথে সাথে তার সুদের অংক বাড়তেই থাকে । ঝণঝরীতা তা থেকে যতোই লাভবান হোক না কেন তার সুদ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে । কিন্তু ঝণদাতা এ উপকারের বিনিময়ে সে সুদ পেয়ে থাকে তার কোনো সীমা নেই । এমনও হতে পারে যে, সে ঝণঝরীতার সমন্বয়ে উপার্জন, তার

وَلِرَبِّ الْمَلَكَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ^{١٣} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

এবং দানকে বৃদ্ধি ও বিকশিত করেন ; ^{৩৭৫} আর আশ্চাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে
পসন্দ করেন না ^{৩৭৬} ২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحِيْنَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُوْنَ لَهُمْ أَجْرٌ هُنَّ

এবং সংকাজ করেছে, আর সালাত কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে

তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান

ପୁରୋ ଆର୍ଥିକ ଉପକରଣ ଏମନକି ତାର ପରିଧାନେର ବନ୍ଦ ଓ ସରେର ବାସନପତ୍ରରେ ଉଦରାଷ୍ଟ କରେ ଫେଲାତେ ପାରେ, ତାରପରାଣ ତାର ଦାବି ବାକୀ ଥେବେ ଯାଇ ।

তিনি : ব্যবসায়ে পণ্য ও তার মূল্য বিনিময়ের পরই সেনদেন শেষ হয়ে যায়, তারপর বিক্রেতাকে ক্রেতার কিছু ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, ভূমি বা আসবাবপত্রের ভাড়াতে মূল বস্তু যা ব্যবহারের বিনিময় হিসাবে দেয়া হয় তা ব্যয়িত হয় না; বরং তা অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা মালিককে ফেরত দান করা হয়। কিন্তু সুদের সেনদেনে ঝগঢ়াইতা পুঁজি ব্যয় করে ফেলে, তারপর সেই ব্যয়িত অর্ধই পুনরায় উৎপাদন করে প্রবর্জি সহকারে তাকে ফেরত দিতে হয়।

চারঃ ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী ও কৃষি কাজে মানুষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে তার উপকারিতা লাভ করে। কিন্তু সুনী কারবারে পুঁজির মালিক শুধু নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দিয়েই কোনো প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের অধিকাংশের মালিক হয়ে যায়। বাণিজ্যিক পরিভাষায় যাকে অংশীদার বলা হয়ে থাকে তাকে সে ধরনের অংশীদার বলা যায় না। কারণ লাভ-গোকসানের উভয় অংশ অথবা

عِنْ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝ يَا يٰمَنِيْنَ أَمْنَوْا
তাদের প্রতিপালকের নিকট । আর তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা দৃঢ়বিতও
হবে না । ৩১১ ২৭৮. হে যারা ঈমান এনেছো

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِنَّ كَنْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা কিছু বকেয়া রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও,
যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো । ২৭৯. এরপরও যদি তোমরা তা না করো

-নিকট ; -আর ; -নেই
কোনো ভয় ; -এবং ; -না তারা -
-অল্লাহকে ভয় করো ; -এবং -
-দৃঢ়বিত হবে । ৩১২
-তোমরা ভয় করো ; -এবং -
-আল্লাহকে ; -এবং -
-তোমরা ছেড়ে দাও ;
-তোমরা ভয় করো ; -এবং -
-বকেয়া রয়ে গেছে ; -
-সুদের ; -যদি ;
-তোমরা হয়ে থাকো ; -এরপরও যদি ;
-কৃষ্ণ -তোমরা তা না করো ;
-তোমরা তা না করো ;

লাভের অংশ আনুপাতিক হারে গ্রহণ করে না । সে তো লাভ-লোকসানের বা লাভের
আনুপাতিক হারের কোনো পরওয়া না করেই নিজের নির্ধারিত নির্দিষ্ট লাভের দাবিদার
হয়ে থাকে । এসব কারণেই ব্যবসার অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সুদের অর্থনৈতিক
অবস্থানে এমন এক বিরাট পার্থক্য সূচিত হয় যে, ব্যবসা মানবিক সংস্কৃতির
পুনর্গঠনকারী শক্তিতে পরিণত হয় । অতপর নৈতিক দিক থেকে সুদের প্রকৃতি হলো,
তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা ইত্যাদি মন্দ শৃণ সৃষ্টি করে
এবং সহনযত্ন ও পারম্পরিক সহযোগিতার মানসিকতাকে বিনষ্ট করে দেয় । আর তাই
সুদ অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক উভয় দিক থেকেই মানবজাতির জন্য ধ্বংসই ডেকে আনে ।

৩৭৪. এখানে এটা বলা হয়নি যে, যে সুদ ইতিপূর্বে সে আদায় করেছে তা আল্লাহ
ক্ষমা করে দিবেন ; বরং এটা হলো একটা আইনগত সুবিধা । অর্থাৎ যে সুদ সে
প্রথমে নিয়েছে আইনগত দিক থেকে তা ফেরত চাওয়া তো আর যাবে না । কেননা
সেগুলো যদি ফেরত চাওয়া হয় তাহলে মামলা-মোকদ্দমার একটা ক্রমাগত ধারা শুরু
হয়ে যাবে, যা কোনো দিন শেষ হবে না । তবে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের
ভিত্তিতে গড়ে উঠা সম্পদের অপবিত্রতা বাকীই থেকে যাবে । তবে সে যদি সত্যিকার
অর্থে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মধ্যে অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম
গ্রহণের ফলে মূলতই পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই তার হারাম পথে
অর্জিত সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের সম্পদ তার
নিকট রয়েছে তাদের মধ্যে যাদেরই খৌজ-খবর পাওয়া যাবে তাদের সম্পদ তাদেরকে

فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتَرْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

তাহলে যুক্তের ঘোষণা শনে রাখো আম্বাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ।^{১০} আর যদি তোমরা তাওবা করো তাহলে তোমাদের জন্য থাকবে তোমাদের সম্পদের আসল ।

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنُظْرَةً إِلَى مِسْرَةٍ

তোমরা যুল্ম করবে না আর মযলুমও হবে না। ২৮০. আর (খাতক) যদি অভাবী
হয় তবে অবকাশ দেয়া উচিত সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত।

وَأَن تَصْلِقُوا خَيْرَ الْكُمْرِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا

ଆର ସଦାକା କରେ ଦେଖି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକ୍ୟ, ଯଦି ତୋମରା ଜାନତେ । ୧୧

২৮১. আর ভয় করো সেদিনকে

مَنْ - (ب+حرب) - بِحَرْبٍ - تَاهَلَّلَ مُؤْسَفًا شُونَهُ رَاخِهٌ ; (ف+اء ذنووا) - فَادْنَوْا
- أَرَأَرَ ; وَ - آمَلَهُ - رَسُولُهُ - وَ - اللَّهُ ; وَ - يَدِي - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- (ف+لكم) - فَلِكُمْ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- أَنْ - يَدِي - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- لَا تُظْلِمُونَ
- أَسَالَ - رُؤْسُ - أَمْوَالُكُمْ - أَمْوَالُكُمْ - أَمْوَالُكُمْ - أَمْوَالُكُمْ - أَمْوَالُكُمْ - أَمْوَالُكُمْ
- تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- وَ - آرَأَرَ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- آرَأَرَ - فَنَظَرَ - دُوْعَةً - أَبَاتَهُ - كَانَ - يَدِي - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- دَيَّالَهُ - سَقْلَهُ - أَرَأَرَ - مَيْسَرَةً - إِلَى - پَرْسَتَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- دَيَّالَهُ - سَقْلَهُ - أَرَأَرَ - مَيْسَرَةً - إِلَى - پَرْسَتَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- كَنْتُمْ - يَدِي - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- إِنْ - يَدِي - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- سَدَاكَهُ - دَيَّالَهُ - سَقْلَهُ - أَرَأَرَ - لَكُمْ - خَيْرٌ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- آرَأَرَ - اقْتَوْا - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ
- سَهْلَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ - تَاهَلَّلَ تَوَمَّارَهُ

ফেরত দেয়ার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সে চালাবে। আর যাদের খৌজ-খবর পাওয়া যাবে না তাদের সম্পদ জনসেবা বা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। তার এ কাজই তাকে আল্লাহর শান্তি থেকে বঁচাবে। আর যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে যথারীতি ভোগ করতে থাকে তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, সে তার এ হারাম খাওয়ার শান্তি ভোগ করেই যাবে।

৩৭৫. অত্র আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্ত্বের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক দিক থেকেও সত্য। বাহ্যিকভাবে সুদ দ্বারা যদিও সম্পদের বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় এবং দান-খয়রাত দ্বারা সম্পদের ঘাটতি হয় বলে মনে হয় কিন্তু মূল ব্যাপার তার বিপরীত। আল্লাহ তাআলার প্রাকৃতিক বিধান এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক উন্নতির শুধু প্রতিবন্ধকই নয় ; বরং তা উল্লেখিত বিষয়ের অবনতিরও সহায়ক। বিপরীত পক্ষে

দান-খরাত (যাতে করজে হাসানাও অস্তর্ভুক্ত) দ্বারা নৈতিক, আধ্যাত্মিক অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক উন্নতি সাধন হয়।

৩৭৬. এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি অর্থ বক্টনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় অর্থের মালিক হয়েছে কেবল সেই ব্যক্তিই সুন্দে টাকা খাটাতে পারে। এই যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ, এটাকে কুরআন মাজীদে ‘আল্লাহর অনুগ্রহ’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি এই যে, আল্লাহ যেমনি নিজ বাদ্দাহর প্রতি অনুগ্রহ বর্ণ করেছেন, তেমনি বাদ্দাহও আল্লাহর অন্য বাদ্দার উপর অনুগ্রহ করবে। আর যদি সে বাদ্দাহ এ পদ্ধতিতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে; বরং আল্লাহর অনুগ্রহকে এমনভাবে ব্যবহার করে, যার ফলে অর্থ বক্টনে যে বাদ্দাহ প্রয়োজনের চেয়ে কম অংশ পেয়েছে তাদের এ কম অংশ থেকেও নিজের অর্থের প্রভাবে এক একটি অংশ ছিনিয়ে নিতে থাকে। মূলত সে অকৃতজ্ঞ, যালিম, শোষক ও দুচ্ছরিত।

৩৭৭. আলোচ্য রূক্তিতে আল্লাহ তাআলা বারবার দুই ধরনের লোকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এক ধরনের লোক আস্ত্রকেন্দ্রিক, অর্থপিশাচ ও শাইলক প্রকৃতির, যে আল্লাহ ও বাদ্দাহর হক উভয়ের প্রতি বেপরোয়া হয়ে টাকা শুণতে থাকে এবং শুণে শুণে সংরক্ষণ করে। সে সঙ্গাহ ও মাসে মাসে তা বৃদ্ধি করার ও তার হিসেব রাখার মধ্যেই নিমগ্ন থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক আল্লাহর অনুগত, দানশীল এবং অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও বাদ্দাহ উভয়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তারা নিজ পরিশ্রম লক্ষ অর্থ দ্বারা নিজেরাও চলে এবং অন্যের চাহিদাও পূরণের চেষ্টা করে। আর তা থেকে সৎকাজেও যথার্থভাবে ব্যয় করে। প্রথমোক্ত কর্মতৎপরতা আল্লাহ মোটেই পসন্দ করেন না। এদের দ্বারা পৃথিবীতে কোনো সুশীল সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং আবিরাতেও তারা দুঃখ-কষ্ট, সামুন্না-গঞ্জনা ও বিপদ-মুসীবত ছাড়া কিছুই অংশীদার হবে না। বিপরীত পক্ষে দ্বিতীয় ধরনের লোকের কর্মতৎপরতা আল্লাহ অত্যন্ত পসন্দ করেন। এদের দ্বারাই পৃথিবীতে সুশীল সমাজ গড়ে উঠে এবং এদের কর্মতৎপরতাই আবিরাতে মানুষের জন্য কল্যাণ ও সাফল্যের সহায়ক হয়।

৩৭৮. অত্র আয়াত মুক্তি বিজয়ের পরে নাযিল হয়েছে। সে সময় আরব দেশ ইসলামী হৃকুমতের শাসনাধীনে এসে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে সুন্দকে যদিও একটি অপসন্দনীয় বস্তু মনে করা হতো কিন্তু আইনগতভাবে তখনও নিষিদ্ধ করা হয়নি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সুন্দী কারবার একটি ফৌজ দারী অপরাধ বলে গণ্য হলো। আরবের যেসব গোত্র সুন্দের লেনদেনের সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে রাসূলল্লাহ (স) রাষ্ট্রের গভর্নরের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, তারা যদি সুন্দী লেনদেন বক্স না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। আয়াতের শেষের শব্দাবলীর উপর ভিত্তি করে ইবনে আবুস রাও (রা), হাসান বসরী, ইবনে সৌরীন ও রবী ইবনে আনাস প্রযুক্ত ফিক্হবিদদের মতামত হলো, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সুন্দ খাবে তাকে তাওবা করার জন্য বাধ্য করা হবে। এরপরও সে যদি বিরত না হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অন্যান্য ফকীহদের মতে তাকে কারাকুন্দ করে রাখাই যথেষ্ট। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে সুন্দ খাওয়া থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার না করবে তাকে মৃত্যি দেয়া যাবে না।

تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تُمْرِتُونَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسِبَتْ وَهُنَّ لَا يُظْلَمُونَ

যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে ; তারপর প্রত্যেককে পুরোপুরিই দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে, আর তারা মযলুম হবে না ।

—তোমরা ফিরে যাবে ; ফ—যেদিন ; ل—নিকট ; ل—আল্লাহর ; هـ—তারপর ; كـ—পুরোপুরি দেয়া হবে ; كـ—প্রত্যেক ; نـ—নেফস ; مـ—যা ; كـ—কসিবত ; سـ—সে উপার্জন করেছে ; آـ—আর ; هـ—তারা ; لـ—যে পুরোপুরি দেয়া হবে না ।

৩৭৯. এ আয়াত থেকে একটি শরয়ী বিধান গৃহীত হয়েছে । আর তাহলো—যে ব্যক্তি খণ্ড পরিশোধে অক্ষম হয়ে গেছে ইসলামী আদালত ঝণী ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়ার জন্য ঝণদাতাকে বাধ্য করতে পারবে । অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তার সমষ্ট খণ্ড না খণের অংশবিশেষ মাফ করিয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে । হাদীস শৰীফে এসেছে যে, এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে সোকসান হয়ে গেলে তার উপর খণের বোৰা চেপে বসে । ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত গড়ায় । তিনি লোকদের নিকট আবেদন জানান, তোমরা তোমাদের এ ভাইকে সাহায্য করো । এতে অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য করে ; কিন্তু এতেও তার খণ্ড পরিশোধ হয় না । তখন তিনি ঝণদাতাদেরকে বলেন, তোমরা যা পেয়েছো তা নিয়েই তাকে রেহাই দাও, এর বেশী তোমাদেরকে আদায় করে দেয়া সম্ভব নয় । ফকীহগণ এই হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন যে, ঝণী ব্যক্তির থাকার ঘর, থাবার বাসনপত্র, পরিধানের কাপড়-চোপড় এবং সে যন্ত্রপাতি যা দিয়ে সে রোজগার করে কোনো অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না ।

৩৮ রকু' (আয়াত ২৭৪-২৮১)-এর শিক্ষা

১। সুদ অকাট্যভাবে হারায় । কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি নেশাহস্ত লোকের মতো উঠবে । কারণ পুরুষীভে সুদখোর ব্যক্তির মধ্যে মানবিক উণ্ডাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার আচরণ উন্মাদের আচরণ হয়ে যায় ।

২। সুদখোরদের অপরাধ হলো, তারা হারায খেয়েছে এবং তারা সুদকে হালাল মনে করে চলেছে ।

৩। সুদখোর ব্যক্তি তাওবা করে ভবিষ্যতে সুদ থেকে বিরত থাকলে তা গৃহীত হবে ; তবে পূর্বে যা খেয়েছে সে ব্যাপার আল্লাহর হাতে ।

৪। কেউ সুদকে হালাল জানলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং চিরকাল সে জাহান্নামের আগনে ঝুলতে থাকবে ।

৫। সুদকে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-ব্যয়রাতকে প্রবন্ধি দান করেন ; কারণ উভয় কর্ম পরম্পর বিরোধী । সুতরাং উভয় কর্মের ফলাফলও পরম্পর বিরোধী হবে ।

৬। যারা সুদ খার তারা এটোকে হালাল জেনেই খায় । তাই আল্লাহ তাআলা এ ধরনের লোককে কাফির ও ঝনাহগার বলেছেন । আল্লাহ এসব লোককে পসন্দ করেন না ।

৭। ইসলামী রাষ্ট্রে সুদখোরদের শাস্তি কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড ।

৮। সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর উষ্ণকে অঙ্গে জাগরুক রাখতে হবে ।

৯। ইসলামী বিধানমতে সুদখোরেরা তাওবা করলে তাদের মূলধন ফেরত পাবে, অন্যথায় মূলধনও পাবে না ।

১০। খণ্ড গ্রহীতা যদি খণ্ড পরিশোধে অক্ষম হয় তাহলে তাকে সম্ভলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে । তবে অক্ষম ব্যক্তিকে খণ্ড মাফ করে দিয়ে রেহাই দেয়া অতি উত্তম কাজ ।

সূরা হিসেবে ঋক্তু'-৩৯

পারা হিসেবে ঋক্তু'-৭

আয়াত সংখ্যা-২

⑥ يَا يَهُا أَلِّيْنَ أَمْنَوْا إِذَا تَدَأْنَ أَيْنَتْرِبْ لِيْنَ إِلِيْ أَجَلِ مَسْمَى فَاقْتُبُوْهُ^{۱۷۵}
২৮২. হে যারা ইমান এনেছে, যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঝণের আদান-
প্রদান করো,^{১৭০} তখন তোমরা তা লিখে নাও^{১৭১}

وَلِيَكْتَبْ بِيْنَكْرِ كَاتِبْ بِالْعَلِيْلِ مَوْلَأِيَابْ كَاتِبْ أَنْ يَكْتَبْ

এবং তোমাদের মধ্যকার কোনো লিখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখে দেয়। আর
কোনো লিখক যেন লিখতে অঙ্গীকার না করে

كَمَا عَلِمْهُ اللَّهُ فَلِيَكْتَبْ وَلِيَمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتِقْ اللَّهُ رَبِّهِ

যেন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর যার উপর রয়েছে ঝণের দায়
(ঝণগ্রহণ) সে যেন লিখিয়ে নেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে যেন ভয় করে।

⑥ تَدَأْنَتْمُ -পরম্পর
হে-يَاهَا ; ۱۳-যখন ; ۱۴-الَّذِيْنَ -آমْنَوْا ; ۱۵-ইমান এনেছে; ۱۶-يَهُا ;
আদান-প্রদান করো ; ۱۷-مَسْمَى -পর্যন্ত ; ۱۸-إِلِيْ -বড়ীয়ে ; ۱۹-أَجَلِ -বড়ীয়ে
মُسْمَى ; ۲۰-مَوْلَأِيَابْ -অঙ্গীকার না করে ; ۲۱-لِيَكْتَبْ -বড়ীয়ে
-নির্দিষ্ট ; ۲۲-تَخْنَ -তখন তোমরা তা লিখে নাও ; ۲۳-وَلِيَكْتَبْ -এবং
যেন লিখে দেয় ; ۲۴-كَاتِبْ -কাত্ব ; ۲۵-كَاتِبْ -কোনো লিখক;
কَاتِبْ -কাত্ব ; ۲۶-لَا -অঙ্গীকার না করে ; ۲۷-بِالْعَلِيْلِ -বড়ীয়ে
-কোনো লিখক ; ۲۸-كَمَا -যেন ; ۲۹-يَكْتَبْ -কৃত ; ۳۰-عَلَمْهُ -তাকে শিক্ষা
দিয়েছেন ; ۳۱-الَّهُ -আল্লাহ ; ۳۲-فَلِيَكْتَبْ -সুতরাং সে যেন লিখে দেয়;
-আর ; ۳۳-سَ -সে ; ۳۴-عَلَيْهِ -যার উপর রয়েছে ; ۳۵-لِيَمْلِلِ -সে
-আল্লাহকে ; ۳۶-لِيَتِقْ -যেন ভয় করে ; ۳۷-الْحَقُّ -আল্লাহ ; ۳۸-رَبِّهِ -রীয়ে
তার প্রতিপালক ;

৩৮০. এখান থেকে এ বিধান পাওয়া যায় যে, ঝণের লেনদেন করার সময় মেয়াদ
সুনির্দিষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক।

৩৮১. সাধারণভাবে বক্তু-বাক্তব বা আঙ্গীয়-বজনের মধ্যে ঝণের আদান-
প্রদানকালে দলীল বা প্রমাণপত্র সেখাকে এবং সাক্ষী রাখাকে দৃষ্টব্য মনে করা হয়।

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِিমَا أَوْ ضَعِيفًا

আর সে যেন তা থেকে কোনো কিছু কম না করে ; কিন্তু ঝগঁথহীতা

যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهِ هُوَ فَلِيمِلْ وَلِيْهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشِهْدُوا

অথবা সে লিখিয়ে নেয়ার যোগ্যতা না রাখে তবে তার অভিভাবক যেন

ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়ে দেয় । আর তোমরা সাক্ষী রাখবে

شَهِيدِينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجْلٌ وَامْرَأَتِينِ

তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে ৩২ দুজনকে ; তবে যদি দুজন পুরুষ না হয় তাহলে

একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা

-আর;-কোনো -শীটা -কিছু -লা বিখ্স ; -মন্দ ; -মন্দে ; তা থেকে ; (মন+ه)-شَيْئًا -কিন্তু ; -যদি ; -الَّذِي -উপর রয়েছে ; -عَلَيْهِ -কান ; -فَإِنْ -কিন্তু যদি ; -يَأْرِ -ঝগঁথহীতা ; -أَوْ -সَفِিমَا ; -অথবা ; -أَوْ -ضَعِيفًا ; -দুর্বল ; -أَوْ -مِلْ -লিখিয়ে নেয়ার ; -لَمْ -যোগ্যতা না রাখে ; -هُوَ -সে ; -أَنْ -يُمْلِهِ -তবে যেন লিখিয়ে নেয় ; -وَلِيْهِ -অভিভাবক ; -فَلِيمِلْ -ফিল্মেল -তবে যেন লিখিয়ে নেয় ; -وَلِيْهِ -অভিভাবক ; -أَسْتَشِهْدُوا -এবং ; -وَ -ন্যায়সংগতভাবে ; -ব+ال+عدل -বাধ্যকার করা ; -تَوْمَرَا -তোমরা সাক্ষী ; -رَجُلَيْنِ -২জন সাক্ষী ; -مِنْ -থেকে ; -دُجَنَ سাক্ষী ; -رِجَالِكُمْ -১জন সাক্ষী ; -لَمْ -يَكُنْتَا -না হয় ; -رَجْلٌ -১জন পুরুষ ; -دُجَنْ -দুজন পুরুষ ; -أَمْرَأَتِينِ -ও ; -وَ -দুজন মহিলা ; -فَرَجْلٌ -একজন পুরুষ ; -وَ -অ্যাম্রাতিন ; -তাহলে একজন পুরুষ ; -وَ -দুজন মহিলা ;

কিন্তু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো, ঝগ ও ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণসহ লিখিতভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত, যাতে মানুষের মধ্যকার লেনদেনের সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন থাকে । হাদীস শরীফে আছে, এমন তিনি ধরনের লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে । কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না । এক, যার স্ত্রী দুচ্ছরিত কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না । দুই, ইয়াতীমের বালেগ হওয়ার পূর্বেই যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার হাতে তুলে দেয় । তিনি, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের সম্পদ প্রদান করার সময় কোনো সাক্ষী রাখে না ।

৩৮২. অর্ধাং মুসলমান পুরুষদের মধ্য থেকে । এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যাপারে সাক্ষী রাখাটা ঐচ্ছিক সেখানে মুসলমানরা মুসলমানকেই সাক্ষী বানাবে ; অবশ্য যিশ্বীদের সাক্ষী যিশ্বী হতে পারে ।

مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهْدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ أَهْلَهُمَا فَتَلْكِيرَ أَهْلَهُمَا الْأُخْرَى
সেই সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর, ৩০ তাদের একজন ভুল
করলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিবে।

وَلَا يَأْبَ الشَّهْدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْئُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
আর সাক্ষীরা যেন অঙ্গীকার না করে (সাক্ষ্য দিতে) যখন তাদেরকে ডাকা হবে। আর
তোমরা অলসতা করো না তা লিখে রাখতে ছোট হোক

أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذِلِّكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
বা বড়ো হোক মেয়াদসহ। তোমাদের এ (লিখে রাখার) কাজ আল্লাহর নিকট
অধিকতর ন্যায়সংগত ও সাক্ষ্যদানের জন্য অধিকতর শক্তিশালী

وَأَدْنِي أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُلِيهِ رُونَهَا بِينَكُمْ
এবং তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার অধিকতর কাছাকাছি। তবে ব্যবসা যদি
তোমাদের মধ্যে নগদ হয় ও আদান-প্রদান হাতে হাতে হয়

من - تَرْضُونَ - (من+من)- তাদের মধ্য থেকে, যাদের ; - تَسْئُمُوا - (من+من)-
-থেকে ; -أَهْلَهُمَا - (ال+شَّهْدَاءِ)- (ال+شَّهَادَةِ) ; -أَهْلَهُمَا- (ال+شَّهْدَاءِ)-
-তাদের একজন ; -فَتَلْكِيرَ- (ال+هُمَا)- (ال+أَهْلَهُمَا)- (ال+شَّهْدَاءِ)-
তাদের একজন ; -أَهْلَهُمَا- (ال+هُمَا)- (ال+أَخْرَى)- (ال+أَخْرَى) ; -و- -আর-
যেন অঙ্গীকার না করে ; -أَنْ تَضْلِلَ- (ال+أَهْلَهُمَا)- (ال+شَّهْدَاءِ)-
-أَنْ تَكْتُبُوهُ- (ال+أَهْلَهُمَا)- (ال+شَّهَادَةِ) ; -أَنْ تَسْئُمُوا- (ال+أَهْلَهُمَا)-
-أَنْ تَكْتُبُوهُ- (ال+أَهْلَهُمَا)- (ال+شَّهَادَةِ) ; -أَوْ كَبِيرًا- (ال+أَكْبَارُ)-
-বড়ো- (মেয়াদসহ) ; -أَلَا تَرْتَابُوا- (ال+أَلَا)- (আল্লাহর কাজ)-
-أَقْسَطُ- (আল্লাহর কাজ)- (অ+অ-অধিকতর) ; -أَقْوَمُ- (আল্লাহর কাজ)- (অ+অ-অধিকতর)
-অধিকতর ন্যায়সংগত ; -عِنْدَ- (আল্লাহর)- (অ+অ-অধিকতর)
-الله- (আল্লাহর)- (অ+অ-অধিকতর) ; -لِلشَّهَادَةِ- (সাক্ষ্যদানের)- (অ+অ-অধিকতর)
-অধিকতর কাছাকাছি ; -أَلَا- (আল্লাহর)- (অ+অ-অধিকতর) ; -إِلَّا- (আল্লাহর)- (অ+অ-অধিকতর)
-أَلَا تَرْتَابُوا- (আল্লাহর)- (অ+অ-অধিকতর) ; -أَنْ- (যদি)- (অ+অ-অধিকতর)
-تُدِيرُونَ+ (হা)- (ত্বরণ কর)- (অ+অ-অধিকতর) ; -تَكُونُ- (হয়)- (অ+অ-অধিকতর) ;
-تَدِيرُونَ+ (হা)- (ত্বরণ কর)- (অ+অ-অধিকতর) ; -تِجَارَةً- (ব্যবসা)- (অ+অ-অধিকতর) ;
-نَفَدَ- (নগদ)- (অ+অ-অধিকতর) ; -حَاضِرَةً- (হাজার)- (অ+অ-অধিকতর) ; -أَدْنِي- (হাতে হাতে হয়)-
করো হাতে হাতে ; -بِينَكُمْ- (বেইন কম)- (অ+অ-অধিকতর)

৩৮৩. এর অর্থ হলো, যে কোনো লোক সাক্ষী হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয় ; বরং
এমন লোকদেরকে সাক্ষী বানাতে হবে যারা দ্বীয় নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার জন্য
সাধারণভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

فَلَيَسْ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُمْ وَإِذَا تَبَا يَعْتَمِرُ

তবে তোমরা তা শিখে না রাখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।^{১৪৪} আর যখন
তোমরা বেচা-কেনা করো তখন সাক্ষী রেখো

وَلَا يَضَرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ أَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتُقَاوِلُ اللَّهُ

এবং ক্ষতিপ্রসংগ কর্মা যাবে না কোনো লিখককে এবং না কোনো সাক্ষীকে।^{১০} আর যদি তোমরা একুশ করো

তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য তা পাপ কাজ। আর তোমরা আল্লাহকে ত্যন্ত করো

وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ^{١٦٨} وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا

এবং আশ্চর্যে তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আশ্চর্য সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৮৩. আর যদি তোমরা সক্ষরে থাকো এবং না পাও

৩৮৪. এর অর্থ হলো, যদিও দৈনন্দিন বেচাকেনার বিষয় লিখিত হওয়া উচ্চম, যেমন আজকাল ক্যাশমেমো দেয়া-নেয়ার পদ্ধতি চালু রয়েছে, তবে এটা একান্তই আবশ্যিক নয়। এমনিভাবে সহযোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরম্পরারের মধ্যে দিবারাত্রি যে গেনেরেশন হয় তা লিখে না রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই।

৩৮৫. এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তিকে প্রমাণপত্র লিখে দেয়ার জন্য অথবা সাক্ষী হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে না এবং কোনো পক্ষই কোনো লিখকও সাক্ষীকে পক্ষব্যয়ের মধ্যে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে সঠিক সাক্ষ্য দেয়ার কারণে কষ্ট দিতে পারবে না।

كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُزَدِّ الَّذِي أُوتُمَ

কোনো লিখক তবে বক্সকী বস্তু হস্তগত করা বিধেয়।^{৩৮} তবে যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে তাহলে সে যেন ফিরিয়ে দেয় যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে

أَمَانَتْهُ وَلَيْقَ اللهُ رَبِّهِ وَلَا تَكْتَمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

তার আমানত এবং সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহকে ডয় করে; আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না।^{৩৯} আর যে তা গোপন করবে

-কোনো লিখক ; -কৃত্য ; -কৃত্য হস্তগত করা বিধেয়; -কৃত্য তোমাদের একে ; -কৃত্য যদি ; -কৃত্য বিশ্বাস করে; -কৃত্য অন্যকে ; -কৃত্য যাকে ; -কৃত্য বিশ্বাস করা হয়েছে ; -কৃত্য তার আমানত ; -এবং ; -কৃত্য তার প্রতিপালক ; -আর ; -কৃত্য তোমরা গোপন করো না ; -কৃত্য সাক্ষ্য ; -আর ; -কৃত্য তার গোপন করবে ; -যে তা গোপন করবে ;

৩৮৬. এর অর্থ এই নয় যে, বক্সকী বস্তু হস্তগত করার ব্যাপার শুধুমাত্র সফরেই হতে পারে ; বরং এ ধরনের ব্যাপার সাধারণভাবে অহরহ ঘটে থাকে, এজন্য বিশেষভাবে সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বক্সকী লেনদেনের এটাও শর্ত নয় যে, যখন প্রমাণপত্র সংস্করণ না হয় তখন শুধুমাত্র উল্লেখিত পদ্ধতিতেই বক্সকী লেনদেন করতে পারবে। এছাড়া এর আরেকটি পদ্ধতি এও হতে পারে যে, শুধু প্রমাণপত্রের মাধ্যমে ঝণ্ডাতা যদি ঝণ দিতে না চায় তাহলে ঝণপ্রার্থী নিজের কোনো বস্তু গচ্ছিত রেখে ঝণ নিবে ; কিন্তু কুরআন মাজীদ তার অনুসারীদেরকে দানশীলতা ও মহানুভবতার প্রশিক্ষণ দিতে চায়। আর এটা উন্নত নৈতিক চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় যে, এক ব্যক্তি সম্পদশালী, কিন্তু সে কোনো জিনিস বক্সক না রেখে কাউকে তার প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে সম্মত নয়। কুরআন মাজীদ তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই দ্বিতীয় পদ্ধতির উল্লেখ করেনি।

এ প্রসঙ্গে এও জানা থাকা প্রয়োজন যে, ঝণের সম পরিমাণ বস্তু বক্সক রাখার উদ্দেশ্য তো এটাই যে, ঝণদাতা তার ঝণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে নিচিত হতে পারে। কিন্তু সে তার ঝণের অর্থের বিনিময়ে বক্সকী বস্তু থেকে উপকৃত হবার অধিকার লাভ করবে না। যদি কোনো ব্যক্তি বক্সকী হিসেবে হস্তগত ঘরে বসবাস করে অথবা তা ভাড়া দিয়ে সেই অর্থ ভোগ করে, তাহলে সে সুদ থায়। ঝণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করা এবং বক্সকী বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করার নীতিগতভাবে

فَإِنَّهُ أَنْتَ قُلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِمْ

অবশ্যই তার অন্তর হবে পাপপূর্ণ ; আর তোমরা যা করছো
সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ।

১৮৭. (ف+ان+ه)- فَإِنَّهُ أَنْتَ قُلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِمْ
অবশ্যই তার অন্তর ; ‘ঠিক’ - পাপপূর্ণ ; আর ; ‘ঠিক’ - আল্লাহ ; ‘মানুষের কাজ’ - তোমরা যা করো ; ‘কাজের ফল’ - সবিশেষ অবহিত ।

কোনো পার্থক্য নেই । অবশ্য কোনো পশ্চ যদি বঙ্ক রাখা হয়, তাহলে তার দুধ খাওয়া তার উপর সওয়ার হওয়া এবং তার ঘারা বোঝা বহন করানো, হালচাষ ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে । কেননা এটা তো আসলে সেই খাদ্যের বিনিয়ম যা বঙ্ক গ্রহণকারী সেই পশ্চকে খাওয়ায় ।

৩৮৭. ‘সাক্ষ্য গোপন করা’ ঘারা সাক্ষ্য দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সত্য প্রকাশ না করা উভয়টিই বুঝানো হয়েছে ।

৩৯ কুকু’ (আয়াত ২৮২-২৮৩)-এর শিক্ষা

১ / ধার-কর্জ আদান-প্রদান লিখিত প্রমাণের ভিত্তিতে করা প্রয়োজন, যাতে কোনো পক্ষ থেকে তুল-অন্তি অথবা অবীকৃতির কেনো সুযোগ না থাকে ।

২ / ধার-কর্জ আদান-প্রদানের সূচনায় সুস্পষ্টভাবে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে ।

৩ / যাকে আল্লাহ তাআলা লিখার যোগ্যতা দান করেছেন তার ঘারা ন্যায়সংগতভাবে ধার-কর্জের প্রমাণপত্র লিখিয়ে নিতে হবে । আর লিখক ও নিরপেক্ষভাবে প্রমাণপত্র লিখে দিবেন । এটা হবে আল্লাহ তাআলা তাকে যে যোগ্যতা দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতার বহিপ্রকাশ ।

৪ / ধার-কর্জ অবীতাই প্রমাণপত্রের বিষয়বস্তু বলে দিবে । কারণ এটা তার পক্ষ থেকে অবীকারপত্র । আর যদি তার পক্ষে বিষয়বস্তু বলে দেয়া সত্য না হয় তাহলে তার অভিভাবক বিষয়বস্তু বলে দিয়ে ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়ে নিবে ।

৫ / লেনদেনে প্রমাণপত্র লেখাই যথেষ্ট নয় ; বরং এতে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য থাকতে হবে ।

৬ / সাক্ষীদের জন্য শর্ত হলো—(ক) মুসলমান হতে হবে, (খ) সাক্ষী নির্ভরযোগ্য হতে হবে, যার কথার উপর আস্তা রাখা যায়—পাগাচারী হলে চলবে না ।

৭ / শরণী ওয়র ছাড়া সাক্ষ্যদান করতে অবীকার করা শুনাহের কাজ ।

৮ / প্রমাণপত্রের লিখক বা সাক্ষীদেরকে সত্য সাক্ষ্যদানের পরিপ্রেক্ষিতে কেনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না । একপ করা অবশ্যই শুনাহের মধ্যে শামিল ।

৯ / খণ্ডাতা ইচ্ছা করলে খণের অর্থ কেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার জন্য কোনো বস্তু বঙ্ক রাখতে পারবে । তবে এমন বস্তু ঘারা উপকার গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না ।

সূরা হিসেবে রূকু'-৪০
পারা হিসেবে রূকু'-৮
আয়াত সংখ্যা-৩

﴿اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تَبْدِّلْ وَمَا فِي آنفُسِكُمْ﴾

২৮৪. আসমানে^{১৮৮} যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর^{১৮৯} আর তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ করো

﴿أُوتْخُوفُهُ يَحْاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنِ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنِ يُشَاءُ﴾

অথবা তা গোপন করে রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসেব নিবেন।^{১৯০}

অতপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন এবং যাকে চান সাজা দিবেন

() ال+سموت-السموت-আছে ; -মা-যাকিছু-আছে ; -ফি- ; আর ; ও-এবং ; যমীনে ; () অ+ارض)-ال+ارض-আর ; -মা-যাকিছু-আছে ; -ও-এবং ; যমীনে ; () أنس+كم)-آنفسكم-আর ; -مَا فِي- ; -ان-যদি-تَبْدِّلْ ; () ي+حاسِبُكم-আর ; -ي+عَذِيبُ-আর ; () ف+يغفر)-فَيَغْفِرُ-আর ; -لله-আল্লাহ-আর ; -ي+شاءُ-আর ; -لمن-যাকে ; -চান-يُشَاءُ-আর ; -এবং-يُعَذِّبُ-আর ; -ম-যাকে ; -চান-يُشَاءُ-আর ;

৩৮৮. এখানে বজ্জব্যের উপসংহার টানা হয়েছে। সূরার সূচনা যেভাবে দীনের বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা হয়েছে তেমনিভাবে সূরার শেষেও সেসব মৌলিক বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেগুলোর উপর ইসলামের মূল বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরার প্রথম রূকু'টি সামনে রাখলে বিষয়বস্তু বুজতে সহজ হবে।

৩৯১. এটা দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আসমান ও যমীনের মালিক হওয়া এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে সবকিছু এককভাবে আল্লাহর মালিকানাধীন হওয়া— এ মৌলিক সত্যের ভিত্তিতে মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করা ছাড়া অন্য কোনো পথ হতে পারে না।

৩৯০. এ বাক্যটির মধ্যে আরও দুটো কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর নিকট দায়ী হবে এবং এককভাবেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, আসমান-যমীনের যে বাদশাহর সামনে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, এমনকি বান্দার অন্তরে লুকায়িত ইচ্ছা এবং চিন্তাও তাঁর নিকট গোপন নয়।

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٨﴾ أَمَّنِ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رِبِّهِ

ଆର ଆଦ୍ୟାହ ସର୍ବବିଷୟର ଉପର ସର୍ବଜିମାନ ।^{୧୦୧} ୨୮୫. ରାସୂଳ ସେସବ ବିଷୟର ପ୍ରତି ଈମାନ ଏନେହେନ, ଯା ତାର ପ୍ରତିପାଲକରେ ପଞ୍ଚ ଥେକେ ତାର ପ୍ରତି ନାୟିଲ କରା ହେଁଛେ

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمْنٍ بِإِلَهِ وَمَلِئَكَتِهِ وَكَتْبِهِ وَرَسِلَتِهِ تَقْدِيرٌ
এবং (ঈমান এনেছে) মু'মিনরাও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আশ্চর্য প্রতি, তাঁর
ফুরেশতাদের প্রতি তাঁর কিতাবসমগ্রের প্রতি এবং তাঁর বাসলাদের প্রতি।

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْلٍ مِّنْ رَسُولِهِ ۖ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ قُلْ فَرَأَنَكُمْ
 (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা
 আরও বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; তোমার কাছেই ক্ষমা চাই

رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ^{٤٠٦} لَا يَكِلُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا، لَمَّا مَا كَسَبَتْ
হে আমাদের প্রতিপাদক ; আর তোমার নিকটই (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।^{৪০৭} ২৮৬. আল্লাহর কেন্দ্রে বাসিষ্ট
এমন দায়িত্ব চাপান না তার সামর্থ ছাড়া ;^{৪০৮} যা (নেকী) সে উপার্জন করেছে তা তারই জন্য

وَعَلَيْهَا مَا كَتَبْتَ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

এবং যার (গুনাহ) সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। ৩৩ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা আমরা ভুল করি আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না ।

—এবং—তার উপর বর্তাবে; ৩—যা; —ক্ষেত্ৰ—عَلَيْهَا ; ৩—সে (গুনাহ) অর্জন করেছে; ৩—+ تَوَاهَدْ + نَا)-لَا تُؤَاخِذْنَا—(رَبْ + نَا)-আপনি আমাদের প্রতিপালক; ৩—آমরা ভুলে যাই ; ৩—كَتَبْتَ—আমরা ভুলে যাই ; ৩—কিংবা; ৩—أَخْطَأْنَا—আমরা ভুল করি ;

৩৯১. এটা আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা-ক্ষমতার বর্ণনা । তিনি এমন কোনো আইনে আবশ্য নন যে, সেই আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য । বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী । কাউকে শান্তিদান করা এবং ক্ষমা করার পূর্ণ এখতিয়ার তাঁর রয়েছে ।

৩৯২. অত্র আয়াতে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপক্ষতির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে । আর তাহলো—আল্লাহকে, তাঁর ক্ষেত্ৰভাদেরকে, তাঁর ক্ষিতাবসমূহকে মেনে নেয়া ; তাঁর রাসূলদেরকে—তাদের মধ্যে কোনোৱপ পার্থক্য না' করে মেনে নেয়া (অর্থাৎ কাউকে মানা আর কাউকে অমান্য করা এৱবুলপ পার্থক্য না করা) এবং একথার স্বীকৃতি দান করা যে, আমাদেরকে অবশেষে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে । এ পাঁচটি বিষয় হলো ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা । এ পাঁচটি আকীদা-বিশ্বাসের স্বীকৃতির পর একজন মুসলমানের জন্য সঠিক কর্মপক্ষতি হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধানই আসবে সেগুলোকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা পেতে মেনে নিবে, সেগুলোর আনুগত্য করবে এবং নিজের ভালো কাজের জন্য গর্ব-অহংকার করবে না ; বরং আল্লাহর নিকট বিনীত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে ।

৩৯৩. আল্লাহর নিকট থেকে মানুষের উপর দায়িত্ব তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করা হয় । এমনটি কখনও হবে না যে, বাদ্দাহর কোনো একটি কাজ করার ক্ষমতা নেই অথচ আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি অমুক কাজটি কেন করোনি ? অথবা এমনটি কখনও হবে না যে, কোনো বিষয় থেকে বেঁচে থাকা তার সাধ্যের বাইরে অথচ আল্লাহ তাকে সেই বিষয় থেকে বেঁচে না থাকার জন্য পাকড়াও করবেন যে, তুমি অমুক বিষয় থেকে কেন পরহেয়ে করোনি ? কিন্তু একথা স্বরূপ রাখতে হবে যে, নিজ সামর্থ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী সে নিজে নয়, এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহই নিতে পারেন যে, এক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কিসের সামর্থ্য রাখে আর কিসের সামর্থ্য রাখে না ।

৩৯৪. এটা হলো আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব বিধানের অপর একটি মূলনীতি । প্রত্যেক ব্যক্তি সেই কাজেরই পুরস্কার পাবে যা সে করেছে । এটা সত্ত্ব নয় যে, একজনের

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি এমন ভারী বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না, যেরূপ চাপিয়ে দিয়েছিলেন তাদের উপর যারা আমাদের পূর্বে ছিল। ৩১

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنَا، وَاغْفِرْ لَنَا دَنَقَ

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না যার বহনশক্তি আমাদের নেই;

আর আপনি আমাদের গুণাহ মোচন করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন ;

عَلَيْنَا -হে আমাদের প্রতিপালক; وَ-আর; لَا-আপনি চাপিয়ে দিবেন না; حَمَلْتَهُ -আমাদের উপর ; كَمَا-এমন ভারী বোঝা ; يَعْفُ -যেরূপ ; حَمَلْتَهُ -হে আমাদের প্রতিপালক ; مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ -এমন ভারী বোঝা চাপাবেন তা ; عَلَى-তাদের উপর ; مِنْ قَبْلِنَا -যারা ; وَاعْفْ -মন ক্ষমা করুন ; وَاغْفِرْ -হে আমাদের প্রতিপালক ; لَا تَحْمِلْنَا -আমাদের উপর ; لَا تَحْمِلْ -হে আমাদের প্রতিপালক ; لَا -আমাদের উপর ; لَا -যার ; لَا -বহনশক্তি নেই ; لَا -আমাদের ; لَا -যে বোঝা ; وَ-আর ; اغْفِرْ -গুণাহ মোচন করে দিন ; عَنْ -আমাদের থেকে ; وَ-আর ; اغْفِرْ -ক্ষমা করুন ; لَا -আমাদেরকে ;

কাজের বিনিয়য়ে অন্য স্থোক পুরুষার পাবে। একইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধে পাকড়াও হবে যে অপরাধের সাথে সে সংগঠিত ছিল। এরূপ কখনও হবে না যে, একজনের অপরাধে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবে। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সম্ভব যে, এক ব্যক্তি একটি নেক কাজের ভিত্তিস্থাপন করেছে যার ফলে হাজার হাজার বছর পর্যন্ত সেই কাজের প্রভাব স্থায়ী থাকলো, আর এসব কাজের ফল তার আমলনামায় সেখা হতে থাকবে। আর অন্য এক ব্যক্তি কোনো একটি মন্দ কাজের ভিত্তিস্থাপন করেছে এবং শত শত বছর পর্যন্ত সেই কাজের প্রভাব স্থায়ী থাকে, আর সে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রথম যালিমের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তালো বা মন্দ যে প্রতিফলই হবে তা মানুষের নিজেরই উপার্জন। মোটকথা, তালো বা মন্দ যে কাজই হোক তাতে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা, সংকল্প, চেষ্টা বা সাধনার কোনো অংশ থাকলো না অথচ তার শাস্তি বা পুরুষার সে পাবে এমনটি কোনোক্রমেই হবে না। কর্মফল কোনো হস্তান্তরযোগ্য জিনিস নয়।

৩৯৫. অর্থাৎ আমাদের পূর্বসূরীদের আপনার পথে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেসব ডয়াবহ বিপদের মুকাবিলা করতে হয়েছে, যে দৃঢ়খ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে সেসব থেকে আমাদেরকে বাঁচান। যদিও আল্লাহ তাআলার স্থায়ী বিধান রয়েছে যে, যে কেউ সত্য-ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে তাকেই কঠিন পরীক্ষা ও

وَارْحَمْنَا دَنَّتْ مَوْلِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ

এবং আমাদের প্রতি করুণা করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। ৩১

মَوْلَنَا - এবং - আমাদেরকে করুণা করুন ; আরْحَمْنَا - (ارحمنا) ; এবং - আমাদের অভিভাবক ; (ف+انصر+نا) - অতএব আমাদের সাহায্য করুন ; (ال+كفر+ين) - الْكُفَّارِينَ (কফির) কাফির।

বিপদ-আপনের মুকাবিলা করতে হয়েছে। আর যখনই পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়েছে তখনই মুমিন ব্যক্তির কাজ হলো পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তর সাথে তার মুকাবিলা করা ; কিন্তু একজন মুমিনকে যে কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর নিকট এ দোয়াই করা উচিত যে, তিনি যেন সত্য ও ন্যায়ের পথে চলাকে তার জন্য সহজ করে দেন।

৩১৬. অর্থাৎ দুঃখ-দুর্দশার এমন বোঝা-ই আমাদের উপর চাপাও যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের আছে। এমন যেন না হয় যে, আমাদের ধৈর্যশক্তির অতিরিক্ত বোঝা আমাদের উপর চাপানো হলো, আর ধৈর্যচূড়ির কারণে সত্যপথ খেকে আমাদের বিছুতি ঘটলো।

৩১৭. এ দোয়ার মর্ম অনুধাবন করার জন্য এ বিষয়টি সামনে রাখা প্রয়োজন যে, এ আয়াত হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে মিরাজের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। আর তখন মুক্তাতে কুফর ও ইসলামের দল চরমে পৌছে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের উপর দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-মঙ্গীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হলো যে, স্বীয় মালিকের নিকট তোমরা এভাবে দোয়া করো। এটা সুস্পষ্ট যে, দাতা যদি চাওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি জানিয়ে দেন তখন প্রাপ্তির বস্তু পাওয়ার নিচয়তা স্বত্বাবতই সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এজন্যই দোয়াটি তৎকালীন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অসাধারণ মানসিক নিষিদ্ধতার কারণ সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া এ দোয়ায় মুসলমানদেরকে পরোক্ষভাবে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে অসংগত ধারায় প্রবাহিত হতে না দেয় ; বরং সেগুলোকে এ দোয়ার ছাঁচেই ঢালাই করে দেয়।

সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াতের ফয়লত

সহীহ হাদীসসমূহে এ আয়াত দুটির বিশেষ ফয়লতের কথা বর্ণিত আছে।
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দুটি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা-রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা এই দুটি আয়াত জাল্লাতের ভাষার থেকে অবতীর্ণ করেছেন, জগত সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এশার নামাযের পর এ দুটি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

হাদীস ঘৃষ্ণ মুস্তাদরাক ও বায়হাকীর রাওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা এই দুটি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাঞ্চ করেছেন, আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাষার থেকে এই দুটি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এই দুটি আয়াত শিক্ষা করো এবং নিজেদের স্তুর্মুস্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হ্যরত ওমর ফারাক ও আলী মর্তুজা (রা) বলেন, আমাদের মতো যার সামান্য বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে যেন এই দুটি আয়াত পাঠ করা ছাড়া নিন্দা না যায়।

‘জামে’ তিরায়ি শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যার মধ্যে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করে সূরা বাকারা শেষ করেন। যেই বাড়ীতে তিনি রাত পর্যন্ত এই আয়াত দুটি পাঠ করা হবে শয়তান সেই বাড়ীর নিকটেও যেতে পারবে না।

৪০ কুকু' (আয়াত ২৮৪-২৮৬)-এর শিক্ষা

১। সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আসমান-যমীনের আওতার বাইরে যেহেতু যাওয়ার কোনো উপায় মানুষের নেই, অতএব তাকে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁর সামনে আনুগত্যের শির নত করতেই হবে। আর এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

২। অত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

৩। যেহেতু বান্দার কোনো কাজই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে হতে পারে না, তাই তাঁর নিকট জবাবদিহি থেকে বাঁচারও কোনো উপায় নেই। অতএব জবাবদিহি করার প্রস্তুতি মৃত্যুর পূর্বেই নিতে হবে।

৪। ঈমানের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হলো, (ক) আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা, (খ) ক্ষেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা, (গ) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা, (ঘ) সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং (ঙ) মৃত্যুর পর পুনর্জন্মান ও বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনা।

৫। উপরোক্ত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য ২৮৬নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শেখানো ভাষায় প্রার্থনা করতে হবে।

-: সমাঞ্চ :-

শর্কে শর্কে আল কুরআন

প্রথম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান